# ষড়যন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি ফিক্বহ

মুফতি সিরাজুল ইসলাম আল বায্যাযী

মাসান ইন্টারন্যাশনাল
পুস্তক প্রকাশক

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

نَبِيُّنَا الآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ
أَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ

সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম আপনার প্রিয় হাবীবের তরে,
সালাত সালাম পাঠান আল্লাহ্ যুগ থেকে যুগান্তরে।
আদেশ—নিষেধ হ্যাঁ ও না এর হুকুমদাতা নবী আমার,
সত্য—সঠিক হুকুম জারির নেই যে কোন তুলনা তাঁর।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

# ষড়যন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি ফিকহ

মুফতি সিরাজুল ইসলাম আল বাযযাযী

মাসান ইন্টারন্যাশনাল

পুস্তক প্রকাশক

# ষড়যন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি ফিক্বহ

মুফতি সিরাজুল ইসলাম আল বায্‌যাযী

মাসান ইন্টারন্যাশনাল

প্রথম প্রকাশ
জিলহজ্জ, ১৪৩৯ হিজরি।
জ্যেষ্ঠ, ১৪২৫ বাংলা।
সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইংরেজি।

প্রকাশক ■ এস ইসলাম খান

**মাসান ইন্টারন্যাশনাল**
১৪৯/এ, ডি আই টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৮৮৩-৯০৯৭৪৭, ০১৯৫৫- ৯১০৬১৩

**অক্ষর বিন্যাস ■ মাসান কম্পিউটারস**

এস এস প্রিন্টার্স
৩০/এ, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০।

**মূল্য – ৬৫০.০০ টাকা মাত্র ।**

ISBN 978-984-34-1772-5

Sarajantrer Kabale Imam Abu Hanifa O Hanafi Fiqh, By Mufti Sirajul Islam . Published by S. Islam Khan, 149/A D Extention Road, Fakirapool, Dhaka- 1000. Price: 650.00 Taka only. USD: $15.

# বিষয়সূচি

AnyScanner

# ভূমিকা

**الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين . والصلاة والسلام على سيد الخلق المبعوث معلماً هادياً ، ومرشدا ناصحاً إلى يوم الدين و على اله وأصحابه وأهل بيته والصديقين و الصالحين .**

আল্লাহ্ তায়া'লার জমিনে তাঁরই বিধান চলবে ইহাই স্বাভাবিক। কেননা কোন কিছুর সৃস্টিকারীই জানে সৃষ্ট বিষয়টি কীভাবে চলবে। তার বাস্তবায়নই বা কীভাবে হবে তা সৃস্টিকারী ব্যতীত আর কেহই জানে না। তবে হ্যাঁ, যদি কাউকে জানানো হয় তাহলেই অন্যরা তার ঐ সৃষ্ট বিষয়ের পরিচালনা পদ্ধতি সর্ম্পকে জানতে পারবে।

আল্লাহ্ তায়া'লা তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালনার জন্য বিধান সহ বিভিন্ন যুগে নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ সম্পূর্ণ বিধান আল কুরআন দিয়ে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। এ বিধান বাস্তবায়নের সর্বোত্তম সময় ছিল ওয়াহির যুগ ব্যতীত পরবর্তী ত্রিশ (৩০) বছর। আল কুরআন ও আল সুন্নাহ্ ভিত্তিক নবুওতি খিলাফত ব্যবস্থা এ সময়ের মধ্যেই ছিল। আর এ সময়ে যারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন তাঁরাই আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ ভিত্তিক খলিফা। ত্রিশ (৩০) বছর পরবর্তী সময়ের কোন শাসককে খলিফা বলা অনুচিত। এর পরের কোন শাসককে খলিফা বলা হলে তা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের খিলাফ হবে। কেননা এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الْخِلَافَةُ فِيْ أُمَّتِي ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ . " আমার উম্মাতের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক খিলাফত

হবে ত্রিশ (৩০) বছর, এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে"। অন্য বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদ এর কিতাবুল সুন্নাহ্‌র আল খুলাফা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, আমর বিন আওন আমাদেরকে বলেছেন, হুশাইম আমাদেরকে আওয়াম বিন হাওশাব হতে, তিনি সাঈদ বিন জুহমান থেকে, তিনি সাফিনা থেকে, সাফিনা বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : " خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ مُلْكَهُ - أو ملكه - من يشاء "
"নবুওতি খিলাফাত হবে ত্রিশ বছর এরপর রাজত্ব শুরু হবে, আল্লাহ্ তায়া'লা যাকে ইচ্ছা দান করবেন"

এ ত্রিশ বছর শাসন কালকে "আল খিলাফাতুল রাশিদাহ্" বলা হয়। আর যারা এ সময় খলিফা ছিলেন তাদেরকে আল খোলাফাউর রাশেদুন বলা হয়। এর সাথে সাইয়্যিদুশ শাবাব ফিল জান্নাহ্, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদরের ছোট মেয়ে সাইয়্যিদাতুন নিসা ফিল জান্নাহ্ হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার চোখের মনি, সমস্ত মুমিনগণের কলব হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাও অর্ন্তভূক্ত। এ হিসেবে খোলাফায়ে রাশেদিন চারজন নয় পাচঁজন। নিম্নে খোলাফায়ে রাশেদিন রাদ্বিআল্লাহু আনহুম গণের ত্রিশ বছর খিলাফাতের সময়কাল এবং খিলাফতের বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হলো।

## হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২ বছর ৩ মাস ১০ দিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেখে যাওয়া দীনকে একই ধারায় পরিচালনা করেন। তিনি বাইয়াত নেওয়ার পর প্রথমেই যে কথাটি বলেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক মানদন্ডে নিরুপিত। যারা ইসলামের পথ প্রদর্শক তাদের জন্য ইহা আলোকবর্তিকা। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ্ তার "আল মুসান্নাফ" এর ১১ খন্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, ইমাম মা'মার বলেছেন কোন কোন মদিনাবাসি বলেছেন: أَطِيْعُوْنِي مَا أَطَعْتُ الله و رَسُوْلَهُ ، فَإِذَا عَصَيْتُ الله و رَسُوْلَهُ فَلاَ طَعَةَ لِي عَلَيْكُم .

"আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের হুকুম মেনে চলব ততক্ষণ আপনারা আমাকে মানবেন, আর যখন দেখবেন আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের খিলাফ করছি তখন আমাকে মানা আপনাদের জন্য জরুরী নয়"।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার রাসুলের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যা বললেন তা প্রত্যেক হিদায়াতকারী আলেমগণের জন্য মূল্যবান বার্তা। বর্তমানে কোন সাহসী আলেম, দীন প্রচারক যদি তার অনুসারীগণের সামনে এভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে বুঝা যাবে তিনি হক্কের উপর আছেন, হিদায়াতের উপর আছেন।

## হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১০ বছর ৬ মাস ০৪ দিন ইসলামের ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখেন। তিনি এমন এক আরব সিংহ যার গর্জনে সারা দুনিয়া কাঁপতো। তিনি আল্লাহ্ তায়া'লার এমন লক্ষস্থল যার যবানে ২২টি আয়াত নাযিল হয়েছে। তাঁরই শানে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الحَقُّ يَنْطِقُ عَلى لِسَانِ عُمَر. "আল্লাহ্ তায়া'লা উমারের জবানে কথা বলেন"। অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু উক্ত বিষয় সমূহে কথা বলেছেন, এরপর আল্লাহ্ তায়া'লা একই অর্থবোধক হুকুম নাযিল করেছেন। এ খলিফাতুল মুসলিমিনকে যখন কোন বিষয়ে কৈফিয়ত চাওয়া হতো সে কৈফিয়তের জওয়াব দিতেন। ধমক তো দূরের কথা রাগও করতেন না। উমার বিন শাব্বাহ্ আন নামিরি আল বসরি (১৭৩-২৬২) " কিতাবু তারিখিল মদিনা আল মুনাওওয়ারা " এর ২ খন্ডের ৭৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আফফান আমাদেরকে বলেন, মুবারাক আমাদেরকে হাসান হতে বলেছেন, এক ব্যক্তি উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললো : اِتَّقِ الله يا اَمِيْرَ المُؤمِنِيْن، فوالله ما الأمْرُ كَمَا قُلْتَ . قال : فأقْبَلوا على الرجلِ فقالوا : لا تَالِت اَمِيْرَ المَؤمِنِيْن .فلما رآهم أقْبَلوا على الرجلِ قال : دعوهم فلا خَيْرَ فيكم إن لم تقولوها ، و لا خير فينا إن لم نقبلها منكم .

"হে আমিরুল মুমিনিন আল্লাহ্ তায়া'লাকে ভয় করুন,আল্লাহ্র কসম করে বলছি

আপনি যা বললেন বিষয়টি তা নয়। হাসান বলেন, লোকেরা আমিরুল মুমিনিন এর প্রতি এ অসম্মান জনক আচরণ এর কারণে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে বলল, আমিরুল মুমিনিন এর সম্মান রক্ষা করে কথা বল। আমিরুল মুমিনিন সকলকে লোকটির দিকে এগিয়ে যেতে দেখলেন বললেন তাকে ছেড়ে দাও, তাকে তোমরা যদি কিছু না বল তাতে যেমন তোমাদের ফায়দা নেই, আবার তোমাদের থেকে আমরা কিছু গ্রহণ না করি; তাতে আমাদেরও কোন ফায়দা নেই"।

উইউনুল আখবার কিতাবের প্রথম খন্ডের পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মদিনায় বেশ কিছু কাপড় আসলো, প্রত্যেকের অংশে এমন পরিমাণ হলো যে তা দিয়ে একটি জামা হয় না, কিন্তু আমিরুল মুমিনিন ঐ কাপড়ের তৈরী একটি জামা পড়ে আসলেন এবং মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্ তায়া'লা আপনাদের উপর শান্তি বর্ষন করুন, ভাল করে শুনুন, একথা শুনে হযরত সালমান ফারেসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি আপনার কথা শুনব না, আপনার কথা শুনব না, আমিরুল মুমিনিন বললেন কেন হে আবু আব্দুল্লাহ্ ? তখন হযরত সালমান ফারেসি বললেন, হে উমার দুনিয়াবি বিষয়ে আপনি আমাদেরকে অনেক দিয়েছেন, আপনি আমাদের প্রত্যেককে এমন পরিমাণ কাপড় দিয়েছেন যা দ্বারা একটি জামা হয় না, অথচ আপনি নিজে ঐ কাপড়ের জামা পরে খুতবা দিতে এসেছেন। তিনি বললেন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার কোথায় ? আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বললেন, এই তো আমি। আমিরুল মুমিনিন বললেন, আমার গায়ে যে জামাটি দেখা যাচ্ছে তা কার ? তিনি বললেন, আমার অংশ। বললেন হে সালমান আমার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, আমি আমার পোষাক ধুয়ে দিয়েছি, আর আব্দুল্লাহ্-র টি আমি নিয়েছি। এ কথা শুনে হযরত সালমান ফারেসি বললেন, হয়েছে খুতবা দিন শুনব"।

এই হলেন আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ ভিত্তিক খলিফা যিনি নিজেকে সাধারণ একজন মানুষের চেয়ে বড় মনে করেন না। এবং যে কেহ অবলিলায় নির্ভয়ে কৈফিয়ত তলব করতে পারেন। চিন্তাশীলদের জন্য এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন আছে কী ?

## হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু

যুন্নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১১ বছর ১১ মাস ১৮ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। নবুওওতি খিলাফাত এর খলিফার সকল বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে ছিল। আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরবের শীর্ষ ধনিদের একজন ছিলেন। তারপরও যে সাধারণ জীবন-যাপন করেছেন তা নবুওওতি খিলাফাত এর খলিফার নিদর্শন।

ইমাম হাসান আল বসরি বলেন, আমি আমিরুল মুমিনিনকে মসজিদে ঘুমোতে দেখেছি, তিনি যখন উঠলেন তাঁর শরীরের এক পার্শ্বে চাটাই এর দাগ দেখা যাচ্ছিল, ইহা দেখে আমরা বলতে লাগলাম এই হলেন আমিরুল মুমিনিন!

একবার হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর কর্মচারীগণ সিরিয়া থেকে ১১ উট ভর্তি গম বা খাবার নিয়ে আসলেন। ইহা দেখে লোকেরা তাঁর দরজায় একত্রিত হল এবং দরজার কড়া নাড়লো, দরজা খুলে হযরত উসমান দেখেন লোকে পরিপূর্ণ, জিজ্ঞেস করলেন কী চাই ? সকলেই বলল কোথাও খাবার নেই, আকাশে মেঘ নেই, মাটি হতে কিছুই উৎপন্ন হচ্ছে না, মানুষ খুবই কঠিন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, আমরা শুনতে পেলাম আপনার নিকট খাবার এসেছে। এগুলো আমাদের নিকট বিক্রি করে দিন, আমরা ইহা জনগণের কাছে পৌছে দিব। হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন ঠিক আছে ভিতরে আসুন এবিষয়ে কথা বলি।

খাবার সমূহ দরজার সামনে স্তুপ অবস্থায় ছিল, তিনি বললেন হে ব্যবসায়ীগণ আমি এগুলো সিরিয়া থেকে খরিদ করে এনেছি, আপনারা আমাকে কত লাভ দিবেন ? তারা বলল ১০ দিরহামে কিনা থাকলে ১২ দিরহাম দিব। বললেন এতে হবে না। তারা বলল ১৪ দিরহাম দিব, বললেন হবে না। তারা বলল ১৫ দিরহাম, বললেন আরো বৃদ্ধি করতে হবে। ইহা শুনে ব্যবসায়ীগণ বললেন, আমাদের বাহিরে মদিনাতে আর কোন ব্যবসয়ী নেই যে আপনাকে এর চেয়ে বেশি দিতে পারে। হযরত উসমান বললেন, আল্লাহ্ তায়া'লা আমাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম দিবেন তোমরা কী এর চেয়ে বেশি দিতে রাজি? তারা বলল না। তখন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি

আল্লাহ্ তায়া'লাকে সাক্ষি রেখে বলছি ১০০ উট ভর্তি যত খাবার আছে তার সবই গরিব মুসলমানগণকে দান করে দিলাম। এই হলেন খলিফাতুল মুসলিমিন যারা নিজের কল্যাণের চেয়ে জনকল্যাণকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, ইনাদেরকেই অনুসরণ করা ওয়াজিব।

## হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ০৪ বছর ৯ মাস ০০ দিন খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলিফার মত তিনিও খিলাফাতের গুরুভার নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পূর্বের মতই গ্রহণ করতে হয়েছে। ইহা হচ্ছে আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ ভিত্তিক নবুওওতি খিলাফাতের বৈশিষ্ট্য, এবং খিলাফত ও অন্য শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য। মুসনাদ আহমাদ ও সুনান নাসাইতে উল্লেখ আছে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন من كنت مولاه فعلي مولاه "আমি যার অভিবাবক আলিও তার অভিবাবক"। ইহা হতে প্রমাণিত হলো সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সমস্ত উম্মাহ্র অভিবাবক অনুরুপ হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুও সমস্ত উম্মাহ্র অভিবাবক। এ প্রসঙ্গে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, اَصْبَحْتَ مَوْلَى كل مؤمِنٍ "রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত ঘোষনার ফলে আপনি তো সকল মুসলমানের অভিভাবক হয়ে গেলেন"।

## হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন খলিফা বিন খলিফা হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ৬ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

সব মিলে ত্রিশ বছর। এ ত্রিশ বছরের খিলাফত এর সময় উল্লিখিত পাঁচজন খলিফা কখনই নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বড় মনে করতেন না। আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ ভিত্তিক নবুওওতি খিলাফত ব্যবস্থায়

পরিচালিত রাষ্ট্রের কোন বিচারক খলিফাকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারতেন। শুধু তা-ই নয়, যে কোন সাধারণ মানুষ খলিফাকে সরাসরি জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারতেন, যা উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত।

একটি বিষয় জানা জরুরী রাসুল কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা ও খলিফা কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা এক নয়। উভয়ের রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল রসুল জবাবদিহিতার আওতায় নন, যেখানে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আওয়াজ এর চেয়ে কারো আওয়াজ বেশি হলে তার আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ধমক আল্লাহ্ তায়া'লা দিয়েছেন, সেখানে রসুলের কোন কাজে কৈফিয়ত চাওয়া কী করে সম্ভব ? এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাজে কী, কেন প্রশ্ন করা যাবে না কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক পরিচালিত রাষ্ট্রের খলিফাকে কী, কেন প্রশ্ন করা যাবে, এবং এ ব্যাপারে তিনি তার কাজের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক জওয়াব দিবেন।

হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক খিলাফত ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর উক্ত গুণ সম্পন্ন রাষ্ট্র পরিচালনাকারী খলিফাগণের ধারা শেষ হয়ে যায়।

ত্রিশ বছর পরের অর্থাৎ ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রফিকুল আ'লায় চলে যাওয়া ৩০ বছর পূর্ণ হয়। যেহেতু সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছরের হবে, তারপর রাজতন্ত্র শুরু হবে, তাই ৩০ বছর পরবর্তী কোন শাষন ব্যবস্থাকেই খিলাফত বলা যাবে না এযং যারা এ শাষন ব্যবস্থার প্রধান হবেন তাদেরকে খলিফা বলা যাবে না, বললে হাদিসের খিলাফ হবে। ৪১ হিজরি সনে পরিপূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক খিলাফত শেষ হওয়ার পর ৪১ হিজরি হতে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত চলে। এর শুরু আমিরুল মুমিনিন হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এবং শেষ হয় মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান বিন হাকামের মাধ্যমে। এরপর আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়।

ইতিহাস যখন আবেগের বসবতি হয়ে রচিত হয় তাতে সঠিক তথ্য পাওয়া দূরহ হয়ে যায়। প্রিয়জনের চলে যাওয়া বেদনার এটা যতটা গ্রহণীয়, অপ্রিয়জনের চলে যাওয়া আনন্দের এটা ততটাই অগ্রহণীয়, আর ইহা যখন আবেগকে আশ্রিত করে গঠিত হয় প্রায়শই তা অর্থহীন হয়।

সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চলে যাওয়ার পর কী হবে না হবে ও ঘটবে সে সম্পর্কে যাকিছু বলেছেন তার সবই আল্লাহ্ তায়া'লার নেজামের অর্ন্তভূক্ত। الخِلاَفَةُ فِيْ أُمَّتِي ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ "আমার উম্মাতের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক খিলাফত হবে ত্রিশ (৩০) বছর, এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে"। ইহা যেমন হাদিসে আসে অনুরূপ আমিরুল মুমিনিন হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা খিলাফতের অধিকারী হবেন ইহাও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আবার হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মাধ্যমে মুসলমানগণ ফিতনা হতে মুক্তি পাবে ইহাও নেজামের অর্ন্তভূক্ত। কেননা যা ঘটে নাই ভবিষ্যতে ঘটবে ইহা আল্লাহ্ তায়া'লা তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন, ইহা গায়েবের খবর, রসুল ব্যতীত আর কাউকেই ইহা জনান না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِه اَحَداً اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ "তিনিই গায়ব এর খবর রাখেন, তাঁর এ গায়ব এর খবর কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনিত রাসুল ব্যতীত"। সুরা মুয্যাম্মিল, আয়াত-২৬।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে ও ঘটবে এসবের মালিক তিনিই কারো নিকটই এ সমস্ত প্রকাশ করেন না। তবে হ্যাঁ, তারঁ রাসুল এর নিকট প্রয়োজন মাফিক ইহা প্রকাশ করেন। এ আয়াতে فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِه "তাঁর এ গায়ব এর খবর কারো নিকট প্রকাশ করেন না" ভবিষ্যতে কী ঘটবে এ বিষয়ের জ্ঞানকে এখানে গায়ব হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে এ গায়ব এর খবর আল্লাহ্ তায়া'লা তাঁর রাসুলকে দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল এ ধরণের গায়ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে নিসবত করা আল কুরআন দ্বারাই সাবিত।

খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিলাফত এবং তৎপরবর্তী পরিস্থিতিতে কী ঘটবে সে সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা পরিপূর্ণরূপেই সংঘঠিত হয়েছে। নিম্নের হাদিসগুলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইমাম বুখারি সহিহ্ আল বুখারির كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم এর "মানাকিবুল হাসান ওয়াল হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : أبو حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة " سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه و سلم على المنبرو الحسنُ إلى جَنبِهِ ، ينْظرإلى الناس مرَّةً و إليه مرَّةً و يقول : إبْنِي هذا سَيِّدٌ ، و لَعَلَّ الله أن يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ".

"সাদাকাহ্ আমাদেরকে বলেন ইবনু উয়াইনা আমাদেরকে বলেছেন, আবু মুসা হাসান থেকে তিনি আবু বকরা থেকে তিনি বলেন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসা ছিলেন, তাঁর পাশে ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বসা ছিলেন, তিনি একবার মসজিদের লোকদের দিকে তাকাচ্ছেন আরেক বার ইমাম হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন, এরপর বলতে শুনলাম আমার এ ছেলে এমন এক নেতা যার দ্বারা আল্লাহ্ তায়া'লা দু'টি মুসলমান দলকে বিবাদ হতে মুক্তি দিবেন"।

উক্ত হাদিসে তিনটি বিষয় পাওয়া গেল- ১। আরবি ভাষায় আবুন দ্বারা যেমন পিতা, চাচা, দাদা বুঝায় অনুরুপ ইবনুন দ্বারা ছেলে এবং নাতিও বুঝায় إبْنِي هذا سَيِّدٌ এখানে অর্থ হবে আমার এ নাতি।
২। ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু দু'টি মুসলমান দলকে বিবাদ-বিসংবাদ ও রক্তপাত হতে রক্ষা করে আপোষ করতে সক্ষম হবে। এ দুই মুসলমান দলের একটি হল হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দল, অপরটি হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দল। উভয় দলই পরিপূর্ণ মুসলমান। হযরত আলি বিন আবু তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু শহিদ হওয়ার পর তাঁর বড় ছেলে হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু খলিফা হন। তিনি ছয়মাস কাল খিলাফত এর দায়িত্ব পালন করেন। উভয় দলের মধ্যে যখন যুদ্ধংদেহি মনোভাব বিরাজ করছিল, উম্মাহ্র শান্তি ও ঐক্যের জন্য ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত মুআবিয়া

রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পক্ষে দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে খিলাফত হতে সরে দাঁড়ান এবং মুসলমানগণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল তাঁর নানা সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'রহমাতুল্লিল আলামিন' এরই প্রতিচ্ছবি।

## হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহ্ আনহুমা

সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহিলী যুগে যে উত্তম, ইসলাম গ্রহণ করার পরও সে উত্তম হয়। হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের বিপক্ষে যে শক্তি ব্যয় করেছেন ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের পক্ষে তা কাজে লাগিয়েছেন। তিনি তাঁর সন্তানগণ সহ রোম,পারস্য, সিরিয়া সহ অন্যান্য এলাকা বিজয়ে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন তা কী ইতিহাস থেকে মুছে গিয়েছে ? সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ওয়াহি লিখক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং নিজের আমিন (সচিব) করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা প্রথমে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান এবং পরে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে সিরিয়ার গর্ভনর নিযুক্ত করেছেন। হিজরি ১৩ সন থেকে ৩৫ পর্যন্ত এ পরিবারই গভর্ণর হিসেবে সিরিয়া পরিচালনা করেছেন এবং রোম-পারস্য সহ আফ্রিকা বিজয় করেছেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হতেই ইসলামের জন্য তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেসে। তিনি যে পথ প্রদর্শক হবেন এবং তাঁর দ্বারা ইসলাম আলোকিত হবে এ সুসংবাদ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই বলে দিয়েছেন, এমন কী তিনি যে শাসন ক্ষমতা পাবেন তা-ও জানিয়েছেন যেমন তাঁর পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন সর্ম্পকে সু সংবাদ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে বলেছি আবেগ দিয়ে রচিত ইতিহাস কখনই সঠিক তথ্য প্রকাশ করে না। কিছুলোক বিভিন্ন রঙয়ের প্রলেপ দেওয়া ইতিহাসকে গ্রহণ করে নিজেরা যেমন দিকভ্রান্ত হয়েছে, অন্যদেরকেও দিকভ্রান্ত করেছে। ওয়াহির যুগে সাহাবিগণ কর্তৃক যদি কোন কিছু ঘটে থাকে তা আল্লাহ্ তায়ালার নেজামের অর্ন্তভূক্ত। হাকিকাত না জেনে ইয়াহুদি

-খারেজি-মুনাফিক এ তিনের সমন্বয়ে সৃষ্ট বলয়ের ঘূর্ণিতে প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করতে না পেরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন কোন লিখক হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিকৃত তথ্য দিয়ে শয়তানকে ও তাঁর দোসরদেরকে খুশি করতে পেরেছে। আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাত কী ইয়াহুদি-খারেজি- মুনাফিকদের ষরযন্ত্রের অংশ নয় ? হযরত আলি ও হযরত ইমাম হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শাহাদাত কী যুদ্ধের ময়দানের ? মোটেই নয়, বরং ইহা মুসলমান নামধারী শয়তানী পোষাকে আবৃত বিকৃত জ্ঞানে দিকভ্রান্ত লোকদের দ্বারা সাধিত কাজ। যারা ইবলিসের কিয়াসের মতই নিজেদের কাজকে সঠিক মনে করেছে। কিন্তু প্রকৃত সঠিক তো ওটাই যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সঠিক।

ইমাম দিনুরি তার আখবারুল তিওয়াল কিতাবে উল্লেখ করেছেন, হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল তাঁর দু'জন অনুসারি হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করছে এবং শামবাসীগণকে অভিসাপ দিচ্ছে, তখন হযরত আলি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন তোমাদের দু'জনের ব্যাপারে আমি কী শুনছি ? তারা বলল, হে আমিরুল মুমিনিন আমরা কী হক্বের উপর নই, আর তারা কী বাতিলের উপর নয় , আমিরুল মুমিনিন বললেন, আল্লাহ্র ঘরের শপথ করে বলছি অবশ্যই ! এ দু'জন বলল তাহলে তাদেরকে তিরস্কার ও অভিশাপ দিতে নিষেধ করছেন কেন ? বললেন, আমি তোমাদের কঠোরতা পছন্দ করি না। বরং বল হে আল্লাহ্ আমাদের ও তাদের রক্তকে হেফাজত করুন। তাদের ও আমাদের মাঝে যা সংশয় আছে তা সংশোধন করে দিন। তাদের মধ্যে যে ভূল আছে তার থেকে তাদেরকে দূরে রাখুন, যাতে মিথ্যা থেকে সত্যকে চিনতে পারে।

হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে, হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কোনই সম্পর্ক ছিলনা, বরং তিনি খলিফার শাহাদাতের খবর শুনে কেঁদেছিলেন। তাদের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল তা মতের, শত্রুতার নয়। কিন্তু ইয়াহুদি-খারেজি-মুনাফিক এ তিন বলয় তাদের মত পার্থক্যকে পূঁজি

করে বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে এবং ইসলামের প্রতি দরদ দেখিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্তারক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বা লিখক হাকিকাত না জেনে হাকিকাতকে কর্দয করেছে এবং মিথ্যাকে সত্যের রুপ দিয়েছে। ইসলামের জন্য হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ভূমিকা সর্ম্পকে এরা বেখবর ছিলনা, কিন্তু শয়তানের ক্রীনক হওয়ার কারণে তাদের অন্তরে প্রলেপ পরে, ফলে হাকিকাত বুঝতে ব্যর্থ হয়। ইহা তাদের অনুভবের বাইরে ছিলনা, ইচ্ছার বাইরে ছিল। এ লোকগুলো আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুলের সাহাবি সর্ম্পকে তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ এর তোয়াক্কা করেনি, ভয়ও করেনি, ফলে মিথ্যাচারের ডালা মেলে তাতে হাকিকাতকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং তলোয়ারকে খাপমুক্ত করেছে।

হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু সর্ম্পকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তিনি শুধু হিদায়াতের উপরই নন, বরং তাকে যে অনুসরণ করবে সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরিমিযি তার আল জামে' আত তিরমিযির কিতাবুল মানাকিবের মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন حدثنا محمد بن يحي قال : حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، عن سعد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة و كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لمعاوية : " اللهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً اهْدِ بِهِ ".

“মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আমাদেরকে বলেন, আবু মুসহির আব্দুল আলা বিন মুসহির আমাদেরকে সা'দ বিন আব্দুল আযিয হতে তিনি রবিয়া' বিন ইয়াযিদ হতে তিনি আব্দুর রহমান বিন আবু আমিরাহ্ হতে ইনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু সর্ম্পকে বলেন : “হে আল্লাহ্ আপনি মুআবিয়াকে হিদায়াতকারী বানান এবং তার দ্বারা অন্যদেরকে হিদায়াত দান করেন”।

এ হাদিসের সনদ সহিহ। আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম যার সর্ম্পকে সনদ দিলেন লোকজন তার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে, তাঁর সর্ম্পকে অন্যদের সমালোচনা হারাম। তবে হ্যাঁ, ইয়াজিদের ব্যাপারে তার পিতা হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করা মোটেই উচিত নয়। কী পরিস্থিতিতে কীভাবে তিনি ইয়াজিদকে দায়িত্ব দিয়ে যান, এর প্রয়োজনীয়তা তিনি কীভাবে অনুভব করেছিলেন তা তিনিই ভাল বুঝেছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ সমরবিদ ছিলেন। নতুন নতুন এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় এবং ইসলামের অধিনে আনার ফলে আশ-পাশের অবস্থা নির্ঝনঝাট ছিলনা। এ প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে ইয়াজিদকে রেখে গেছেন, তার ইন্তেকালের পরের ইয়াজিদ এক ছিলনা। পরের ইয়াজিদ হতে শুরু করে উমাইয়া শাসন আমল শেষ এবং আব্বাসীয় শাসন আমলের পুরোটাকেই খিলাফত শাসন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। তার দু'টি কারণ ঃ

১। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মাতের খিলাফত ৩০ বছর পর্যন্ত চলবে, এর শেষ হযরত ইমাম হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

২। উমাইয়া শাসনকাল যার শুরু ৪১ হিজরি এবং শেষ ১৩২ হিজরি এ সময়ের দু'জন উমাইয়া শাসক ব্যতীত কেহই কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন পরিচালনা করেন নাই। ইনাদের একজন হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু অপরজন হযরত উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্। প্রথমজন সাহাবি তাই তিনি আদিল। আর যিনি আদিল তিনি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসক। দ্বিতীয়জন তাবেঈ, তিনি হলেন উমার বিন আব্দুল আযিয বিন মারওয়ান বিন হাকাম। তিনি কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন নিম্নের ঘটনাটি তার প্রমাণ।

উমারাউল কুফা ওয়া হুক্কামুহা কিতাবের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্ আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমানকে কুফার আমির নিযুক্ত করেন, আব্দুল হামিদ আমিরুল মুমিনিন বরাবর চিঠি

লিখেন,

إن رجلا قد شتمك ، فأردتُ أن أقتله . فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : لو قتلته لأقدتك به ، فأنه لا يقتل بشتم أحد ، إلا رجل شتم نبيّاً .

"আমিরুল মুমিনিন একলোক আপনাকে তিরস্কার করেছে, শাস্তি হিসেবে আমি তাকে হত্যা করতে চাই। এর জবাবে উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্ লিখেন, তুমি যদি তাকে হত্যা কর তাহলে তোমাকে আমি গ্রেফতার করব। মনে রাখবে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে তিরস্কার করলে হত্যা করা জায়েয নেই, যে নবিকে তিরস্কার করবে তাকে হত্যা করতে হবে"।

এই হলেন উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্ যিনি পুরাপুরিভাবে কুরআন-সুন্নাহ্ মোতাবেক নবুওওতি ব্যবস্থাপনায় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তিনি তার মারওয়ানি বিদআতি শাসন ব্যবস্থা হতে বের হয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পরে শাসন ক্ষমতা বংশ পরম্পরায় উমাইয়াদের মধ্য হতে কাউকে না দিয়ে তাকওয়া পরহেজগারী ভিত্তিতে দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিনে, এ হিসেবে তার পছন্দ ছিল মুহাম্মাদ বিন আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা তিনি করতে পারেননি। তাঁর পূর্বে ও পরে মারওয়ানি শাসন ব্যবস্থাকে কিছুতেই কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক খিলাফত বলা যাবে না। অনুরুপ আব্বাসী শাসন ব্যবস্থাকেও না। খিলাফত কখনও জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়ভাবে নিজের স্বার্থে অন্যকে হত্যার অনুমতি দেয় না। হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পর উমাইয়া-মারওয়ানি ও আব্বাসী শাসকগণ এসমস্ত অবস্থা হতে মুক্ত ছিলনা। তবে হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনিন হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু যা করেছেন তা ছিল তাঁর ইজতিহাদ। ইসলামের ইতিহাস ঘৃণিত ইয়াহুদি, মুনাফিক ও শিয়াদের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান ও হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার শাহাদাত মুনাফিক ও ইয়াহুদিদের ষরযন্ত্রের অংশ। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআত এর পূর্ববর্তী ইমামগণ বিশেষ করে চার মাযহাবের ইমাম ও তাদের উস্তাদগণ নীরব ছিলেন,

কেননা হাকিকাত ছিল অপ্রকাশিত। হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক ইয়াজিদকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া ছিল পরিস্থিতি অনুযায়ী, ইহা ছিল তাঁর ইজতিহাদ। এ ব্যাপারে যেহেতু আমাদের মহান ইমামগণ নীরব ছিলেন, তাই আমাদেরও উচিত নীরব থাকা, কেননা তৎকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি সর্ম্পকে আমরা জ্ঞাত নই। এ বিষয়ে কথা বলার কারণ হল এখনও কিছু লোক আবেগ হেতু অহেতুক মন্তব্য করে থাকে। খোলাফাউর রাশেদুন সহ আমিরুল মুমিনিন হযরত মুআবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আমিরুল মুমিনিন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু ও আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ এ তিনজন ব্যতীত আর কাউকে খলিফা বলা যাবে না, আমিরুল মুমিনিনও নয়। কেননা মুসলমানদের আমির সেই হবে যার হাত ও যবান হতে অন্য মুসলমানগণ রক্ষা পাবে। এ অবস্থায় তাদের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফতি শাসন ব্যবস্থা বলা যাবে না। এ ধারায় পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফতি শাসন ব্যবস্থা না বলার চারটি কারণ-

ক) তারা শাসন ক্ষমতাকে পরিবার কেন্দ্রিক করে নিয়েছিল ইহা খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থার খিলাফ।

খ) তাদের ক্ষমতা জবাবদিহিতা অনুযায়ী ছিলনা।

গ) বাইতুল মালকে নিজেদের মনে করে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করত।

ঘ) অন্যায়ভাবে মানুষের প্রতি নির্যাতন করত, এ ব্যাপারে আলেমগণ হতে শুরু করে সাহাবিগণও রেহাই পাননি।

উল্লিখিত চারটি উপকরণের কোনটিই আল কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন তো করেই না, বরং এর প্রতিটিই ইসলামে হারাম। উমাইয়া ও আব্বাসীয়গণ যে পন্থায় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন তা কুরআন-সুন্নাহ্ পরিপন্থি ছিল এ কারণে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তাদের শাসন কার্যের কোন পদ গ্রহণ না করে প্রত্যাখান করেছেন।

## ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্

ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত আল কুফি আল মাক্কি ওয়াল মাদানি রাহিমাহুল্লাহ্ উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় শাসনকাল পেয়েছিলেন। এর মধ্যে

উমাইয়াদের শাসনের ৫২ বছর এবং আব্বাসীয়দের শাসনের ১৮ বছর। তিনি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এর শাসনামলে ৮০ হিজরিতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। কুফার অবস্থা সর্বদাই টালমাটাল ছিল। ইয়াজিদের শাসন আমল, যখন কুফার গর্ভণর ছিল উবাইদুল্লাহ্ বিন যিয়াদ এবং তৎপরবর্তীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও ইবনু হুবাইরাহ্ প্রত্যেকেই আলেমগণকে তাদের মর্জি মুআফিক চালাতে চেষ্টা করেছে, শরিয়াত তাদের মতকে সমর্থন করে কী না এ ব্যাপারে তারা তোয়াক্কা করেনি। আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র সাথে যে তাদের কোন সর্ম্পক ছিলনা তা উবাইদুল্লাহ্ বিন যিয়াদ এর কথাতেই প্রমাণ মিলে। উমার বিন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস এর উক্তি প্রসঙ্গে উবাইদুল্লাহ্ বিন যিয়াদ বলেছিল, "ক্ষমা ও দয়া-দাক্ষিন্য দেখিয়ে হুকুমত করা সম্ভব নয়, একজন বিজ্ঞ হাকিম তার অনুভূতি গুণে চাতুর্য দিয়ে লেনদেন করবে এখানে দয়া-দাক্ষিন্যের স্থান নেই"। এটা কথার কথা নয়, কাজে তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছে। উক্ত কথাটি দু'দিক থেকেই ইসলাম বিরোধী। প্রথমত দয়া একটি মহৎ গুণ দ্বিতীয়ত ইসলামে চাতুর্যের কোন স্থান নেই।

মারওয়ানি উমাইয়াগণের রাজত্বের সুর্য্য যখন অস্তপ্রায় তখন কুফার গভর্নর ছিল ইয়াজিদ বিন উমার বিন হুবাইরা। সে ইমাম আযম আবু হানিফাকে বিচারকের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেয়, ইমাম তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ইবনু হুবাইরা তার পূর্ববর্তী গর্ভণর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর মতই আলেমগণের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহার করেছে। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সর্বদাই দৃঢ়তার সাথে হক্ব এর উপর ছিলেন। কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই হক্ব হতে বিমূখ হন নাই। কুরআন-হাদিস ভিত্তিক খিলাফত না থাকার কারণেই তিনি উমাইয়া-মারওয়ানি ও আব্বাসীয় শাসকদের বিচারকের পদ গ্রহণ করেন নাই। শত অত্যাচারও তাঁর এ সিদ্ধান্তকে ফিরাতে পারে নাই।

ইমাম হুসাইন বিন আলি আস সাইমারি (মৃত্যু-৪৩৬ হিজরি) তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু কিতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায়, এবং ইমাম কারদারি আল বাযযাযি (মৃত্যু-৮২৭ হিজরি) মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৩০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইবনু দাউদ বলেন, أراد ابن هبيرة أبا حنيفة

على قضاء الكوفة ،فأبى و امتنع، فحلف ابن هبيرة إن هو لم يفعل ليضربنّه بالسياط على رأسه ، فقيل لأبي حنيفة ، فقال : ضربة لي في الدنيا اسهل عليّ من مقامع الحديد في الأخرة ، والله لا فعلت و لو قتلني ! فحكى قوله لابن هبيرة فقال :بلغ من قدره أن يعارض يميني بيمينه ! فدعا فقال شفاها و حلف له أن لم يقبل ليضربنّ على رأسه حتى يموت ، فقال له أبو حنيفة : هى موتة واحدة ! فأمر به فضرب عشرين سوطا على رأسه ، فقال أبو حنيفة : أذكر مقامك بين يدي الله فأنه أذل من مقامي بين يديك ، و لا تهددني فاني اقول " لا إله إلا الله " و الله سائلك عني حيث لا يقبل منك خوابا إلا بالحق ! فاوما إلى الجلاد أن أمسك ! و بات أبو حنيفة رضي الله عنه في السجن فاصبح و قد انتفخ وجهه و رأسه من الضرب ، فقال ابن هبيرة : إني قد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم و هو يقول لي : اما تخاف الله تضرب رجلا من أمتي بلا جرم ! و تهدده ، فأرسل إليه فأخرجه واستحله .

"ইবনু হুবাইরা কুফার বিচারক হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফাকে প্রস্তাব পেশ করে, ইমাম তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা শুনে ইবনু হুবাইরা শপথ করে বলে, যদি সে আমার প্রস্তাব না মেনে নেয়, তাহলে আমি তার মাথায় বেত্রাঘাত করব। তার এ কসমের কথা ইমাম আবু হানিফাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ইমাম এর জওয়াবে বলেন, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় তার এ জুলুম সহজ। আল্লাহ্ তায়া'লার কসম করে বলছি, সে যদি আমাকে মেরেও ফেলে তারপরও তার এ অন্যায় প্রস্তাবকে গ্রহণ করব না। ইমামের এ জওয়াব ইবনু হুবাইরাকে জানিয়ে দেওয়া হল, ইহা শুনে সে বলে তার অবস্থা এত উপরে উঠেসে যে, আমার কসমের মুকাবিলায় কসম করে বসেছে! অত:পর সে ইমামকে সামনে এনে কসম করে বলে, প্রস্তাব না মানলে মাথায় এমনভাবে আঘাত করব যাতে মৃত্যু হয়ে যায়। এরপর ইমাম বললেন, হে হুবাইরা স্মরণে রাখ আমার বিপক্ষে তুমি যে ক্ষমতা দেখাচ্ছ আল্লাহ্ তায়া'লার ক্ষমতার তুলনায় তা খুবই তুচ্ছ, তুমি আমাকে ভয় দেখিওনা, আমি তো মুসলমান, তুমি আমার সাথে যা করছ সে সর্ম্পকে আল্লাহ্ তোমার নিকট কৈফিয়ত তলব করলে তোমার কী কোন জওয়াব থাকবে! ইহা শুনে ইবনু হুবাইরা জল্লাদকে বেত্রাঘাত হতে

বিরত থাকতে বলে। ইমাম জেলের ভিতরেই রাত কাটালেন, সকালে দেখা গেল বেতের আঘাতের কারণে তাঁর মুখ ও মাথা ফুলে গেছে। ইবনু হুবাইরা বলে, আমি রাতে স্বপ্নে দেখি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধমক দেন এবং বলেন, তুমি কী আল্লাহ্‌কে ভয় কর না, আমার উম্মাতের একজনকে আঘাত করছ ! এরপর সে ইমামকে মুক্ত করে দেয়"

ইমাম কারদারি আল বাযযাযি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৩০৬ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেছেন, আল যারানজারি শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাফস কবির আল বুখারি হতে বলেন, ان الفتنة لما ظهرت بخرا سان دعا ابن هبيرة العلماء كابن أبي ليلى وابن شبرمة و ابن ابي هند وولى كل واحد منهم شيئا من عمله و عرض على ابي حنيفة أن تكون الخاتم في يده لا ينفذ كتاب إلا من تحت يده فأبى فحلف الأمير أنه ان لم يفعل لضربه في كل جمعة سبعة اسواط فقال له الفقهاء إنا أخوانك نناشدك على أن لا تهلك نفسك و كلنا كاره لعمله لكن لم نجد بدا منه . قال الإمام لو أراد مني ان اعد ابواب مسجد واسط لم اعد له فكيف و هو يريد مني ان يكتب في دم رجل واختم له . والله لا ادخل في ذلك . فقال ابن أبي ليلى دعوه فإنه مصيب فحبسه الشرطي جمعتين ثم ضربه اربعة عشرة سوطا وفي رواية ضربه اياما متوالية ثم جاء الضارب إلى الأميرو قال أنه يموت ، فقال : قل له يخرج من يميننا ، فقال : لو أمرني أن اعد له ابواب المسجد لم افعل. ثم اجتمع مع الأمير فقال : ألا ناصح لهذا ان يستمهلني فاستمهله وقال اشاور اخواني فخلاه فهرب الى مكة و اقام بها .

"যখন খোরাসানে বিভিন্ন গোলযোগ শুরু হয় গর্ভণর ইহা নিরসনের জন্য আলেমগণকে ডাকেন, যেমন ইমাম ইবনু আবু লায়লা, ইবনু শুবরুমাহ্ ও ইবনু আবু হিন্দ। ইনাদের প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ দিলেন। আর ইমাম আবু হানিফাকে সরকারি প্রত্যেক দফদরের সিলমোহরকারী হিসেবে নিযুক্তি দিতে চাইলেন। ইমাম আবু হানিফা ইহা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইহা শুনে ইবনু হুবাইরাহ কসম করে বসল, ইমাম যদি এ দ্বায়িত্ব গ্রহণ না করে তাহলে তাকে প্রতি জুমুআর দিন ৭টি করে বেত্রাঘাত করবে। ইহা শুনে

ফক্বিহ্গণ ইমামকে বললেন, আমরা আপনার ভাই অনুরোধ করছি আপনি আপনার জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না। আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিরের কথা মেনে নিয়েছি, এছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিলনা। ইমাম বললেন, আমাকে যদি মসজিদের দরওয়াজা গণনের হুকুমও দেওয়া হয় তথাপি তা করব না। তাহলে কী করে আমার দ্বারা এমন কাজ করাতে চায় যে কাজে মানুষের রক্ত ঝরবে আর আমি তা বৈধ করার জন্য সিল দিব ? আল্লাহ্র কসম করে বলছি তা কখনই করব না। ইমাম ইবনু আবু লায়লা বললেন, তাকে বুঝায়ে কাজ হবে না সে সঠিক পথেই আছে। অতঃপর পুলিশ ইমামকে দুই সপ্তাহ আটক করে রাখল এ বং চৌদ্দটি বেত্রাঘাত করল"।

এ কারণেই তিনি আবু হানিফা। আবু হানিফা ঐ ব্যক্তিকে বলে যে সর্বদা হক্বের উপর অটল থাকে। তাঁর এ দৃঢ়তা মারওয়ানি যুগে যেমন প্রমাণিত, তদ্রুপ আব্বাসীয় যুগেও।

উল্লিখিত বর্ণনা দু'টির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূল এক। তাহল ইমাম আযম জীবন বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও মারওয়ানি হুকুমাতের কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী হুকুমের কাছে নতি স্বীকার করেননি। ইমাম আযমের ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার এ দৃঢ়তা থেকেই আবু হানিফা মাজাযি (রূপক) কুনইয়াত। তিনি দীনের প্রয়োজনে যেভাবে তাঁর ইলমি ধারাবাহিকতা হাসিল করেছেন এবং বিভ্রান্তি ও গোমরাহি হতে হিদায়াতের দিকে এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের দিকে বাতিল ফিরকার লোকদের ফিরাতে পেরেছেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় থেকেছেন তা হানিফা শব্দটির সাথে তাঁর ইলম ও হক্বের পথে অবিচলের যথার্থতা প্রমাণ করে। আল কুরআনুল কারিম ও সুন্নায় যে অর্থে শব্দটির বিকাশ ঘটেসে একই অর্থে তিনি মানুষকে নাহক ও বাতিল হতে হক ও হিদায়াতের পথে ফিরাতে পেরেছেন। এরপরও কতিপয় আলেম ইমামের বিপক্ষে বিষোদ্গার ও ষরযন্ত্র করেছে। তাদের এ বিষোদ্গার ও ষরযন্ত্রের কারণ প্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন তৎকালীন সময়ে ইমাম আবু হানিফার ইলম ও হাদিসের মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তার এই ইলমি গভীরতাকে অনেকেই সহ্য করতে পারতো না, তাই অর্ন্তজালায় ভূগতো। ইহা জানার পর ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ নিজেই

কবিতার ছন্দে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মিয্যি "তাহযিবুল কালাম" কিতাবের ২৯ খন্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, সুফিয়ান বিন ওয়াকি' বলেন,

سمعت أبى يقول : دخلت على أبى حنيفة فرأيته مطرقا مفركرا، فقال لى : من أين أقبلت ؟ من عند شريك و رفع رأسه و انشأ يقول :

إن يحسدونى فإنى غير لائهم قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لى و لهم ، ما بى و بهم و مات أكثرنا غيظا مما يجد.

قال وكيع : وأظنه كان بلغه عنه شيئ .

"আমি আমার পিতা (ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি একবার ইমাম আবু হানিফার কাছে গেলাম, দেখি তিনি কিছুটা বিষন্ন ও চিন্তিত। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কোথা থেকে আসলে, বললাম শরীক হতে, তিনি মাথা উঠালেন এবং একটি কবিতা পাঠ করলেন, কেহ যদি আমাকে দেখে হিংসা করে তাহলে আমি তার লক্ষ্যস্থল নই, আমার পূর্বেও অনেকেই এ ধরণের হিংসার কবলে আক্রান্ত হয়েছে। হিংসার তীর তাদের প্রতি যেমন বর্ষিত হয়েছে আমার প্রতিও হচ্ছে, আবার অনেকেই এ হিংসুকদের হিংসা ও গোস্বা বহন করেই মারা গেছে। ইমাম ওয়াকি' বলেন, ইমাম আবু হানিফার মনোভাব হতে বুঝতে পারলাম, শরিক হতে তাঁর প্রতি বিদ্বেষমূলক কিছু পৌছেছে"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নিজ বক্তব্য হতেও প্রতিয়মান হচ্ছে যে, তার থেকে বয়সে বড় ও ছোট কেহ কেহ হয়তো তার উত্থানকে সহ্য করতে পারত না তাই তারা অর্ন্তজালায় ভূগতো এবং কুরআন ও হাদিস থেকে মাসআলা নিরূপণে যে পারঙ্গমতা তাঁর মধ্যে ছিল তা না বুঝার কারণে, তিনি নিজের থেকে কথা বলতেন বা সুন্নাহ্র বাহিরে কিয়াস করে কথা বলতেন মনে করত। তবে তাদের এ ধারণা ছিল নিতান্তই ভূল। কারণ ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আযমের মেধা এতটাই তিক্ষ্ণ ছিল যে, অন্যদের তা বুঝে উঠা কঠিন ছিল।

ইমাম আযম এর ব্যাপারে অনেকেই তাদের ইলমি ইনসাফ রক্ষা করতে সক্ষম হননি। ইমাম বাগদাদি, ইমাম উকাইলি যেভাবে তাদের কিতাব সমূহে ইমাম আযম এর বিপক্ষে কলম ধরেছেন তাতে মনে হয়না ইমাম সর্ম্পকে তাদের যথাযথ ধারণা ছিল।

ইমাম খতিব আল বাগদাদী তার তারিখে বাগদাদে ইমাম আযম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, ইমাম আযম সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণকারীগণের বর্ণনা যেমন উল্লেখ করেছেন, অনুরুপ যারা সুখ্যাতি করেছেন তাদের বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উকাইলি ? তিনি কতিপয় হিংসুকদের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই খোঁজে পাননি। ফলে উকাইলি ইতিহাস বিকৃতির এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, আর এ বিকৃত ইতিহাস পড়ে এক শ্রেণীর লোক ইমাম আযমকে কাফির পর্যন্ত আখ্যায়িত করেছে। ইবনু উকাইলির বর্ণনা গুলো যে কতিপয় মিথ্যাবাদি ও হিংসুকদের দ্বারা পরিবেশিত তা এ বইয়ের যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

এ উম্মাতের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ইসনাদ। হক্ব-বাতিল, সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার মাণদন্ড হল ইসনাদ। যে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যত নিকটবর্তী দীন সর্ম্পকে ইসনাদের ভিত্তিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি। ইমাম আযম যিনি সাহাবিদের যামানায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, সাথে সাথে তাকওয়া-পরহেজগারীতেও অগ্রগামী ছিলেন। এমন একজন বিখ্যাত ফকিহ্ মুহাদ্দিস ইবাদাত গুজার মুত্তাকি পরহেজগার ব্যাক্তি যিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করলেন, শেষ পর্যন্ত জেলেই মারা গেলেন, তবুও অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, তাদের অন্যায় আবদার মেনে নেননি। তার সর্ম্পকে নেতিবাচক ধারায় বক্তব্য পেশ করা কতটা দীন হীণতার পরিচয় তা বুঝতে বেশী ইলম হাসিল এর প্রয়োজন হয় না। দুই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা উক্ত মন্তব্য সমূহের প্রকাশ ঘটতে পারে।

১। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র হক কথা ও ফাতওয়া তাদের স্বার্থপরতায় আঘাত লেগেছে।

২। অথবা হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে ইমামের পারঙ্গমতাকে তারা সহ্য করতে পারেনি। যে কথা ইমামুল আয়েম্মা ওয়াল মুসলিমিন, ইমাম আবু জাফর বাকির রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, "হে নুমান বিন সাবিত হিংসুকেরা দীন সর্ম্পকে তোমার জ্ঞানকে সহ্য করতে পারছে না, তাই তারা তোমার পশ্চাতে তাদের কদর্য ব্যবহার প্রকাশ করছে"।

এ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা নবুওওতি খিলাফত না হওয়ার কারণে সরকারি কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। ইমাম ইবনু আবু লাইলা, ইমাম ইবনু শুবরুমাহ্ কুফার বিখ্যাত ফক্বিহ ছিলেন, কিন্তু বাতিলের বিপক্ষে ইমাম আযমের মত দৃঢ় ছিলেন না। এ যেন ইমাম আযম এর আবু হানিফা নামেরই প্রতিফলন। হানিফা অর্থ ঃ দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা, ইবাদাতে মশগুল থাকা।

সিরাজুল ইসলাম
২৫ রামাদ্বান, ১৪৩৯ হিজরি।
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বাংলা।
১০ জুন, ২০১৮ ইংরেজি।
রোজ ঃ রবিবার।

# পরিভাষা পরিচিতি

ইহা একটি গবেষনা মূলক বই। হাদিস সংক্রান্ত মাসআলা ইহার পরতে পরতে। উসুলুল হাদিসের আরবি শব্দ ও পরিভাষা গুলো প্রয়োজন মাফিক সন্নিবেশিত। এগুলো বুঝতে না পারলে মূলভাব অনুধাবন করা কষ্টকর হবে, এ সমস্ত শব্দের বাংলা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করলে প্রকৃত অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। আবার লিখাস্থলে এগুলোর বিশ্লেষণ করা হলে মূল ভাবধারার ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটবে। তাই যথাস্থানে উল্লিখিত পরিভাষা সমূহের ব্যাখ্যা অধিকাংশ স্থানেই করা হয় নাই। এ কারণে পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে এখানে পরিভাষা সমূহের পর্যালোচনা করা হলো।

১। মুখাদ্বরামুন : যে সকল তাবেঈগণ জাহিলি ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয় নাই পরবর্তীতে সাহাবিগণের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইনাদেরকে প্রথম তাবাকার তাবেঈ গণ্য করা হয়।

২। ইবারাত : আরবি ইবারাত শব্দটির ইংরেজি হল টেক্সট। কিতাব লিখতে যে দলিল দেওয়া তার প্রতিটিই এক একটি ইবারাত।

৩। মানতুক ( منطوق ) : কোন কোন আয়াত ও হাদিসের দু'রকম অর্থ থাকে। প্রকাশ্য অর্থকে মানতুক বলে।

৪। মাফহুম (مفهوم ) : আল কুরআন ও হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থকে মাফহুম বলে।

৫। মুত্বলাক ( مطلق ) : যা শর্তহীনভাবে কোন হুকুমের নির্দেশ করে।

৬। মুকাইয়্যাদ (مقيد ) : ইহা মুত্বলাক এর বিপরীত যে হুকুমটি কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত।

৬। রাবি (راوى ): হাদিস বর্ণনাকারী।

৭। ইজমা (إجماع ): সকলের ঐকমত্য রায়।

৮। আকলী দলিল (دليل عقلى ): বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল যা কুরআন হাদিস তথা শরীয়তের অনুগামী। শরীয়ত বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ইসলাম সমর্থন করে না।

৯। নকলী দলিল (دليل نقلى ): কুরআন-হাদিস ভিত্তিক দলিল।

১০। জুয্ (جزو): আংশিক যা শরীয়তের কোন মাসআলার অংশ বিশেষ নিয়ে আলোচনা করে।

১১। কুল্লি (كلى): সামগ্রিক।

১২। মুহকাম (محكم): মুহ্কাম এমন বাক্য সম্বলিত হুকুমকে বলে যার অর্থ স্পষ্ট, যা বুঝতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

১৩। মুবহাম (مبهم ) : অস্পষ্ট।

১৪। মুজমাল (مجمل) : এমন হুকুমকে বলে যার অর্থ সাধারণ দৃষ্টে বুঝা যায় না বরং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তবে শর্ত হলো এর ব্যাখ্যা নকলী দলিল দ্বারা হতে হবে, আকলী দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। মুরসাল ( مرسل ): মুরসাল এমন হাদিসকে বলে, যার সনদ তাবেঈ পর্যন্ত শেষ হয়েছে অর্থাৎ তাবেঈ সাহাবির নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরাত দিয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের হাদীসের হুকুম হলো; তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনগণের মতে হাদিসটি সহিহ।

১৬। মুসনাদ (مسند): যে হাদিসের সনদ পরম্পরা বাহিত হয়ে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

১৭। মুত্তাসিল (متصل): মুত্তাসিল অর্থ মিলিত। যে হাদিসের সনদ একজনের সাথে আরেকজন মিলিতভাবে এসেছে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, তাই মুত্তাসিল

১৮। হাফিজ (حافظ): যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের একলক্ষ হাদিস মুখস্ত তাদেরকে হাদিসের হাফিজ বলে।

১৯। মুনকার (منكر): উলূমুল হাদিসের পরিভাষায় মুনকার বলে এমন হাদিসকে যে হাদিসের রাবি একক এবং সর্বক্ষেত্রেই এ রাবি দ্বঈফ যেমন, নৈতিকতা, স্মরণশক্তি যেমন নেই আবার ফাসেকী কাজে জড়িত। এক

কথায় যার দোষ ছাড়া কোন গুণ নেই। এধরনের কোন রাবী কোন হাদিস বর্ণনা করলে মুহাদ্দিসগণ ঐ সনদকে মুনকার বলেছেন।

২০। মুনকাত্বে' (منقطع): যে হাদিসের সনদ পরস্পর মিলিত নয় বরং বিচ্ছিন্ন তাকে মুনকাত্বে' বলে।

২১। মাজহুল (مجهول ): মাজহুল অর্থ অপরিচিত। যে হাদিসের বর্ণনাকারীকে কেহই চিনে না বা যার সিকাহ ও দ্বঈফ হওয়ার বিষয়টি অজ্ঞাত।

২২। মাতরুক (متروك ): মাতরুক এমন বর্ণনাকারীকে বলে যাকে সকলে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানে, এবং অন্য কোন সহীহ সনদে হাদিসটি বর্ণিত নহে।

২৩। আদালত (عدالت ) : নৈতিক ও শোভনীয় গুণ।

২৪। দ্ববত্ব (ضبط) : পরিপূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন গুণ।

২৫। সিক্বাহ্ ( ثقة ): যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নৈতিকতা, স্মরণশক্তি, তাকওয়া ও পরহেজগারী প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান সে সিক্বাহ রাবী। এ ধরনের রাবী বা বর্ণনাকারীর জন্য দুটি বিষয় অতীব প্রয়োজনীয়। ১) عدالة (Honesty): ২। ضبط (Control ) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন রাবি যেভাবে তার উস্তাদ হতে শুনেছেন সেভাবেই তার ছাত্রদের নিকট কম-বেশি ছাড়াই হুবহু বর্ণনা করতে পেরেছেন।

২৬। জারহু ও তা'দীল (الجرح و التعديل ): জারহুন অর্থ দোষ আর তা'দীল অর্থ গুণ। যে বিষয় কোন রাবির দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করে তা-ই হচ্ছে আল জারহু ওয়াত তা'দীল।

২৭। নুক্কাদুল হাদিস (نقاد الحديث ) : এর অর্থ হলো হাদিস সমালোচক। হাদীস সমালোচক বলতে হাদিসের সনদ ও মতনের বিষয়ে যারা গভীর জ্ঞান রাখেন, কোন রাবির দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করেন। মতনের ব্যাপারে তা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা নাকি অন্য কারো বানানো ইহা যাচাই-বাছাই করাও নুক্কাদুল হাদীসগণের কাজ।

২৮। সনদ (سند): হাদিস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস পর্যন্ত পৌছে দেয়।

২৯। শায (الشاذ) : ইহাও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু তার বর্ণনার বিপরীত কোন হাদিস যদি পাওয়া যায়, আর তা যদি আরও শক্তিশালী হয় তাহলে তুলনামূলক কম শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে শায বলে।

৩০। মুসতালাহুল হাদিস : হাদিস বিষয়ে ব্যবহৃত পরিভাষা।

# প্রথম অধ্যায়

# ইমাম আবু হানিফার পূর্বপুরুষগণ ও ইলমি মাকাম

## এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়

১। ইমাম আবু হানিফার পূর্বপুরুষগণ।

২। পূর্বপুরুষগণ পারস্যের স্বাধীন অধিবাসী ছিলেন।

৩। ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে হাদিসে বর্ণনা।

৪। নাম, কুনিয়াত ও লক্বব।

৫। ইমাম আবু হানিফা কেন ইমাম আযম ?

৬। কুফার ইলমি মাকাম

ইলমুল কিরাআত

ইলমুল হাদিস

ইলমুল ফিকহ

ইলমুল কালাম

৫। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র ইলম হাসিল।

৬। ইলম হাসিলের পর্যায়ক্রমিক ধারা।

৭। তাবাকাতুত্ তাবেঈন।

৮। ইমাম আযম তাবেঈ ছিলেন।

৯। যে সমস্ত সাহাবিগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

১০। হাদিস শ্রবণের সর্বনিম্ন বয়স।

১১। যে সমস্ত তাবেঈগণ হতে হাদিস ও ফিকহ্ গ্রহণ করেছেন।

১২। আল হারামাইন আশ শরিফাইন তাবেঈগণ হতে ইমাম আযম এর হাদিস গ্রহণ।

১৩। যারা ইমাম আযম হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

# ইমাম আবু হানিফার পূর্বপুরুষগণ

ইমামুল আয়িম্মা, আবুল ফুকাহা মুজতাহিদে আযম নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বা বিন মাহ্ আবু হানিফা রাহিমাহুমুল্লাহ্ বিভিন্ন দিক থেকেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, যার প্রবাহ আজও বিদ্যমান। হিংসুকদের হিংসার থাবা এতটাই হিংস্র ছিল যে, তাকে গোলামির জিঞ্জির পড়াতেও ছাড়েনি। অনৈতিকভাবে ইতিহাস বিকৃত করে বিশাল মহিরুহকে মাটিতে দাবাতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস সমহিমায় আজও হিমালয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। অপরাধকারী যখন অপারাধ করে তখন সে এমন কিছু আলামাত রেখে যায় যাতে শনাক্ত করা বোদ্ধাদের জন্য পথ সুগম হয়। অনুরুপ তথ্য বিকৃত করে ইতিহাস রচনার সময় এমন কিছু বিষয় অপ্রকাশ্য থাকে যা দ্বারা বিকৃতির সঠিক আকৃতি দৃশ্যমান হয়।

নাম দিয়ে যায় আসে না আসল যদি ঠিক থাকে এ কথাটি যেমন ঠিক, আবার নামই কোন জিনিসের পরিচয় বহন করে এ কথাটিও ঠিক। সকল ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এর নাম নুমান আর তাঁর পিতার নাম সাবিত, এ দু'টি নাম আরবি শব্দ। আর ইমাম সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্র পিতার নাম যুত্বা এবং যুত্বার পিতার নাম মাহ্ যেমন শাহ্, মারযুবান। এ তিনটি শব্দই ফারসি, আরবিও নয় আফগানিও নয়। ইহা হতে বুঝা গেল, যারা ইমাম আযম এর পূর্বপুরুষগণকে কাবুলি বলে দাবি করেন, তাদের দাবি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভূল। তাছাড়া পারিবারিক ও পূর্বপূরুষগণের ভাষা হিসাবে ইমাম আযম ফার্সী জানতেন। কোন ঐতিহাসিক এ কথা বলেননি বা প্রমাণ করতে পারবেন না, ইমাম আযম আবু হনিফা আফগানি ( পশতু )

ভাষা জানতেন। অথবা আফগানি কোন সংস্কৃতি তাদের পরিবারের মধ্যে চালু ছিল। বরং হযরত যুত্বা (মারযুবান) মুসলমান হওয়ার পরও পারস্যের সামাজিক-সংস্কৃতি তাদের মধ্যে ধারণ করে রেখেছিলেন এটাই প্রমাণিত।

ইমাম খতিব বাগদাদি তারিখ আল বাগদাদ এর ১৫ খণ্ডের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আযমের নাতি ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা বলেন : انا اسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن مرزبان من ابناء فارس الأحرار، و الله ما وقع علينا رق قط ، ولد جدي في سنة ثمانين و ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه و هو صغير فدعا له بالبركة فيه و في ذريته ، و نحن نرجوا من الله أن يكون قد إستجابَ الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا ، قال : و النعمان بن مرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب الفالوذج في يوم النَيروز ، فقال : نَوروزنا كل يوم . و قيل كان ذلك في المهرجان فقال مهرجونا كل يوم .

"আমি ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন নুমান বিন সাবিত বিন নুমান বিন মারযুবান পারস্যের স্বাধীন অধিবাসী আল্লাহ তায়া'লার কসম করে বলসি, আমাদের বংশে কোন গোলামি বা দাসত্বের বন্ধন ছিল না। আমার দাদা ৮০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন। আমাম পরদাদা সাবিত যখন ছোট, তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিকট যান, অতঃপর আমিরুল মুমিনিন তাঁর জন্য ও তাঁর আগত প্রজন্মের জন্য দোয়া করেন। আমরা আশা করছি আমাদের জন্য তিনি যে দোয়া করেছেন আল্লাহ তায়া'লা তা কবুল করেছেন। ইসমাইল বিন হাম্মাদ আরো বলেন, হযরত সাবিত এর পিতা নুমান বিন মারযুবান বছরের নতুন দিন উপলক্ষে "ফালুযায" নামক খাবার হাদিয়া নিয়ে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হন। হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন প্রতিদিনই আমাদের নিকট নওরোজ"।

ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্ত উক্তি হতে চারটি বিষয় স্পষ্ট হল।

**১। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুমুল্লাহ্-র পূর্বপুরুষগণ পারস্যের**

অধিবাসী ছিলেন।

২। ইনাদের কেহই কখনও দাসত্বের বন্ধনে ছিলেন না।

৩। পারিবারিকভাবে তারা পারস্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কেননা বছরের প্রথম দিনকে ফারসি ভাষায় নওরোজ বলে, এ ব্যাপারে কাউকে হাদিয়া দেওয়া তাদের রীতি ছিল।

৪। পূর্ব হতেই তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি ছিলেন।

## ১। ইমাম আযম এর পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন।

ইমাম খতিব বাগদাদি তারিখ বাগদাদ এর ১৫ খণ্ডের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, উমাার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা বলেন, ابو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى . فأما زوطى فإنه من أهل كابل وولد ثابت على الإسلام . و كان زوطى مملوكا لبنى تيم الله بن ثعلبة فأعتق فولاءه لبنى تيم الله بن ثعلبة ، ثم لبنى قَفَل، و كان أبو حنيفة خزازا و دكانه معروف فى دار عمرو بن حُريث .

"আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বা। তবে যুত্বা ছিলেন কাবুলের অধিবাসী, আর সাবিত ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে যুত্বা বনি তাইমুল্লাহ্ গোত্রের গোলাম ছিলেন, অতঃপর তাকে আযাদ করে দেয়, এ কারণে তাকে বনি তাইমুল্লাহ্র মাওলা বলা হয়, অতঃপর বনি কাফাল এর। আবু হানিফা কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আমর বিন হুরাইস এলাকায় তাঁর দোকানটি সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল"।

উক্ত উক্তিটি উমার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার কী না তাতে সংশয় আছে। ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা যেভাবে নিজের পরিবার সম্পর্কে দায়িত্ব নিয়ে তা'যিম রক্ষা করে বলেছেন "আমার দাদা আবু হানিফা"। কিন্তু উমার বিন হাম্মাদ এর উক্তিটি অনুরুপ নয়। উমার বিন হাম্মাদ এর উক্তিটি তৃতীয় লিঙ্গের Third person singular number যাতে পারিবারিক মর্যাদাবোধের লঙ্ঘন ঘটেসে। তিনি বলেছেন,

১। আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত ২। আবু হানিফা কাপড় ব্যাবসায়ী ছিলেন।

৩। তাঁর দোকানটি আমর বিন হুরাইস এর বিখ্যাত দোকান ছিল।

এ তিনটি বাক্যে দেখা যায় উমার বিন হাম্মাদ তার সম্মাণিত দাদা ইমাম আযম এর প্রতি কোন সম্মানবোধ রেখে কথা বলেন নাই বা তার কথার মধ্যে কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই, যেমনটি ইসমাইল বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ্‌র বাক্যে রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার দোকান তো ওয়ারিস সূত্রে তারই দোকান First person plural number ব্যবহার না করে Third person singular number ব্যবহার এর দ্বারা প্রমাণিত হয় উক্ত উক্তিটি উমার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার নয়, বরং তার নামে চালিয়ে দেওয়া অন্য কারো উক্তি।

তাই ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন নুমান বিন সাবিত আবু হানিফা রাহিমাহুমুল্লাহ্‌র উক্তি ঃ

১। আমাদের পূর্বপুরুষগণ পারস্যের আধিবাসী।
২। আমাদের কেহই কখনও দাসত্বের বন্ধনে ছিলেন না।
৩। ইসলামি দুনিয়ায় আমাদের যে মর্যাদা আল্লাহ্ তায়া'লা দিয়েছেন, তা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আমাদের পরদাদা হযরত সাবিতকে দোয়ার বরকতে। ইমাম ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা উল্লেখিত এ সমস্ত উপকরণের মুকাবিলায় অন্য উক্তিটি দূর্বল এবং বানোয়াট বলেই মনে হয়। ইমাম উমার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার নামে চালিয়ে দেওয়া উক্তিটি বানোয়াট হওয়ার দু'টি কারণ ঃ

ক) উমার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা ও ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার পূর্বপুরুষগণের নাম ও পারিবারিক সংস্কৃতি পারস্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল, কাবুলের পশতু ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে নয়।

খ) ইমাম আবু হানিফার মূল পারস্যের সাথে। ইহা মশহুর ও অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মত। আল্লামা শিবলি নুমানি তার সিরাতুন নুমান এর ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, اسماعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھ

فارس مي رئيس شہر كو مرزبان كہتے ہي اس لئے نہايت قرين
قياس ہے كہ ماه اور مرزوبان لقب ہي نہ كے نام -
"ইমাম ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার বর্ণনায় প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের খানদান পারস্যের সম্মানিত ও বিখ্যাত খানদান ছিল। পারস্য ভাষায় শহর প্রধানকে "মারজুবান" বলা হয়। তাই ইহা কিয়াসের দ্বারপ্রান্তে যে, "মাহ এবং মারযুবান" যুত্বা এর লক্বব ছিল। ইনি মুসলমান হওয়ার পর নুমান নাম ধারণ করেন, (মাহ এবং মারযুবান) নাম নয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হল ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র মূল বা পূর্বপুরুষগণ আহলুল ফারিস বা পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। প্রশ্ন হলো তাঁরা পারস্যে এলেন কী করে ? এর সমাধান খুবই সহজ। যুত্বা বা মারজুবান যা-ই বলি, তিনি পারস্যের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু খিলাফত এর দফতর মদিনা হতে কুফায় স্থাপন করার ফলে তৎকালীন সময়ে কুফা হয়ে যায় সমগ্র ইসলামি দুনিয়ার রাজধানী। সাহাবিগণের বিরাট সংখ্যক কুফাকে তাদের আবাসস্থল ও দীনের মারকাজ হিসেবে গড়ে তোলেন। ইরাক ও ইরান ( আরব ও আযম ) পাশাপাশি অবস্থিত। সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী কুফা ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ বজায় থাকবে একজন সমঝদার ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর জন্য তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে তিনি পারস্য থেকে কুফায় তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করেছেন এটা কোন জটিল সমীকরণ নয়। নিজ মাতৃভূমি রেখে কুফায় চলে আসলেন, যা ছিল আত্মীয়-পরিজনহীন। এখানে এসে একজন বড় ব্যবসায়ীর জন্য স্থানীয় কাউকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নেওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি বনি তাইমুল্লাহ্ গোত্রের সাথে মৈত্রিতে যুক্ত হলেন।

আল্লামা শিবলি নুমানি তার সিরাতুন নুমান এর ১৭ পৃষ্ঠায় হযরত যুত্বা রাহিমাহুল্লাহ্‌র কুফায় আগমন প্রসঙ্গে বলেন, زوطی ک نسب ہم یے نہی بتا
سکتے کے خاص کس شہر کے رہنے والے تھے، مؤرخون نے
مختلف شہرون کے نام لیے ہے جن مي کسی کی نسبت ترجيح دعوى

نہي كيا جا سكتا البتہ يقينی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کے اقليم فارس اور فارسی نسل سے تھے، یے ممالک اس زمانے مي اسلامی اثر سے معمور تھے، اوراکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے غالبا زوطی اسی زمانے مي اسلام لاۓ اور جوش شوق یا خاندان والون کی ناراضگی سے جس کا سبب تبدیل مذھب تھا عرب کارخ کیا- یے حضرت علی رضی الله عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ دار الخلافہ ہونے کا شرف رکھتا تھا – اس تعلق سے زوطی نے کوفہ کو پسند کیا اور وہي سکونت اختیار کی کبھی کبھی جناب امیر کے دربار مي حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آداب بجالاتے ، ایک بار نوروز کے دن جو کے پرسیون کی عید کا دن ہے ، فالودہ نذر کے طور پر بھیجا ، حضرت نے ارشاد فرمایا نوروزنا کل یوم " یعنی ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے " ثابت ہوا کے امام ابو حنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی مي پیدا ہوۓ ، زوطی نے ایک فال لڑکے کو حضرت علی کی خدمت مي حاضر کیا آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی -

"হযরত যুত্বার নসব এর ব্যপারে আমরা এটা বলতে পারবো না যে, তিনি পারস্যের কোন শহরে থাকতেন। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন শহরের নাম উল্লেখ করেছেন, যাতে কোন একটির মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, আমরা এটা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তিনি ফারিস (পারস্য) ভূমিতেই ছিলেন, (কাবুলে নয়) এবং পারস্য বংশধারাতেই। এ সকল এলাকা তখন ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছিল এবং পারস্যের বড় বড় খানদানগুলো ইসলাম গ্রহণ করছিলেন। জোড়ালোভাবে বলা যায় যুত্বা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ফলে খানদানের অন্যরা তার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে আত্নিয়-পরিজনের সাথে বসবাস কঠিন বিধায় তিনি ইসলামি সমাজের মারকাজ কুফার দিকে মুখ ফিরালেন। ইহা ছিল আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফাত কালে। তাছাড়া কুফা খিলাফাতের প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় কুফার মর্যাদাও ছিল বেশি। এ কারণে যুত্বা তার আবাসের জন্য কুফাকেই বেছে নিলেন, এবং ওখানেই বসবাস শুরু করলেন। তিনি প্রায়ই

খলিফার দরবারে যেতেন এবং ইসলামের খাটি আকিদা, শিষ্টাচার শিক্ষা করতেন। তিনি যেহেতু পারস্যের সম্মানিত ও অভিজাত খানদানের ছিলেন তাই তার এ আভিজাত্যের ছাপ প্রকাশ পেয়েছে হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দরবারে হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে। (এটা ছিল আভিজাত্যের নমুনা গোলামির নয়)"। এ সমস্ত হাদিয়া দেখে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব বললেন প্রতিদিনই আমাদের নিকট নওরোজ। ইমাম আযম এর পিতা কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন ইহা প্রমাণিত। হযরত যুত্বা (নুমান) তার নেক সন্তানকে নিয়ে হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত হন, ইহা দ্বারা তার পরহেজগারী প্রকাশিত"।

## ২। ইনাদের কেহই কখনও দাসত্বের বন্ধনে ছিলেন না।

ঐতিহাসিক ও ইলমি উভয় ধারাতেই প্রমাণিত যে, ইমাম আযম এর পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে ইমাম আযম আবু হনিফা রাহিমাহুল্লাহ্র হাদিস ও ফিকহের ইলমি গভীরতা ও বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে সমতায় পৌঁছতে না পেরে নিজেদেরকে হীনম্মন্যতার স্তরে আটকে রেখেছে, তারাই আবার তাকে খাটো করার জন্য তার পূর্বপুরুষদের প্রতি বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না তা কী করে হয়। বিষয়টি, "যাকে দেখতে না পারি তার চলন বাঁকা" এ প্রবাদের মতই। তারা বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এমন সুক্ষ্ম প্রলেপ দিয়ে ঘটনা সাজিয়েছে যে, খালি চোখে তা দেখা দূরহই বটে।

বিখ্যাত আফগান ঐতিহাসিক খান রওশন খান তার তাযকিরাহ্ কিতাবে ইমাম আযম এর দাদা হযরত যুত্বাকে আফগানি বানানোর জন্য চটকদার গল্প বানিয়েছেন, এবং এ ব্যাপারে তার সমর্থনে দলিলও দিয়েছেন। তিনি তার তাযকিরাহ্ কিতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেন, " ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو حنفی مذهب کے بانی ہیں ، نسلا افغان تھے ان کی دادا کابل کے فتح کے وقت گرفتار کر کے کوفہ مي داخل کر دیے گئے

"আবু হানিফা যিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা বংশীয়ভাবে আফগানী ছিলেন। কাবুল বিজয়ের পর তাঁর দাদা যুত্বা গ্রেফতার হন, অত:পর তাকে কুফায় নিয়ে

যাওয়া হয়"।

খান রওশন খান তার উক্ত বর্ণনা যেখান থেকেই গ্রহণ করে থাকুন এর কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। যোগসূত্রহীন কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বর্ণনায় ইমাম আযম এর পূর্বপুরুষগণের পারস্যবাসী হওয়ার কোনও উল্লেখ নেই, অথচ তাদের পারস্যবাসী হওয়া নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত। তিনি কাবুল বিজয়ের পর গ্রেফতার হলেন আর তাকে সরাসরি কুফায় নিয়ে যাওয়া হল, ইহা ঐতিহাসিকভাবেই ত্রুটিযুক্ত।

এ ব্যপারে ইমাম সফিউদ্দিন আল খাযরাজি তার খুলাসা তাহযিবুল কামাল এর ৪০২ পৃষ্ঠায় বলেন, النعمان بن ثابت الفارسى أبو حنيفة إمام أهل العراق و فقيه الأمة .
"পারস্যের অধিবাসী নুমান বিন সাবিত আবু হানিফা ইরাকের ইমাম এবং উম্মাহ্র সবচেয়ে বড় ফক্বিহ্"।

ইমাম আবু যাহ্রা তার "ইমাম আবু হানিফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ওয়া আরাউহু আল ফিকহিয়্যাহ্" কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন, و أبوه هو ثابت بن زوطى الفارسي ، فهو فارسي النسب على هذا ، و قد كان جده من أهل كابل و قد أسر عند فتح العرب لهذه البلاد واسترق لبعض بني تيم الله بن ثعلبة ، ثم اعتقه فكان ولاءه لهذه القبيلة ،و كان هو تيميا بهذا الولاء . هذه رواية حفيد أبى حنيفة عمر بى حماد بن أبى حنيفة عن نسبه ، ولكن يذكر إسماعيل أخو عمر هذا أن أبا حنيفة هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان و يقول:"والله ما وقع لنا رق قط ".

ولا شك أن حفيدى أبى حنيفة قد إختلف فى سياق النسب و لو ظاهرا ، فأولهما يذكرأن أبا ثابت هو زوطى ، و الثانى يذكر أنه النعمان و الأول يسجل أنه اسرواسترق و الثانى ينفى الرق نفيا تاما . و لقد وفق صاحب الخيرات الحسان بين الروايتين ، بأنه لعل جد أبى حنيفة له إسمان أحدهما زوطى و الثانى النعمان ،و بأن نفى الرق ألذى يذكره الثانى ينصب على الأب لا على الجد ، وقد نوافق على هذا التوفيق فيما يتعلق بإختلاف الإسم فى الظاهر، و لكن لا نوافق عليه فيما يتعلق بإثبات الرق على إحدى

الروايتين ، و نفيه على الرواية الأخرى ، إذ أن ذلك النفي المؤكد لا يكون مقصورا على الأب فقط .

"আর তাঁর পিতা সাবিত বিন যুত্বা পারস্যের অধিবাসী, এ কারণেই তাঁর বংশধারা পারস্য হিসেবে পরিগণিত। বলা হয় তাঁর দাদা ছিলেন কাবুলের অধিবাসী, আরবরা যখন এ এলাকা বিজয় করেন তখন যুত্বা বন্ধি হন এবং বনি তাইমুল্লাহ্ গোত্র তাকে দাস হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর মুক্ত করে দেয়। এভাবেই এ গোত্রের সাথে তাদের বন্ধুত্ব তৈরী হয়। এ কারণেই তাকে তাইমি বলা হয়। এ বর্ণনাটি হলো ইমাম আযম আবু হানিফার দৌহিত্র উমার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার, কিন্তু উমার এর ভাই ইমাম ইসমাইল এর মতে ইমাম আবু হানিফার নসব হলো নুমান বিন সাবিত বিন নুমান বিন মারজুবান। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লার কসম করে বলছি, আমাদের উপর কখনই দাসত্ব আরোপিত হয়নি।

ইমাম আবু হানিফার উভয় নাতির মত প্রকাশ্যই সাংঘর্ষিক। উমার বিন হাম্মাদ বলেছেন, সাবিত এর পিতা হলেন যুত্বা। অন্যদিকে ইসমাইল বিন হাম্মাদ বলেছেন, সাবিত এর পিতার নাম নুমান। আবার প্রথম জনের কথা মতে যুত্বা বন্ধি হয়েছেন আবার আযাদও হয়েছেন। দ্বিতীয়জন বন্ধি ও দাসত্বের বিষয়টি পুরাপুরি বাতিল করে দিয়েছেন।

কিতাবু খাইরাতিল হিসানের লিখক ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আল মক্কি উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, হতে পারে ইমাম আবু হানিফার দাদার দু'টি নাম ছিল ১। যুত্বা ২। নুমান। আর ইসমাইল যিনি দাসত্বের বিষয়টি নাকচ করেছেন তা ইমাম আবু হানিফার বাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দাদার ক্ষেত্রে নয়। সমন্বয় সাধনের বিষয়টি নামের ব্যাপারে। তবে গোলামির বিষয়ে দু'টি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়। তাই ইসমাইল বিন হাম্মাদ যেভাবে জোড় দিয়ে গোলামির বিষয়টি নাকচ করেছেন তা পুরো পূর্বপুরুষকেই অর্ন্তভূক্ত করে"।

ইমাম আবু যাহ্রা উক্ত ইবারাতটি উল্লেখ করে সমাধানের জন্য ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আল মক্কির মতটি সন্নিবেশ করেছেন। তাতে

সমাধান হয়নি। কেননা ইমাম আযম এর দাদার নাম যুত্বা নাকি নুমান তা কোন মুখ্য বিষয় নয়, বরং মূখ্য বিষয় হলো যুত্বার গোলাম হওয়ার বিষয়টি। ইসমাইল বিন হাম্মাদ ও উমার বিন হাম্মাদ এর বর্ণনার মধ্যে দু'টি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

১। একজনের বক্তব্য তাদের পূর্বপুরুষগণ কাবুলের অধিবাসী, আপরজনের বক্তব্য তাদের পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী। ইহা এমন একটি বিষয়, যে সর্ম্পকে একই পরিবারের দু'জনের দু'রকম বক্তব্য হওয়া সম্ভব নয়।

২। একজনের বক্তব্য যুত্বা বনি তাইমুল্লাহ্ গোত্রের গোলাম ছিলেন, অন্যজন তা নাকচ করেছেন, তাদের পূর্বপুরুষগণ কখনই কারো গোলাম ছিলেন না, সর্বদাই স্বাধীন ছিলেন। এ দু'টি বিপরীতমূখী বিষয়কে একদিকে ফিরানো কখনই সম্ভব নয়। বরং ইতিপূর্বে আমি বলেছি, উমার বিন হাম্মাদ এর নামে চালিয়ে দেওয়া উক্তিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শাব্দিক বাচন ভঙ্গি প্রমাণ করে যে, এটি উমার বিন হাম্মাদ এর নয়। হয়তো তার নামে অন্য কেহ চালিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ইসমাঈল বিন হাম্মাদ এর তাকওয়া পরহেজগারি প্রমাণিত। তিনি আল্লাহ্ তায়া'লার নামে কসম করে বলেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেহই কারো গোলাম ছিলনা। অধিকঅংশ ঐতিহাসিকগণ এমতকেই সমর্থন করেছেন।

তবে যারা ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র পূর্বপুরুষগণকে বনি তাইমুল্লাহ্র গোলাম ( مولى بنى تيم الله ) বলেন, তারা مولى শব্দের ব্যবহৃত একাধিক অর্থের একটি সামঞ্জস্যহীন অর্থ গ্রহণ করেছেন, কারণ এতে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ইমাম মুহাদ্দিস বিখ্যাত ঐতিহাসিক, ফক্বিহ্ আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি আস সাইমারি জন্ম ৩৫১ মৃত্যু ৪৩৬ তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, কাজি আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বিন আব্দুর রহমান আত তালকানি বলেন, আবু আব্দুর রহমান হুসাইন বিন আলি বিন মুহাম্মাদ সাইমারি বলেন,আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইমরান বিন মুসা আল মারজিবানি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বলেন,

মুহাম্মাদ বিন ইয়াজিদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, أبو حنيفة مولى لبني تيم الله بن ثعلبة. "ইমাম আবু হানিফার (দাদা) বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ গোত্রের বন্ধুত্বের বন্ধনে ছিলেন"।

উক্ত ইবারাতের মাওলা শব্দটির একাধিক অর্থ বিদ্যমান। মাওলা শব্দটি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে অনুযায়ী অর্থ হবে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ একটি ধনি পরিবারের সন্তান ছিলেন, তার পিতা সাবিত এবং দাদা যুত্বা বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের বস্ত্র বয়নের ইন্ডাস্ট্রি ছিল। এগুলো ইমাম আযম পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছেন। হযরত যুত্বা বা প্রথম নুমান যখন তাঁর ছেলে হযরত সাবিতকে নিয়ে হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দরবারে যান, তখন হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হন। ইহা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঐতিহ্য বহন করে। তাছাড়া হযরত যুত্বা যে পূর্ব হতেই ধনি ছিলেন তাও প্রমাণ করে। এমন একটি ঐতিহ্যবাহী সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত পরিবার কারো গোলাম হবে এটা কী গ্রহণযোগ্য ? তাহলে যুত্বা পরিবারের সাথে মাওলা শব্দটি যুক্ত করে, زوطى مولى لبنى تيم الله বলার কারণ কী ? কারণ হলো হযরত যুত্বা বনি তাইমুল্লাহ্ কবিলার সাথে বন্ধুত স্থাপন করেছিলেন। কেহ মুসলমান হলে তার আত্মীয়-পরিজনের সাথে সম্পর্ক থাকে না বিধায় তখনকার সাধারণ রীতি অনুযায়ী শক্তিশালী কোন আরব কবিলার সাথে নতুন মুসলমান হওয়া পরিবারটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক করে নিতেন, যাতে সুখে-দু:খে, বিপদে-আপদে, উৎসবে-আমেজে তাদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। যাদের সাথে সম্পর্ক রাখা হয়, সম্পর্ককারীকে তাদের মাওলা বলা হয়।

## মাওলা শব্দের তাহকিক

মাওলা ( مَوْلَى ) শব্দটি وَلْى হতে এসেছে। এর অর্থ হলো- নিকটবর্তী হওয়া, একটির পর আরেকটি আসা। অন্যান্য শব্দের ন্যায় মাওলা শব্দটিও শাব্দিক ও ব্যবহারিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাদিসে উভয় ব্যবহার বিধিই বিদ্যমান।

ইমাম ইবনুল আসির তার "আন নিহায়া ফি গরিবিল হাদিস" এর ৫ খণ্ডের

২২৮ পৃষ্ঠায় মাওলা এর ১৬টি অর্থ প্রকাশ উল্লেখ করেছেন- و قد تكرر ذكر المولى فى الحديث وهو إسم يقع على جماعة كثيرة فهو : الرب ، و المالك ، والسيد ، والمنعِم والمعتِق ، والناصر ، والمُحِب ، والتابع ، والجار ، والصِّهر ، و العبد ، و المُعتَق ، وإبن العَم ، و الحَليف ، والعَقِيد ، والمنعم عليه .

"মাওলা শব্দটি হাদিস শরিফে বিভিন্ন অর্থে এসেছে। এ শব্দটি إسم তাই অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার পরিলক্ষিত। যেমন- প্রতিপালক, মালিক, নেতা, নিয়ামত প্রাপ্ত, মুক্তকারী, সাহায্যকারী, মহব্বতকারী, অনুসরণকারী, প্রতিবেশী, চাচাত ভাই, মৈত্রি বন্ধনে আবদ্ধ, চুক্তিকারী, বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়, গোলাম, আযাদকৃত দাস, যাকে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে"।

ইমাম ইবনুল আসির মাওলা শব্দের উক্ত ১৬টি ব্যবহার বিধি দেখিয়েছেন। সুতরাং সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কোনও একটি অর্থের দিকে কোন বাক্য বা হুকুমকে নির্দ্দিষ্ট করা উসুলের পরিপন্থি।

আল্লামা যাবিদি "তাজুল আরুস" এর ৪০ খণ্ডের ২৪২ পৃষ্ঠায় মাওলা শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসঙ্গে বলেন, (و المولى) : له مواضع فى كلام العرب ، و قد تكرر ذكره في الأية و الحديث .

"আরবি ভাষায় মাওলা শব্দ ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। এ ব্যাপারে আল কুরআন ও আল হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে"।

আল্লাহ্ তায়া'লা সুরা মুহাম্মাদ এর ১১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وأَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لاَ مَوْلٰى لَهُم .

"ইহা এজন্য যে, আল্লাহ্ তো মুমিনদের অভিভাবক আর কাফিররা, তাদের তো কোন অভিভাবক নেই"। এ আয়াতে মাওলা শব্দটি অভিভাবক অর্থে এসেছে।

ইমাম ইবনুল আসির তার আন নিহায়া কিতাবের ৫ খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠায় বলেন,. و منه الحديث " مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فعَلِي مَوْلاهُ

" এ ব্যাপারে হাদিস শরিফে আছে-আমি যার মাওলা (অবিভাবক), আলিও তার অবিভাবক"।

এ প্রসঙ্গে আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলেন اصْحَبْتَ مَوْلى كل مؤمِنٍ "রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত ঘোষনার ফলে আপনি তো সকল মুসলমানের অভিভাবক হয়ে গেলেন"।

হাদিস শরিফে আরো আছে,. من أسلم على يده رجل فهو مولاه "কেহ যদি কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে তার মাওলা"

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যাচ্ছে মাওলা শব্দটি শুধু গোলাম অর্থে নয় বরং অন্যান্য অর্থেও ব্যবহার হয়ে আসছে। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র দাদা মুগিরা মাজুসি ছিলেন, তিনি অগ্নির উপাসনা করতেন, পরে জুফির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পূর্ণ নাম হলো মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগিরা আল জুফি আল বুখারি" তার পর দাদা যেহেতু জুফির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাই তার পর দাদা মুগিরার মাওলা হলেন জুফি, এজন্য তাকে জুফি বলা হয়। যা উক্ত হাদিসেরই নির্দশন।

ইমাম যাবিদি তার "তাজুল আরুস" এর ৪০ খণ্ডের ২৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قال ابن العربي : المولى : (الجار و الحليف) و هو مَن انْضَمَّ إليك ، فعَزَّ بعِزِّك ، وامْتَنَعَ بمَنْعَتِكَ

"ইমাম ইবনুল আরাবি বলেন, মাওলা এর অর্থ হলো প্রতিবেশি ও মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি। এর ফলে একে অপরের সম্মান-অসম্মান এক হিসেবে পরিগণিত হবে"

ইমাম যাবিদি আরো উল্লেখ করেছেন, والحليف عند العرب مولى "আরবগণ মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিকে মাওলা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন"

বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়ে ইমাম ইবনুল মানযুর তার "লিসানুল আরব" এর ১৫ খন্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, و أكثرها قد جاءت فى الحديث ، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه .

(মাওলা শব্দের যে সমস্ত অর্থ রয়েছে) তার অধিকাংশই বিভিন্ন হাদিসে এসেছে। এর প্রত্যেকটিই হাদিসে যেভাবে এসেছে তা অবস্থার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী"।

মাওলা শব্দটির ব্যবহার বিধি প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল আরাবি বলেন ঃ

المولى : الجار ، والحليف، والشريك، وابن الإخت

"মাওলা বলতে যা বুঝায় তা হল, প্রতিবেশী, মৈত্রি বন্ধনে আবদ্ধ, অংশীদার এবং ভাগিনা"

ইমাম ইবনু সিদাহ্ "আল মুহ্কাম ওয়াল মুহিতুল আযম" এর ১০ খণ্ডের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন, المولى : الصاحب ، والقريب ، كابن العم و نحوه

"মাওলা বলতে সঙ্গি, নিকট আত্নীয়দের বুঝানো হয়। যেমন চাচাত ভাই ও অনুরুপ"

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত" এর ৪ খণ্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনুল আসিরের অনুরুপ মত পোষণ করেছেন।

উল্লিখিত প্রয়োগ বিধির আলোকে মুহাদ্দিস ও উসুলুল হাদিসবিদগণ মাওলা শব্দটির স্তর বিন্যাস করেছেন। আনুপূর্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করে এর প্রকৃত বিধান নির্ণয় করেছেন।

ইমাম ইবনুস সালাহ্ মাওলা এর ব্যবহারের চার স্তর বিন্যাস করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তার উসুলুল হাদিস এর ৫ খণ্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায় বলেন, وأعلم؛ أن فيهم من يقال فيه : مولى فلان ، او لبنى فلان ، و المراد به "مولى العتاقة " و هذا هو الأغلب فى ذلك.

و منهم : من أطلق عليه لفظ "المولى" و المراد به ولاء الإسلام. و منهم" أبو عبد الله البخارى " فهو: محمد بن إسماعيل الجعفى مولاهم ، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده أسلم على يد " اليمان بن أخنس الجعفى جد عبد الله بن محمد المسندى الجعفى احد شيوخ البخارى .

و كذالك " الحسن بن عيسى المسرجسي " مولى عبد الله بن المبارك ؛ إنما ولاءه له من حيث كونه أسلم على يده .

و منهم : مكن هو مولى ب"ولاء الحِلْفِ و المُوَالاةِ ك"مالك بن أنس الإمام و نفره : هم أصْبَحِيُّونَ حِمْيَرِيُّونَ صَلِيبَةٌ و هم موالٍ لتيم قريش بالحلف .

و قيل : لأن جده " مالك بن أبى عامر " كان عَسِيفًا على طلحة بن عبيد الله التيمي- أي أجيرا- و طلحة يختلف بالتجارة . فقيل : " المولى التَيمِيّين " لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمى .

و هذا قسم الرابع فى ذلك : هونحوما أسلفناه فى مِقسم أنه قيل فيه : " مولى إبن عباس " للُزُومِه إياه .

"জেনে রাখুন, অনেক সময় মাওলা প্রসঙ্গে বলা হয় , সে অমুকের মাওলা অথবা অমুক গোত্রের মাওলা, এ ধরণের বাক্যের উদ্দেশ্য হলো কাউকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্তিদাতা। মাওলার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ই বেশি।

এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মাওলা শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন ولاء الإسلام। "কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করা হলে" তাকে তার মাওলা বলা হয়। এ স্তরে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ আল বুখারি, তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল জুফি। এখানে জুফির দিকে ইমাম বুখারিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, ইমাম বুখারির দাদা "মুগিরা" ইয়ামান বিন আখনাস আল জুফির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর ইনি হলেন, তার উস্তাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আল মুসনাদি আল জুফির দাদা।

অনুরুপ আল হাসান বিন ইসা আল মাসারজিসি। ইনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাকে মাওলা আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক বলা হয়।

**তৃতীয় প্রকার হলো :** বন্ধুত্ব ও মৈত্রি বন্ধনের সূত্রে মাওলা। যেমন ইমাম মালিক বিন আনাস এবং অনুরুপ যারা আছেন। ইনারা বংশানুক্রমে আসবাহি ও হিমইয়ারি ছিলেন। পরবর্তীতে তাইমিদের সাথে মৈত্রি বন্ধনে আবব্ধ হন। এরপর থেকেই তাদেরকে তাইমি বলা হয়। এ মতটি ছাড়াও ইমাম মালিককে তাইমি বলার আরো একটি কারণ উল্লেখ করা হয়, তাহল ইমাম মালিক এর দাদা মালিক বিন আবু আমির ছিলেন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ আত তাইমির কর্মচারি, তার বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা ছিল। মালিক বিন আবু আমির তাইমিদের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকেও তাইমি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

**চতুর্থ প্রকার হলো :** কারো সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার কারণে

তার সাথে নিজেকে যুক্ত করে নেওয়া। যেমন ঃ মিকসাম এর বিষয়টি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সোহবত ইখতিয়ার এর কারণে তাকে মাওলা ইবনু আব্বাস বলা হয়।

ইমাম ইবনুস সালাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত বিশ্লেষণ হতে প্রমাণিত হল মাওলা শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। গোলামি হতে মুক্তিদাতা।

২। কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করা।

৩। বন্ধুত্ব ও মৈত্রি বন্ধনের সূত্রে মাওলা।

৪। কারো সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে তার সাথে নিজেকে যুক্ত করে নেওয়া।

মাওলা শব্দের ব্যবহার বিধির ক্ষেত্রে যে চারটি স্তর বিন্যাস ইমাম ইবনুস সালাহ্ করেছেন তা ইমাম ইবনুল আসির এর ১৬ ও ইমাম যাবিদির ২১ প্রকার অর্থের পূরোটাকেই শামিল করে নিয়েছে।

## হযরত যুত্বা কোন শ্রেণীর মাওলা ছিলেন

একটি শব্দ যখন একাধিক অর্থ বহন করে তখন উহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনুপূর্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা জরুরী। বিষয় সংশ্লিষ্টের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে যুৎসই অর্থ গ্রহণ করতে হবে। মাওলা শব্দটি যেহেতু শুধু গোলাম অর্থে ব্যবহৃত হয়না, তাই যুত্বার পরিবারের ক্ষেত্রে এ অর্থে মাওলা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। ইমাম ইবনুস সালাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত বিশ্লেষণ হতে বুঝা যায় এবং ইমাম আযম এর পরিবারের আনুপূর্বিক পরিস্থিতি প্রমাণ করে, তাদের ক্ষেত্রে মাওলা শব্দটির উক্ত অর্থ সমূহের মধ্যে প্রথমটি "গোলামি হতে মুক্তি" বাদে বাকি তিনটির যে কোনটিই হতে পারে ২। "কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করা" ৩। "বন্ধুত্ব ও মৈত্রি বন্ধনের সূত্রে মাওলা"। ৪। "কারো সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে তার সাথে নিজেকে যুক্ত করে নেওয়া"। তবে এ তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির সম্ভাবনাই প্রবল, কেননা হযরত যুত্বা কার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে ইতিহাস যেমন নীরব, আবার ইমাম আযমও

কিছু বলেননি। হতে পারে হযরত যুত্বা বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ গোত্রের কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অথবা নিজে স্বপ্রণোদিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করে বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, এ কারণে তাকে মাওলা বনি তাইমুল্লাহ্ বলা হয়।

মাওলা সর্ম্পকৃত উল্লিখিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ হতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো ঃ

১। মাওলা শব্দটি শুধু কোন কওম বা সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম এর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না এবং মাওলা শব্দটির অর্থ শুধু গোলাম মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আরবগণ পরম্পর সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, কারো পৃষ্ঠপোষকতা ও কারো মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করা হলে তা-ও মাওলা হিসেবে অভিহিত হত। এমন কী বর্ণিত বিষয় সমূহ ছাড়াও কারো সাথে দীর্ঘ সময়ের সোহবত ইখতিয়ার করলে তাকেও মাওলা হিসেবে অভিহিত করা হত।

২। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নামের সাথে তাইমি বা বনি তাইমুল্লাহ্ সর্ম্পকযুক্ত করাকে যারা বনি তাইমুল্লাহ্ কবিলার আযাদকৃত গোলাম হিসেবে আভিমত ব্যক্ত করেন তা ভূল। তাদের কথা সত্য হত, যদি-

ক) মাওলা শব্দের শুধু একটি অর্থ প্রকাশ পেত।

খ) ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র দাদার তৎকালীন আর্থিক অবস্থা ভাল না হতো এবং

গ) ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার উক্তি, "আল্লাহর কসম আমাদের পূর্বপুরুষগণের সকলেই স্বাধীন ছিলেন, গোলামির জিঞ্জির কাউকে স্পর্শ করে নাই এবং তারা পারস্যের অধিবাসী ছিলেন" না থাকত। একটি সম্পদশালী অভিজাত পরিবারের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বংশধরদের সাথে তাইমি বা বনি তাইমুল্লাহ্ যুক্ত হয়েছিল حِلْفٌ (মৈত্রি বা বন্ধুত্ব) হিসেবে, গোলাম হিসেবে নয়। আর ইহাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ফারেসি বা পারস্যের ছিলেন, কাবুলের নয়।

মাওলা বা মাওয়ালি বিষয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয়ে আমার আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো একটি ভিত্তিহীন তথ্যকে দূরিভূত

করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়ে যে যার মত করে ইতিহাস রচনা করেছেন, বিভিন্ন মতকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দালিলীক ভিত্তিতে সঠিক মতটি প্রতিষ্ঠা করেননি বা নেতিবাচক মতটিকে দলিল দ্বারা খন্ডন করেননি। ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফাকে মাওলা বনি তাইমুল্লাহ্ বলা হয়। ইমাম আযম এর সাথে এ মাওলার কোন সম্পর্ক নাই, বরং মাওলার সম্পর্ক তার দাদা হযরত যুত্বার সাথে। বিষয়টি যেহেতু বংশীয় তাই বংশ পরম্পরায় তাকে এবং তার পরবর্তী প্রজন্মকেও তাদের নামের শেষে মাওলা বনি তাইমুল্লাহ্ লিখা হয়।

## ইলম এর খিদমাতে মাওয়ালিগণের অবদান

ইসলাম প্রচার-প্রসার ও ইলম অন্বেষণ-বিতরণে মাওলা তথা মাওয়ালিগণের অবদান অপরিসীম। এ মাওয়ালি হওয়া যেভাবেই হোক না কেন। তা কারো হাতে ইসলাম গ্রহণের কারণে হোক, মৈত্রি বন্ধনের কারণে হোক, দীর্ঘ সময় উস্তাদের সাথে সোহবতের কারণে হোক বা গোলামি হতে আযাদ হওয়ার কারণে হোক এ অবদানের অংশীদার। সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের পর ইলম বিস্তারে মাওয়ালিগণের অবদান কী পরিমাণ ছিল তা নিম্নের ঘটনা হতে স্পষ্ট বুঝা যাবে।

ইমাম ইবনুস সালাহ্ তার উলুমুল হাদিস এর ৫ খন্ডের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম যুহরি বলেন, قدمتُ على عبد الملك بن مروان ، فقال : مِن أين قدمتَ يا زُهرى ؟ قلت : من مكة . قال : فمن خلَّفتَ بها يسودُ أهلَها ؟ قلت : عطاءَ بنَ أبي رَباحٍ ، فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي. قال : و بمَ سَادَهُم ؟ قلتُ : بالدِيانَةِ و الرِوَايَة .
قال: إنَّ أهلَ الدِيانَة و الرِوايَة لَيَنْبَغِي أنْ يَسُوْدُوا.

قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ اليَمَنِ ؟ قال : قلتُ : طَاوُسُ بنُ كَيْسَان . قال : فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي. قال : و بمَ سَادَهُم ؟ قلتُ: بمَ سَادَهُم بِهِ عَطاءٌ . قال : إنّه لَيَنْبَغِي.

قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ مصرَ ؟ قال : قلتُ : يزِيْدُ بنُ أبِي حَبِيب. قال : فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي.

قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ الشَامِ ؟ قال : قلتُ : مَكْحُولٌ. قال : فَمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي. عَبْد نُبي أعْتَقَتْهُ إمَاةٌ مِن هُذَيْلِ
قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ الجَزِيْرَة ؟ قال : قلتُ : مَيْمَونُ بنُ مِهرَانَ قال : فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي.
قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ خُرَاسَانَ ؟ قال : قلتُ : ضَحَّاكُ بنُ مُزَاحِمٍ قال : فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي.
قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ البَصرَة ؟ قال : قلتُ : الحَسَنُ بنُ أبي الحسَنِ.
قال : فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ المَوالِي.
قال : ويْلَكَ قال : فَمنْ يَسُودُ أَهْلَ الكُوفَةِ ؟ قال : قلتُ : إبرَاهيم النَخْعي
قال : فمِنَ العَرَبِ أمْ من المَوالِي ؟ قال : قلتُ : مِنَ العَرَبِ . قال : ويلكَ يا زهري ، فرَّجْتَ عَنِّي ، وَاللهِ لَتَسُودَنَّ المَوالِي على العرب حتى يَخْطُبَ لها على المَنَابِرِ، و العربُ تحتها.

قال : قلت : يا أمِيْرَ المؤمِنِينَ، إنَّما هو أمْرُ الله و دِيْنُهُ ، مَنْ حَفِظَهُ سَادَ ، و مَنْ ضَيَّعَهُ سَقَطَ .

"আমি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান নিকট আসলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে যুহরি কোত্থেকে আসলেন ? আমি বললাম মক্কা হতে। তিনি বললেন, সেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার মত আলেম কে ? আমি বললাম, আত্বা বিন আবু রাবাহ। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি। জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে ? বললাম পরহেজগারী ও ইলম উভয় ক্ষেত্রেই। তিনি বললেন,আলেম ও পরহেজগারগণেরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ।

অত:পর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামানবাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, তাউস বিন কাইসান। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি। জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে ? বললাম যেভাবে আত্বা বিন আবু রাবাহ্ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তাই হওয়া উচিৎ।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, মিসরবাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, ইয়াযিদ বিন হাবিব। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, শামবাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, মাকহুল। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, জাযিরাবাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, মাইমুন বিন মিহরান। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, খোরাসানবাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, দাহ্হাক বিন মুযাহিম। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, বসরাবাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, হাসান বিন আবুল হাসান। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম মাওয়ালি।

তারপর সে বলল, আপনার জন্য আফসোস এবার বলুন কুফা বাসীগণের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন ? বললাম, ইব্রাহিম আন নখঈ। জিজ্ঞেস করলেন সে কী আরব না মাওয়ালি ? বললাম আরব। ইহা শুনে সে বলল হে যুহ্রি আপনার জন্য আফসোস, আমার পথটি প্রশস্ত করে দিলেন। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, ইলমি বিষয়ে অনারব মাওয়ালিগণই আরবদের উপর নেতৃত্ব দিবে, এমন কী তারা মিম্বারের উপর থাকবে আর আরবরা নিচে বসে তা শুনবে।

আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন ইহা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম ও তাঁর বিধান, যে ইহার হিফাযত করতে পারে সে নেতৃত্ব দিতে পারে, আর যে নষ্ট করে সে হীন হয়"।

অনুরুপ ইমাম আত্বা আল খোরাসানি ও খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক এর মধ্যে আলোচনা হয়। ইমাম আহমাদ মক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আত্বা আল খোরাসানি বলেন আমি একদা, হিশাম বিন আব্দুল মালিক এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে বললেন হে আত্বা সকল এলাকার আলেমগণ সর্ম্পকে আপনার জানা-শুনা আছে কী ? আমি

বললাম হে আমিরুল মুমিনিন জি হ্যাঁ অবশ্যই জানা আছে । অতঃপর তিনি বললেন তাহলে বলুন, মদিনায় নেতৃস্থাণীয় ফকিহ কে ? আমি বললাম নাফে' মাওলা ইবনু উমার।

তারপর বললেন মক্কাবাসীগণের মধ্যে কে ? আমি বললাম আত্বা বিন আবু রাবাহ্। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম মাওলা।

তারপর বললেন ইয়ামানবাসীগণের মধ্যে কে ? আমি বললাম তাউস বিন কাইসান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম মাওলা।

তারপর বললেন ইয়ামামাবাসীগণের মধ্যে কে ? বললাম, ইয়াহ্ইয়া বিন আবু কাসির। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম মাওলা।

তারপর বললেন শামবাসীগণের মধ্যে কে ?। বললাম, মাকহুল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম মাওলা।

তারপর বললেন জাযিরাবাসীগণের মধ্যে কে ? আমি বললাম, মাইমুন বিন মিহরান । তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম মাওলা।

তারপর বললেন খোরাসানবাসীগণের মধ্যে কে ? আমি , দাহ্হাক বিন মুযাহিম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম মাওলা।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, বসরাবাসীগণের মধ্যে কে ? বললাম, হাসান ও মুহাম্মাদ বিন সিরিন। জিজ্ঞেস করলেন তারা কী আরব না মাওলা ? বললাম উভয়েই মাওলা।

তারপর বললেন কুফাবাসীগণের মধ্যে কে ? আমি বললাম ইব্রাহিম আন নখঈ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কী মাওলা না আরাবি ? আমি বললাম সে আরাবি।

এ বর্ণনা শুণার পর আমিরুল মুমিনিন হিশাম বিন আব্দুল মালিক বললেন, আপনার বয়ান শুনে মনে মনে ভাবছি একথা না বলে বসেন, কেহই আরাবি নন, সর্বত্রই মাওয়ালিগণ ইলমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

উক্ত দু'টি বর্ণনা হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ্, ইমাম তাউস বিন কাইসান, ইমাম ইয়াযিদ বিন হাবিব, ইমাম মাকহুল, ইমাম মাইমুন বিন মিহ্রান, ইমাম হাসান বসরি, ইমাম ইবনু সিরিন, ইমাম নাফে' প্রমূখ ইমামগণ মক্কা আল মুকাররামাহ্, আল মদিনাহ্ আল মুনাওওয়ারাহ্, ইয়ামান, কুফা, বসরা, মিসর এর শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ফকিহ্ ছিলেন। ইনাদের প্রত্যেকেই মাওলা তথা মাওয়ালি ছিলেন। তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনগণের যুগে ইলম বিস্তারে মাওলা তথা মাওয়ালিগণের অবদান যে বেশি ছিল, এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু যাহ্রা তার "ইমাম আবু হানিফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ওয়া আরাউহু আল ফিকহিয়্যাহ্" কিতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, كان العلم أكثره في الموالي في العصر ألذى نشأ فيه أبو حنيفة ، فإذا كانوا قد فقدوا فخر النسب فقد آتاهم الله فخرالعلم ، و هو أزكى و أنمى ، وأبقى على الدهر، وأحفظ للذكر.

و لقد صدقت نبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم فى إخباره بأن العلم سيكون فى أولاد فارس ، فقد روى فى البخارى و مسلم و الشيزارى و الطبرانى أنه قال : "لو كان العلم معلقا عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس" و قد اختلفت الفاظه فى هذه الكتب ، واتحد معناه .

و كان من صدق هذه النبوة أن كان العلم بعد الصحابة عند الموالى ردحًا غير قصير من الزمن ، فليس عجيبا إذن أن يكون النعمان أبو حنيفة من الموالى ، و هم أوسط العلمى للدولة الإسلامية .

"ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র যুগে ইলম এর করায়ত্ত মাওয়ালিদেরই ছিল। তারা যদিও নসবের দিক থেকে পিছিয়ে কিন্তু আল্লাহ্ তায়া'লা তাদেরকে ইলমের ফখর দান করেছেন। ইহাই তো অধিক পরিশুদ্ধ ও উন্নত এবং সর্বযুগে স্থায়ী ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে"।

পারস্যবাসীগণ ইলম হাসিলে অগ্রগামি থাকবেন এ ব্যাপারে যে সমস্ত

হাদিস এসেছে তা সত্যতায় পরিণত হয়েছে। সহিহ্ আল বুখারি, সহিহ মুসলিম, সিজারি ও তাবারানিতে উল্লেখ আছে "ইলম যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে তাহলেও পারস্যবাসীগণ তা হাসিল করতে পারবে" এ ব্যাপারে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তার শব্দ সমূহে যদিও বিভিন্নতা আছে কিন্তু অর্থ এক।

সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী এভাবে ফলে যে, অল্প দিনের মধ্যেই সাহাবা-ই- কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের ইলম অনারব মাওয়ালিগণের নিকট পৌঁছে যায়। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা মাওয়ালিগণের অর্ন্তভূক্ত এতে আর্শ্চযের কী আছে" ?

ইলম এর এ বিশাল ভান্ডার সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতে যারা গ্রহণ করেছেন তাদের অধিকাংশই মাওয়ালি। এ মাওয়ালিগণ কী গোলামি হতে আযাদ হয়েছেন ? ইনাদের বাপ-দাদা কী কারো গোলাম ছিলেন ? তাহলে তাদের নামের সাথে মাওলা লিখা হচ্ছে কেন ? এর জওয়াব হলো, মাওলা শব্দের তাহকিকে ইমাম ইবনুল আসির, ইমাম মুরতাদা আয যাবিদি, ইমাম ইবনুস সালাহ্ রাহিমাহুমুল্লাহ্গণ যে বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে ইমাম ইবনুস সালাহ্ মাওলা এর যে চার প্রকারের বিশ্লেষণ করেছেন তার একটিতে দেখা যায় মাওলা অর্থ গোলামি হতে আযাদ। ইহা বাদে "কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করা" "বন্ধুত্ব ও মৈত্রি বন্ধনের সূত্রে মাওলা" "কারো সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে তার সাথে নিজেকে যুক্ত করে নেওয়া"। এ তিনটির যে কোনটি উক্ত বিখ্যাত আলেমগণের সাথে সম্পৃক্ত, এবং এ অর্থে তারা মাওলা। ইমাম আযম এর দাদা হযরত যুত্বা রাহিমাহুল্লাহ্ও এ অর্থে মাওলা। যারা ইমাম আযম এর পরিবারের মধ্যে গোলামির দাগ লাগিয়েছে তা যে মিথ্যাবাদীদের দ্বারা পরিবেশিত তা এ বই এর তৃতীয় অধ্যায়ে দলিলসহ প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

# ইমাম আযম প্রসঙ্গে হাদিসের বর্ণনা

ইতিপূর্বে আলোচিত ও প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র পূর্বপুরুষগণ পারস্যের অধিবাসী। অতঃপর তাঁর দাদা যুত্বা বা মারযুবান কুফায় এসে আবাস গড়ে তোলেন। তাঁর পিতা সাবিত আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে ইসলামের উপর কুফাতেই জন্ম গ্রহণ করেন। সম্মাণিত হযরত যুত্বা রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর ছেলে সাবিতকে নিয়ে ছোট বেলাতেই আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিকট যান।

ইমাম আযম এর জন্ম যদিও কুফা, কিন্তু তার আসল ফারসি বা পারস্য। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূত-ভবিষ্যত এমন অনেক বিষয়ে তাঁর উম্মতকে অবগত করিয়েছেন যা ওয়াহির খবর। হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে বিভিন্ন বিপর্যয়ের সংবাদ দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, যা সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত প্রলম্বিত। উম্মতের প্রয়োজনে সতর্ক করার জন্য, বিপর্যয় সমূহ হতে মুক্তি লাভের জন্য, মুসিবত সমূহের পূর্বাভাস এবং সুসংবাদ সর্ম্পকে পূর্বেই উল্লেখ করেছেন, আর এর প্রতিটিই ওয়াহির খবর। হায়াতুন নবী, হাবিবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল কওনাইন (উভয় জাহানের রাসূল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির শুরু-শেষ, ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে, উম্মতের প্রয়োজনে যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন, তার পুরাটাই ওয়াহি। এ বিষয়টিকেই কোনও কোনও মুহাক্কিক আলেম গায়েব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা ইহা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ব্যতীত সকলের নিকট অজ্ঞাত বা অদৃশ্য। উম্মতের দিকে সম্বন্ধ করেই তারা বলেছেন এটা গায়েবের খবর, যা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে জানিয়েছেন। এ সমস্ত সংবাদ আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রাসূলকে ওয়াহির মাধ্যমে জানিয়েছেন। যারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়েব সম্পৃক্ত ওয়াহির ব্যাপারে হ্যাঁ-বোধক মত পোষণ করেন, তারা কখনই এ কথা বলেন না যে, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জাননে ওয়ালা, বরং বলেন,গায়েব এর খবর দেনেওয়ালা। এ দু'টি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। গায়েব জাননে ওয়ালা হলেন আল্লাহ্ তায়া'লা, আর সে গায়েব সম্পর্কে উম্মতের প্রয়োজনে জানিয়ে দিয়েছেন হায়াতুন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা দু'ভাবে জানিয়েছেন, ১। আল কুরআনুল কারিমেই কিছু বিষয়ের উল্লেখ। ২। তাঁর রাসূলের ভাষায়, উভয়টিই ওয়াহি।

হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবী নামক গ্রহে প্রেরণের পর সাত আসমান ও জমিনের সব কিছুই সবচাইতে নির্মল শ্বাস গ্রহণ করতে পেরেছে ও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার রহমত লাভ করতে পেরেছে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়ায় আগমন ও এখান হতে প্রস্থান পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে স্পষ্ট হুকুম রয়েছে। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ সহিহ মুসলিম এর "ফাদ্বাইলুস্ সাহাবাহ" এর ...فضل الصحابة ثم الذين يلونهم অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه و سلم : يأتي على الناس زمن يغزو فئام من الناس، فيقال لهم، فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم ، فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ، ثم يغزو فئام من الناس ، فيقال لهم ، هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم.

" হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানগণের এমন এক সময় আসবে যখন তাদের একদল জিহাদে লিপ্ত থাকবে। এ দলকে বলা হবে আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন ? তাদের সকলেই বলবেন, জি হ্যাঁ। তাঁরা তখন বিজয়ী হবে। সাহাবিগণের পর এমন মুসলমানগণ থাকবে, যাদের একদল জিহাদে লিপ্ত থাকবে। তাদেরও প্রশ্ন করা হবে, আপনাদের মাঝে এমন কেহ আছেন যিনি সাহাবাগণকে দেখেছেন ? তাদের সকলেই বলবেন, জি হ্যাঁ। তাঁরা তখন বিজয়ী হবে"। তার পরের যুগে (তাবে-তাবেঈ) এসেও বলা হবে, আপনাদের মাঝে এমন কেহ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণকে দেখেছেন, তাদেরকে (তাবেঈগণকে) দেখেছেন ? তাঁরা সকলেই বলবেন, জি হ্যাঁ, তখন তাঁরা বিজয়ী হবে।"

আল্লামা আমিন বিন আব্দুল্লাহ আশ্ শাফেঈ তার "আল কাওকাবুল ওয়াহ্হাজ ওয়াল রাওদ্বুল বাহ্হাজ ফি শারহি সহিহ মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ" এর ২৪ খন্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قال القاضى وفى هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم و فضل الصحابة والتابعين وتابعهم، وقال القرطبى فيه دليل واضح على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم إذا مضمونه خبر عن غيب وقع على نحو ما أخبر، وفيه دليل على أن بركة هذه الامة فى الصحابة والتابعين وأتبعهم حيث ينصر الله تعالى ببركتهم.

"কাদ্বি ইয়াদ বলেন, এ হাদিস থেকে যে শিক্ষা পওয়া যায় তা হলো রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযাহ, সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের ফযিলত (মর্যাদা)। ইমাম কুরতুবি বলেন, এ হাদিসে স্পষ্টরূপেই আমাদের নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওওত এর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে, কেননা বিষয়টি গায়িব (অদৃশ্য) সম্পর্কিত। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হলো যে, সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের বরকতে আল্লাহ তায়া'লা এ উম্মতকে সাহায্য করেছেন"।

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সহিহ মুসলিমের একই অধ্যায়ে আরও

উল্লেখ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, خير أمتى القرن الذين يلون، ثم يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجئى قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، و يمينه شهادته.

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হল, যারা আমার সাথে সংযুক্ত, অর্থাৎ সাহাবিগণ। তারপর যারা তাঁদের (সাহাবিগণের) পরে আসবে, অর্থাৎ তাবেঈগণ, এরপর যারা তাদের পর আসবে, অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগণ। এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা শপথের পূর্বে সাক্ষি দিবে এবং সাক্ষির পূর্বে শপথ করবে।

পূর্বের হাদিসের ন্যায় এ হাদিসেও ভবিষ্যত বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় হতে তাবে-তাবেঈগণের সময় হলো সৃষ্টির সবচাইতে উত্তম সময়। তাবে-তাবেঈগণের পর বাৎসরিক সন গণনায় ২২০ হিজরির পর বিদআহ্র প্রকট রুপ ধারণ করে এবং মিথ্যা সাধারণ ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন খালফাহ আল ওয়াশ্‌শানি আল উব্বি আল মালেকী এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস সানুসি " সহিহ মুসলিম" এর ব্যাখ্যায় বলেন, "يجئى قوم" يعني أن هذا القرن الرابع يقل الورع فيه.

"প্রথম তিন উত্তম যুগের পরে চতুর্থ যুগের আগমন ঘটবে যাতে মানুষের তাকওয়া পরহেজগারি কমে যাবে।"

উক্ত হাদিস দু'টি হতে ২টি বিষয় প্রমাণিত হল ঃ

১। প্রথম তিন যুগ হল উত্তম যুগ। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলেন সাহাবা-ই- কিরামগণ যারা হায়াতুন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, এর পর উত্তম হলেন তাবেঈগণ যারা সাহাবিগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকত হাসিল করেছেন। সর্বশেষ তাবে-তাবেঈগন। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্

তাবেঈ ছিলেন। আলেমগণের ঐকমত্যে তিনি সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন, এবং সহিহ বর্ণনা মতে তাঁর থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবেঈগণের যে সুসংবাদ দিয়েছেন ইমাম আযমও এ সুসংবাদের লক্ষ্যে পরিগণিত হয়েছেন।

২। ভবিষ্যত সম্পৃক্ত সংবাদ। অনেকে ইহাকে বলেছেন ইহা হল গায়িব সম্পর্কিত ইলম। পরে কী ঘটবে তা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন ইহা হলো মু'জিযাহ, আবার অনেকে বলেছেন ইহা ওয়াহির খবর, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়া'লা তার রাসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়টি যে নামেই ভূষিত করা হোক না কেন ? মূল হুকুম এক, তা হলো উম্মতের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কী ঘটবে এমন অনেক বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে পথ চলতে সুবিধা হয়।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুসংবাদ এর ব্যাপারে ইমামগণ আরও কিছু হাদিসের উল্লেখ করেছেন যাতে তার মর্যাদার প্রমাণ করে।

ইমাম আবু বকর বিন আবু শায়বাহ তাঁর "আলমুছান্নাফ" এর ১৭ খন্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় (তাহকিক মুহাম্মাদ আওয়ামা) উল্লেখ করেছেন ঃ حدثنا ابن عيينة عن ابن نجيح عن أبيه عن قيس بن سعد رواية قال: لوكان الدين معلقًا بالثريا لتناوله ناس من ابناء فارس.

حدثنا مروان بن معاوية، عن عوف عن شهر عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لوكان الدين معلقًا بالثريا لتناوله ناس من ابناء فارس."

"মারওয়ান বিন মুআবিয়া আমাদের নিকট আওফ হতে বর্ণনা করেন, তিনি শাহ্র হতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দীন যদি সুরাইয়াহ্ তারকার নিকট ঝুলন্ত থাকে তবে তা পারস্যের লোকেরা লাভ করতে পারবে।"

অনুরূপ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তাঁর "মুছান্নাফ" এর ১১ খন্ডের ৬৬ পৃষ্ঠায়

পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন : لوكان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل- أو قال: رجال- من ابناء فارس حتى يتناولوه.
"দীন যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে, তথাপি পারস্যের সন্তানদের থেকে একজন লোক অথবা একাধিক লোক সেখানে যাবে, এমনকি তা লাভ করবে।"

ইমাম আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি তার "হিলইয়াতুল আওলিয়া" কিতাবের ৬ খন্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন : حدثنا ابوبكر ثنا الحارث ثنا هودة ثنا عوف عن شهر قال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لوكان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس.
"আবু বকর আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, হারিস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাওদাহ্ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আওফ আমাদের নিকট শাহর হতে বর্ণনা করে বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে, তাহলে পারস্যের লোকদের থেকে কেহ কেহ তা লাভ করতে পারবে।"

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ সহিহ আল বুখারির কিতাবুত্ তাফসির এর সুরা জুমুআর قوله آخَرِينَ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : حدثنى عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنى سليمان بن بلال عن ثور عن ابى غوث عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه و سلم فأنزلت عليه سورة الجمعة "وآخرين منهم لما يلحقوابهم" قال: قلت: من هم يا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسى. وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده على سلمان ثم قال: لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.
"আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ আমার নিকট বর্ণনা করেন, সুলায়মান বিন বিলাল আমাকে সাওর হতে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল গাওস হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম, ঐ মূহুর্তে তাঁর উপর সুরা জুমুআর এ আয়াতটি নাযিল হয়, "এবং তাদের

অন্যান্যের জন্যও, যারা এখন তাদের সাথে মিলিত হয় নাই।" তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,(এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে) তারা কারা ? তিনবার একথা জিজ্ঞেস কারার পরও তিনি এর কোনও উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান আল ফারেসি উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সালমান ফারেসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপর হাত রেখে বললেন, ইমান যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে তাহলে এদের (সালমান ফারেসি তথা পারস্যের) কতক লোক বা একজন তা লাভ করতে পারবে।"

রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা জুমুআর ৩নং আয়াতটি প্রসঙ্গে যা বলেছেন এর পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে হলে ২নং আয়াতটির মর্ম বুঝা আবশ্যক। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা সুরা জুমুআর ২নং আয়াতে বলেন,

"هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آيته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة وإن كانو من قبل لفى ضلال المبين."

"তিনিই উম্মিদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত সমূহ শোনাবে আর তাদের পবিত্র করবে, এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব (আল কুরআন) ও হিকমাত (সুন্নাহ্)। ইতিপূর্বে ইহারাই তো ছিল স্পষ্ট গোমরাহিতে"।

এ আয়াতে যাদেরকে পরিশুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে তারা হলেন আরববাসিগণ। মুল্লা আলি আল কারি তার তাফসির, "আনওয়ারুল কুরআন ওয়া আসরারুল ফুরকান" এর ৫ খন্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় সূরা জুমুআর তাফসিরে বলেন,

"هو الذى بعث فى الاميين" أي في العرب لأن أكثرهم ما كانوا يكتبون و لا يقرأون .

"তিনিই উম্মিদের মাঝে তাদের মধ্য হতে রাসুল পাঠিয়েছেন এর অর্থ হলো আরবদের মাঝে, কেননা তাদের অধিকাংশই লিখতে ও পড়তে পারতো না।"

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি তাঁর" তাফসির আল কাবির" এর ৩০ খণ্ডের ৩ পৃষ্ঠায় সুরা জুমআর উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেনঃ ( وآخرين) عطف على الأميين يعنى بعث فى آخرين منهم . قال المفسرون : هم الأعاجم يعنون

بهم غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس و جماعة ، و قال مقاتل يعنى التابعين من هذه الأمة الذين لم يلحقوا بأوائلهم ، و فى الجملة معنى جميع الأقوال فيه كل من دخل فى الإسلام بعد النبي صلى الله عليه و سلم الى يوم القيامة فالمراد بالأميين العرب ، و الآخرين سواهم من الأمم .

"এর সাথে সংযুক্ত হিসেবে এসেছে অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ তায়া'লা তার রাসুলকে যেমন আরবের উম্মিদের মাঝে পাঠিয়েছেন অনুরূপ আরব ছাড়া অন্যদের নিকটেও পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাফসিরবিদগণের মত হচ্ছে, আরবগণ ব্যাতীত অনারব সকলেই এর উদ্দেশ্য। এ মত পোষণ করেছেন হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এবং আরো অনেকে।

ইমাম মুকাতিল এর মতে وآخَرِيْنَ বলতে তাবেঈদের বুঝানো হয়েছে যারা প্রথম দলের সাথে অর্থ্যাৎ সাহাবিগণের সাথে মিলিত হতে পারেন নাই।"

আমি বলি : উপরোক্ত মতামতের প্রতিটিই আয়াতের মূল শিক্ষার সাথে সামঞ্জাস্যপূর্ণ কিন্তু উক্ত আয়াতের প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। সহিহ্ আল বুখারিতে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটিতে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম آخَرِيْنَ সর্ম্পকে বলেছেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্যের মধ্যে হযরত সালমান ফারেসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্মভূমির অধিবাসীগণ পরিগণিত। আর ইহা তো প্রমাণিত যে, হযরত সালমান ফারেসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মূল হলো ফারেসি বা পারস্য। সারা দুনিয়ার এত স্থান থাকতে পারস্যের নাম উল্লেখ করার কারণ কী ? ইহার দু'টি কারণ হতে পারে ঃ

১। পারস্যবাসীর প্রতিভা এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে ইলমের খিদমাতের বিশাল ভূমিকা

২। তৎকালীন সময়ে আরবগণ ব্যতীত পারস্য ও রোমের আধিপত্য ও প্রভাব বেশি ছিল। এ ক্ষেত্রে রোমের তুলনায় পারস্যবাসীগণ ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমও এ ব্যাপারে স্পষ্ট। ইমাম অব্দুর রাজ্জাক তার "আল মুসান্নাফ" এর

১১ খণ্ডের ৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- : أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
أَسْعَدُ الْعَجَمِ بِالإِسْلَامِ فَارِسٌ و أَشْقَى الْعَجَمِ بِالإِسْلَامِ الرُّوْمُ .
"রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনারবগণের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে সবচাইতে সৌভাগ্যবান হলো পারস্যবাসীগণ, আর সবচাইতে দূর্ভাগা হলো রোমিয়গণ"।

আহলুল ফারিস তথা পারস্যবাসীগণের ফজিলত বর্ণনা করে যে সমস্ত হাদিস এসেছে তাতে তিন ধরণের বর্ণনা পরিলক্ষিত।

ক) দীন (لو كان الدين)
খ) ইলম (لو كان العلم)
গ) ইমান (لو كان الإيمان)

সবগুলো সূত্র একত্রে মিলালে যা দ্বারায় তা হল দ্বিন, ইলম ও ইমান যদি পৃথিবী ছেড়ে সুরাইয়া তারকার নিকটও আরোহন করে তাহলেও পারস্যবাসির এক ব্যাক্তি বা কতক ব্যাক্তি তা সেখান থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারবে এবং জমিনের বুকে তার বাস্তবায়ন করতে পারবে। এখন দেখা যাক আলেমগণ رجال أو رجل من فارس "পারস্যের এক ব্যাক্তি বা কতক ব্যাক্তি বলতে কি অর্থ করেছেন"।

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারাকপুরি "তোহফাতুল আহওয়াযি বিশারহি জামি' আত তিরমিজির" ৯ খন্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, لتناله رجال من هؤلاء أى الفرس بقرينة سلمان( الفارسي) وزاد ابو نعيم في آخره برقة قلوبهم . و أخرجه من حديث سلمان و زاد فيه يتبعون سنتي و يكثرون الصلاة عليَّ . قال القرطبي : أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث " لتناله رجال من هؤلاء " و قد ظهر ذلك بالعيان فإنهم ظهر فيهم الدين و كثر فيهم العلماء ، و كان وجودهم كذالك دليلا من أدلة صدق صلى الله عليه و سلم .
"তাদের লোকেরাই ইহা লাভ করতে পারবে" এর অর্থ হল হযরত সালমান ফারেসি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সম্পৃক্ত পারস্যবাসীগণ ইহা লাভ করতে পারবে। ইমাম আবু নুআইম এর সাথে বৃদ্ধি করে বলেন (তাদের এ ফজিলত)

তাদের অন্তঃকরণ নরম হওয়ার কারণে। আর হযরত সালমান ফারেসি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস এর সাথে বৃদ্ধি করেন 'যারা আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে ও আমার উপর বেশি করে দরুদ পড়বে। ইমাম কুরতুবি বলেন, এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তারা পারস্যের সন্তান, আর তারাই সুরাইয়া তারকাকে হাসিল করতে পারবে। এ হাদিসের ফলাফল প্রকাশ্যেই অনুমিত হচ্ছে, কেননা ইলম ও আলিমের আধিক্যতা তাদের মধ্যে বেশি। ইলমের ক্ষেত্রে তাদের অস্তিত্বই সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের সত্যতা প্রমাণ করছে"।

পারস্যবাসীগণ সম্পর্কে বা তাদের উত্তরসূরিদের মধ্য হতে বিজ্ঞ ও প্রতিভাবান কারও আবির্ভাব হবে, যার দ্বারা দীনের প্রভূত খিদমাত হবে তার প্রাক-বার্তা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বেই দিয়েছেন। এটা অর্জিত কোন জ্ঞান নয়, বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রদত্ত ইলমে লাদুন্নি।

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহু তাবঈদুস সহিফা কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনু হাযার হাইতামি মক্কি রাহিমাহুল্লাহ্ কিতাবু খাইরাতুল হিসান এর ১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, উক্ত হাদিসের লক্ষ্য হলো ইমাম আবু হানিফা। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার হাইতামি মক্কি বলেন ঃ قال الحافظ المحقق الجلال السيوطى : هذا اصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة رحمه الله و في فضيلة التامة . له نظير الحديث ألذي في مالك رحمه الله ن و هو قوله صلى الله عليه و سلم يوشك أن يضرب الناس اكبد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة . و الحديث ألذي في الشافعي رحمه الله و هو قوله صلى الله عليه و سلم لا تَسُبُّوا قريشًا فإن عالمها يملاء الأرضَ عِلمًا .

মুহাক্কিক হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, এ হাদিসটি সহিহ। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র আগমনের সুসংবাদ ও তাঁর পরিপূর্ণ ফজিলত বিষয়ে এ হাদিসটির উপর নির্ভর করা যায়। অনুরুপ ইমাম মালিক এর ফজিলত এর ব্যাপারেও হাদিসের সুসংবাদ এসেছে। হাদিসটি হলো, এমন এক সময়

আসবে যখন লোকেরা উটের উপর সওয়ার হয়ে ইলম তালাশ করবে, তখন মদিনার এক আলেমের চেয়ে বেশি জানে এমন আলেম পাওয়া যাবে না। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্‌র সুসংবাদ প্রসঙ্গেও হাদিস এসেছে তা হলো, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস 'তোমরা কুরাইশদেরকে গালি দিওনা, কেননা তাদেরই একজন পৃথিবীকে ইলমে পরিপূর্ণ করবে"।

উক্ত তিনটি হাদিস দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে-

১। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক বিন আনাস ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহ্‌গণের ফজিলত।

২। সারা দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত চার মাযহাবের দ্বারা কুরআন সুন্নাহর আমল জীবিত থাকবে তার প্রাক বার্তা।

দীন, ইলম ও ইমান যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে তথাপি ফারিসগণের এক বা একাধিক ব্যক্তি তা লাভ করতে পারবে এর দ্বারা মুহাক্কিক আলেমগণ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র দিকে নিসবত করেছেন। কেননা পারস্যের মাটিতেই ইমাম আবু হানিফার মত জ্ঞানির আর্বিভাব হয়েছে। (এটা মূল হিসেবে, কারন তার মূল পারস্যে) তিনি যে তার সময়ের জ্ঞানিগণের শীর্ষে ছিলেন তার প্রমাণ নিম্নের দলিল সমূহের দ্বারাই সাবিত হবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতি তাবইদুস সহিফা ফি মানাকিবে আবি হানিফা" কিতাবে ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قال السمعلنى فى الأنساب : واشتغل أبو حنيفة بطلب العلم بالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره و دخل يوما على المنصورو عنده عيسى بن موسى فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم.

"ইমাম সামআনি তার আল আনসাব কিতাবে বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ইলম অর্জনে ব্যপৃত হলেন তিনি এমন জায়গায় পৌঁছলেন সেখানে কেউ যেতে পারেনি। একদা তিনি খলিফা মানসুরের দরবারে গেলেন, সেখানে ঈসা বিন মুসাও ছিলেন। ঈসা বিন মুসা খলিফা মনসুরকে বললেন, ইনি ( ইমাম আবু হানিফা) হচ্ছেন বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে বড় আলেম। উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষীতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে لوكان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من ابناء

فارس "ইলম যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে তাহলেও পারস্যের এক বা একাধিক ব্যাক্তি তা হাসিল করতে পারবে।" এ ব্যাপারে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লার উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাবইদুস সহিফা কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন أقول : قد بشرصلى الله عليه و سلم بالإمام أبو حنيفة فى الحديث الذى أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس .

"আমি বলি : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন আর তা হলো হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, যা ইমাম আবু নঈম তাঁর আল হিলইয়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহ আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে তাহলে পারস্যবাসীদের কেহ কেহ তা হাসিল করতে পারবে"।

উক্ত আলোচনায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র আগমনের সুসংবাদ হাদিসে প্রমাণিত হলো।

# নাম কুনিয়াত ও লক্বব

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র মূল নাম হলো নুমান, কুনিয়াত বা উপনাম আবু হানিফা, লক্বব বা উপাধি ইমাম আযম, নসব কুফি ও মক্কি। নিম্নে ইহার প্রত্যেকটির বিশ্লেষাণাত্বক আলোচনা করা হলো।

## ইমাম আযম এর নাম

**নুমান বিন সাবিত বিন নুমান (মারযুবান,যুত্বা,মাহ্‌)**। হযরত সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্‌ তার একমাত্র সন্তান এর নাম তার পিতার নামানুসারে নাম রাখেন নুমান। ইমাম আযম এর দাদার পারস্য বা ফারেসি নাম ছিল যুত্বা। মারযুবান ও মাহ্‌ ছিল তার লক্বব, মুসলমান হওয়ার পর নুমান নাম ধারণ করেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নুমান ও সাবিত খাটি আরবি নাম। فُعْلان এর ওযনে نُعْمَانٌ এবং فَاعِلٌ এর ওযনে ثَابِتٌ (সাবিত)। নুমান শব্দের অর্থ সর্ম্পকে ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ আল মক্কি তাঁর "খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবি আবু হানিফা নুমান" কিতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ঃ اتفقوا على أنه النعمان و فيه سر لطيف إذ اصل النعمان : الدم الذى به قوام الأبدان، و من ثم ذهب بعضهم إلى أنه : الروح و أبو حنيفة رضي الله عنه به قوام الفقه.
"তাঁর নাম যে নুমান এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এর মধ্যে একটি সুক্ষ্ম অর্থ রয়েছে। এর অর্থ হল রক্ত যা দ্বারা শরীর গঠিত হয়। আবার অনেকে মনে করেন, নুমান অর্থ রুহ্‌। এ অর্থের সাথে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নামের সার্থকতা রয়েছে, কেননা রক্তের দ্বারা যেমন শরীর গঠিত হয় তেমনি

ইমাম আযম এর মাধ্যমে ফিকহ্ গঠিত হয়েছে"।

অনুরুপ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আলি বিন ইউসুফ আস সালেহি আদ দিমাশকি আশশাফেঈ (মৃত্যু-৯৪২ হিজরি) তার "উকুদুয যামান ফি মানাকিবি ইমাম আল আযম আবু হানিফা আন নুমান" কিতাবের ৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- اتفقوا على أن اسم الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى النعمان ، قيل : إنه الدم ، و الدم به قوام البدن ، حتى قال بعضهم : إنه الروح فيكون اتفقا حسنا ، لأن أبا حنيفة روح الفقه و قوامه و نظامه و منه منشؤه.
"ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নাম যে নুমান এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বলা হয় নুমান শব্দের অর্থ রক্ত, এ রক্ত দিয়েই তো শরীর গঠিত হয়। এমন কী অনেকে বলেন, নুমান অর্থ রুহ্। এ অর্থটির সাথে ইমাম আবু হানিফার নামের সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন ফিকহের রুহ্, আকৃতি এবং নেজাম, তার দ্বারাই ফিকহের সৃষ্টি"।

ইমাম ইবনু মানযুর "লিসানুল আরব" এর ১৪ খন্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ النعمان : الدم و لذلك قيل للشقِر شقائق النعمان . و شقائق النعمان : نبات أحمر يشبه بالدم.
"নুমান অর্থ রক্ত, এ কারণে বাজপাখিকে "শাকায়েকুন নুমান" বলা হয়। আর "শাকায়েকুন নুমান" বলা হয় এমন উদ্ভিদকে যা রক্তের সাথে সাদৃশ্য রাখে"।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নুমান নামের অর্থ ও বিশ্লেষণ হতে প্রমাণিত হলো, তাঁর ইলমি কার্যক্রম এর সাথে নামের যথাযথ মিল রয়েছে। রক্ত ও রুহ্ ব্যতীত যেমন মানুষের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না, অনুরুপ ইমাম আযম ব্যতীত ফিকহ চিন্তা করা যায় না। আর ফিকহ হল আল কুরআন আল কারিম ও আল সুন্নাহ্রই নির্যাস। ইমাম আযম এর নামের সাথে তাঁর ইলমি কার্যক্রমের মিল পাওয়া যায় ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তিতেও, তিনি বলেছেন "আলেমগণ ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার সন্তান তুল্য"। আলেমগণ হচ্ছেন নবিগণের ওয়ারিশ। এ হাদিসের বাস্তবতা অনুযায়ী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর দীনকে কায়েম করার জন্য নবি-রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন, বিশেষ করে শেষ শরীয়াত "আশ্ শারিয়াহ্ আল মুহাম্মাদিয়া" যা কিয়ামাত অবধি একই

হুকুম এর উপর (আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্-র উপর) বলবৎ থাকবে। ওয়াহির যুগ শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর বিধানের মূলতত্ত্ব বুঝার বিশেষ ইলম দিয়ে বিশেষ বান্দাদের পাঠাবেন। ইহা আল্লাহ্ তা'লার নেজামের অর্ন্তভূক্ত।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আল কুরআনুল কারিমে বলেন, আমি আল কুরআন নাযিল করেছি, আমিই ইহার হিফাজতকারী" এ আয়াতের একটি অর্থ তো স্পষ্ট তা হলো আল্লাহ্ তায়া'লা ষরযন্ত্রকারীদের বিভিন্ন ষরযন্ত্র হতে আল কুরআনকে হিফাযত করবেন যেমন- আল কুরআনের শাব্দিক পরিবর্তন, বিকৃত অর্থ ইত্যাদি হতে হিফাজত করবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত হুকুম আছে তা হলো এর বিধান। ইহার সঠিক বিধান ও হুকুম বুঝার মত যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ্ তায়া'লা এমন সকল বান্দাদের পাঠাবেন যারা রেসালাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন। ইনারাই হলেন প্রকৃত অর্থে ওয়ারিসুল আম্বিয়া। এমনই একজন ওয়ারিসুল আম্বিয়া হলেন ইমাম আবু হানিফা। তাই জাহিরিভাবে ইমাম আবু হানিফার নাম যেমন নুমান, অনুরুপ নুমান শব্দের হাকিকাতও তার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই বলা যায় নাম অনুযায়ী নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্ হলেন آية من آيات الله "আল্লাহ্ তায়া'লার নির্দশন সমূহের একটি নির্দশন"।

## ইমাম আযম এর কুনইয়াত

আরবি كُنْيَةٌ (কুনইয়াতুন) এর বহুবচন হচ্ছে كُنًى (কুনা)। ইহার অর্থ হল উপনাম বা ডাকনাম।

সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ সহ পরবর্তী অনেক আলেমই আছেন যারা কুনইয়াত ও নসব (বংশীয় নাম) অনুযায়ী বেশী পরিচিত। যেমন ঃ সাহাবিগণের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, এই নামেই এ মশহুর সাহাবি অধিক পরিচিত। ইহা তাঁর কুনইয়াত, আসল নাম হলো আব্দুর রহমান। অনুরুপ ইমাম আবু হানিফা, এ নামেই তিনি পরিচিত, আসল নাম হলো নুমান। অনেকে আবার কুনইয়াত নয়, নসব অনুযায়ী পরিচিত। যেমন ঃ

ইমাম বুখারি, ইমাম গায্যালি। যথাক্রমে ইনাদের আসল নাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল এবং মুহাম্মাদ।

ইমাম আযম এর কুনইয়াত "আবু হানিফা" এবং লক্বব "আল ইমাম আল আযম" কে রাখলেন, এ ব্যাপারে ইতিহাস নীরব। বিশেষ করে কুনইয়াত "আবু হানিফা" কীভাবে সংযোজিত হল, কে সংযোজিত করল এবং কেন করল এর কোন সন্তোসজনক সমাধান আজ অবধি মিলেনি। প্রত্যেক মানুষের নাম ও কুনইয়াত নিজ পরিবারের পক্ষ হতে সংযোজিত হয়ে থাকে, এবং লক্বব অন্যদের থেকে এসে থাকে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ইমাম আযম এর ক্ষেত্রে এ নিয়ম এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত।

কুনইয়াত হাকিকি ও নসবি হতে পারে আবার হুকমি ও ওসফি হতে পারে। হাকিকি যেমন ইমাম আযম এর আসল কুনইয়াত হলো আবু হাম্মাদ, আবু হানিফা ইহা হাকিকি নয়। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু ইহা হাকিকি নয়। কেননা বকর ও হুরাইরা নামে তাদের কোন সন্তান ছিলনা। বকর অর্থ আগে আগে করা, হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু দীনের প্রত্যেক বিষয়েই অগ্রগামী ছিলেন। সাহাবিগণের কেহই দীনের ক্ষেত্রে তাকে পেছনে ফেলতে পারেননি এমন কী উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহুও না।

সুনান আবু দাউদের কিতাবুয যাকাত এর الرخصة في ذلك অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন,

أمرنا رسول صلى الله عليه و سلم يومًا أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله ، قال : وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم لهم الله و رسوله ، فقلت لا أسابقك إلى شيئ أبدًا .

"একদিন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়া'লার পথে দান করার নির্দেশ দিলেন, দান করার উপযোগি মালও আমার

নিকট ছিল। আল্লাহ্ তায়া'লা ও তার রাসুলের সন্তুষ্টির কাজে কোনদিন হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারি নাই, মনে করলাম আজ সুযোগ এসেছে তাই আমার সম্পূর্ণ মালের অর্ধেক ঘরে রেখে বাকি অর্ধেক মাল রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসলাম। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (উমার) তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ ? বললাম যা এনেছি সমপরিমাণ রেখে এসেছি। এরপর হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তার সমস্ত মাল নিয়ে হাজির হলেন। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ ? বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়া'লা ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে এসেছি। আমি বললাম, (হে আবু বকর ) আপনাকে কোনদিনই আমি হারাতে পারব না"।

হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তার মালের সম্পূর্ণটাই নিয়ে এসেছেন। এভাবে দীনের প্রতিটি কাজেই তিনি সবার অগ্রে ছিলেন, এ কারণেই তিনি আবু বকর। এ ধরণের কুনিয়াত হাকিকী নয়, বরং মাজাযি বা রুপকার্থে ব্যবহৃত। অনুরুপ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু ইহা হাকিকি নয়। কেননা হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সাথে সব সময় বিড়াল থাকত এ কারণে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবু হুরাইরা (বিড়ালের পিতা) নামে ডাকতেন। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু তাকে এ নামে ডেকেছেন, এরপর থেকে আজ অবধি তার আসল নাম আব্দুর রহমান বিন সাখর এর পরিবর্তে আবু হুরাইরাহ্ হিসেবেই মশহুর হয়ে যান। আব্দুর রহমান বিন সাখর রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর কুনইয়াত আবু হুরাইরা, ইহা হাকিকি নয় হুকমি। একইভাবে আবু হানিফাও হুকমি কুনইয়াত, কেননা হানিফা নামে তাঁর কোন সন্তান ছিলনা। তার একমাত্র সন্তান ছিলেন ইমাম হাম্মাদ। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তার উস্তাদ হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নামানুসারে নিজ সন্তানের নাম রাখেন হাম্মাদ। এ হিসেবে তাঁর কুনইয়াত হওয়া উচিত ছিল আবু হাম্মাদ। কিন্তু তা না হয়ে আবু হানিফা হওয়ার কারণ কী ? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ

ব্যাপারে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাখ্যা এসেছে তার কোনটাই মীমাংসিত নয়। ইমাম আযম এর কুনইয়াত "আবু হানিফা" কীভাবে হলো এ ব্যাপারে তিনটি মত পরিলক্ষিত।

১। তার এক মেয়ে ছিল, নাম হানিফা এ কারণে আবু হানিফা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ আল মক্কি তাঁর "খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবি আবু হানিফা নুমান" কিতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- و قيل كانت له بنت تسمّى بذلك ، ورد بأنه لا يعلم له ولد ذكر ولاأنثى غير حماد.

"বলা হয়, হানিফা নামে তাঁর এক মেয়ে ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য হলো হাম্মাদ ব্যতীত তাঁর অন্য কোন ছেলে বা মেয়ে ছিলনা"।

২। ইমাম এর দরসের মজলিস খুব প্রশস্ত ছিল। প্রত্যেকের সাথেই দোয়াত-কলম থাকত। ইরাকে দোয়াতকে হানিফা বলা হয়, এ কারণে তাঁকে আবু হানিফা বলা হয়।

৩। হানিফা (حنيفة) শব্দটি ( حنيف ) এর স্ত্রী লিঙ্গ। দীনের দিকে সম্পূর্নরূপে ঝুঁকে পরাকে হানিফ বলে। এছাড়া আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا "তোমরা ইব্রাহিম এর দ্বিনের অনুসরণ কর"। এ আয়াতের হানিফা শব্দটি অনুসারে ইমামের কুনইয়াত হয় আবু হানিফা।

উল্লিখিত তিনটি মতের কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি পরিত্যাজ্য তা জানতে হলে দু'টি বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরী।

**প্রথমত: ইমাম এর নামের সাথে আবু হানিফা ব্যবহার করা বা লিখা কখন থেকে শুরু হয়।**

**দ্বিতীয়ত: ইমাম নিজেই এ ওসফি কুনইয়াত ব্যাবহার করেন, নাকি অন্য কেহ তাকে এ সম্মানসূচক নামে সম্বোধন করেন। নিম্নে বিষয় দু'টির বিশ্লেষণ করা হলো ঃ**

**প্রথমত ইমাম এর নামের সাথে আবু হানিফা ব্যবহার করা বা লিখা কখন থেকে শুরু হয়।**

উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রথম দু'টি ইতিহাসের নিরিখে সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাজ্য। কেননা ইমাম আযম যেসময় এ সম্মান অর্জন করেন তখন না তিনি বিয়ে করেছেন, না তার ফিকহি মজলিস ছিল। সে সময় যেহেতু বিয়েই করেননি, তাই তাঁর মেয়ে থাকারও প্রশ্ন আসেনা। আর বিয়ে করার পর বা সন্তান হওয়ার পর যদি হতো তাহলে কেহ না কেহ তাঁকে আবু হাম্মাদ হিসেবে সম্বোধন করত। তাঁর উস্তাদ, সমসাময়িক বা পরবর্তী কেহই নুমান বা আবু হাম্মাদ বলে সম্বোধন করেনি। আমার মতের সত্যতা ইমাম আযম এর নিজের মুখেই শুনুন।

ইমাম আহমাদ মক্কি তার "মানাকিবু আবু হানিফা" কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- أخبرنى الإمام ابو المحاسن الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغيناني في كتابه إلي من بخارا، قال روي عن نعيم بن عمروقال : سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول : كنت ايام الحجاج غلاما اتقاضى في السوق في الخزازين و كنت أنازع الناس في الدين فجاءني رجل يوماً فسألني عن فريضة من فرائض الله تعالى فلم أحسنها فقال الرجل أنك تكلم الناس فيما هو أدق من الشعروأراك زكيَ الفؤاد ولا تحسن فريضة من فرائض الله تعالى. قال : فاستحييتُ فاقبلتُ على طلب العلم والفقه ، فأتيتُ عامر الشعبي فدخلت فأذا هو شيخ مخضوب الرأس واللحية عليه ملحفة حمراء وهوجالس يلعب الشطرنج مع نفرمن أصحابه . قال : فسألته عن مسألة فقال ما يقول فيها بنواستها يعني الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، قال : فسكت عنه . قال و سمعته يقول : لا نذرفي معصية ولا كفارة فيه . قال : فقلت له لِمَ و إنَّ الله تعالى يقول في كتابه وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم جعل فيه الكفارة فقال لي اقياس أنت . قم فاخرج عني فأني مشغول السعاة . قال فقمت فخرجت و دخلت على قتادة فأذا هو يتكلم في القدرقال فقمت من عنده فدخلت على أبي الزبيرصاحب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فسألته عن أشياء فلم يحسنها .

وفي رواية أخرى فرأيته رجلا لا يحفظ لسانه فخرجت من عنده فأتيت حماد بن أبي سليمان فإذا هو شيخ وقور حليم يَفْهَمُ يُفْهِمُ فلازمته فوجدت

فوجدت عنده كل ما احتجت إليه حتى قال لي يوما أنزفتني يا أبا حنيفة .

"আমার নিকট রক্ষিত ইমাম আবুল মাহাসিন আল হাসান বিন আলি বিন আব্দুল আযিয আল মারগিনানির কিতাবে আছে তিনি বলেন, নঈম বিন উমার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে বালক ছিলাম। (কুফার) বাজারে গেলে আমি কাপড় ব্যবসায়ীদের সাথে আকিদা বিষয়ে আলোচনা করতাম এবং লোকদেরকে দীনের দিকে নিয়ে আসতাম। একদিন আমার নিকট এক লোক এসে আমাকে ফরজ বিষয়ক একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে, আমি তার যর্থাথ জওয়াব দিতে পারি নাই । লোকটি বললো আমি জানি আপনি চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন এবং সমাধান দিয়ে থাকেন, আমার বিষয়টি তেমন নয়। আমি আপনাকে বিচক্ষণ প্রতিভাবান হিসেবে জানি, অথচ আল্লাহ্ তায়া'লার ফরজ বিষয়ে ভালভাবে জওয়াব দিতে পারছেন না। তার কথায় আমি লজ্জিত হই, এরপর আমি ফিকহ অর্জনে এগিয়ে আসি। প্রথমে আমি আমির আশ শাবির নিকট যাই, তিনি বৃদ্ধ ছিলেন তার মাথায় ও দাড়িতে মেহেদির প্রলেপ ছিল। তখন তিনি তার সাথিদের সাথে সতরঞ্জ খেলতে ছিলেন। আমি তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন এ ব্যাপারে হাকাম বিন উতাইবাহ্ ও হাম্মাদ বিন সুলাইমান কী বলেন ? এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বলতে শুনলাম, পাপ কাজে কোন মানত নাই আর আদায় না করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না। আমি তাকে বললাম কেন ? আল্লাহ্ তায়া'লা কী বলেননি, " তারা তো অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা বলে "অত:পর তাতে কাফফারা নির্ধারণ করেছেন। এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন তুমি ইহা কিয়াস করে বলছ ? উঠ এখন যাও। আমি সেখান থেকে চলে এলাম তারপর কাতাদাহ্-র নিকট গেলাম তিনি তাকদিরি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি সেখান থেকে বের হয়ে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ছাত্র আবুয যোবায়ের এর নিকট গেলাম, তাকে কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ভালভাবে উত্তর দিতে পারলেন না। অন্য বর্ণনায় আছে, আবুয যোবায়ের এর নিকট এমন একজন লোককে দেখলাম যে

লাগামহীন কথা বলছিল। ইহা শুনে সেখান থেকে চলে আছি, অতঃপর হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নিকট আসলাম তিনি ধৈর্য্যে পরিপূর্ণ একজন শায়খ। কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বোঝেন এবং বোঝাতে পারেন। তাঁকে আমি পরিপূর্ণভাবে আঁকড়িয়ে থাকলাম। আমার প্রয়োজণীয় সবটাই তার নিকট পেলাম। আমি তার থেকে ফিকহ্ এমনভাবে আদায় করতে লাগলাম শেষ পর্য্যন্ত তিনি বললেন, হে আবু হানিফা তুমি কী আমাকে নিঃশেষ করে দিবে"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তি হতে ৩ টি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে–

১। বর্ণনাটি ইমাম আযমের ১৫ বছর বয়সের, কেননা তিনি ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

২। ইমাম আযম প্রথমে ইমাম শাবির নিকট পরে ইমাম আবুয যোবায়ের মক্কির নিকট গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু তাদের কেহই ১৫ বছরের বালক আবু হানিফার প্রশ্নের সন্তোসজনক জওয়াব দিতে পারেন নাই। ইমাম আবুয যোবায়ের ১২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইহা হতে প্রমাণিত হয় তিনি ৯৫ হিজরির দিকে কুফায় আসেন।

৩। উল্লিখিত কারো নিকট সঠিক জওয়াব না পেয়ে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর নিকট যান এবং তাঁর থেকে যথার্থ জওয়াব পান। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান তাকে "আবু হানিফা" বলে সম্বোধন করেন। ইহা হতে বুঝা গেল তাঁর ২০ বছর বয়সের পূর্বেই আবু হানিফা হিসেবে খ্যাতি পান। সুতরাং যারা বলেন ইমাম আযম এর এক মেয়ে ছিল তার নাম হানিফা এ হিসেবে তিনি আবু হানিফা, এ মত বাতিল প্রমাণিত হল। তাছাড়া ইমাম এর মেয়েকে কার নিকট বিয়ে দিয়েছেন এদিক থেকে তার কোন দৌহিত্র আছে কী নাই এ ব্যাপারে ইতিহাস একেবারেই নীরব। এ সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দলিল হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম এর "আবু হানিফা কুনইয়াত" তাঁর কোন সন্তানের নামে নয়।

কেহ প্রশ্ন করতে পারেন, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর "আবু হানিফা" সম্বোধন দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়না যে, তাঁর ২০ বছর বয়সের

পূর্বেই অর্থাৎ তাঁর ফিকহি মজলিসে বসার পূর্বেই ইহা ঘটেসে। ইমাম আযম প্রায় ২০ বছর কাল ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নিকট ফিকহ্ শিক্ষা করেন। হতে পারে এ সময়ের মধ্যে কোন এক সময় "হে আবু হানিফা" সম্বোধন করেছেন। এর উত্তরে বলব, উল্লিখিত বর্ণনাটি একটি খন্ডিত সময়ের, যখন তিনি ইলমুল কালাম নিয়েই ব্যাস্ত ছিলেন, ফিকহ্ শিক্ষায় তখনও ব্রত হননি। সুতরাং "হে আবু হানিফা" সম্বোধন তাঁর ২০ বছর বয়সের পূর্বেই প্রতিয়মান হয়। আমার এ মতের সমর্থনে আরো জোড়ালো দলিল হলো কাদারিয়াদের সাথে মুনাজারা, আর ইহা তো অকাট্য যে, ইমাম আযম ইলমুল কালাম বিষয়ে আলোচনা, মুনাযারা শেষ করে ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর ফিকহি মজলিসে যোগ দেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালেহি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ উকুদুয যামান কিতাবের পৃষ্ঠায় বলেন, : و قال قبيصة بن عقبة
"كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره يجادل أهل الأهواء ، حتى صار رأسا في ذلك منظورًا إليه ، قم ترك الجدل و رجع إلى الفقه و السنة و صار إمامًا .

"কাবিসা বিন উকবাহ্ বলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ইলমি কার্যক্রমের প্রথম ধাপটি ছিল ইলমুল কালাম বিষয়ক। এ পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন বাতিল ফিরকার নেতাদের সাথে মুনাযারা করে তাদেরকে পরাস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত এ স্তরে শীর্ষে পৌঁছেন। অতঃপর সমস্ত বাতিল ফিরকার সাথে আলোচনা-মুনাযারা ছেড়ে দেন এবং কুরআন-সুন্নাহ্-র ইলম হাসিলে আত্মনিয়োগ করেন"।

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুর রহমান আল খাম্মিস উসুলুদ্দিন ই'নদাল ইমাম আযম আবু হানিফা" কিতাবের ৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, هذه لمحة موجزة عن ثقافته في علم الكلام ،حيث كان رأسًا فيه ، ثم بدا له فتركه ، و تحول عنه إلى علم الفقه و السنة .

"ইলমুল কালাম এর ব্যাপারে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতেই ইমাম আবু হানিফার পারঙ্গমতা বোঝা যায়। আর ইহা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, সকলের শীর্ষে অবস্থান করেন। ইলমুল কালাম এর বিষয়টি পুরাপুরি প্রকাশ হওয়ার পর তা ছেড়ে দেন

এবং ফিকহ্ ও হাদিস শিক্ষায় ব্রত হন"।

ইমাম সালেহি ও ড. খাম্মিস এর উক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর ফিকহি মজলিসে যোগ দেওয়ার পূর্বে ইলমুল কালাম বিষয়ে বাতিল ফিরকার সাথে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে পরাস্ত করেন।

এখন দেখা যাক এ সমস্ত বাতিল ফিরকার লোকেরা ইমামকে কী নামে সম্বোধন করতেন। ইমাম হাফিজ ইবনু আব্দুল বার আল মালেকি আল আন্দালুসি তাঁর "আল ইনতিকাহ্ ফি ফাদ্বাইলিল আইম্মাতিল সালাসা আল ফুকাহা কিতাবের ৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠায় বলেন, কাদারিয়াগণ ইমাম আযম এর সাথে বির্তকের এক পর্যায়ে বলেন, قالو: فأخبِرْنا عن الله عز وجل إذا أراد من عبده أن يكفر أحسن إليه أم أساءَ؟ قال : لا يقال أساءَ ولا ظلم إلا لمن خالف ما أمر به ، والله قد جلَّ عن ذالك، وقد عرف عباده ما أراد منهم من الإيمان به، فقالوا : يا أبا حنيفة أمؤمن أنت؟ فقال : نعم، قالوا : أفأنت عند الله مؤمن؟ قال : تسألونني عن علمي وعزيمتي أوعن علم الله وعزيمته؟ قالوا : بل نسألك عن علمك، ولا نسألك عن علم الله، قال : فإن بعلمي أعلم أني مؤمن ولا أعزم على الله عزَّ وجلَّ في علمه، فقالوا : يا أبا حنيفة : ما تقول فيمن جحد حرفا من كتاب الله؟ قال : كافر لأن الله عزَّ وجلَّ قال مهدداً لهم وموعداً: { فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآء فَلْيَكْفُرْ} [سورة الكهف : الآية ٢٩].

"তারা বলল, হে আবু হানিফা আপনি কী মুমিন ? তিনি বললেন হ্যাঁ, তারা আবার জিজ্ঞেস করল আপনি কী আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট মুমিন ? ইমাম বললেন, আপনারা কী আমাকে আমার ইলম ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন নাকী আল্লাহ্ তায়া'লার ইলম ও সিদ্ধান্ত সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করছেন ? তারা বললো, আমরা আপনার ইলম সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ তায়া'লার ইলম সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করছি না। আমার ইলম সর্ম্পকে জানি আমি মুমিন। আল্লাহ্ তায়া'লার ইলম সর্ম্পকে তো আমি বলতে পারব না। তারা বললো, হে আবু হানিফা, যারা আল কুরআনের একটি অক্ষরও অস্বীকার করে তাদের সর্ম্পকে

আপনার মত কী ? ইমাম বললেন তারা কাফির। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন," যার ইচ্ছা ইমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরি করুক"। সুরা কাহাফ- আয়াত ২৯।

উপরোক্ত আলোচনায় ৪ টি বিষয় সাব্যস্ত হলো ঃ

১। ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর ফিকহি মজলিসে যাওয়ার পূর্বেই মাসআলা জানার জন্য তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন তিনি يا أبا حنيفة "হে আবু হানিফা" বলে সম্বোধন করেছিলেন। এ সময় ইমাম এর বয়স ১৫ হয়েছিল।

২। এ বয়সে যদিও ইমাম আযম আলাদাভাবে ফিকহ্ শিক্ষা করেন নাই কিন্তু আল কুরআন এর ফিকহ্ সর্ম্পকীত ইলম তাঁর পুরাপুরিই ছিল, কেননা তিনি আল কুরআনের হাফিজ ছিলেন। যার ফলে ইমাম শাবি ও ইমাম আবুয যোবায়ের এর মত আলেমের জওয়াবে তিনি সন্তুষ্ট হননি।

৩। যারা বলে তার এক মেয়ে ছিল, নাম হানিফা এ কারণে আবু হানিফা বলা হয় ইহা ভূল, কেননা বিয়ের বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি এ নামে ভূষিত হন, সুতরাং যারা বলেছেন হানিফা তার মেয়ের নাম এবং এ হিসেবেই তাকে আবু হানিফা বলা হয় তা অনুমান নির্ভর, দলিল বিহীন তাই ইহা পরিত্যাজ্য।

৪। ইহা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম আযম ২০-২২ বছর বয়সে ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর ফিকহি দরসে যোগ দেন। এর পূর্বে তিনি ইলমুল কালাম তথা আকিদা বিষয়ে ইলম হাসিল করেন ২০ বারেরও বেশী সময় বছরা যান এবং সেখানে মুতাজিলা, ইবাদিয়া, জাহমিয়া ও মুরজিয়া সহ বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার আলেমদের সাথে বির্তক করে তাদেরকে পরাস্ত করেন। এ সময় তারা ইমাম আযমকে তাঁর নাম নিয়ে সম্বোধন করেননি বরং তাযিম করে আবু হানিফা বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন তারা বলেছে يا أبا حنيفة أمؤمن أنت؟ "হে আবু হানিফা আপনি কী মুমিন" ? ইমাম আযম কিশোর কালেই এ তাযিমি সম্বোধন পেয়েছেন তা প্রমাণে আরো দলিলের প্রয়োজন আছে কী ?

২। ইমাম এর দরসের মজলিস খুব প্রশস্ত ছিল। প্রত্যেকের সাথেই দোয়াত-কলম থাকত। ইরাকে দোয়াতকে হানিফা বলা হয়, এ কারণে তাঁকে আবু হানিফা বলা হয়।

এ বিষয়টি একেবারেই হাস্যকর। ইলমি গভীরতা ও পারিপার্শ্বিক চিন্তা-চেতনা না থাকলেই এ ধরণের হালকা মেজাজের কথা মাথায় আসতে পারে। যারা এ মত পোষণ করেছেন তারা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেননি। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন ১০২ হিজরিতে ২২ বছর বয়সে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ্র ফিকহি মজলিসে যোগ দেন। ইমাম হাম্মাদ ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় ইমাম আযম এর বয়স হয় ৪০ বছর। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর ইন্তেকালের পর ইমাম আযম ফিকহ্ শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। যারা বলে ইমাম এর দরসের মজলিস খুব প্রশস্ত ছিল। তার ছাত্রদের প্রত্যেকের সাথেই দোয়াত-কলম থাকত। ইরাকে দোয়াতকে হানিফা বলা হয়, তিনি যেহেতু ফিকহি মজলিসের প্রধান ছিলেন এ কারণে তাঁকে আবু হানিফা বলা হয়। তাদের এ মতটি মেনে নেওয়া যেত, যদি না ইহা প্রমাণিত হত যে ইমাম আযম- ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর ফিকহি মজলিসে যোগদানের পূর্বেই আবু হানিফা হিসেবে ডাকা হত।

ইমাম আহমাদ মক্কি তার "মানাকিবু আবু হানিফা" কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- فأتيت حماد بن أبي سليمان فأذا هو شيخ وقور حليم يفهَمُ ويُفْهِم فلازمته فوجدت عنده كل ما أحتجت إليه حتى قال لي يوما انزفتني يا أبا حنيفة .

"অতঃপর হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নিকট আসলাম তিনি ধৈর্য্যে পরিপূর্ণ একজন শায়খ। কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বোঝেন এবং বোঝাতে পারেন। তাকে আমি পরিপূর্ণভাবে আঁকড়িয়ে থাকলাম। আমার প্রয়োজণীয় সবটাই তার নিকট পেলাম। আমি তার থেকে ফিকহ্ এমনভাবে আদায় করতে লাগলাম যে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বললেন, হে আবু হানিফা তুমি কী আমাকে নিঃশেষ করে দিবে"।

ইহা হতে প্রমাণিত হল, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর নিকট আসার পূর্বেই এবং তার ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি আবু হানিফা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং যারা বলে ইমাম আযম এর প্রত্যেকে ছাত্রের সাথেই দোয়াত-কলম থাকত, তিনি মজলিসের প্রধান ছিলেন আর ইরাকে দোয়াতকে হানিফা বলা হয়, এ কারণে তাঁকে 'আবু হানিফা' বলা হত। তাদের এ মতটি ঐতিহাসিক ও ইলমি উভয় ধারাতেই ভূল এবং অগ্রহণীয়।

৩। হানিফুন ( حَنِيف ) শব্দটি থেকে হানিফা (حَنِيفَة) । দ্বিনের দিকে সম্পূর্নরূপে ঝুকে পরাকে হানিফ বলে। এছাড়া আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا "তোমরা ইব্রাহিম এর দীনের অনুসরণ কর"। এ আয়াতের হানিফা শব্দটি অনুসারে ইমামের কুনইয়াত হয় আবু হানিফা।

ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র কুনইয়াত "আবু হানিফা"। কিন্তু এ কুনইয়াত তার নামের সাথে কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে সে সর্ম্পকে নির্দ্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে ইমাম আযম হতে যেমন কোন আভাস পাওয়া যায় না, অনুরুপ তাঁর ছাত্রদের থেকেও নয়। তবে ইমাম আযম এর ইলমি কার্যক্রম ও হানিফ, হানিফা শব্দ বিশ্লেষণে এবং আল কুরআন-আল সুন্নায় ব্যবহৃত حَنِيْفًا ও حَنِيْفِيَّة শব্দের ব্যবহার বিধি থেকে তার নামের সাথে এ কুনইয়াত সংযোগের বাস্তবতা পাওয়া যায়। খলিফাতুল মুসলিমিন, খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কুনইয়াত "আবু বকর" এবং ইমামুল আয়িম্মা ওয়াল মুসলিমিন হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র কুনইয়াত "আবু হানিফা" এর মধ্যে মিল পাওয়া যায়। উভয়ের কুনইয়াত-ই হাকিকি নয়, বরং ওসফি। বকর নামে যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর কোন সন্তান ছিল না, অনুরুপ হানিফা নামে ইমাম আযম এর কোন সন্তান ছিলনা। আবু বকর যেমন গুণবাচক কুনইয়াত, আবু হানিফাও গুণবাচক কুনইয়াত। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যেমন তার আসল নামের চেয়ে কুনইয়াত নামেই বেশি পরিচিত, অনুরুপ ইমাম আবু হানিফাও তার আসল নামের চেয়ে কুনইয়াত নামে বেশি পরিচিত। এ এক অভাবনীয় সাদৃশ্য। খোলাফায়ে রাশেদিন এর প্রথম খলিফা কুনইয়াতে মশহুর,

বাকি তিনজন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত উসমান বিন আফফান ও হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম সমভাবে নামে অধিক পরিচিত। অনুরুপ মাযহাবের চার ইমাম এর মধ্যে প্রথম হলেন ইমাম আবু হানিফা তিনি কুনইয়াতে মশহুর, বাকি তিনজন ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ্ সমভাবে নামে অধিক পরিচিত।

উল্লিখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র أبو حنيفة কুনইয়াত নামটি হাকিকি নয়, বরং গুণবাচক। আরো স্মর্তব্য যে أبو শব্দটি এখানে পিতা অর্থে আসেনি। حنيفة শব্দটিই أبو এর হাকিকি অর্থ প্রদানের অন্তরায়। আরবি ভাষায় আব শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়াতিল মুআ'ছিরাহ্ এর প্রথম খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় শব্দটির ব্যবহার বিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে أبو الراحة : النوم . أبو الكرم : كريم . أبو جَنْبَيْن : المسرف " আবুর রাহাহ্ : ঘুমকে বলে। আবুল করম : দয়ালু , আবু জাইবাইন : অপচয়কারী।

উক্ত খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ আছে ঃ من يكون سبباً في أيجاد الشيئ أو إصلاحه ، أو من يتصف بصفة معيَّنة " أبو الكرم : كريم — أبو الطب " . أبو أضياف : كريم مطعم . أبوالمسرح : المسؤل عن ظهوره أو تطوُّره .

"কোন কিছুর উদ্ভাবন এবং উহার সংস্কারের কারণ হওয়া, অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন গুণের সাথে যুক্ত হওয়া অর্থে আবু শব্দটি أبو ব্যবহৃত হয়। যেমন আবুল করম : এর অর্থ হলো দয়ালু, আবু আদ্বইয়াফ : যিনি অন্যকে খাবার পরিবেশন করেন, আবুল মাসরাহ্ : দায়িত্ব বোধ ? ।

মওসুআতুল উলুমিল লুগাতিল আরাবিয়া কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় الأب অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, الأب معناها : لهذه اللفظة المعاني التالية
أ- الوالد
ب - الجد، و في القرآن الكريم حكاية عن يوسف عليه السلام :

"وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءابَاءِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ " فإسحاق جده وإبراهيم جدُّ أبيه

ج-العم ، نحو الأية حكاية عن بني يعقوب : " قَالُوْا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ و إِلَٰهَ ءابَآئِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْمَاعِيْلَ وَ إِسْحَاقَ." و كان إسماعيل عم يعقوب ، فجعله أباً

د- صاحب الشيئ الذي اشتُهر به ، فنُسِب أليه ، كما قالوا : " أبو ضيف " لمن يقري الضيوف .

ه- السبب في إيجاد الشيئ ، أو ظهوره ، أو إصلاحه ، يقال : " أرسطو أبو المنطق" أي : هو الذي كان سبباً في ظهوره .

"আবুন أَبٌ শব্দটি দ্বারা নিম্নের অর্থ সমূহ প্রকাশ পায় :

১। পিতা অর্থে।

২। দাদা অর্থে, যেমন আল কুরআনুল কারিমে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ঘটনা প্রসঙ্গে এসেছে," আমি আমার পিতা ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুব এর মতকে অনুসরণ করি" এ আয়াতে ইসহাক আলাইহিস সালাম হলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর দাদা আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হলেন তাঁর পিতার দাদা ( ইনাদের সকলকেই এখানে পিতা হিসেবে অর্থাৎ পিতা, দাদা ও পর দাদা সকলকেই পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে)।

৩। চাচা অর্থে, যেমন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর বংশধরের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন," তাঁরা বলেছিল আমরা আপনার ইলাহ্ এর এবং আপনার পিতা ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাক এর ইলাহ্ এর ইবাদাত করব। এ আয়াতে ইসমাইল আলাইহিস সালাম হলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর চাচা, অথচ তাঁকে পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪। কোন বিষয়ে মশহুর হওয়ার কারণে সে বিষয়েই অধিকারী হওয়া, ফলে ঐ বিষয়েই সে পরিচিতি লাভ করে। যেমন লোকেরা বলে, "আবুদ্ব দ্বাঈফ" কেহ অতিরিক্ত মেহমানদারী করার কারণে সে এ নামেই মশহুর হয়ে যায়। ضَيْفٌ অর্থ মেহমান, এর বহুবচন ضُيُوْفٌ।

৫। কোন কিছু উদ্ভাবনের কারণে অথবা উহা তার দ্বারা প্রকাশের কারণে অথবা সংস্কারের কারণে। যেমন- বলা হয় "আরাসতু আবুল মানতিক" এরিস্টটল যুক্তি

শাস্ত্রের জনক। মানতিক বা যুক্তিশাস্ত্র প্রকাশ পাওয়ার মূলই সে"।

أَبٌ (আবুন) শব্দটির ব্যবহার বিধির উক্ত বর্ননা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইহা চারটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১। হাকিকি (প্রকৃত)

২। হুকমি (অপ্রকৃত)।

৩। ওসফি (গুন বিষয়ক)

৪। মওদ্বুঈ ( موضوعي )

১। হাকিকি (প্রকৃত) : জন্মদাতা পিতার ক্ষেত্রে।

২। হুকমি (অপ্রকৃত)। ইহা দাদা ও চাচার ক্ষেত্রে। আরবগণ দাদা এবং চাচাকেও আবু বলে থাকেন। তাঁরা দাদা এবং চাচার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন দু'কারণে সম্মান ও প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে এবং প্রতিপালনের ক্ষেত্রে। যেমন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন أنا ابن عَبْدِ المُطَّلِب ولا فخر . "আমি আব্দুল মুত্তালিব এর ছেলে, আমি ইহা ফখর করে বলছি না" এখানে দাদাকে পিতা হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে লালন-পালন বা প্রতিপালনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিপালন পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু করেন নাই, হযরত আব্দুল মুত্তালিবই প্রতিপালন করেছেন। আবার সম্মান ও প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে উদাহরন হলো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর নাম, এভাবেই তিনি মশহুর। এখানে দেখা যাচ্ছে হাম্বল এর ছেলে আহমাদ। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, হাম্বল হলেন ইমাম আহমাদ এর দাদা। তাঁর পিতার নাম হলো মুহাম্মাদ। এ হিসেবে তাঁর নাম হলো আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল। দাদা বিখ্যাত হওয়ার কারণে এ নামের সাথেই নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন।

৩। ওসফি (গুন বিষয়ক) সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনগণের অনেকের ক্ষেত্রে কুনইয়াত ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ আবু বকর, বকর শব্দের অর্থ হলো প্রত্যুষ, কোন কাজ আগেভাগে করা সর্বকাজে অগ্রবর্তীতাকে আবু বকর বলে। দ্বিনি কাজে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর অগ্রবর্তীতা ছিল সকলের চেয়ে বেশি, এ কারণে তিনি আবু বকর হিসেবে মশহুর হয়ে যান।

কেহ কেহ অতিরিক্ত মেহমানদারী করার কারণে, “আবুদ্ব দ্বাঈফ” হিসেবে বা এ নামেই মশহুর হয়ে যায়। ضَيْف অর্থ মেহমান, এর বহুবচন ضُيُوفٌ। আবুল করম ( أبو الكرم) মানুষের প্রতি বেশি দয়া প্রদর্শন এর কারণে আবুল করম ( أبو الكرم) কুনইয়াৎ হয়ে যায়।

৪। মওদ্বুঈ ( موضوعي )। আরবিতে موضوع অর্থ হলো বিষয়বস্তু।أَبٌ (আবুন) বা أبو (আবু) শব্দটি বিষয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।। কোন কিছু উদ্ভাবনের কারণে অথবা উহা তার দ্বারা প্রকাশের কারণে অথবা সংস্কারের কারণে। যেমন বলা হয় ঃ “আরাসতু আবুল মানতিক” এরিস্টটল যুক্তি শাস্ত্রের জনক। মানতিক বা যুক্তিশাস্ত্র প্রকাশ পাওয়ার মূলই সে”।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর আবু হানিফা কুনইয়াতটিও উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এতক্ষণ আবু শব্দটির তাহকিক করা হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবু শব্দটি শুধু পিতার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বিষয়ের সাথে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। হানিফা শব্দটির তাহকিক করার পর বুঝা যাবে আবু হানিফা কুনইয়াতটি কোন শ্রেণীভূক্ত।

আরবগণ তাদের ভাষার সমৃদ্ধতার কারণে একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। أَبٌ (আবুন) বা أبو (আবু) শব্দটি ব্যবহারের উপরোক্ত বিশ্লেষণের সাথে আবু হানিফা এর তুলনামূলক আলোচনা করলে আবু হানিফা এর প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে। তৎপূর্বে হানিফা শব্দটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

## হানিফা শব্দের তাহকিক

হানিফা শব্দটির বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাবে ইমাম আযম এর নামের সাথে “আবু হানিফা” সংযুক্ত হওয়া তাঁর ইলমি কার্যক্রমের হাকিকাত ও বাস্তবতা প্রকাশ করে। তিনি দীনের প্রয়োজনে যেভাবে তাঁর ইলমি ধারাবাহিকতা হাসিল করেছেন এবং বিভ্রান্তি ও গোমরাহি হতে হিদায়াতের দিকে এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের দিকে বাতিল ফিরকার লোকদের ফিরাতে পেরেছেন তা হানিফা শব্দটির সাথে তাঁর ইলমের যথার্থতা প্রমাণ করে। আল কুরআনুল কারিম ও

সুন্নায় যে অর্থে শব্দটির বিকাশ ঘটেসে একই অর্থে তিনি মানুষকে নাহক ও বাতিল হতে হক ও হিদায়াতের পথে ফিরাতে পেরেছেন। হানিফা শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ হতে আমার বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। নিম্নে হানিফা শব্দটির বিশ্লেষণ করা হলো।

حَنِيْفٌ শব্দটি حَنَفٌ হতে সিফাতে মুশাব্বাহ্ فَعِيْلٌ এর ওযনে। আল্লামা আশ শায়খ মাহমুদ সাফি তার "জাদওয়াল ফি ই'রাবিল কুরআন সরফুহু ওয়া বয়ানুহু" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, (حنيفاً) صفة مشبَّهة من حنِف يحنَف . " হানিফা শব্দটি হানিফা ইয়াহ্নাফু এর সিফাতে মুশাব্বাহ। ইহার ওযন হচ্ছে ফায়ি'লুন"। ইহার অর্থ হলো ঝোঁকা,আগ্রহ, প্রবণতা, আকৃষ্ট হওয়া, ইখলাস ইত্যাদি।

حَنِيْفٌ এর বহুবচন হলো حُنَفَاء ইহার অর্থ হলো ঝোঁকা,আগ্রহ, প্রবণতা, আকৃষ্ট হওয়া, ইখলাস ইত্যাদি।

ইমাম জারুল্লাহ্ যামাখসারি "আসাসুল বালাগাহ্" এর ১ খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় বলেন, و قد تحنَّف إلى الشيئ إذا مال إليه و منه قيل مال عن كل دين اعوج و هو حنيف و له دينٌ حنيفٌ .

"সে কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এর অর্থ হলো সেদিকে ঝুঁকেছে। ইহা হতেই বলা হয়, সে দ্বিনের সমস্ত বক্রতা হতে ফিরে এসেছে, আর ইহাই হলো হানিফ। আর তার দ্বিন সমস্ত বক্রতা হতে মুক্ত"।

বিখ্যাত আভিধানিক আল্লামা শায়খ আহমাদ রিদ্বা তার" মু'জামু মাতনিল লুগাহ্" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় বলেন, تَحَنَّفَ : مَالَ : عَمِلَ عَمَلَ الحَنِيْفِيَّة : تَعَبَّدَ . "তাহান্নাফা এর অর্থ হলো সে হানিফিয়্যার আমল করেছে অর্থাৎ সে ইবাদাত করেছে"।

ইমাম ইবনূল মানযুর লিসানুল আরব এর ১০২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, و معنى الحنيفية فى اللغة الميل. و قال المنصور : معنى الحنيفية فى الإسرم الكيل إليه و الإقامة على عقده . و الحنيف : الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عيه.

"অভিধানে হানিফিয়্যা এর অর্থ হলো ঝোঁকা। আর ইসলামি শরিয়াতে এর অর্থ হলো ইসলামি শরিয়াহ্‌র বিধান সমূহ পালনে মনোনিবেশ করা এবং ইহার উপর স্থির থাকা। আর হানিফ অর্থ হলো সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা ও তার উপর স্থির থাকা"।

আল্লামা ড. মাহমুদ মুহাম্মাদ আত তানাহি রাহিমাহুল্লাহ্ " মিন আসরাররিল লুগাহ্ ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্" কিতাবে বলেন, يقول عزَّ من قائل آمراً عباده المسلمين ألا يتَّبِعوا اليهود و النصارى ، في دعوتهم لهم أيتهَوَّدُوا و يتَنَصَّرُوا : " وقَالُوا كُوْنُوْا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوْا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفَاً وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ " ( البقرة : ١٣٥ ) روى محمد بن إسحاق ، بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال عبد الله بن صوريا الأعوار لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ما الهدى إلا ما نحن عليه ، فاتبعنا يا محمد (صلى الله عليه و سلم) تهتدِ ، و قالت النصارى مثل ذلك ، فأنزل الله عزَّ و جلَّ : " وقَالُوا كُوْنُوْا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوْا" قوله :" قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفَاً " . أي : لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية و النصرانية ، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا ، أي مستقيماً . و قد تعدَّدت أقوال المفسرين في معنى " حنيفاً " و أولى الأقوال بالقبول أنه بمعنى مستقيم .

"আল্লাহ্ তায়া'লা মুসলিমগণকে আদেশ করে বলেন, ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানগণ তাদের দীন গ্রহণের যে আহ্বান করে থাকে তাতে সাড়া দিয়ে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানগণকে অনুসরণ করো না, এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, "তারা বলে, তোমরা ইয়াহুদি ও নাছারা হও তাহলে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে, (হে রাসুল ) আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা যা বলছ তা নয় বরং ইব্রাহিম এর পথই সঠিক, তিনি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন না" (সুরা-বাকারা, আয়াত-১৩৫) । এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এর সনদে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্ বিন সুরিয়া নামে এক ইয়াহুদি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আমরা যে দীনের উপর আছি তাই সঠিক দীন, সুতরাং হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) আমাদেরকে অনুসরণ করুন তাহলে সুপথ পাবেন। নাছারাগণও অনুরুপ মত ব্যক্ত করল। তাদের এ ভ্রান্ত কথার জওয়াবে আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, তারা তো বলে, " আপনারা ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান হয়ে যান হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন" (হে রাসুল ) আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা যা বলছ তা নয় বরং ইব্রাহিম এর পথ-ই সঠিক" অর্থাৎ তোমরা যা চাচ্ছ তা নয়, বরং আমরা আছি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর সঠিক দীনের উপর। মুফাসি্সরগণ " حنيفاً " শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন, তার মধ্যে উত্তম গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে মুস্তাকিম"।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু মানযুর লিসানুল আরব এর ১০২৫ পৃষ্ঠায় বলেন,

و قال الجوهري : الحنيف المسلم ,و قد سمى المستقيم . و الحنفاء جمع حنيف و هوالمائل إلى الإسلام الثابت عليه و في الحديث : بعثت بالحنيفية السمحة السهلة .

"জাওহারি বলেন, 'আল হানিফ আল মুসলিম' ইহাকে মুস্তাকিম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। الحنفاء (হুনাফা) হচ্ছে حنيف (হানিফ) এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়া এবং এর উপর স্থির থাকা। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, আমি সহজ সরল সঠিক দ্বিন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি"

এ الحنفاء (হুনাফা) বা حنيف (হানিফ) এর আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম ইব্রাহিম বিন উমার আল বুকাঈ (মৃত্যু-৮৮৫ হিজরি) তার তাফসির "নজমুদ দুরার ফি তানাসুবিল আয়াতে ওয়াস সুয়ার" এর ২২ খন্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন,

( حُنَفَاءُ) أي في غاية الميل مع الدليل إلى القوم بحيث لا يكون عندهم اعوجاج أصلا ، بل مهما حصل أدنى زيغ عرضوه على الدليل فمالوا معه بما لهم من الحنف فقادهم إلى الصلاح ، فصاروا في غاية الإستقامة ، و تلك هى العبادة الإحسانية ، و أصل الحنف فى اللغة : الميل ، قال الملوى : وخصه العرف بالميل إلى الخير، و لذا سمى الأحنف بن قيس لميل فى رجليه إلى داخل من جهة القدام غللى الوراء ، و سموا الميل إلى الشر إلحادا ، فالحنيف المطلق الذى يكون متبريا عن أصول الملل الخمس : اليهود والنصارى والصابئين و المجوس و المشركين ، و عن فروعها من جميع النحل إلى الإعتقادات الحقة ، و عن توابعها من الخطايا و السيئات

إى العمل الصالح و هو مقام التقى و عن المكروهات إلى المستحبات و هو المقام الأول من الوراع ، و عن الفضول شفقة على خلق الله و هوما لا يعنى إلى الذى يعنى ، و هو المقام الثانى من الورع ، و عما يجر إاى الفضول و هو مقا الزهد ، فالآية جامعة لمقامى الإخلاص الناظر أحدهما إلى الحق ، و الثانى إلى الخلق ، فالإخلاص لمقام المشتغل بالمصفى منه لأنه الميل عن سائر المخلوقات إلى الله تعالى و إلى ما يرضيه .

"হুনাফ (حُنَفَاء) এর অর্থ হলো কোন কওমের দিকে চূড়ান্ত প্রমাণসহ ফিরে যাওয়া। এ প্রত্যাবর্তন এভাবে যে, তাদের নিকট কোন বক্রতা থাকবে না, বরং তাদের এ বক্রতা যত কম-ই হোক না কেন, তার দলিল পেশ করবে আর তা নিয়েই ফিরবে, ফলে তাদেরকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করবে, এরপর তা চূড়ান্ত দৃঢ়তায় পৌছে যাবে। আর এটা হচ্ছে অল ইবাদাতুল ইহ্সানিয়া ( আল ইবাদাতুল ইহ্সানিয়া উহাকে বলে, বান্দা এমনভাবে তার খালিকের ইবাদাত করবে যেন সে তার খালিককে দেখতেছে, এটা না হলে অন্ততঃ সে ইহা মনে করবে যে খালিক তাকে দেখতেছেন)। অভিধানে حنف (হানাফ) এর মূল হলো প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে যাওয়া, ঝুঁকে পড়া। আল মালাবি বলেন, প্রচলিত অর্থে এ প্রত্যাবর্তনের বৈশিষ্ট্য হলো কল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তন। তাই হানিফ শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো মূল পাঁচটি ধর্মমত যেমন ইয়াহুদি, খ্রীষ্টান, সাবিয়াহ্, মজুসি ও মুশরিক এবং অন্যান্য সমস্ত বাতিল ফিরকা হতে মুক্ত হয়ে সঠিক আকিদার দিকে প্রত্যাবর্তন, এবং অন্যান্য ভুল ও বিভ্রান্তি হতে নেক আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা। ইহা হচ্ছে পরহেজগারির মাকাম। যা অপছন্দনীয় বিষয় হতে পছন্দনীয় বিষয়কে আকৃষ্ট করে, ইহা হচ্ছে পরহেজগারীর প্রথম মাকাম। এ মাকাম হাসিল হওয়ার পর অতিরিক্ত কাজ হতে বিরত হয়ে আল্লাহ্ তায়া'লার বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া, ইহা এমন আমল যা করা বান্দার জন্য জরুরী নয়, অথচ বান্দা ইহাকে কর্তব্য কাজ বলে মনে করে, ইহা হচ্ছে পরহেজগারীর দ্বিতীয় মাকাম। আবার এমন আমল আছে যা বান্দাকে করার কোন হুকুমই দেওয়া হয় নাই, অথচ সে কর্তব্য মনে করেই আল্লাহ্ তায়া'লার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য করে থাকে ইহা হচ্ছে যুহদের মাকাম। তাই আয়াতে যা বলা হয়েছে তা

দু'টি মাকামের একত্রিকরণ, এর একটি আল্লাহ্ তায়া'লার হক পালন অপরটি বান্দার হক। সুতরাং ইখলাস এমন মাকামের নাম যা দ্বারা বান্দা নিজের পরিশুদ্ধতা ঘটিয়ে থাকে। ইহা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়া'লার একক হক্ব যা তার হুকুম মানার দ্বারা আদায় হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রত্যাবর্তন যা বান্দা হতে সম্পন্ন হয়। কেননা এক্ষেত্রে বান্দা সমস্ত মাখলুকাত হতে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে রুজু হবে এবং এমন বিষয়ের প্রতি যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন"।

ইমাম ইবনু আতিয়া আল আন্দালুসি " আল মুহাররার আল ওয়াজিয ফি তাফসিরিল কিতাবিল আযিয" এর প্রথম খন্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, و يجئ الحنيف في الدين المستقيم على جميع طاعات الله عز و جل .

"সরল সঠিক দীনে আল্লাহ্ তয়া'লার সমস্ত হুকুম-আহকাম পালনের নামই হচ্ছে হানিফ"।

ইমাম আবু যাহ্‌রা তার যাহ্‌রাতুত তাফসিরে حنيف শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, و الحنيف المائل نحو الحق ، والحنف يطلق على الإستقامة و الحنيف معناه المستقيم الذى لا عوج و لا انحراف .

"হানিফ অর্থ হক্বের দিকে ঝুঁকা আর হানাফ শব্দটি দৃঢ়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হানিফ এর অর্থ হলো সহজ সরল পথ যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই, আর যা বিকৃতও নয়"।

উল্লিখিত আলোচনায় حنيف (হানিফ) হানিফা ( حنيفة) শব্দের যে অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ইহা হতে যা প্রকাশ পেয়েছে তার সাথে ইমাম আযম এর কুনইয়াত "আবু হানিফা" এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী না, না কী উক্ত অর্থবোধ অনুসারেই এ নাম রাখা হয়েছে ইহা জানা আবশ্যক। এ ব্যাপারে দু'টি ধারায় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । প্রথমত আবুন বিষয়ক আলোচনা দ্বিতীয়ত হানিফা সর্ম্পকীত আলোচনা। এ দু'টি-ই একক অর্থবোধক শব্দ নয়, বরং একাধিক অর্থবোধক শব্দ। এ সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থের আদ্যোপান্ত না জেনে মত প্রকাশ করা উচিত নহে। أَبٌ (আবুন) বা أبو (আবু) শব্দটি ব্যবহারের উপরোক্ত অর্থ সমূহের মধ্যে হাকিকি অর্থ পিতা ইমাম আযম

এর কুনিয়াত আবু হানিফার সাথে সামঞ্জস্যশীল নহে, বরং ওসফি (গুন বিষয়ক) ও মওদুঈ ( موضوعي ) )। আরবিতে موضوع অর্থ হলো বিষয়বস্তু। أَبٌ (আবুন) বা أبو (আবু) শব্দটি বিষয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবু হানিফার আবু এর ক্ষেত্রে এ দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। অন্যদিকে হানিফা এর অর্থ হচ্ছে ঃ

১। সহজ, সরল ও সঠিক দীন যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই এবং যা বিকৃতও নয় (الدين المستقيم الذى لا عوج و لا انحراف)।

২। সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা ও তার উপর স্থির থাকা" الصحيح الميل إلى الإسلام والثابت عليه

৩। কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা সেদিকে ঝোঁকা। উল্লিখিত তিনটি অর্থকে ইমাম বুকাঈ তার তাফসিরে একত্রে শামিল করেছেন। ইমাম বুকাঈ বলেন, "হুনাফা (حُنَفَاء) এর অর্থ হলো কোন কওমের দিকে চূড়ান্ত প্রমাণসহ ফিরে যাওয়া। এ প্রত্যাবর্তন এভাবে যে, তাদের নিকট কোন বক্রতা থাকবে না, বরং তাদের এ বক্রতা যত কমই হোক না কেন, তার দলিল পেশ করবে আর তা নিয়েই ফিরবে, ফলে তাদেরকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করবে, এরপর তা চূড়ান্ত দৃঢ়তায় পৌছে যাবে। আর এটা হচ্ছে আল ইবাদাতুল ইহ্সানিয়া।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইমাম আযম এর কুনইয়াত আবু হানিফা হওয়ার উৎস, কারণ এবং কিভাবে হলো তা নিম্নরূপ। ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে ইমাম আযম এর বয়স ২০ বছর হওয়ার পূর্বেই আবু হানিফা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর এ কুনইয়াত এর ব্যাপারে দু'টি বিষয় পরিলক্ষিত, যার একটি সকলে সাদরে গ্রহণ করেছেন, যারা তাঁর বিপক্ষে কুৎসা রটিয়েছে তারাও। তাহলো আবু হানিফা নামে সম্বোধন। দ্বিতীয় বিষয়টি হল এ নামে তাঁকে প্রথম কে সম্বোধন করেছেন ? এ ব্যাপারে ইতিহাস একেবারেই নীরব। তবে হানিফা শব্দের তাহকিক অনুযায়ী শব্দটির হাকিকাত ইমাম আযম এর মধ্যে বিদ্যমান। কেননা তিনি ১। বিভিন্ন বাতিল ফিরকা কর্তৃক বিকৃত হওয়া ইসলামী আকিদাকে সহজ, সরল ও সঠিক পথে এনেছিলেন, তাই হানিফা

শব্দটি তাঁর সাথে সংযুক্ত হওয়া যথোপযুক্ত। আর এ ধরনের কাজ যিনি করেন তাকে আবু বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মওসুআতুল উলুমিল লুগাতিল আরাবিয়া কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় الأب অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, صاحب الشيئ الذي اشتُهر به ، فنُسِب أليه কোন বিষয়ে মশহুর হওয়ার কারণে সে বিষয়েই অধিকারী হওয়ার ফলে উহার প্রতি তাকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন অতিরিক্ত মেহমানদারী করার কারণে আবু আদ্বইয়াফ বা আবুদ্ব দুইউফ বলা হয়। এ বিষয়টি ইমাম আযম এর মধ্যেও বিদ্যমান। বাতিল ফিরকার লোকদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকিদা হতে বিরত রেখে মুসলিম উম্মাহ্কে সঠিক পথ দেখিয়ে ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তার যামানায় একক ছিলেন এবং মশহুর ছিলেন, এ কারণে আবু হানিফা হিসেবে ভূষিত হন। যেহেতু উম্মাহ্ ইহা কবুল করে নিয়েছে, তাই ইহা আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে হয়েছে মনে করতে হবে। এভাবেই যার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হয় তার মাধ্যমে দীনকে হেফাজত করেন।

২। ইমাম আযম এর জীবনের দ্বিতীয় ধাপ ছিল ইলমুল কালাম হতে প্রত্যাবর্তন করে ফিকহের দিকে ঝোঁকা। ইহা হানিফ বা হানিফা শব্দেরই প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান বিশারদ ও মুফাস্সিরগণ বলেছেন و أصل الحنف فى اللغة : الميل "অভিধানে আল হানাফ (হানিফ, হানিফা) এর আসল অর্থ হলো ঝোঁকা"। এ আর্থটি ইমাম আবু হানিফা নামের সাথে যথার্থ, কেননা তিনি ইলমুল কালাম হতে ফিকহ ও হাদিসের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তবে ইমাম ইব্রাহিম বিন উমার আল বুকাঈ তার তাফসির "নজমুদ দুরার ফি তানাসুবিল আয়াতে ওয়াস সুয়ার" কিতাবে হানিফ এর বহুবচন হুনাফা প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ইমাম আযম এর পূর্ণ জীবনকেই শামিল করে। পাঠকগণ, ইমাম বুকাইর ইতিপূর্বে উল্লিখিত মতটি পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবেন।

উক্ত আলোচনায় ইমাম আযম এর সাথে আবু হানিফা (أبو حنيفة) নামের যথার্থতা প্রমাণিত হলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলো আবু হানিফার حنيفة শব্দটি নিয়ে, এটি কী পুরুষলিঙ্গ নাকি স্ত্রীলিঙ্গ। অনেকে ইহাকে স্ত্রীলিঙ্গ মনে করেই ধারণা করেছেন এটি ইমাম আযম এর মেয়ের নাম। তাই তাঁকে আবু হানিফা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দু'কারণে এ মতটি ভুল-

১। ইমাম আযম বিয়ে করার পূর্ব হতেই এ নামে পরিচিত, তখন সন্তান থাকার প্রশ্ন আসে না, তাই এ অর্থে কুনইয়াত নয়।

২। حنيفة শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ নয়, বরং পুরুষলিঙ্গ। প্রাচীন আরব হতেই ইহা পুরুষলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন-ইমাম ইবনু মানযুর লিসানুল আরব এর حنف অধ্যায়ে বলেন, و حنيفة : أبو حيٌّ مِنَ العَرَبِ و هو حنيفة بنُ لُجَيْمِ بنِ صعبِ بنِ عل بنِ بكرِ بنِ وائل .

"হানিফা আরবের একটি গোত্রপতির নাম । তার পূর্ণ নাম হলো হানিফা বিন লুজাইম বিন সা'ব বিন আলি বিন বকর বিন ওয়ায়িল"।

এখানে حنيفة শব্দটি পুরুষলিঙ্গ হিসেবে এসেছে। حنيفة শব্দটি পুরুষলিঙ্গ না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হলে حنيفة بنُ لُجَيْمِ (হানিফা বিন লুজাইম) না হয়ে حنيفة بنت لُجَيْمِ (হানিফা বিনতে লুজাইম) হত। ইহা হতে প্রমাণিত হলো حنيفة শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ নয়।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও শাব্দিক বিশ্লেষণ হতে প্রমাণিত হলো আবু হানিফা কুনিয়াতটি হাকিকি কুনইয়াত নয়, বরং মাজাযি (রূপকার্থে) এ ধরনের কুনইয়াত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আল কুরআনুল কারিম এর ৯টি সুরায় ১২ জায়গায় حنيفا শব্দটি উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে ৮ টি সুরায় حنيفا এবং দু'টি সুরায় এর বহুবচন حُنَفَاء এসেছে। যে সমস্ত সুরায় حنيفا এসেছে শব্দে তা হল ঃ

১। সুরা বাকারা-র ১৩৫ নম্বর আয়াত وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا أَوْنَصـرى تَهْتَدُوْا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً .

"তারা বলে, ইয়াহুদি হন অথবা খ্রীষ্টান হন সঠিক পথ পাবেন।(হে রাসুল) আপনি বলুন,(তোমাদের কথা সঠিক নয়) বরং একনিষ্ঠ ইব্রাহিম এর পথ-ই সঠিক"।

২। সুরা আল ইমরানের ৬৭ নম্বর আয়াত- مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَ لاَ نَصْرَنِيًّا وَّ لكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"ইব্রাহিম ইয়াহুদি ছিলনা, খ্রীষ্টানও নয়, সে ছিল একনিষ্ঠ একজন মুসলমান। সে মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত ছিলনা"।

৩। সুরা আল ইমরানের ৯৫ নম্বর আয়াত- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً. " বলুন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের দ্বিনকে অনুসরণ কর"।

৪। সুরা নিসার ১২৫ নম্বর আয়াত- وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَا .
"তার চেয়ে উত্তম আর কে আছে যে, আল্লাহ্-র সন্তুষ্টির ইসলাম গ্রহণ করে সে-ই প্রকৃত মুহসিন। আর সে একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের দ্বিনের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তো ইব্রাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন"।

৫। সুরা আনআম ৭৯ নম্বর আয়াত- اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .
"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নই"।

৬। সুরা আনআম ১৬১ নম্বর আয়াত- قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .
"বলুন, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন ইব্রাহিমের, সে একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত ছিল না"।

৭। সুরা ইউনুস ১০৫ নম্বর আয়াত- وَ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ " আর আপনি দ্বিনের জন্য মনযোগি হন একনিষ্ঠভাবে এবং কখনই মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত হবেন না"।

৮। সুরা নহল ১২০ নম্বর আয়াত اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.
"ইব্রাহিম ছিল আল্লাহ্‌র অনুগত দল, একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত ছিল না"।

৯। সুরা নহল ১২৩ নম্বর আয়াত- ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. "আমি আপনার প্রতি ওয়াহি প্রেরণ

করলাম আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের দীনের অনুসরন করুন, সে মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত ছিল না"।

১০। সুরা রুম ৩০ নম্বর আয়াত- فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط
"আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করুণ"।

১১। সুরা হজ্জ ৩১ নম্বর আয়াত- حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ
"আল্লাহ্-র একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরিক না করে"

১২। সুরা বাইয়্যিনাহ্ ৫ নম্বর আয়াত وَ يُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ حُنَفَاء - يُؤْتُوْا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ . "একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায় করতে ও যাকাত দিতে, আর ইহাই হচ্ছে সঠিক দীন"।

উল্লিখিত প্রতিটি আয়াতে حَنِيْفًا শব্দটি একই অর্থে এসেছে, তা হলো একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা। ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র নামের সাথে হানিফা হওয়া তাৎপর্য মন্ডিত। এর সাথে আবু যোগ হয়ে আবু হানিফা হওয়ার অর্থ হল তিনি একদিকে যেমন নিজ ইবাদাতে একনিষ্ঠ ছিলেন, আবার কিশোর বয়স হতেই তিনি দীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ছিলেন যার ফলে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামল কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক না হওয়ার কারণে তাদের দেওয়া প্রধান বিচারপতির পদ ফিরিয়ে দেন, এতে চরম জুলুমের স্বীকার হন, এমন কী তাঁকে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করা হয় তথাপি তিনি শরিয়াত বর্হিভূত কাজির পদ (বিচারপতি) গ্রহণ করেননি। জুলুমের সামনে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও এমন দৃঢ়তা তার কুনইয়াত আবু হানিফার বাস্তবরুপ।

# ইমাম আবু হানিফার লক্বব

লক্বব আরবি শব্দ এর অর্থ উপাধি। লক্বব বা উপাধি কখনও নামের পূর্বে নামসহ ব্যবহার করা হয়, আবার কখনও নাম ব্যতীত শুধু উপাধি দিয়ে সম্বোধন করা হয়। তবে নাম ব্যতীত তখনই ব্যবহৃত হয় যখন লক্ববটি একক ব্যক্তির সাথে নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয় কারো সাথে লক্ববটির ব্যবহার না হয়। যেমন ঃ 'ইমাম আযম বলেছেন' এখানে ইমাম আযম বলতে একজনই উদ্দেশ্য, তা হলো হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। 'ইমামু দারিল হিজরাহ্ বলেছেন' এখানে ইমামু দারিল হিজরাহ বলতে ইমাম মালিক বিন আনাস উদ্দেশ্য কেননা অন্য কারো নামের সাথে এ লক্ববটি ব্যবহৃত হয় না। 'ইমামুল হারামাইন বলেছেন' এখানে ইমামুল হারামাইন বলতে একজনই উদ্দেশ্য, তিনি হলেন ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালিক বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ আল জুআইনি আশ শাফেঈ (জন্ম ৪১৯ মৃত্যু ৪৭৮ হিজরি)। ইমামুল হারামাইন অন্য কাউকে বলা হয় না। তাই এ ধরণের নির্দ্দিষ্ট লক্বব, যার অংশিদার আর কেহ নাই বা আর কারো নামের সাথে ব্যবহার করা হয় না ইহা বিশেষ মর্যাদা বহন করে, কারণ লক্বব দ্বারাই তাদেরকে চিনা যায়।

'ইমাম আযম' এ লক্বব বা উপাধিটি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নামের সাথে কখন থেকে, কীভাবে এবং কে সংযুক্ত করেছে এ ব্যাপারে কোথাও কোন উল্লেখ নেই। তাঁর নাম নুমান বিন সাবিত যতটা না পরিচিতি লাভ করেছে, তার চেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে ইমাম আযম উপাধিটি।

ইমাম আযম ও ইমাম আবু হানিফা বললে সকলেই কাল বিলম্ব না করে বুঝে ফেলবে ইনি নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বা, হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

চার মাযহাবের অন্যান্য ইমামগণ যেমন- ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং সহিহ ছয়টি হাদিসের কিতাবের সংকলক ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসাই এবং ইমাম ইবনু মাযাহ্ ইনাদের কেহই এককভাবে লক্বব বা উপাধি দিয়ে পরিচিত নন। প্রত্যেকেই নাম দিয়েই ব্যপক পরিচিত। তবে ইমাম বুখারি তাঁর জন্ম স্থান বুখারার নামে সমধিক পরিচিত। বুখারা একটি জায়গার নাম, ইহা কোন ইলমি শব্দ নয় বা এককও নয়। বুখারি নামে অনেকেই আছে। যেমন ইমাম আবু হাফস কবির বুখারি, ইমাম হাফিজুদ্দিন বুখারি, ইমাম সদরুস শরিয়াহ্ ইবনু মাযাহ্ আল বুখারি প্রমূখ।

লক্বব ও কুনইয়াত দিয়ে কাউকে সম্বোধন মর্যাদা বহন করে। আর এ মর্যাদা সম্পন্ন লক্বব ও কুনইয়াত যদি ব্যপকতা লাভ করে এবং সকলেই সাদরে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে নেয়, বিশেষ করে যারা লক্ববধারি আলেমের বিপক্ষে মত পোষণ করে তারাও, তাহলে মর্যাদা থেকে বিশেষ মর্যাদায় পরিণত হয়।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আবু হানিফা কুনইয়াতটি হাকিকি নাম নয়, আবার হাকিকি কুনইয়াতও নয়, বরং ইহার যে অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে ইহার সাথে ইমাম আযম এর জীবনের প্রতিটি স্তরের পরতে পরতে বাস্তবতায় মোড়ানো। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত নামের শাব্দিক অর্থের সাথে বাস্তব জীবনের এরূপ সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। ফিকিরকারীদের জন্য ফিকিরের দরওয়াজা সর্বদাই খোলা।

ইমামুল আয়িম্মা অনেককেই বলা হয়, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস এ লক্বব ব্যবহারকারীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়, কিন্তু ইমাম আযম একজনই। ইমামের জামানার পূর্বে ও পরে আর কারো নামের সাথে এ লক্বব বা উপাধির ব্যবহার শুণ্যের কোঠায়। ইমামের উপাধি 'ইমাম আযম' এবং উপনাম (কুনইয়াত) 'আবু হানিফা' এ দু'টির অর্থের ব্যপকতার সাথে সাথে ব্যবহারের ব্যপকতার কারণে তার আসল নাম ঢাকা পরে গেছে। মুল নাম নুমান বিন সাবিত উল্লেখ না করে অনেকেই ইমাম আযম আবু হানিফা উল্লেখ করে থাকেন, এর ব্যবহারই বেশি। ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত কমই ব্যবহৃত

হয়। এ লক্বটি কী শুধু হানাফিগণই বলে থাকেন, মোটেই নয়, বরং মালেকি, শাফেঈ, হাম্বলি মাযহাবের ইমামগণ সহ সালাফি, আহলুল হাদিস আলেমগণও ইমামকে ইমাম আযম উপাধিতে সম্বোধন করে থাকেন। ইমামের সাথে এ লক্বটি মশহুর হওয়ার কারণে বুঝা যায় ইহা আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট কবুল হয়েছে। আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফিকহ ও হাদিসের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তাঁর সংযুক্তি ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর যে অগ্রগামিতা রয়েছে তা এ লক্বব ও কুনইয়াত এরই বাস্তব রুপ।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নামের সাথে ইমাম আযম লক্বটি মুহাক্কিক আলেমগণ দিয়েছেন বা সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইলমি গভীরতা ও কুরআন-হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে যে সুক্ষ্ম তিক্ষ্ম-বিচক্ষনতা ছিল তা তাঁর সমসাময়িক আলেমগণের কেহ কেহ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইমাম আমাশ এর সাথে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র কথোপকথন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ ব্যাপারে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার 'ইমাম আযম' লক্বটির যথার্থতা বুঝতে সহজ হবে কেহ যদি ইমাম আব্দুল ওয়াহাব আল শা'রানি রাহিমাহুল্লাহ্র কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। ইমাম শা'রানি তাঁর মিজানুল কুবরা কিতাবের প্রথম খন্ডের ২২২-২২৩ পৃষ্ঠায় বলেন, و مما وقع لي أن شخصاً دخل على ممن ينسب إلى العلم و أنا أكتب في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فنظر فيها و أخرج لي من كمه كراريس و قال لي انظر في هذه فنظرت فيها فرأت فيها الرد على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . فقلت له ومثلك يفهم كلام الإمام حتى يرد عليه . فقال : إنما أخذت ذلك من مؤلف للفخر الرازي فقلت له : إن الفخر الرازي بالنسبة إلى الإمام أبي حنيفة كطالب العلم أو كأحد الرعية مع السلطان الأعظم أو كأحد النجوم مع الشمس .

"আমি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র জীবনী লিখছিলাম এমন সময় এক আলেম আমার নিকট আসলো। সে আমার লিখার দিকে নজর দিল। অতঃপর সে তার জামার হাতা হতে কিছু কাগজ বের করে বলল এগুলো দেখুন, আমি দেখলাম, তাতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিপক্ষে লিখা রয়েছে। লিখা

দেখে তাকে বললাম, ইহা যে লিখেছে ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে তার ধারণা তোমার মতই, তাই সে ইমামের বিপক্ষে লিখেছে। সে বলল এখানে যা আছে তা আমি ফখরুদ্দিন রাজির লিখা হতে নিয়েছি। আমি তাকে বললাম, ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে ফখরুদ্দিন রাজির দলিল দিচ্ছ ! সে তো ইমাম আবু হানিফার ছাত্রের তুল্য, অথবা মহা প্রতাপশালী বাদশার প্রজাতুল্য, অথবা সূর্য্যের তুলনায় তারকা যেমন"।

ইমাম শা'রানি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্ত উক্তিটির মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র 'ইমাম আযম' লক্ববের হাকিকাত বিদ্যমান। তিনি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজিকে ইমামের সাথে তিনটি উপমা দিয়ে তুলনা করেছেন। এ তিনটি উপমাই তাঁর আযমিয়াত প্রমাণ করে। ইমাম ফকরুদ্দিন রাজি যদিও একজন বড় মাপের আলেম, কিন্তু ইমাম আযম এর সাথে তুলনা চলে না, কেননা সে ছাত্রতুল্য। দ্বিতীয় উপমাটি আরো কঠিন, এখানে ইমাম আযমকে السلطان الأعظم 'মহা প্রতাপশালী বাদশা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যার সামনে একজন সাধারন প্রজার তুলনাই চলে না। এখানে ইমাম আযম হলেন 'মহা প্রতাপশালী বাদশা'র মত মহাজ্ঞানি আলেম এবং ফখরুদ্দিন রাজি হলেন একজন প্রজার মত সাধারন আলেম। তৃতীয়ত ইমামকে সূর্য্যের সাথে এবং ফখরুদ্দিন রাজিকে তারার সাথে তুলনা করেছেন। ইমাম আযম এর তুলনা ইমাম আযমই দ্বিতীয় কেহ নয়, আর হবেও না ইমাম শা'রানির উক্তি হতে তাই প্রমাণিত হলো। ইমাম আযম এর তুলনায় ইমাম ফখরুদ্দিন রাজির উপমা যদি এ রকম হয় তাহলে অন্য যারা বর্তমানেও ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে কলম ধরে বিভিন্ন মন্তব্য করছে তাদের তুলনা ইমাম শা'রানি কীভাবে দিতেন তা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম শা'রানির পূর্ণ নাম হল আবুল মাওয়াহিব আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমাদ আশ শা'রানি আশ শাফেঈ, জন্ম ৮৯৮ হিজরি। তিনি একজন অর্ন্তঃচক্ষু সম্পন্ন আলেমে হাক্কানি, রাব্বানি ও ফক্বিহ। তাঁর নসব মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়ার মাধ্যমে আমিরু মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর বংশধর। তাঁর বিখ্যাত কিতাব "কিতাবুল মিযান" প্রত্যেক আলেমের জন্যই পড়া

জরুরী। একজন আলেমের সবচেয়ে আবশ্যকীয় বিষয় হল ইলমি ভারসাম্য। এ কিতাব তার এ ভারসাম্য আনতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।

যে সমস্ত আলেমগণ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে ইমাম আযম হিসেবে মূল্যায়ণ করেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

১। ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ তার মিযানুল কুবরা কিতাবের প্রথম খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় বলেন, و بيان ذم الرأي، و بيان تبري جميع الأئمة من القول به في دين الله عز وجل ، لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه ، خلاف ما يظنه بعضهم به .

"কুরআন-সুন্নাহ্ সমর্থন করে না এমন মত প্রকাশ সর্ম্পকে এবং আল্লাহ্ তায়া'লার দ্বিনের ব্যাপারে এ ধরনের মত প্রকাশে সমস্ত ইমামগণই মুক্ত, বিশেষ করে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ। অনেকে এ বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকার কারণে ইমামের ব্যাপারে ধারণা করে বিপরীত মত প্রকাশ করে থাকে"।

২। ইমাম মুজতাহিদ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল ওযির রাহিমাহুল্লাহ্ (৭৭৫-৮৪০ হিজরি) তাঁর আর রাওদ্বুল বাসিম কিতাবে কয়েক স্থানে ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম আযম হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তিনি ৫০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,..... فروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضيالله عنه "অতঃপর ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে......"।

উক্ত কিতাবের ৩২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و لهذا السبب تكلم بعض الحفاظ في حديث الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه ، فظن بعض الجهّال أن ذلك يقتضي القدح في إجتهاده ، وإمامته ، و ليس كذالك .

"এ কারণে কোন কোন হাফেজ ইমাম আযম আবু হানিফার বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। ফলে কিছু সংখ্যক জাহিল আছে যারা ইমাম আযম আবু হানিফার ইজতিহাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু বিষয়টি তদ্রুপ নয়"।

৩। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলান সিদ্দিকি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ কিতাবু আল ফতুহাতুর রাব্বানিয়া আলা আযকারে-নববিয়ার দ্বিতীয় খন্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন,......" و الإمام أبو حنيفة " فهو الإمام الاعظم "ইমাম আবু হানিফা তিনি হচ্ছেন ইমাম আযম"।

৪। ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ তাযকিরাতুল হুফফায এর প্রথম খন্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন, أبو حنيفة الإمام الأعظم "আবু হানিফা ইমাম আযম।

৫। ইমাম সামআ'নি আল আনসাব কিতাবের সপ্তম খন্ডের ২৫১ পৃষ্ঠায় ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র জন্ম প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ বাইতুল মুকাদ্দাস এর পাশে ফিলিস্তিনে জন্ম গ্রহণ করেন, সম্ভবত সে দিন ইমাম আযম আবু হানিফা ইন্তেকাল করেন।

৬। আশ শায়খ আবু সাহল মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল মাগরাবি মাওসুআতু মাওয়াকিফুস সালাফ ফিল আকিদা ওয়াল মানহাজ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় বলেন, هذا النص من أعظم النصوص وضوحا في تحريم الكلام و الفلسفة عن إمام عظيم مذهبه أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي .

"বস্তুবাদি কায়দায় গঠিত দর্শন ও কালাম শাস্ত্র হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আযম হতে যে দলিল পেশ করা হয়েছে তা শক্তিশালী দলিল"। এখানে ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম আযম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৭। ইমাম আব্দুল হাই বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল আকরি আল হাম্বলি তার "শাযারাতুল যাহাব ফি আখবারে মান যাহাব" কিতাবের অষ্টম খন্ডের ৬২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, جمال الدين محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن يوسف الزندري المدني الحنفي عني بالفقه و الحديث ، وبرع في مذهب الإمام الأعظم .

"জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতিফ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল জানদারি আল মাদানি আল হানাফি, ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনে মনযোগি হন এবং ইমাম আযম এর মাযহাবে পান্ডিত্য হাসিল করেন"।

৮। ইমাম ইবনুল আসির আল কামিল ফিত তারিখ এর ৫ খন্ডের ১৯২ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ইন্তেকাল প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, و في هذه السنه مات الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت . "ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত এ সনেই (১৫০ হিজরি) ইন্তেকাল করেন"।

৯। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আলি বিন ইউসুফ আদ দিমাশকি আস সালেহি আশ শাফেঈ আল কাদেরি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "উকুদুয যামান ফি মানাকিবিল ইমাম আল আযম আবি হানিফা আন নুমান" কিতাবের ৩৭১ পৃষ্ঠায় বলেন, هذا آخر ما يسره الله تعالى من ترجمة الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .
"আমি ইমাম আযম আবু হানিফ রাহিমাহুল্লাহ্ সর্ম্পকে যা বর্ণনা করেছি ইহা হচ্ছে তার শেষ অংশ"।

১০। শাফেঈ ফিকহের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকিহ্ ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি মক্কি ইমাম আযম সর্ম্পকে কিতাব লিখেছেন, তার নামই দিয়েছেন الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان "আল খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমামিল আযম আবু হানিফা আননুমান"

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে ইমাম আযম লক্বব দিয়ে উপরোল্লিখিত যে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে তার অধিকাংশই শাফেঈ মাযহাবের আলেমগণ কর্তৃক প্রদেয়। প্রত্যেকেই তাঁদের ইলমি ইনসাফ সমুন্নত রেখেছেন। একজন মজলুম ইমামকে তাঁর যথাযথ মর্যাদায় সমাসিন করেছেন। তাঁকে তাঁর এ যথার্থ মর্যাদার মূল্যায়ণ শুধু যে চার মাযহাবের আলেমগণ করেছেন তা নয়, বরং অনেক লা মাযহাবি যারা আহলুল হাদিস বা সালাফি নামে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকেন তারাও ইমাম আবু হানিফার এ একক মর্যাদা সম্পন্ন লক্বব স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তাদের কিতাব সমূহে উল্লেখ করেছেন। ইহা তাদের ইলমি ইনসাফ ও প্রশস্ত অন্তরের প্রমাণ করে।

## গায়র মুকাল্লিদিন বা লা মাযহাবি আলেমগণের কিতাব সমূহে ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে ইমাম আযম লক্বব

১। আল্লামা সাইয়্যেদ সিদ্দিক হাসান খান আল কিন্নাওজি তার আল হিত্তাহ্ ফি যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ্ কিতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, ابو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الأعظم . **"আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত আল ইমাম আল আযম"**। এছাড়াও তিনি উক্ত কিতাবের ১৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনু হাযার মক্কি

و قال إبن حجر المكي في রাহিমাহুল্লাহ্‌র কিতাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন,
" شرح المشكاة " أدرك الإمام الأعظم ثمانية من الصحابة .
“ইমাম ইবনু হাযার আল মক্কি রাহিমাহুল্লাহ্ ‘শরহু মিশকাত’ এ বলেছেন, ইমাম আযম আটজন সাহাবিকে পেয়েছেন”।

২। আল্লামা ওয়াহিদুজ্জামান তার লুগাতুল হাদিস কিতাবের প্রথম খন্ডের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় ج এর অধ্যায়ে إذا اجْتَهَدَ فأخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ প্রসঙ্গে বলেন,

هم اگلےتمام مجتہدوں کو جیسے امامم ابو حنیففہ امام شافعی امام مالک (رح)وغیرہي پروردگارکے مقبول بندے اور ماجور اور مثاب سمجھتے ہي - جن مسئلوں مي ان کا قیاس حدیث کے خلاف ہو تو یہ سمجھے لینا چاہے کے ان کو وہ حدیث نہي ملی ورنہ ہرگز حدیث کو چھوڑ کر وہ قیاس نہ کرتے ، خصوصا امام اعظم کی نسبت وہ تو سب مجتہدوں سے زیادہ حدیث کے پیرو تھے -

“ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মলেক সহ পূর্ববর্তী সমস্ত মুজতাহিদগণই আল্লাহ তায়া’লার নিকট মকবুল বান্দা বলে আমি মনে করি। তারা মাসআলা প্রণয়নে যে ইজতিহাদ করেছেন তাতে যদি ভূল হয়েও থাকে তারপরও সওয়াব পাবেন। যে সমস্ত মাসআলায় তারা কিয়াস করেছেন তা যদি হাদিসের খিলাফ হয়, বুঝতে হবে ঐ সমস্ত হাদিস তাদের নিকট পৌঁছে নাই। তা নাহলে তারা কখনই হাদিস ছেড়ে কিয়াস করতেন না। বিশেষ করে ইমাম আযম এর ক্ষেত্রে যা বলা হয়, তিনি তো অন্যদের চেয়ে বেশি হাদিস এর অনুসরণ করতেন”।

এ ছাড়াও লা মাযহাবিগণের উসতাজুল আসাতিযা (শিক্ষকগণেরও শিক্ষক) শায়খুল হাদিস মাওলানা নযির হোসেন দেহলাবি এবং তাঁর অন্যতম ছাত্র মাওলানা ইব্রাহিম মির শিয়ালকোটি তাদের কিতাব সমূহে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র নামের সাথে ইমাম আযম লক্বব উল্লেখ করেছেন এবং যারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র শান সর্ম্পকে বেখবর ও বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে হিংসাকারী আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তার তারিখে আহলে হাদিস কিতাবে ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে যা বলেছেন তা ইলমি ইনসাফ বটে

মাওলানা ইব্রাহিম মির শিয়ালকোটি তাঁর তারিখে আহলে হাদিস কিতাবের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন, خلاصۃ الکلام یہ کے نعیم کی شخصیت ایسی نہي ہے کے اس کی روایت کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق مي بد گوئی کرے۔ جن کو حافظ شمس الدین ذہبی جیسے ناقد الرجال امام اعظم معزز لقب سے یاد کرتے ہي اورآپ کے حق مي لکھتے ہي ۔ أحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام واحد اركان العلماء ، واحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة . “মোদ্দা কথা হলো, নঈম এমন কোন ব্যক্তিত্ব নয় যে, তার কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র মত বুর্যুগ ইমামের প্রতি খারাপ ধারণা করা যেতে পারে। তিনি তো এমন একজন আলেম যাকে ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবির মত রিজাল সমালোচক মহা-মর্যাদা সম্পন্ন লক্বব 'ইমাম আযম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা হলেন, ইসলামের একজন ইমাম, আলেমগণের নেতা এবং তাদের স্তম্ভ। তাছাড়া অনুসরণীয় চার মাযহাবের ইমামগণেরও একজন”।

আল্লামা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানাবি গায়র মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উক্ত আলোচনায় তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দু'টি বিষয় স্বীকার করেছেন, এবং একটি সর্ম্পকে তাঁর যথাযথ ইলম না থাকার কারণে ভূল তথ্য দিয়েছেন। স্বীকার্য বিষয় দুটি হলো ঃ

১। তিনি তাকলিদে শখসি মেনে নিয়েছেন।

২। ইমাম আবু হানিফা বেশি হাদিস জানতেন এবং তিনি যে ইমাম আযম তাও মনে করতেন।

তৃতীয় বিষয়টি হল কিয়াস তখনই জায়েয যেখানে আল কুরআন ও হাদিস হতে কোন দলিল পাওয়া যাবে না। 'হাদিস পৌছে নাই তাই কিয়াস করেছেন' বলা সঠিক নহে, কেননা তার কাছে হাদিস পৌছে নাই বিষয়টি ইয়াকিনি (নিশ্চয়তা বোধক) নহে, বরং যন্নি ( ধারণাকৃত )। কিন্তু তিনি কিয়াস করে মাসআলা বের করেছেন তা ইয়াকিনি। ইমাম আযম এর নিকট কিয়াস তখনই জায়েয যখন কোন বিষয়ের ফয়সালা প্রথমত আল কুরআনে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত হাদিসে পাওয়া যাবে না তৃতীয়ত সাহাবিগণ হতে কোন কওল বা আমল পাওয়া যাবে না। এরপর কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে কিয়াসের প্রশ্ন। এ বিষয়ে দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহু তায়া'লা।

## ইমাম আবু হানিফা কেন ইমাম আযম ?

প্রশ্ন হলো ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম আযম বলা হল কেন ? আর কেনইবা অন্য কাউকে এ মর্যাদা সম্পন্ন লক্বেব আখ্যায়িত করা হলো না ? এ দু'টি প্রশ্নের হাকিকাত জানলে বুঝা যাবে এমনিতেই ইমামকে এ মর্যাদা সম্পন্ন লক্বেব আখ্যায়িত করা হয় নাই, বরং ইলমি যোগ্যতার ভিত্তিতেই তাঁর এ লক্বব। ইমামের মধ্যে যে বিষয় ভিত্তিক ইলমি মাহারাত বা দক্ষতা ছিল তা অন্যদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

প্রথমত : তিনি ইলমুল ক্বিরাআতের ইমাম ছিলেন, ইলমুল ক্বিরাআতের সাত ক্বারির এক ক্বারি হলেন ইমাম আসিম। ইমাম আবু হানিফা ইমাম আসিম হতে ক্বিরাআত গ্রহণ করেছেন। ইমাম জাযরি তাঁকে তাবাকাতুল কুররায় অর্ন্তভূক্ত করেছেন। অর্থাৎ ইলমুল ক্বিরাআতের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এব্যাপারে যথাস্থানে দলিলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : ইমাম আবু হানিফা ইলমুল কালাম এর ইমাম ছিলেন। তিনি যেভাবে ইয়াহুদি-খ্রীষ্টান সহ বিভিন্ন বাতিল ফিরকার লোকদের পরাস্ত করে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আকিদা সমুন্নত রাখতে পেরেছিলেন তা অন্য কারো দ্বারা হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁর কালজয়ি কিতাব আল ফিকহুল আকবার সর্বযুগের আলেমদের জন্যই পাথেয়।

তৃতীয়ত : ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইলমুল হাদিসের ইমাম ছিলেন। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল, হাদিস গ্রহণের শর্ত, নকদুল হাদিস প্রভৃতি বিষয়ের তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি হাদিসের হাফিজ ছিলেন। যথাস্থানে এ বিষয়ে দলিরসহ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত : ইলমুল ফিক্বহ । এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা বে-নজির ও

বে-মেসাল। সমস্ত ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণই এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণকারী। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্র মতে সকলেই তাঁর সন্তানতুল্য। এ বিষয়ে যথাযথ আলোচনা এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয় সমূহের সমাবেশ একমাত্র ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র মধ্যেই ছিল, এ কারণে তিনি ইমাম আযম এবং এককভাবে এ মর্যাদা সম্পন্ন লক্বব (উপাধি) এর অধিকারী।

# কুফার ইলমি মাকাম

ইসলামের ইতিহাসে ইলম-ঐতিহ্য বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আল হারামাইন আশ শরিফাইন এর পরেই কুফার অবস্থান ইহা স্বীকার না করে উপায় নেই। মক্কা-মদিনা ওয়াহি নাযিলের স্থান হওয়ার কারণে ওয়াহি পরবর্তী যুগে ভ্রান্ত আকিদার আবাস গড়ে উঠেনি। এ কারণে খোলাফায়ে রাশেদিন এর সময়ে বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মুসলিমিন, ফারুকে আযম হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর খিলাফাত কালে ইসলামের বিস্তৃতি আরব ভূখণ্ড অতিক্রম করে অনারব এলাকায় পৌঁছায়, তখন নতুন অঞ্চল গুলোতে ইসলামি তাহ্যিব-তামুদ্দুন শিক্ষা দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। সাহাবা-ই কিরামগণ হলেন এ ইসলামি তাহ্যিব-তামুদ্দুন শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র শিক্ষক। আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্‌র প্রকৃত ও বাস্তব অনুসারী ও লক্ষ্যস্থল তো এ মহা মর্যাদাবান সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণই। কুফার গুরুত্ব অনুভব করে ১৭ হিজরিতে কুফা শহর বিনির্মাণে হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এক মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, এবং এর বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির সদস্যগণ হলেন যথাক্রমে হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস. হযরত সালমান ফারেসি ও হযরত হুযাইফাহ্ বিন ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস মাদায়েন ছিলেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নির্দেশে ৪০,০০০ লোক নিয়ে কুফায় আসেন এবং কুফায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সাহাবি ও প্রথম স্তরের তাবেঈগণ আল কুরআন ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুফায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে থেকে যান। ঐতিহাসিক মতে ইনাদের সংখ্যা ১,৫০০। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে সমস্ত সাহাবিগণ অধিক হাদিস

বর্ণনাকারী তাদের অনেকেই কুফায় আসেন। বয়স্ক ফক্বিহ্ সাহাবিগণ কুফাকেই তাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলেন, ইতিহাস হলো ইলমের ক্বালব, যা জানা থাকলে ইলম আরো নূরানী হবে আর না জানলে আগরতলা ও উগুরতলা সমান হয়ে যাবে। প্রাসঙ্গিক কারণেই কুফায় সাহাবিগণের আগমণের এবং সেখানে বসবাসকারীগণের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

১। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।
২। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৩। হযরত সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৫। হযরত খাব্বাব বিন আল আরত রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৬। হযরত সাহল বিন হুনাইফ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৭। হযরত আবু কাতাদাহ্ বিন রিবঈ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৮। হযরত সালমান আল ফারেসি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
৯। হযরত হুযাইফাহ্ বিন আল ইয়ামান রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১০। হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১১। হযরত আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১২। হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৩। হযরত বারা বিন আযিব রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল খাত্বমি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৫। হযরত আন নুমান বিন মুকাররিন রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৬। হযরত মা'কিল বিন মুকাররিন রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৭। হযরত নুমান বিন বশির রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৮। হযরত মুগিরা বিন শুবাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
১৯। হযরত জরীর বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২০। হযরত আদি বিন হাতিম আত তাই রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২১। হযরত আর ফাযাহ্ বিন শুরাইহি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।
২২। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আওফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৩। হযরত আশআষ বিন কাইস রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৪। হযরত যাবির বিন সামুরাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৫। হযরত হুযাইফাহ্ বিন আসিদ আলগিফারি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৬। হযরত আমর বিন আল হামিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৭। হযরত সুলাইমান বিন সুরাদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৮। হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

২৯। হযরত সাফওয়ান বিন আসসাল রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩০। হযরত উসামাহ্ বিন শারিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩১। হযরত আমির বিন শাহ্‌র রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩২। হযরত নাফি' বিন উৎবাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৩। হযরত সালাবাহ্ বিন আল হাকাম রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৪। হযরত উরওয়া আল বারিক্বী রাদ্বীআল্লাহু আনহু।( ইনি কুফার প্রথম বিচারক)

৩৫। হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৬। হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৭। হযরত কুত্ববাহ্ বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৭। হযরত হুবশি বিন জুনদাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৮। হযরত ইযালা বিন মুররাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৩৯। হযরত আম্মারাহ্ বিন রুআইবাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪০। হযরত তারিক বিনআব্দুল্লাহ্ আল মুহারিবি রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪১। হযরত খুযাইমাহ্ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪২। হযরত বশীর বিন আল খাছাছিয়্যাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৩। হযরত ক্বাইস বিন আবু গারাযাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৪। হযরত হানযালাহ্ আল কাতিব্ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৫। হযরত আল মাসতুরাদ বিন শাদ্দাদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

৪৬। হযরত আবু ত্বোফাইল আবু হুযয়িয়্যাহ্‌রাদ্বীআল্লাহু আনহু।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল হাকিম আন নিসাপুরি

(মৃত্যু –৪০৫ হিজরি) তার মারিফাতু উলুমিল হাদিস কিতাবের ৫৬৬ পৃষ্ঠায় বলেন هؤلاء أكثرهم بالكوفة دفنوه "ইনাদের অধিকাংশই কুফাতে ইন্তেকাল করেন। ( কিছু সংখ্যক পরবর্তীতে অন্যত্র চলে যান)

ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ্ নিসাপুরি আরও বলেন, قد كنت دخلت الكوفة اول ما دخلتها سنة إحدى و أربعين و ثلا ثمأة و كان أبو الحسن بن عقبة الشيبانى يدلنى على مساجد الصحابة فذهبت إلى كثيرة منها و هى إذ ذاك عامرة و كنا ناوى إلى مسجد جرير بن عبد البجلي. ثم دخلتها سنة خمس و أربعين و ثلا ثمأة و مسجد إبن عقبة قد خرب فكان أبو القاسم السكونى يأخذ بيدى فى الجامع فيدور معى على الأسطوانات فيقول هذه أسطوانة جرير وهذه أسطوانة عبد الله و هذه أسطوانة البراء بن عاذب و قد عرفت منها ما عرفينه ذلك الشيخ رحمه الله .
"আমি প্রথমে ৩৪১ হিজরি সনে কুফায় আসি, সেখানে আবুল হাসান বিন উকবাহ্ আশ শায়বানি আমাকে সাহাবিগণ যে সমস্ত মসজিদে সালাত আদায় করতেন তা দেখালেন, আমি তথাকার অনেক মসজিদেই গিয়েছি এ সময় ইহা একটি সমৃদ্ধ বসতিতে পরিপূর্ণ ছিল। আমরা সেখানে অবস্থিত মসজিদ জারির বিন আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি ( রাদ্বিঅল্লাহু আনহু) তে আশ্রয় গ্রহণ করি। অতঃপর ৩৪৫ হিজরিতে আবার কুফায় গিয়েছি এবার মসজিদ ইবনু উকবাহ্কে ক্ষতিগ্রস্ত দেখতে পাই। তখন আবুল কাসিম আস সুকুনি আমার হাত ধরে জামে' মসজিদে নিয়ে যান সেখানে অনেক খুঁটি ছিল, ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খুঁটি দেখান। তারপর বলেন, এখানে জরির বিন বাজালি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বয়ান করতেন, এখানে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিঅল্লাহু আনহু বয়ান করতেন, এখানে বারা বিন আযিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বয়ান করতেন। শায়খ সুকুনি এ গুলোর বর্ণনা দেওয়ার পর তা সম্বন্ধে আমি জানতে পারলাম"।

ইরাকের কুফা, বসরা ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখানকার গুরুত্ব বুঝেই আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদ্বীআল্লাহু আনহু কুফাতে তার খিলাফতের দফতর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংগত কারণেই সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিগণের সন্নিবেশ ঘটেছিল। হযরত আবু মুসা

আল আশআরি, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর, হযরত নুমান বিন বশির প্রমুখ বিজ্ঞ ও হাদিসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের মত সাহাবি যেখানে উপস্থিত, সেখানকার তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈ গণের ইলমি মাকাম কতটা প্রসারিত হতে পারে তা বুঝার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

এ সমস্ত বিজ্ঞ ফকিহ সাহাবিগণ কুরআন-হাদিস এবং ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব ফিকহ শিক্ষা দেন। কুফাবাসীগণ এ সমস্ত বিজ্ঞ ফকিহ সাহাবিগণের ছাত্র ছিলেন। সাহাবিগণের মধ্যে শাইখুল মুফাস্‌সিরিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইলমের দরজা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু মুসা আল আশআরি ও হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার মত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সাহাবি যেখানে উপস্থিত সে এলাকার ইলমি মাকাম কত উঁচুতে পৌঁছতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

হাদিসের কিতাব সমূহ অধ্যায়ন করলে দেখা যায় যে সমস্ত সাহাবিগণ কর্তৃক হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই কুফায় আগমনকারী সাহাবি। কুফায় ইলম বিস্তারে এ সমস্ত সাহাবিগণই একমাত্র উৎস। ইলমুল ক্বিরাআত, ইলমুত তাফসির, নাহু (আরবি ব্যকরন শাস্ত্র), হাদিস, ফিক্বহ্ এ বিষয়গুলোই ছিল ইলমের ভিত্তি। মক্কা-মদিনা বাদে অন্যান্য এলাকার তুলনায় কুফাই এ ব্যাপারে অগ্রগামী ছিল। ইলমুল ক্বিরাআত, তাফসির ও ফিকাহ্ এ তিন বিষয়েই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন কনিষ্ট সাহাবি ও তাবেঈগণের শিক্ষক। আমিরুল মুমিনিন আসাদুল্লাহ্ গালিব হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন নাহু (আরবি ব্যকরন শাস্ত্র), হাদিস ও ফিক্বহ্ এর শিক্ষক। এ কুফাতেই হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়েলি রাহিমাহুল্লাহ্‌র মাধ্যমে আরবি ব্যকরণ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। হযরত আবু মুসা

আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সাহাবি কুফা প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নেই আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে কুফায় আসেন। এ সমস্ত সাহাবিগণ কুফা আগমণের ফলে মদিনার তাবেঈগণের অনেকেই কুফায় চলে আসেন। বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ তাদের অন্যতম। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ, হযরত আসওয়াদ, হযরত আলকামাহ্, হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়েলি রাহিমাহুমুল্লাহর মত বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণ যে শহরের ছাত্রগণের শিক্ষক তাদের ইলমি মাকাম কোন স্তরে পৌঁছতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম আসওয়াদ ও ইমাম আল কামাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ কুফায় আগমণকারী সাহাবিগণ হতে ইলম হাসিল করেই ক্ষান্ত থাকেন নাই, আরো ইলম হাসিলের জন্য মদিনা সফর করেন এবং সেখানে আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবিগণ হতেও হাদিস তথা ইলম হাসিল করেন এবং কুফায় চলে যান। নিম্নে উল্লিখিত বিষয় সমূহে সমৃদ্ধ কুফার ইলমি মাকাম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

## ইলমুল ক্বিরাআত

ইলমুল ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে কুফার অবস্থান খুবই সমৃদ্ধ। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ যেভাবে আল কুরআনুল কারিম শিখেছেন, তাবেঈগণকেও একই ধারায় শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবিগণের মধ্যে যারা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কাজে মশহুর ছিলেন, তাঁরা হলেন, হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত উবাই বিন কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

কুফায় বসবাসকারী যে সমস্ত তাবেঈগণ উল্লিখিত সাহাবিগণ হতে কুরআন শিক্ষা করেছেন, তাঁরা হলেন ঃ

১। ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কাইস মৃত্যু-৬২ হিজরি।

২। ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস মৃত্যু-৬২ হিজরি।

৩। ইমাম যির বিন হুবাইশ মৃত্যু- ৮২ হিজরি।

৪। ইমাম যায়দ বিন ওয়াহাব মৃত্যু- ৮২ হিজরি।

এ সকল সাহাবি ও তাবেঈগণের মাধ্যমে কুফায় ইলমুল ক্বিরাআতের বিস্তার ঘটে। মশহুর সাতজন ক্বারির মধ্যে তিনজনই কুফার। ইমাম জাযরি বলেন, وثلاثةٌ مِن كوفةٍ فَعاصِم فعَنْهُ شُعْبَةٌ و حَفْصٌ قَائِمٌ

" আল কুরআনের সাতজন ক্বারির মধ্যে তিনজন হলেন কুফার। এ তিন জনের প্রথম হলেন ইমাম আসিম রাহিমাহুল্লাহ। তার থেকে গ্রহণ করেন ইমাম শুবাহ্ ও হাফস"। এছাড়া অন্য দু'জন হলেন, ইমাম হামযা বিন হাবিব বিন ইমারা ও আলি বিন হামযা আল কাসাই।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আসিম (মৃত্যু-১২৭ হিজরি) এর থেকে ইলমুল ক্বিরাআত গ্রহণ করেন। তিনি আবু আব্দুর রহমান বিন সুলমা (মৃত্যু-৭৩হিজরি) হতে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (মৃত্যু-৩২হিজরি) রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রিল আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এবং জিব্রিল আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা হতে।

ইমাম সালেহি উকুদুয যামান ফি মানাকিবিল ইমামিল আযম আবু হানিফা আন নুমান কিতাবের ২৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قد ورد من عدة طرق : ان الإمام أبا حنيفة أخذ القراة عن عاصم بن ابى النجود ، أحد القراء السبعة .

"বিভিন্ন সনদে বর্ণনা এসেছে, ইমাম আবু হানিফা ইলমুল ক্বিরাআত ইমাম আসিম বিন আবুন নুযুদ হতে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আসিম হচ্ছেন ইলমুল ক্বিরাআতের সাত ইমামের একজন"।

ইমাম শামসুদ্দিন আবুল খায়ের মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আল জাযরি (মৃত্যু-৮৩৩ হিজরি) "গায়াতুন নিহায়া ফি তবাকাতিল কুররা" কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় ৩৭৪৫ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন, الإمام أبو حنيفة

الكوفى : فقيه العراق و المعظم في الآفاق مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، روى القراة عرضا عن الأعمش و عاصم و عبد الرحمن بن أبي ليلى .
"ইমাম আবু হানিফা আল কুফি, ফক্বিহুল ইরাক, সর্বত্রই তিনি সম্মানিত। তাঁর ক্বিরাআত হচ্ছে ইমাম আমাশ, ইমাম আসিম, ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লার ক্বিরাআত"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ছোট বেলাতেই ইমাম আসিম এর ক্বিরাআত অনুযায়ি আল কুরআনুল কারিম মুখস্ত করেন এবং ইলমুল ক্বিরাআতের মাহারাত হাসিল করেন। ইমাম জাযরি তাঁর কিতাবে ইমাম আযমকে তাবাকাতুল কুররাতে উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হলো তিনি ইলমুল ক্বিরাআতেরও ইমাম ছিলেন।

## ২। নাহু (আরবি ব্যাকরন শাস্ত্র)

শরিয়াহ্ বুঝার জন্য আল কুরআন ও আস সুন্নাহ জানা আবশ্যক। আর কুরআন-হাদিস বুঝার জন্য আরবি ব্যাকরণ জানা জরুরী। এ বিষয়টি বরাবরই কুফা ও বসরার নাহুবিদদের দখলে। এর উৎপত্তিস্থল হল কুফা। আমিরল মুমিনিন হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফায় তাঁর খিলাফতের দফতর প্রতিষ্ঠার পর হতেই নাহু নামে এ বিষয়ের নামকরণ হয়। মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবিই ছিলেন আরাবি। তাদের বিরাট সংখ্যক কুফাতে আগমন করেন। আরবি কবিতা, আরবি ভাষা ও আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্র বিষয়ে চর্চা কুফাতেই বেশি হতে থাকে। সাথে সাথে বসরাও এর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। নাহু শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষনা কুফা ও বসরায় এভাবে হতে থাকে যে, এ বিষয়ের বিভিন্ন কায়েদা তথা নিয়ম-কানুনে ইখতিলাফ তৈরী হয়, যার ফলে কুফি ও বসরি দু'ধারায় মত চলতে থাকে। তাদের এ ইখতিলাফের উৎস ছিল প্রাচিন আরবি কবিতা, বিভিন্ন আরব কবিলার ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কুরআন হাদিস। মক্কা-মদিনা বাদে বিজিত কোন এলাকাতেই কুফা ও বসরার মত ইলমি চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেনি। জ্ঞানীদের কারণেই জ্ঞান চর্চার উদ্ভব হয়। তাই ইলমুল কালাম, ইলমুল ক্বিরাআত এর মতই উলুমুল লুগাহ্ ও আরবি কাওয়ায়িদ বিষয়ের কেন্দ্রে পরিণত

হয়। ইমাম আযম খাটি আরব না হলেও কোন অংশে কম ছিলেন না। তাঁর মূল পারস্য হলেও তিনি আরব। কেননা তাঁর দাদা ব্যতীত আর কেহই পারস্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তার পিতা হযরত সাবিত কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং খাটি আরব বনি তাইমুল্লাহ্‌র ব্যবহৃত ভাষায় বেড়ে উঠেন। ইমাম আবু হানিফাও একই ধারায় আরবি ভাষায় লালিত-পালিত হন। সুতরাং একদিকে যেমন খাটি আরব ও আরবি ভাষা এবং সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেন, আবার আরবি ব্যাকরণ শিক্ষায় মনোনিবেশে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

## ৩। ইলমুল হাদিস

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সময়কাল হতেই কুফায় সাহাবিগণের আগমন ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিক মতে, কুফায় আগমনকারী সাহাবিগণের সংখ্যা এক হাজার পাঁচশ। ইনাদের সকলেই হাদিস শিক্ষাদানে ব্যপৃত ছিলেন না। বিভিন্ন হাদিসের কিতাব সমূহ অধ্যায়ন করার পর পরিসংখ্যানে দেখা যায় যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশই কুফায় চলে আসেন। এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের একটি তালিকা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

সাহাবিগণের সময় ইলম শিক্ষার প্রধান তিনটি কেন্দ্র ছিল। যে সমস্ত সাহাবিগণের মাধ্যমে ইলম প্রসারিত হয়েছে এবং সর্বদা হাদিস শিক্ষাদান করেছেন, খিলাফাত নিয়ে যাদের মোটেই ফিকির ছিলনা, তা মোটামুটিভাবে এ তিন ভাগেই বিভক্ত ছিল। হাদিস শিক্ষাদানের কেন্দ্র তিনটি হলো।

১। আল মদিনা আল মুনাওওয়ারা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত আবু হুরাইরা প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ তাদের তাবেঈ ছাত্রদেরকে ইলম তথা হাদিস শিক্ষা দেন।

২। মক্কা আল মুকাররামাহ্ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা মক্কা আল মুকাররামায় সেখানকার তাবেঈগণকে হাদিস, তাফসির ও ফিকহ শিক্ষা দেন।

৩। কুফা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু মূলত কুফা তথা

ইরাক বাসীদেরকে ইলমুল ক্বিরাআরত, তাফসির, হাদিস ও ফিকহ শিক্ষাদেন। কুফার জনপদ গড়ে উঠার পর আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফাবাসীকে ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পাঠান। এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবি তাযকিরাতুল হুফফাযের প্রথম খন্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة حين أرسله إليهم :إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميراً و عبد الله بن مسعود معلماً ووزيرا و هما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل بدر ، فاقتدوا بهما ، وبسمعوا من قولهما و قد آثرتكم بعبد الله على نفسي .

"আমিরুল মুমিনি উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফাবাসীকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, আম্মার বিন ইয়াসারকে আপনাদের আমির নিযুক্ত করলাম এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে আপনাদের জন্য মুআল্লিম (শিক্ষক) এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে পাঠালাম। ইনারা দু'জনই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত বদরি সাহাবি। আপনারা উভয়কেই অনুসরণ করবেন এবং তাঁরা যা বলে তা শুনবেন ও মেনে চলবেন। আব্দুল্লাহ্র হুকুম আমার হুকুম হিসেবে পরিগণিত হবে"।

কুফার ইলমি মাকাম বুঝতে হলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সহ তাঁর ছাত্রদের ইলমি মাকাম সম্বন্ধে জানতে হবে। নিম্নে তাদেও সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো।

## আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ হিসেবে ষষ্ঠ। তিনি বদরি সাহাবি। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না'লাইন শরিফ পড়িয়ে দিতেন এবং সর্বদাই তাঁর সাথে থাকতেন, ফলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ম্পকে তিনি অন্যদের চাইতে বেশিই জানতেন।

ইমাম হাকিম আল মুসতাদরাক এর তৃতীয় খন্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় কিতাবু

মারিফাতুস সাহাবা-তে উল্লেখ করেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ".
"উম্মু আবদ এর ছেলে (আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ) আমার উম্মাতের যার প্রতি সন্তুষ্ট আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট"।

ইমাম তিরমিযি কিতাবুল মানাকিবে "মানাকিবু আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু"-তে উল্লেখ করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ من بَعْدى من أَصْحابِي أَبِي بَكْر و عُمرَ ، وَاهْتَدوا بِهَدْيِ عَمَّار ، و تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن مسعُودٍ .
"আমার পরে তোমরা আমার সাহাবি আবু বকর ও উমার এর কথা মতে চলবে, আম্মার এর দেখানো পথ অনুসরণ করবে এবং আব্দুললাহ্ বিন মাসউদ এর সঙ্গ আঁকড়িয়ে থাকবে"।

এই হলেন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু যার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল সন্তুষ্ট এবং যার সোহবত এখতিয়ার করার জন্য রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন। তিনি কুফায় আসার পর তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। এর মধ্যে মশহুর হলেন, আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুল্লাহ্ ও আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কাইস, ইমাম যির বিন হুবাইশ রাহিমাহুল্লাহ্, আব্দুল্লাহ্ বিন হাবিব আস সুলামি রাহিমাহুল্লাহ্, শুরাই বিন হারিস আল কিনদি প্রমূখ তাবেঈগণ। ইনাদের অনেকেই হাদিস গ্রহণের জন্য মদিনায় সফর করেন এবং আমিরুল মুমিনি উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

## ১। আলকামাহ্ বিন কাইস আন নখঈ

আলকামাহ্ বিন কাইস আন নখঈ রাহিমাহুল্লাহ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৬২ হিজরিতে ইয়াযিদ এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।

আলকামাহ্ বিন কাইস যে সকল সাহাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন

তারা হলেন, খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত খাব্বাব বিন আল আরত, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত সালামাহ্ বিন ইয়াজিদ আল জু'ফি, হযরত শুরাই বিন আরাত আন নখঈ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত কারসা' আদ দাব্বি, কাইস বিন মারওয়ান আল জু'ফি, হযরত মা'কিল বিন সিনান আল আশজায়ি', হযরত আবু দারদা, হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি,হযরত আবু মুসা আল আশআরি, সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। ইমাম জামালুদ্দিন আল মিয্যি তাহজিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২০ খন্ডের ৩০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و قال علي بن المدينيّ : لم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحد له اصحاب حفظوا عنه ، وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة : زيد بن ثابت ، و عبد الله بن مسعود ، وابن عباس . و أعلم الناس بعبد الله علقنة ، والأسود ، و عبيدة والحارث.

"আলি বিন আল মাদিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ফিকহি বিষয়ে তিনজন হাদিস সমূহ আত্মস্ত করেছিলেন, যায়দ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মধ্যে অধিক জাননেওয়ালা হলেন, আলকামাহ্, আসওয়াদ, আবিদাহ্ এবং হারিস"।

## ২। যির বিন হুবাইশ

ইমাম যির বিন হুবাইশ রাহিমাহুল্লাহ্, তিনি ১২০ বছর বয়সে ৮২ হিজরিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তিনি মুখাদরামুন ছিলেন, হিজরতের ২৮ বছর পূর্বে তার জন্ম। যারা জাহিলি ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইমানের সাথে দেখেন নাই তাদেরকে মুখাদরামুন বলা হয়।

ইমাম যির বিন হুবাইশ রাহিমাহুল্লাহ যে সকল সাহাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন তারা হলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফাইল, হযরত আবু ওয়ায়িল শাকিক বিন সালামাহ্ আল আসাদি, হযরত সাফওয়ান বিন আস্‌সাল আল মুরাদি, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান, আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত আবু যর আল গিফারি প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং, সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা।

ইমাম জামালুদ্দিন আল মিয্যি তাহজিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ৯ খন্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة ، و قال : كان ثقةً ، كثيرَ الحديث .
"ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তার তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন, ইমাম যির বিন হুবাইশ কুফাবাসিগণের মধ্যে প্রথম স্তরের তাবেঈ ছিলেন। আরো বলেন, তিনি সিকাহ্ ছিলেন এবং অনেক হাদিস জানতেন"।

## ৩। আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ কাইস

ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কাইস আন নখঈ রাহিমাহুল্লাহ্ ছিলেন আলকামাহ্ বিন কাইস এর ভাতিজা এবং ইমাম ইব্রাহিম নখঈ রাহিমাহুল্লাহ্-র মামা। তবে বয়সে তিনি তার চাচা আলকামাহ্ বিন কাইস এর চেয়ে বড় ছিলেন। তিনি কুফায় ৭৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কাইস যে সকল সাহাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত বেলাল বিন রাবাহ্, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত

মা'কিল বিন সিনান আল আশজায়ি', হযরত আবু সানাবিল বিন বা'কাক, হযরত আবু মাহযুরাহ্ আল জুহামি, হযরত আবু মা'কাল, হযরত আবু মুসা আল আশআরি, প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং উম্মুল মুমিনিন সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা, উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাহ্, হযরত ফাতিমা বিনতে সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না।

## ৪। আব্দুল্লাহ্ বিন হাবিব আস সুলামি

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন হাবিব বিন রুবাইয়্যা আস সুলামি আল কুফি, তিনি ৭২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার পিতা হাবিব বিন রুবাইয়্যা আস সুলামি সাহাবি ছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন হাবিব বিন রুবাইয়্যা আস সুলামি যে সকল সাহাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন তারা হলেন, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত আবু দারদা, হযরত আবু হুরাইরা প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

## ৫। আবিদা বিন কাইস আস সালমানি

আবিদা বিন কাইস আস সালমানি আল মুরাদি রাহিমাহুল্লাহ্ ৭২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

আবিদা বিন কাইস আস সালমানি আল মুরাদি রাহিমাহুল্লাহ যে সকল সাহাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবাইর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিঅল্লাহু আনহুম।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুল্লাহ্ ও আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বিন কাইস রাহিমাহুল্লাহ্, ইমাম যির বিন হুবাইশ রাহিমাহুল্লাহ্, আব্দুল্লাহ্ বিন হাবিব আস সুলামি রাহিমাহুল্লাহ্, শুরাই বিন হারিস আল কিনদি প্রমূখ তাবেঈনগণের প্রত্যেকেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন। হযরত

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফায় আসার পর এবং অন্যান্য সাহাবিগণ যেমন ঃ হযরত আবু মুসা আল আশআরি, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর, হযরত নুমান বিন বশির প্রমুখ বিজ্ঞ ও হাদিসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের কুফায় আগমণের কারণে তাদের হাদিস গ্রহণের দরজা খুলে যায়। তাতেও তারা তৃপ্ত না হয়ে মদিনায় হাদিস অন্বেষণে সফর করেন। সেখানে অবস্থিত খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত আবু দারদা, হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি, সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা হযরত আবু হুরাইরা, হযরত বেলাল বিন রাবাহ্, হযরত মুআয বিন জাবাল, প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতেও হাদিস গ্রহণ করেন।

কুফাবাসি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ তাবেঈনগণ, মক্কা-মদিনা-কুফায় অবস্থানকারী সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এরপরও দেখা যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলেম মদিনা ও কুফার আলেমগণের হাদিস জানার ক্ষেত্রে পার্থক্য করে থাকেন। তারা যুক্তি দিয়ে থাকেন মদিনা দারুল ওয়াহি হওয়ার কারণে এখানে হাদিসের চর্চা বেশি এ কারণে তারা হাদিস অনুযায়ী আমল করেন। অন্যদিকে কুফাবাসীগণ হাদিস কম জানার কারণে কিয়াসের দ্বারস্ত হন এবং রায় পেশ করেন। যারা এরুপ মত পোষণ করেন তারা প্রকৃত ইতিহাস সর্ম্পকে অন্ধকারে নিপতিত। বিষয়ের হাকিকাত না জেনেই এবং ঐতিহাসিক মানদন্ডের দিকে না তাকিয়েই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

তাদের নিকট আমার প্রশ্ন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেখে যাওয়া মদিনা এবং খুলাফাউর রাশিদুন এর সময়ের মদিনার পরিবেশ কী এক ছিল ? যে পনের শত সাহাবি রসুলের জিবদ্দশায় মদিনায় ছিলেন, পরবর্তীতে হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফাত কালে কুফা তথা ইরাকে যাওয়ার পর মদিনার হাদিসের ক্ষেত্র কী একই অবস্থায় থাকল

না কি পরিবর্তিত হলো ? মদিনার আলেম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্র হাদিস জানার ক্ষেত্র এবং ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ্র হাদিস জানার ক্ষেত্র কী এক ছিল ? এতগুলো প্রশ্নের যদি হ্যাঁ বাচক জওয়াব তারা দিতে পারেন তাহলে তাদের মন্তব্য সঠিক বিবেচিত হবে অন্যথায় নয়। তাদের মন্তব্য সঠিক না হওয়ার আরো একটি কারণ হলো কুফার প্রথম তবকার তাবেঈনগন শুধু কুফায় বসে থেকেই হাদিস গ্রহণ করেন নাই, বরং তাঁরা খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান, আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতেও হাদিস গ্রহণ করেছেন। এমন কী তাঁরা আম্মাজান উম্মুল মুমিনিন সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা সহ অন্যান্য উম্মুল মুমিনিন হতেও হাদিস শুনেছেন। আরো গুরুত্বপূর্ন হলো ইনারা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, এই হলো কুফার আলেমগনের হাদিস জানার পরিধি যা ধারাবাহিকভাবে ইমাম আযম পর্যন্ত পৌঁছেছে। উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী মদিনার আলেম ইমাম যুহরি যিনি ১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং কুফার আলেম ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান যিনি ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, উভয়ে একই সময়ের। এ দু'জনের কে হাদিস বেশি জানতেন এবং কে কম জানতেন কোন পার্থক্য কী করা যাবে ? হাম্মাদ বিন সুলাইমান ইব্রাহিম আন নখঈ হতে আর ইব্রাহিম নখঈ ইমাম যির, আসওয়াদ ও আলকামাহ হতে ইনারা প্রত্যেকেই অনেক হাদিস জানতেন। অনেক বিষয় আছে যা ঘটে কিন্তু দেখা যায় না, বাস্তবতা দৃশ্যমান কিন্তু প্রমাণ অদৃশ্য, এ বিষয় গুলো সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে গভীর জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তদ্রুপ অর্ন্তঃচক্ষুও থাকা চাই। ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান ১৫,০০০ হাদিস জানতেন, ইমাম বুখারি ছয় লক্ষ হাদিস জানতেন। হাদিস সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় বা এ বিষয়ে যে গভীর জ্ঞান রাখে না তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কে বেশি হাদিস জানতেন ইমাম হাম্মাদ নাকি ইমাম বুখারি ? স্বভাবতই সে উত্তর দিবে ইমাম বুখারি। সাধারণ আলেমের নিকট

উত্তরটি সঠিক হলেও বিষয় সম্পর্কীত বিজ্ঞ আলেমের নিকট সমীকরণ কঠিন। ইমাম বুখারির সহিহ আল বুখারির প্রথম হাদিসটি নিয়্যাতের উপর, এ হাদিসটি হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এ একটি হাদিস বর্ণনাকারী পরম্পরায় ইমাম বুখারি পর্যন্ত পৌঁছতে সাতশত হয়ে গেছে। একই হাদিস সাতশত জন বর্ণনা করার কারণে সাতশত হাদিস হয়েছে। ইমাম বুখারি একই হাদিস সাতশত জন বর্ণনাকারি সহ মুখস্ত করার কারণে সাতশত হাদিস জানেন। অন্যদিকে ইমাম হাম্মাদ ইব্রাহিম নখঈ হতে তিনি ইমাম যির বিন হবাইশ হতে তিনি হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে অথবা হাম্মাদ বিন সুলাইমান ইমাম যির হতে তিনি হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে নিয়্যাতের হাদিসটি গ্রহণ করলেন। এখানে ইমাম হাম্মাদের একটি হাদিসই হলো। ইমাম বুখারির নিকট একটি হাদিস সাতশত হলে, একই তত্ত্ব অনুযায়ী ইমাম হাম্মাদের জানা পনের হাজার হাদিস কত লক্ষে গিয়ে পৌঁছবে ? এটাই হলো বাস্তবতা দৃশ্যমান কিন্তু প্রমাণ অদৃশ্য, কিন্তু আছে।

আমি আবার বলছি, ইলমের ক্বলব হচ্ছে ইতিহাস, ইহা জানা না থাকলে তিল ও তাল সমান হয়ে যাবে, কেননা দু'টি শব্দ দেখতে যতটা কাছাকাছি তাদের হাকিকাত ততটাই দূরে। আল্লাহ্ তায়া'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই অধিক জ্ঞাত।

## ৪। ইলমুল ফিকহ্

কুফার ফিকহের ভিত হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। কুফাবাসির প্রতি আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ঘোষনা "আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে আপনাদের জন্য শিক্ষক হিসেবে পাঠালাম"। এ মহান শিক্ষক কুরআন-হাদিস শিক্ষা দেওয়ার ফলে কুফায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ফিকাহবিদগণের আবির্ভাব হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে কুফা কুরআন-হাদিসের এক পরিপূর্ণ মারকাজ ছিল। ইমাম আলকামা, ইমাম আসওয়াদ, ইব্রাহিম নখঈ, ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান, ইমাম যির নি হবাইশ ইনারা প্রত্যেকেই মুহাদ্দিস এবং ফকিহ। সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ ইনাদের

প্রত্যেকেই সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যেমন হাদিস শুনেছেন, অনুরূপ আমলও দেখেছেন। একইভাবে প্রথম স্তরের তাবেঈনগণ সাহাবিদের নিকট রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল দেখেছেন এবং সে অনুযায়ী হাদিসও গ্রহণ করেছেন। ফলে সাহাবিগণ হতে তাবেঈগণের হাদিস গ্রহণ পরবর্তী যুগে যারা সাহাবিগণকে দেখে নাই তাদের হাদিস গ্রহণের চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শাব্দিক হাদিসকেই গ্রহণ করেছেন। ইহা তো এ হাদিসেরই প্রতিফলন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর যারা আসবে, অতঃপর যারা আসবে"। এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে হাদিস বুঝার ও এর মর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে সাহাবিগণের মত গ্রহণযোগ্য অতঃপর তাবেঈগণের অতঃপর তাবে তাবেঈগণের।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হলেন ষষ্ঠ ইসলাম গ্রহণকারী, ফলে ওয়াহি নাযিলের পুরোটাই যেমন দেখেছেন আবার এর হাকিকাতও অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদিমও ছিলেন। এমন একজন সাহাবির সোহবত কুফাবাসিগণ পেয়েছেন এবং তার থেকে কুরআন-হাদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব ফিক্বহ হাসিল করতে পেরেছেন। তিনি যেমন সকল সাহাবিগণের মধ্যে আফকাহ (সবচেয়ে বড় ফকিহ) ছিলেন, তাঁর ছাত্রগণও তাবেঈগণের মধ্যে আফকাহ্ ছিলেন। এর সত্যতা পাওয়া যায় ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র বক্তব্যে, যা ইমাম আওযায়ী স্বীকার করে নিয়েছেন। ইমাম আহমাদ মক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, اجتمع ابو حنيفة و الأوزاعي في دار الحناطين و قال الأوزاعي لأبي حنيفة ما بالكم لا ترفعون ايديكم في الصلاة عند الركوع و عند الرفع منه . فقال ابو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه شيئ . فقال : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان

يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و عند الركوع و عند الرفع منه .

فقال له ابو حنيفة : حدثنا حماد عن لإبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة و لا يعود لشيئ من ذلك .

فقال الأوزاعي : احدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و تقول لي حدثني حماد عن إبراهيم فقال له ابو حنيفة كان حماد بن أبي سليمان افقه من الزهري و كان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر رضي الله عنهما في الفقه و ان كانت لإبن عمر رضي الله عنهما صحبة فله فضل الصحبة و الأسود له فضل كثيروعبد الله عبد الله فسكت الأوزاعي .

"ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আওযায়ী দারুল হানাতিনে একত্রিত হলেন, ইমাম আওযায়ী ইমাম আবু হানিফাকে বললেন, কী ব্যাপার আপনি সালাতে রুকুতে যেতে ও রুকু হতে উঠতে উভয় হাত উঠান না কেন ? ইমাম আবু হানিফা বললেন, এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমাদের নিকট কোন সহিহ বর্ণনা পৌঁছে নাই, তাই। এরপর ইমাম আওযায়ী বললেন, কী করে বললেন সহিহ কোন বর্ণনা নেই, অথচ ইমাম যুহরি আমাকে বলেন, তিনি সালিম হতে তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন উমার হতে, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত উঠিয়েছেন যখন সালাত শুরু করেছেন এবং রুকুতে যেতে ও রুকু হতে উঠতে।

এরপর ইমাম আবু হানিফা বললেন, হাম্মাদ বিন সুলাইমান আমাদেরকে বলেন, তিনি ইব্রাহিম নখঈ হতে , তিনি আলকামাহ্ ও আসওয়াদ হতে ইনারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল সালাতের শুরুতে উভয় হাত উঠিয়েছেন, অতঃপর আর উঠান নাই।

এরপর ইমাম আওযায়ী বললেন, আমি আপনাকে বর্ণনা করছি ইমাম যুহরি হতে তিনি সালিম হতে তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন উমার হতে, তিনি

রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, আর আপনি আমাকে বলছেন, হাম্মাদ আমাকে ইব্রাহিম হতে, ইহা শুনে ইমাম আবু হানিফা বললেন, হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান অধিক ফকিহ যুহরি হতে, আর ইব্রাহিম অধিক ফকিহ সালিম হতে, আর আলকামাহ্ ফিকহি বিষয়ে ইবনু উমার হতে কোন অংশে কম নয়। তবে সাহাবি হিসেবে তাঁর যে ফজিলত তা ভিন্ন বিষয়। আর ইমাম আসওয়াদ এর কথা কী বলব, ফিকহি বিষয়ে তারও বুঝ কম নয়, আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ তো আব্দুল্লাহ্ই ( কারো সাথে তার তুলনা হয় না) ইহা শুনে ইমাম আওযায়ী চুপ হয়ে গেলেন"।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ও ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ্-র মধ্যে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনায় তিনটি বিষয় প্রমাণিত হলো ঃ

১। কুফার মুহাদ্দিসগণের প্রত্যেকেই ফকিহ মুহাদ্দিস ছিলেন।

২। ইমাম যুহরি, ইমাম সালিম শুধু মুহাদ্দিস ছিলেন ফকিহ ছিলেন না, ইহা ইমাম আওযায়ী স্বীকার করে নিয়েছেন, কেননা ইমাম আবু হানিফা তার যুক্তি প্রদানের পর ইমাম আওযায়ী কোন প্রতিবাদ করেননি।

৩। ইমাম আলকামাহ, ইমাম আসওয়াদ তাবেঈ হলেও আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সোহবতে থেকে তাঁর পূর্ণ ফায়েজ তারা পেয়েছেন, সুতরাং তারা সেরাদের সেরা ছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো ইলমুল কিরাআত, হাদিস ও ফিকহ প্রতিটি বিষয়েই কুফার ইলমি মাকাম হলো আল মদিনা আল মুনাওওয়ারারই ইলমি মাকাম। মদিনার সাহাবিগণ কুফায় গিয়ে দীন প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রতিষ্ঠা করা কুফার ইলমি মাকাম ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র যামানায় কিরূপ ছিল বা তিনি কিরূপ পেয়েছেন তা ইমামের কথাতেই বুঝা যায়। ইমাম আহমাদ মক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال عمر بن قيس : قلت لأبي حنيفة من أين لك هذا الفقه ، فقال لي : كنت في معدن العلم و الفقه فجالست أهله و لزمت فقيها من فقهائهم يقال له حماد فانتفعت به .

"উমার বিন কাইস বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এই ফিকহ্ কোথায় পেলেন। তিনি বললেন আমি ইলম ও ফিকহের খনির মধ্যে ছিলাম, এ খনির (হাদিস ও ফিকহ) যারা মালিক (মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ) তাদের নিকট বসলাম, এরপর তাদের একজনকে আঁকড়িয়ে ধরলাম (যার নিকট উক্ত হাদিস ও ফিকহ নামক খনির পুরোটাই ছিল) তাঁর নাম হল হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান, তার থেকে পুরো ফায়দাই হাসিল করলাম"।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু যে গাছের কান্ড ইমাম আসওয়াদ, ইমাম আলকামাহ, ইমাম যির বিন হুবাইশ হলেন সে গাছের ডাল, ইমাম ইব্রাহিম নখঈ, ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান হলেন সে গাছের পাতা সদৃশ, আর ইমাম আবু হানিফা হলেন সে গাছের ফল, আর এ ফল গাছ থেকে পেড়ে সারা বিশ্বের মানুষকে খাইয়েছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানি ও ইমাম যুফার বিন হুযাইল প্রমূখ ইমাম আযম এর ছাত্রগণ। এর সর্ম্পূণটাই হলো ফিকহুল হানাফি তথা আল ফিকহুল ইসলামি। যা ফিকহুল উমারি, ফিকহুল মাসউদি ও ফিকহু আলি এর সমন্বিত রুপ। ইহাই আল ফিকহুল হানাফি।

তাই যারা বলবে কুফা ফিকহের মারকাজ হাদিসের নয়, অথবা রায় দিয়ে মাসআলা দিয়েছেন কুরআন-হাদিস দিয়ে নয়, তারা ঐতিহাসিক ও ইলমি উভয় দিক থেকেই বিভ্রান্তিতে নিপতিত, তারা নিজেরা যদি এ বিভ্রান্তি হতে মুক্তি না চায় তাহলে কারো পক্ষেই নিষ্কৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তায়া'লা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুণ।

# ইমাম আবু হানিফার ইলম হাসিল

সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবি ও রাসুল। এ হিসেবে শরিয়াতে মুহাম্মাদির হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত। ওয়াহি পরবর্তী যুগে সময়ের আবর্তন ও বির্বতনে, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, তার পূর্বাভাস হিসেবে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, العلماء ورثة الأنبياء "আলিমগণ হচ্ছেন নবিগণের ওয়ারিস"। এখানে ওয়ারিস বলতে ঐ সমস্ত আলেমগণই উদ্দেশ্য, যাদের আমল-আখলাক নবিগণের আমল-আখলাক ও উদ্দেশ্যের অনুকরণে অনুসৃত। একজন প্রকৃত ওয়ারিসুল আম্বিয়া সর্বক্ষণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য অসুযায়ী নিজকে গড়ে তুলবেন,গঠন করে নিবেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে দ্বিনের পথে অধিক অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন জরুরী। ওয়াহি পরবর্তী যুগে সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদার উদ্ভব ও অনুপ্রবেশের কারণে যুগভিত্তিক সমাধান আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন- ওয়াহি যুগে মুতাজিলা, রাফেজি, খারেজি, মুরজিয়া, শিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া প্রমূখ ভ্রান্ত ফিরকার অস্তিত্ব ছিলনা। তৃতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর শাহাদাতের পর হতে ভ্রান্ত আকিদা সমূহের সূত্রপাত হতে থাকে। চতুর্থ খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর শাহাদাতের পর তা আরো ভয়াবহ রুপ ধারণ করে। কুফা আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর খিলাফাত এর দফতর হওয়ার কারণে শিয়া তথা রাফেজি

ও খারেজি এবং কাদারিয়া ফিরকার উদ্ভব হয়। ইমাম হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ্ এর সময় মুতাজিলা ফিরকার উৎপত্তি। সে থেকেই বসরা ছিল মুতাজিলাদের প্রধান কার্যালয়। হিজরি প্রথম শতকের শেষে এ সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা প্রকট আকার ধারণ করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর দ্বিনকে সমুন্নত রাখতে সর্বযুগেই ওয়ারিসুল আম্বিয়া গুণ সম্পন্ন আলেমগণকে পাঠিয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা জারি রেখেছেন। ইহা উম্মাতে মুহাম্মাদির বৈশিষ্ট্য।

অনেকে বলেন, হাদিস শরিফে আছে- علماء أمتي كالنبي بني إسرائل "আমার উম্মাতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবিগণের মত"। অনেকে ইহাকে হাদিস মানতে নারাজ। উক্ত কথাটির বাস্তবতা কী কুরআন-সুন্নাহ্র মৌলিকত্বের বিরোধী বা সাংঘর্ষিক ? যে উদ্দেশ্য উক্ত কথাটির মধ্যে নিহীত তা বিশ্লেষণযোগ্য। উক্ত কথাটির একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে।

১। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবি-রাসুলের আগমন ঘটবে না, কিন্তু শেষ নবুওওত এর শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। এ নবুওওতি শিক্ষাকে উম্মাতের আলেমগণ মানুষের নিকট পৌঁছে দিবেন।

২। ওয়াহি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বিধর্মীদের ইসলাম গ্রহণ বন্ধ হয়নি। প্রতি যুগেই আলেমগণের দাওয়া ও আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিনিয়ত ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হচ্ছে। ইহা নবিগণের কাজ, এ উম্মাতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবিগণের মতই দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছেন।

৩। বনিইসরাইলের একই যুগে ও সময়ে গোত্র ও এলাকা ভিত্তিক নবিগণের আগমন ঘটেছে, তাঁরা মানুষকে দ্বিনের দাওয়াত দিয়েছেন। যেহেতু সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর আর কোন নবি আসবেন না তাই এ উম্মাতের আলেমগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা হিদায়াতের পথকে সুগম রেখেছেন। শুধু মুসলমানগণ হিদায়াতের আলো পাচ্ছেন তা নয়, বিধর্মীরাও ইসলামে দাখিল হচ্ছে। এ সমস্ত উপকরণ বিশ্লেষণ করলে উক্ত কথাটি হাদিস হিসেবেই প্রতিয়মান হয়। তাছাড়া নিম্নোক্ত হাদিসটিতেও উক্ত কথাটিকে হাদিস হিসেবে শনাক্ত করে। ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদের "কিতাবুল মালাহিমে" باب ما يذكر في قرن المئة

অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا .

"নিশ্চয়ই আল্লাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা প্রতি শতকের শেষে এ উম্মাতের জন্য এমন লোককে পাঠাবেন যারা দ্বিনকে সংস্কার করবে"। অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসা নবিগণের কাজ। এ ধরণের হিদায়াতের কাজ সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাতের বিশেষ আলেমগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়ে আসছে তা প্রমাণিত। এ হিসেবে উক্ত উক্তিটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে এসেছে বলে প্রতিয়মান হয়।

এ বিশেষ ধারায় মর্যাদায় সমাসিন আলেমগণের ইলম শিক্ষার ধারাও বিশেষভাবে অর্জিত বা প্রদেয়। শুধু বই পড়ে ইলম হাসিল করার নাম ইলম নয়। এ ধরনের ইলম দীনের কল্যাণকল্পে যথার্থ ভূমিকা রাখে না। বরং অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কেননা ইহা নকলনবিশদের কাজ। এ ধরনের ইলম বস্তুবাদি দর্শন শাস্ত্রের (فلسفة) উন্মেষ ঘটায়, যাতে রুহ নেই। এজন্য বলা হয় لَا عِلْمَ وَلَا فَلْسَفَةَ إِلَّا بِالْفَهْمِ "যে ইলম ও দর্শন সহিহ ও সঠিক সমঝহীন, তার কোন মূল্য নেই"। এ "ফহম" বা সঠিক বুঝ আবার আকল দ্বারা ব্যষ্টিত। আকলই فهم কে শাণিত করে, ক্ষুরধার করে। ইলম, ফহম ও কুরআন-সন্নাহ ভিত্তিক আকল এ তিনটির সমাবেশ কোন জ্ঞানীর জন্য অত্যন্ত জরুরী। কারো ইলম আছে, কিন্তু তার মধ্যে ফহম ও আকল নেই, তা ফলহীন বৃক্ষের মত। আবার ইলম ও ফহম আছে, কিন্তু আকল নেই, তা এমন ফলদার বৃক্ষের মত যা সুস্বাদু নয়। আর যে আলেমের ইলম ফহম ও আকল দ্বারা সৌন্দর্য্যমন্ডিত তা এমন ফলদার বৃক্ষের মত যাতে অধিক ফল ধরে এবং অত্যান্ত সুস্বাদু। এর অর্থ হল এ ধরনের ইলম সম্পন্ন আলেম দ্বারা জাতি প্রভুত ফায়েদা হাসিল করতে পারে, সঠিক পথের সন্ধান পায়। বিভ্রান্তির ছায়া যতই প্রলম্বিত হোক না কেন, তাদের ইলম এর নূর বিভ্রান্তিকে দূর করে দেয়।

উক্ত ইলম আবার দু'প্রকারের হয়। ১। অর্জিত যা আয়ত্ব করার জন্য চর্চা ও অধ্যাবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত। ২। আল্লাহ তায়া'লা প্রদত্ত। এ দ্বিতীয় প্রকারের

ইলম আবার দু'ভাগে বিভক্ত। ক) বান্দা ইলম অর্জন করবে, এ অর্জনের সাথে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ইলমের সঠিক ভাবনা বান্দার অন্তরে ঢেলে দিবেন। হাক্কানী ও আলেমে রাব্বানীগণ এ ধরনের ইলম পেয়ে থাকেন। ইহাও ইলমুল লাদুন্নির অংশ। খ) পড়ালেখা ব্যতীত আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে প্রাপ্ত বিশেষ ইলম, ইহা পরিপূর্ণ ইলমুল লাদুন্নি। যে অন্তরে ইলম হাসিলের সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার তরফ হতে ইলহাম বর্ষিত না হবে, তাতে হিদায়াতের নুর পাওয়া দুষ্কর।

এতক্ষন ইলম এর যে বর্ণনা উল্লেখ করা হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-র ইলম তার পুরোপুরি মুআফিক। তার ইলমি কার্যক্রম এর ব্যপকতা প্রমাণ করে যে, তাঁর ইলম অর্জনের সাথে আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ অনুগ্রহের ইলম "ইলমুল লাদুন্নি" বর্ষিত হয়েছিল। ইহা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে ইমাম আযম এর জন্ম ৮০ হিজরি। জন্মের পর হতে তাঁর ইলম অর্জনের ধারাবাহিকতা বিরাজমান ছিল। এ ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। কোন কোন লিখক তা অতীতে হোক আর বর্তমানে, ইমাম আযম এর ইলম হাসিলের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মত প্রকাশ করেছেন। তাদের এ মত প্রকাশের অনুকূলে কোন দলিল নেই বা কোন দলিল দেখাতে সক্ষম হননি, বরং শুধুই খেয়াল এর উপর নির্ভর করে এ মত প্রকাশ করেছেন। তাদের এ মত প্রকাশ আংশিক চিন্তায় ব্যপৃত হয়ে এবং গবেষনার পূর্ণতায় না পৌঁছেই করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ্‌র একটি উক্তি যা তিনি ইমাম আবু হানিফাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। কিন্তু এ উক্তিটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ। ইহা কতটুকু গ্রহণীয় ও বর্জণীয় বা আদৌ গ্রহণযোগ্য কী না তা আলোচনা-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণের বিষয়। কিছু আলেম আছেন, যারা কোন বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন দলিল বা উক্তি থাকলে তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন না। এটা অতীতে ছিল বর্তমানেও হচ্ছে। কল্যাণকর ইলম তো ঐটাই যা উম্মাহ্-র মধ্যে বিভাজনের দূরত্ব কমিয়ে দেয় এবং ঐকমত্যের পরিবেশ সৃষ্টি

করে। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ না করতে পারার কারণে অনেকে ইমাম আযম এর ইলম অর্জনের ব্যাপারে সঠিক তথ্যে পৌঁছতে পারেননি। তাদের ধারণা ইমাম শাবির সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র সাথে ইলম এর তেমন সম্পর্ক ছিল না। তাদের মতের সমর্থনে নিম্নে দলিলটি উল্লেখ করে থাকেন, দিয়ে থাকেন। ইমাম আহমাদ মক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া বিন মুসা বর্ণনা করেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবু বুকাইরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, : كان ابو يقول مررت يوما على الشعبي و هو جالس فدعاني و قال لي إلى من تختلف فقلت اختلف إلى السوق و سميت له استذي فقال لم أعن الإختلاف الى السوق عنيت الإختلاف إلى العلماء ، فقلت له انا قليل الإختلاف إليهم فقال لي لا تغفل و عليك بالنظرفي العلم و مجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة و حركة قال فوقع في قلبي من قوله فتركت الإختلاف ألى السوق و أخذت في العلم فنفعني الله تعالى بقوله .

"ইমাম আবু হানিফার সনদে ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল হারেসি বর্ণনা করেন- ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি একদিন ইমাম শাবির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি বসা ছিলেন। আমাকে দেখে ডাকলেন এবং বললেন, কার নিকট যাওয়া-আসা কর, বললাম বাজারে, বললেন আমার উদ্দেশ্য তা নয়, বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি আলেমগণের মজলিসে উঠা বসা কর কী না। আমি বললাম, আমি আলেমদের নিকট যাওয়া আশা করি তবে কম। তিনি বললেন এরূপ করবে না কেননা আমি তোমার মধ্যে ইলম ও শরঈ ফিকহ বুঝার আলোকচ্ছটা দেখতে পাচ্ছি, যার মাধ্যমে জগতকে জাগিয়ে তুলতে এবং ইলমের বিকাশ ঘটাতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বললেন, এরপর আমার অন্তরে তার কথার প্রতিক্রিয়া অনুভব করলাম। তখন থেকে বাজারে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিলাম এবং ইলম অন্বেষণ শুরু করে দিলাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর দ্বারা আমাকে উপকৃত করলেন"।

উল্লিখিত উক্তি হতে কোন কোন আলেম বলেছেন, ইমাম শাবির উপদেশের পর ইমাম আবু হানিফা ইলম হাসিল শুরু করেছেন। এ প্রসঙ্গে

আল্লামা সাঈদ হাওয়ি " মাদখাল ইলা মাযহাবি ইমাম আবু হানিফা আন নুমান" কিতাবের ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, نشأ أبو حنيفة في الكوفة في أسرة مسلمة من أهل السساروييدو أن والده كان تاجرا يبيع الخذ ، وورث هو هذه المهنة عن والده ، فكان في مبدأ حياته يتردد إلى السوق و يشتغل بالبيع والشراء حتى هيأ الله له الإمام الشعبي ، وأمره بالنظرفي العلم و مجالسة العلماء ، فترك أبو حنيفة السوق واتجه إلى العلم .

"ইমাম আবু হানিফা কুফার এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা তো স্মর্তব্য যে, তাঁর পিতা একজন রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন। তার এই পারিবারিক ব্যবসা পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শুরুতে দোকানেই যাতায়াত বেশি ছিল। ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ্র কথাই তাঁকে ইলম অর্জনে নিবিষ্ট করেছে। ইমাম শাবি তাকে ইলম অর্জন ও আলেমগণের মজলিসে বসার উপদেশ দেন। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা বাজারে যাতায়াত ছেড়ে দেন এবং ইলমের দিকে মনোনিবেশ করেন"।

ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়। আল্লামা সাঈদ হাওয়ি সহ যারাই ইমাম আযম এর ইলম অর্জনের বিষয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন, তারা সামগ্রীক চিন্তাভাবনা করে বা পরিপূর্ণ গবেষণা করে বলেননি। তাছাড়া ইমাম আযম এর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করলে ইমাম শাবির উক্ত উক্তিটি অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। কেননা ইমাম আযমের ইলমি ধারাবাহিকতার সাথে তা সাংঘর্ষিক। তাই ইমাম আযমের ইলম অর্জনের ব্যাপারে আল্লামা সাঈদ হাওয়ি যা বলেছেন তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা আদৌ গ্রহণযোগ্য কী না তাই এখন পর্যালোচনার বিষয়।

আমি বলব : ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ইলম অর্জন শিশুবেলা হতে ধারাবাহিকভাবেই হয়েছিল। তাঁর ইলমি কার্যক্রম এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই এর সত্যতার প্রমাণ মিলবে।

ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে পাঁচটি সাংঘর্ষিক দিক পরিলক্ষিত হয়।

১। ইমাম আবু হানিফা বললেন, مررت يوما على الشعبي فدعاني

"আমি একদিন ইমাম শাবির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে দেখে ডাকলেন" ইমাম আযম এর বয়স তখন কত ছিল তা এখানে অনুল্লেখ।

২। ইমাম শাবি বললেন, عليك بالنظر في العلم و مجالسة العلماء
"তোমার উচিত ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করা---। ইমাম আযম এর সামগ্রীক ইলমি কার্যক্রমের দিকে তাকালে ইহা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি ছোট বেলা হতেই ইলম অধ্যয়ন এবং তা শিক্ষা দেওয়ার কাজে মশগুল ছিলেন। তাহলে ইমাম শাবির এ কথার অর্থ কী।

৩। ইমাম শাবি যদি ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র ছোট বেলাতেই (অর্থাৎ ১০-১২ বছর বছর বয়সে) দোকানে যেওনা এবং ইলম হাসিলে নিবিষ্ট হও বলে থাকেন ইহা গ্রহণযোগ্য নহে, কেননা একজন বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তাঁর একমাত্র ছেলেকে এ বয়সে ব্যবসায়ে জড়িত করাবেন না। আর যদি ১৫-১৮ বছর বয়সে হয় তাহলেও ইমাম শাবির বর্ণনাটি নঠিক নয়, কেননা এ বয়সে ব্যবসার জন্য দোকানে গিয়েছেন তার কোন প্রমাণ নেই, বরং এ বয়সে তিনি বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদার আলেমদের সাথে আলোচনা ও মুনাজারা (বির্তক) করে তাদেরকে পরাস্ত করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের সঠিক আকিদা মানতে বাধ্য করেছেন এটাই প্রমাণিত। যদি ১৮-২১ বয়সের হিসাব করি তাহলে সমীকরণ আরো কঠিন হবে, কেননা এ বয়সে ইমাম আযম স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ফিকহ শিক্ষায় ব্রত হয়েছেন, এ বয়সে ইমাম আযম এর ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ইমাম শাবির কোন ভূমিকা প্রমাণিত নহে।

৪। ইহা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম আযম যখন হতে ব্যবসা পরিচালনা করার বয়স হয়েছে মৃত্যু অবধি চালিয়ে গিয়েছেন। না ব্যবসা তাঁর ইলম চর্চা ও প্রচারে বাধা দিয়েছে, না ইলম তার ব্যবসা পরিচালনায় অন্তরায় হয়েছে। তাই فتركت الإختلاف ألى السوق "তখন থেকে বাজারে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিলাম"। ইহা ঐতিহাসিকভাবে সত্যের লঙ্ঘন।

৫। ইমাম আযম যদি কোন অস্বচ্ছল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতেন, পরিবারে ছোটবেলা হতেই তার উপর উর্পাজনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হতো, তাহলে ছোট বেলাতেই তাঁর দোকানে যাওয়া আসার প্রয়োজন বুঝা যেত। তাছাড়া ইমাম আবু

হানিফার জীবনের মোড় ঘুরানোর ব্যাপারে পিতার ভূমিকা ছিল, ইমাম শাবি তো ইমামের পিতা হযরত সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্‌কে বলতে পারতেন, এখানে ইমাম আযমকেই সর্বেসর্বা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা একটি বনেদি পরিবারের ঐতিহ্যের খিলাফ। আর যদি তার পিতার মৃত্যুর পর গণ্য করা হয় তাহলে হবে ইমাম শাবির বর্ণনাটি অহেতুক, কেননা ইমাম আযম তখন কুফার আলেমগণের আকাঙ্খার লক্ষ্যে পরিণত। ইমাম আযম ১৬ বছর বয়সে ৯৬ হিজরিতে তাঁর পিতার সাথে প্রথম হজ্জ পালন করেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ মক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, বিশর বিন ওলিদ বলেন, انبا أبو يوسف القاضي، বলেন, سمعت ابا حنيفة يقول حججت مع أبى سنة ست و تسعين و لى ست عشرة سنة فإذا انا بشيخ قد إجتمع عليه الناس فقلت لابى من هذا الشيخ ؟ قال هذا رجل قد صحب النبى صلى الله عليه و سلم يقال له عبد الله بن جزء الزبيدى فقلت لابى أي شيئ عنده قال احاديث سمعها من النبى صلى الله عليه و سلم. قلت قدمنى إليه حتى أسمع منه فتقدّم بين يدي فجعل يفرج عن الناس حتى دونت منه فسمعت منه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تفقه فى دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب.

"আমি আবু হানিফা হতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হজ্জ করেছি, তখন আমার বয়স ১৬ বছর। তখন দেখতে পেলাম একজন শায়খ এর চতুষ্পার্শে লোকেরা সমবেত, আমি আমার পিতাকে বললাম, কে এই শায়খ ? তিনি বললেন, ইনি আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি। তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্‌ বিন জুয্‌ আল যুবাইদি। অতঃপর পিতাকে বললাম তার কাছে কী আছে ? যে কারণে মানুষজন ভির করে আছে। তিনি বললেন, হাদিস সমূহ যা তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছেন। তখণ বললাম আমাকে তার নিকট পৌঁছে দিন যাতে আমিও হাদিস শুনতে পারি। তারপর লোকদের ভির ফাঁক করে আমাকে পৌঁছে দিলেন আর আমি সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন জুয্‌ আল যুবাইদির নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর তার থেকে শুনতে পেলাম,"যে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীন সম্পর্কে ফিক্বহ্‌ হাসিল

করে আল্লাহ তায়া'লা তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এমন ভাবে দূর করে দেবেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে ভাবতেও পারে না"।

উক্ত বর্ণনা হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম এর ১৬ বছর বয়সেও তার পিতা জীবিত ছিলেন।

এ বয়সেই তিনি ইলমুল কালাম এর বিখ্যাত ইমাম ও তার্কিক হিসেবে তৎকালিন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। দোকানে যাওয়া কিশোর কী করে বছর-বছর বসরায় গিয়ে ভ্রান্ত আকিদার লোকদের পরাস্ত করলেন ?

আল্লামা শিবলি নুমানি ইমাম আযম এর বসরা যাওয়ার একঠি উদ্ভট কারণ পেশ করেছেন, তার এ উক্তিটি মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। তিনি তার সিরাতুন নুমান কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, تجارت کی غرض سے اکثر بصره جان ہوتا تھا . "ইমাম আবু হানিফা ব্যবসা উপলক্ষে বসরা গিয়েছেন"।

ইমাম আযম সর্ম্পকে করা আল্লামা শিবলি নুমানির একথাটি সঠিক নয়, তাছাড়া উদ্ভটও বটে। কেননা একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসা রেখে এক বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল অন্যত্র অবস্থান করবেন তা আকল গ্রহণ করে না। ইমাম আযম ২০ বছর বয়স বা ততোধিক পর্যন্ত তার পিতা জীবিত ছিলেন। এমতাবস্থায় ইমাম আযমকে ব্যবসায়ী বানানোর প্রবণতা কী করে আসে তা আমার বোদগোম্য হচ্ছে না। যারা বলে ইমাম আযম হাদিস জানেন না, আরবী ব্যকরণে দূর্বল, এটা তাদের পরিকল্পিত সাজানো নয়তো! ? যা ইমাম শাবির নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা বলে ইমাম আবু হানিফা মাত্র ১৭টি হাদিস জানেন, তাদের জন্য ইহা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইমাম শাবির উক্তিটি কারো দ্বারা বানানো বলেই মনে হয়। কেননা ইমাম আযম হতে বর্ণিত একাধিক বর্ণনা ইমাম শাবির বর্ণনাটির খিলাফ। যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাদিস বানিয়ে আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে চালিয়ে দিতে পারে একই আত্মা থাকলে ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে যায় এমন কিছু বানানো তাদের জন্য মোটেই আশ্চর্যের নয়। এ লোকগুলো এখনও তাদের স্বার্থসিদ্ধির

জন্য কিতাবের ইবারাত বিকৃতি করে দলিল দিচ্ছে। তাদের অন্তর অন্ধ হওয়ার কারণে মনে করে অন্যদের চোখও অন্ধ হয়ে গেছে। তা না হলে তিরমিযি শরীফ থেকে ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত রেওয়ায়েত বিলোপ করবে কেন ? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তার জওয়াব তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হিজরি ৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ১৫০ সনে ইন্তেকাল করেছেন, তার দাদার ছিল রেশম বস্ত্রের ব্যবসা। পিতা হযরত সাবিত পৈত্রিক সুত্রে তা লাভ করেছেন। তৎকালীন সময়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল কুফার অন্যতম বড় দোকান। এমন একটি ধার্মিক ও ধনি পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী নুমান বিন বিন সাবিত বিন যুত্বা ছোটবেলা হতে ইলম শিক্ষার পরিবর্তে পিতা তাকে ব্যবসা করতে দোকানে নিয়ে যাবেন বা পাঠাবেন তা কি আকল গ্রহণ করে ? একটি ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী ছেলেকে আল কুরআনুল কারিম হিফয করানোর পর অন্যান্য ইলম শিক্ষা দিয়ে বড় আলেম বানানোর পরিবর্তে ব্যবসায় পাঠাবেন তা কি আকল গ্রহণ করে ? তারপর ইলম শিক্ষা না করেই হঠাৎ বিশ্বখ্যাত তার্কিক হয়ে ইয়াহুদি-খ্রীষ্টান সহ মুতাজিলা, শিয়া প্রভৃতি আকিদার বিখ্যাত আলেমদেরকে ধরাশায়ি করতে পারলেন, এটা কি কাল্পনিক লাগছে না ?

উপরোক্ত অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর না বোধক হওয়ায় বুঝা গেল ইমাম আযম তার ছোট বেলা হতেই ইলম অর্জনের ধারাবাহিক পর্যায়গুলো পরিপূর্ণ ভাবেই হাসিল করেছেন। ইমাম আযম এর নিজ উক্তিতেই বিষয়টির ধোঁয়াশা দূর হবে, ফলে পাঠক সঠিক মর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন।

ইমাম মুআফিক বিন আহমাদ মক্কি তার মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, হুশাইম বিন আদি আততাই বলেন,

قلت لأبي حنيفة : العلوم كثيرة ذات فنون فكيف وقع اختيارك على هذا الفن الذي انت فيه وكيف وقفت له وليس علم اشرف منه قال اخبرك اما التوفيق فكان من الله و له الحمد كما هو اهله ومستحقه اني لما اردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عيني فقرأت فنا فنا منها و تفكرت عاقبته وموقع نفعه فقلت آخذ في الكلام ثم نظرت فاذا عاقبته عاقبة سوء و نفعه

قليل و اذا اكمل الإنسان فيه واحتيج اليه لا يقدران يتكلم جهارا او رمي بكل سوء و يقال صاحب هوى . ثم تتبعت امر الادب و النحو فإذا عاقبة أمره أن اجلس مع صبي اعلمه النحو والأدب . ثم تتبعت أمر الشعر فوجدت عاقبة أمره المدح و الهجاء و قول الهجر والكذب و تمزيق الدين . ثم تفكرت في امر القرأت فقلت أذا بلغت الغاية منه اجتمع ألى احداث يقرؤن علي والكلام في القرآن و معانيه صعب فقلت اطلب الحديث فقلت أذا اجمعت منه الكثير احتاج ألى عمر طويل حتى يحتاج الناس إلي و أذا احتيج إلي لا يجتمع الا الاحداث و لعلهم يرمونني بالكذب او سوء الحفظ فلزمني ذلك ألى يوم الدين ثم قبلت الفقه فكلما قلبته و ادرته لم يزدد إلا جلالة و لم اجد فيه عيبا و رأيت اولا ان الجلوس يكون مع العلماء و الفقهاء و المشائخ و البصراء والتخلق باخلاقهم و رأيت انه لا يستقيم اداء الفرائض واقامة الدين و التعبد الا بمعرفته و طلب الدنيا و الآخرة الا به واشتغلت به .

"আমি ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইলম তো অনেক প্রকারের ও বিষয়ের, সব বাদ দিয়ে ফিকহ শাস্ত্রকে আপনার জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিলেন কেন ? আর কী ভাবেই বা বুঝলেন, ফিকহ শাস্ত্রই সবচেয়ে উত্তম ইলম। ইমাম বললেন তোমাকে বলছি, কীভাবে বুঝলাম ইহা যদি জিজ্ঞেস কর বলব ইহা আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে (ইলহামের মাধ্যমে), আর সকল প্রশংসা তাঁরই, কেননা এ সকল প্রশংসার একমাত্র হকদার তিনিই। আমি যখন ইলম শিক্ষার ইচ্ছা করলাম, তখন সমস্ত বিষয়ের ইলমকেই আমার চোখের সামনে রাখলাম এবং প্রত্যেক বিষয় পড়ে তার হাকিকাত পর্যন্ত পৌঁছলাম, এরপর প্রত্যেক বিষয়ে ইলম এর শেষ পরিণতি নিয়ে ভাবতে লাগলাম কোনটার মধ্যে কল্যাণ নিহিত। প্রথমে ইলমুল কালাম গ্রহণ করলাম, এরপর তার হাকিকাত ও পরিণতির দিকে মনোনিবেশ করলাম দেখলাম এর পরিণতি সুফল নয়। আর যদি উপকারের কথা বলি তাহলে বলব এর মধ্যে উপকার কম। এ বিষয়ে কেহ যদি পরিপূর্ণতায় পৌঁছে এবং এর মুখাপেক্ষি হয় তথাপি ইহার খারাপি হতে বাঁচতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুবতাদি (বিদআতি) হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অতঃপর সাহিত্য ও আরবি ব্যকরণ শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং

এর পরিণতি হিসেবে পেলাম শিশু-কিশোরদের নিয়ে বসতে হবে এবং সাহিত্য ও নাহু শিক্ষা দিতে হবে। এরপর আরবি কবিতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম তখন উহার শেষ ফলের দিকে তাকালাম, দেখলাম এর মধ্যে যেমন প্রশংসা আছে তদ্রুপ বিদ্রুপও আছে, আর এর মধ্যে রয়েছে অশ্লিলতা ও মিথ্যা এবং এর মধ্যে রয়েছে ধর্মে আঘাতের আশঙ্কা। তারপর ইলমুল ক্বিরাঅত নিয়ে ভাবলাম, চিন্তা করলাম আমি যদি এ বিষয়ের শেষ সীমা পর্যন্তও পৌঁছি তথাপি নতুন নতুন সমস্যার সম্মুক্ষিণ হতে হবে। লোকেরা আমার নিকট ক্বিরাআত পড়বে, এর অর্থ জিজ্ঞেস করবে অথচ এর হৃদয়ঙ্গম কঠিন, তাই ইহাও গ্রহণ করলাম না ছেড়ে দিলাম। অতঃপর বললাম হাদিস গ্রহণ করব এবং এ বিষয়ে ব্রত হব। ভেবে দেখলাম আমি যদি অনেক হাদিস সংগ্রহ করতে চাই, এর জন্য দীর্ঘ বয়সের প্রয়োজন, এমন কী লোকেরা আমার মুখাপেক্ষি হবে, আর মুখাপেক্ষি হলে সমস্যা বাড়বে, সম্ভবত আমাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত অথবা বলবে তাঁর স্মরণ শক্তি কম, আর এ অহেতুক অভিযোগ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। শেষ পর্যন্ত ফিকহের দিকে মনোনিবেশ করলাম, যখনই ইহার দিকে নিবিষ্ট হই তখন নতুন নতুন বিষয়ের কারণে ইহার মহিমাও বাড়তে থাকে। আর ইহা চর্চার কারণে বা মাসআলা বের করার কারণে পরবর্তীতে বিরুপ পরিস্থিতির সম্মুক্ষিণ হতে হবে । এরপর প্রথমত দেখতে পেলাম যদি ফিকহ শাস্ত্রের সাথে লেগে থাকি, তাহলে বিজ্ঞ আলেম ও ফকিহগণের সাথে উঠ-বস হবে। তাছাড়া তাদের চরিত্রে চরিত্রবানও হওয়া যাবে। এর মধ্যে আরো যা দেখতে পেলাম ফিকহ বিষয়ে পরিপূর্ণ জানা ব্যতীত দ্বিন প্রতিষ্ঠা ও ইবাদাত কখনই সম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখিরাতের অন্বেষনও ইহা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমি এ বিষয়েই মশগুল হয়ে পরলাম"।

ইমাম হাইশাম বিন আদি আত তাই রাহিমাহুল্লাহ্‌র প্রশ্ন এবং ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র জওয়াব থেকেই তাঁর মননশীল চিন্তার বিকাশ ঘটেসে। যিনি ইলম শিক্ষার শুরুতেই এ ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা করতে পারলেন, তাঁর আকলের স্তর কত উঁচু মাত্রায় ছিল তা বুঝার জন্য বেশি বুদ্ধি খরচ করার প্রয়োজন আছে কী ?

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র এ মননশীল চিন্তার বিকাশ ঘটেসে প্রতিটি বিষয়ে ইলম হাসিলের পরে। তাঁর এ বুদ্ধিদীপ্ত জওয়াব হতে তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে-

প্রথমত এ সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে নিতে পারলেন ?
দ্বিতীয়ত তিনি যখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তার বয়স হয়েছিল কত ?
তৃতীয়ত ইমাম শাবি যখন ইলম হাসিলের পরামর্শ দেন তখন বয়স ছিল কত ?
উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর ইমাম আযম এর উপরোক্ত বর্ণনা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে।

**প্রথমত এ সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে নিতে পারলেন ?**

ইমাম আযমকে যখন প্রশ্ন করা হলো فكيف وقع اختيارك على هذا الفن الذي انت فيه وكيف وقفت له وليس علم اشرف منه . "হে ইমাম আবু হানিফা, আপনি যে বিষয়ের (ফিকহ) উপর আছেন তা আপনি কীভাবে বেছে নিলেন, আর কীভাবেই বুঝলেন ইহাই হচ্ছে উত্তম ইলম ?" এর জওয়াবে ইমাম আযম বললেন اما التوفيق فكان من الله و له الحمد كما هو اهله ومستحقه . "ইহা জানার তওফিক হয়েছে আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে, এটা তাঁরই দয়া আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনিই ইহার মালিক"। ইমাম আযম এর এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে ।১। আমি ইহা আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে ইলহামের মাধ্যমে পেয়েছি। ২। আমি ইহা আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছি।

আল্লাহ্ তায়া'লা-ই আমাকে ইহা বুঝার তাওফিক দিয়েছেন, সকল প্রশংসা তো তাঁরই, তিনিই তো ইলমের মালিক। ইমাম আযম এর এ উক্তিটি আল কুরআনুল কারিমের এ আয়াতেরই অর্থ প্রকাশ করছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বলেন, ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ."ইহা হচ্ছে আল্লাহ্-র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল"।

সুতরাং فكان من الله " আল্লাহ্ তায়া'লার তরফ হতে" দ্বারা বুঝা গেল সমস্ত উলুমের মধ্যে ফিকহ্ কে বেছে নেওয়া তাঁর উপর ইলহাম বা স্বপ্ন

ছিল। ইহা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম শাবির কথায় তিনি হাদিস ও ফিকহ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেননি। ইহাকে আরো খোলাছা করে দিচ্ছে ইমাম আযম এর এ উক্তিটি لما اردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عيني "আমি যখন ইলম শিক্ষার ইচ্ছা করলাম, তখন সমস্ত বিষয়ের ইলমকেই আমার চোখের সামনে রাখলাম" । এ কথাটির দ্বারা কী প্রকাশ পাচ্ছে যে ইমাম আবু হানিফা দেরি করে ইলম শিক্ষা করেছেন বা ইমাম শাবির কথার পর কুরআন-হাদিসের দিকে ঝুঁকেছেন ? এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর ইমাম আযম তাঁর পরের কথাতেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন, فقرأت فنا فنا منها و تفكرت عاقبته "এরপর প্রত্যেক বিষয় আলাদা আলাদা করে পড়ে ইলম হাসিল করলাম এবং তার হাকিকাত পর্যন্ত পৌঁছলাম, আর ইহার শেষফল নিয়ে ভাবতে লাগলাম"।

ইমাম আযম এর উপরোক্ত উক্তিগুলো কী আল্লামা সাঈদ হাওয়ি বা তার সহমত প্রকাশকারী অন্যদের কথাকে সমর্থন করে ? হে আকলমান্দ পাঠকগণ, চিন্তা করে দেখুন আকলকে প্রশ্ন করুন, দেখুন আকল কী বলে ?

**দ্বিতীয়ত তিনি যখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তার বয়স হয়েছিল কত ?**

ইমাম হুশাইম বিন আদি আততাই বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইলম তো অনেক প্রকারের ও বিষয়ের সব বাদ দিয়ে ফিকহ শাস্ত্রকে আপনার জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিলেন কেন ? আর কীভাবেই বা বুঝলেন, ফিকহ শাস্ত্রই সবচেয়ে উত্তম ইলম। এর উত্তরে ইমাম আযম যা বলেছেন তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ উত্তরটি তিনি কখন দিয়েছেন এর উপর নির্ভর করে ইমাম শাবির উক্তিটি নির্ভরশীল কী না। ইহা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ১০১ হিজরিতে ২১ বছর বয়সে ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ্‌র নিকট ফিকহ শিক্ষা করার জন্য উপস্থিত হন। এরপর ১২০ হিজরিতে ইমাম হাম্মাদের ইন্তেকাল অবধি পরিপূর্ণভাবে লেগে থেকে ফিকহি বিষয়ে পরিপূর্ণ ইলম হাসিল করলেন। ইমাম হাম্মাদের ইন্তেকালের পর হতে ১৩০ হিজরি পর্যন্ত তার স্থলাভিসিক্ত হয়ে সেখানে ফিকহি দরস কায়েম রাখেন। এরপর ইবনু হুবাইরার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ১৩০ হিজরিতে মক্কা আল মুকাররামা চলে যান, সেখানে ১৩৬ হিজরি পর্যন্ত অবস্থান করে

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ছাত্রগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। এবং মদিনার ও আহলে বাইত গণের হাদিসের ভান্ডার ইমাম জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ্ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। ইমাম জাফর সাদিক ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার হাদিস জানতেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইমাম আযম এসময় মক্কা বাসীদেরকে ফিকহ শিক্ষা দেন। এরপর ১৩৬ হিজরিতে আব্বাসিয় শাসনামলে কুফা চলে যান, এবং পূর্ববত তার কুফি ছাত্রদেরকে ফিকহি দরস দেন।

১০১ হিজরি হতে ১৫০ হিজরি পর্যন্ত এ সময়টা ছিল ইমামের ফিকহ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার সময়কাল। তাহলে তিনি বলেছেন فقرأت فنا فنا منها و تفكرت عاقبته "এরপর প্রত্যেক বিষয় আলাদা আলাদা করে পড়ে ইলম হাসিল করলাম এবং তার হাকিকাত পর্যন্ত পৌঁছলাম, আর ইহার শেষফল নিয়ে ভাবতে লাগলাম"। ইহা কখন করলেন ? উত্তর হলো এর সবই তিনি করেছেন ২১ বছর বয়সের পূর্বে।

এ সমস্ত প্রতিটি বিষয় ইমাম আযম তাঁর ২০ বছর বয়সের পূর্বেই শেষ করেছেন। কেননা ইহা প্রমাণিত যে, তিনি ২১ বছর রয়সে ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ্-র ফিকহি মজলিসে যোগ দেন। সুতরাং প্রতিটি বিষয় পড়া এবং তার ভাল-মন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন। কোন আলেমের ইলম শিক্ষার শুরু কত বছর বয়স হতে হবে ৫ এর নিচে নিশ্চয়ই নয়। তিনি প্রথমে আল কুরআনুল কারিম হিফজ করলেন, ইহা যদি ৭ বছর ধরে নেই, তারপর বাকি থাকে ২০-৭= ১৩ বছর। ইহা তো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম আযম তৎকালিন সময়ের সবচেয়ে বড় তার্কিক ছিলেন। ইসলামের সঠিক আকিদা সমুন্নত রাখার জন্য এবং ইয়াহুদি-খ্রীষ্টানদের বিপক্ষে তাওহিদ ও রিসালাতের হুকুম সাবিত করার জন্য ২০ বারেরও বেশি বসরায় গিয়েছেন। এর মধ্যে কখনও এক বছর সেখানে থাকতে হয়েছে। আবার কখনও এর চেয়ে কম বা বেশি। ইলম ব্যতীত শুধু কথার ফুলঝুরি দিয়ে কী মুতাজিলা, শিয়া, খারেজি, রাফেজি ও জাহমিয়াদের ভ্রান্ত আকিদার মুলোৎপাটন করতে পেরেছিলেন ? তার কথা فقرأت فنا فنا منها و

تفكرت عاقبته "এরপর প্রত্যেক বিষয় আলাদা আলাদা করে পড়ে ইলম হাসিল করলাম এবং তার হাকিকাত পর্যন্ত পৌঁছলাম, আর ইহার শেষফল নিয়ে ভাবতে লাগলাম"। এর জন্য কতটুকু সময়ের প্রয়োজন। ৭ থেকে ২০ এ ১৩ বছর এর মধ্যে ১৫ পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য ইলম হাসিল ধরি এবং ১৫ পরবর্তী ইলমুল কালাম অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান ধরি তাহলে তিনি বাজারে যাওয়া-আসা করে ব্যবসা করার সময় পেলেন কখন ? এ বিষয় গুলো ভাবলে, চিন্তা করলে হাকিকাত বুঝতে সহায়ক হবে। ইহা তো প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ্‌র নিকট ফিকহ শিক্ষা করতে যাওয়ার পূর্বে কুফায় তার নিজস্ব শিক্ষায়তন ছিল, এখানে তার ছাত্রদেরকে ইলমুল কালাম শিক্ষা দিতেন।

ইমাম শাবির সাথে ইমাম আযম এর কথোপকথোনের এবং ইমাম আযমকে তার ইলমি উপদেশ ছিল কী ছিল না, ইহা সঠিক না বেঠিক ইহা আমার চিন্তার কোন বিষয় নয়, আমি যে বিষয়টি প্রমাণ করতে চাচ্ছি, তাহলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর ইলম চর্চা ছোট বেলা হতেই ধারাবাহিক পর্যায়ে হয়েছে, কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। আল্লামা সাঈদ হাওয়ি, ইমাম আবু যোহরা সহ পূর্ব-পরের যারাই বিষয়টিতে উল্লেখ করেছেন এবং "ইমাম শাবির কথায় শিক্ষায় ব্রত হয়েছেন" বলে থাকেন তা ঐতিহাসিক, ইলমি ও আকলি ত্রিধারায়-ই পরিত্যাজ্য। ইমাম আযম এর ইলমি ধারা যে অক্ষুন্ন ছিল তার সমর্থনে আরো দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

ইমাম মুআফিক বিন আহম্‌দ মক্কি তার মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا علي بن موسى سمعت يعقوب بن شيبة ، سمعت قبيصة بن عقبة كان أبو حنيفة في اول أمره يجادل أهل الأهواء حتى صارراسا في ذلك منظورا اليه ثم ترك الجدال و رجع الى الفقه و السنة فصار إماما فيه .

"আলি বিন মুসা আমাদেরকে বলেন, ইয়াকুব বিন শায়বা হতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি কাবিসা বিন উকবাহ্‌ হতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফার ইলমি কার্যক্রমের প্রথম ধাপে বাতিল ফিরকার লোকদের সাথে বিতর্ক করে তাদেরকে সঠিক বুঝ দিতে চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে শীর্ষে চলে যান, এমন কী

সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর দিকেই সকলে তাকিয়ে থাকত। অতঃপর এ বির্তক ছেড়ে হাদিস ও ফিকহের দিকে মনোনিবেশ করেন"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর দীনি কার্যক্রমকে দু'ভাগে সম্পাদন করেছিলেন। ইহার একটি অন্তরের বা অভ্যন্তরীণ আমল যা তিনি ২১ বছর বয়সের পূর্বেই সম্পাদন করেন। এ বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দ্বিতীয়টি বাহ্যিক আমল, ইহার শুরু ১০১ হিজরি হতে তাঁর মৃত্যু অবধি।

১। **অন্তরের বা অভ্যন্তরীণ আমল :** বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারীদেরকে তাদের ভ্রান্ত মত হতে সহিহ আকিদায় নিয়ে আসা, সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্তি হতে হেফাযত করা। ইমাম আযম ইহার নাম দিয়েছেন "আল ফিকহুল আকবার" ইহার অপর নাম উসুলুদ্দিন বা ইলমুল কালাম। ইহা যেহেতু দ্বিনের মূল তাই ব্যবহারিক মাসআলা শিক্ষা করা ও দেওয়ার পূর্বে মূল আমলটি আগে করেন। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে কুফা ও বসরার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের ব্যপকতা তাকে ভাবিয়ে তোলে, তাই তিনি প্রথমে এ দিকে মনোনিবেশ করেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল বাযযাযি তার মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের প্রথম খন্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و كان اول ما اتجح إليه من العلوم علم اصول الدين و مناقشة أهل الإلحاد و الضلال و لقد دخل البصرة أكثر من سبع و عشرين مرة يناقش ثمة و يجادل و يرد الشبهات عن الشريعة و يدفع عنها ما يريد إلصاقه بها أهل الضلال . فناقش جهم بن صفوان حتى أسكته و جادل الملاحدة حتى أقرهم على الشريعة كما ناظر المعتزلة و الخوارج فألزمهم الحجة و جادل غلاة الشيعة فأقنعهم .

"ইমাম আবু হানিফা বিভিন্ন প্রকার ইলমের মধ্যে প্রথম যে বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন তাহলো উসুলুদ্দিন (ইলমুল কালাাম)। এ পর্যায়ে তিনি ভ্রান্ত, নাস্তিক ও ধর্ম ত্যাগীদের সাথে মুনাযারা করেন। এ বাতিল ফিরকার লোকদের সাথে মুনাযারা করার জন্য সাতাস বারেরও বেশি সময় বসরা গিয়েছেন। তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং শরিয়া'হ্ সর্ম্পকে তাদের যে সংশয়-বিভ্রান্তি ছিল তা খন্ডন করেছেন। তাছাড়া বাতিল ফিরকার লোকেরা শরিয়া'র মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত

মত মিশিয়ে দিয়েছে তা দূর করেছেন। এ সমস্ত বাতিল ফিরকার একজন হলো জাহাম বিন সাফওয়ান, তার সাথে আলোচনা করে সে যে ভ্রান্ত মতের উপর আছে তা প্রমাণ করেন, ফলে চুপ হয়ে যায়। অনুরূপ ধর্মত্যাগী, নাস্তিক, অবিশ্বসী ( ইয়াহুদি-খ্রীষ্টান) দেরকেও ইসলামি শরিয়া'হ্ মানতে বা স্বীকার করতে বাধ্য করান। যেভাবে মুতাযিলা ও খারেজিদেরকে অকাট্যভাবে আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের সঠিক আকিদা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। অনুরুপ সীমালঙ্ঘণকারী শিয়াদেরকেও সহিহ আকিদা মানতে বাধ্য করেন"।

উপরোক্ত দু'টি বর্ণনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ প্রথমে ইয়াহুদি-খ্রীষ্টান থেকে শুরু করে মুতাযিলা, খারেজি ও শিয়া প্রত্যেককেই তাদের বাতিল ও ভ্রান্ত আকিদা হতে ইসলামি শরিয়া'কে মুক্ত রাখতে তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেককেই পরাস্ত করেন। এ কাজটি তিনি করেছিলেন তাঁর ২১ বছর বয়সের পূর্বেই। আরো প্রমাণিত হলো ছোটবেলা হতেই তাঁর ইলমি ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

২। **বাহ্যিক আমল :** ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র অন্যতম উস্তাদ ইমামুল মুহাদ্দিসিন ওয়াল ফুকাহা ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান আল কুফি ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু হানিফা ১৮ বছর ইমাম হাম্মাদ এর তত্ত্বাবধানে ওতপ্রতোভাবে লেগে থেকে ফিকহ শিক্ষা করেন অর্থাৎ তিনি ১০২ হিজরিতে ২২ বছর বয়সে ব্যবহারিক ফিকহ শিক্ষার জন্য ইমাম হাম্মাদের ফিকহি মজলিসে যোগদান করেন। এ হিসেব অনুযায়ী ইমাম হাম্মাদ এর ইন্তেকালের সময় ইমাম আযম এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

ইমাম হাম্মাদের ফিকহি মজলিসে যোগদানের পূর্বে ইমাম আবু হানিফার ইলমুল কালাম বিষয়ের পৃথক মজলিস ছিল। তা ছেড়ে ইমাম হাম্মাদ এর দরসে কেন বসলেন, কেন তিনি ফিকহ শিক্ষায় উদগ্রিব হলেন তা ইমাম আযম এর যবানিতেই শোনা যাক।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফক্বিহ্, ঐতিহাসিক ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি আস সাইমারি (মৃত্যু-৪৩৬ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ্ তার "আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু" কিতাবের ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, أخبرنا أبو

حفص عمر بن إبراهيم قال ثنا مكرم قال ثنا أحمد بن عطية قال : حدثنا منجاب قال حدثنا شريك عن حصين قال : جاءت إمرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطلب الكلام فسألته عن مسألة فلم يحسن فيها شيئا من الجواب فانصرفت إلى حماد بن أبي سليمان فسألته فأجابها فرجعت إليه فقالت : غررتموني سمعت كلامكم و لم تحسنوا شيئا ! فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له : ما جاء بك ؟ قال : أطلب الفقه ، قال : تعلم كل يوم ثلاث مسائل و لا تزد عليها شيئا حتى ينتفق لك شيئ من العلم ، ففعل و لزم الحلقة حتى فقه ، فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع .

"আবু হাফস উমার বিন ইব্রাহিম আমাদেরকে বলেন, মুকাররাম আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন আতিয়া আমাদেরকে বলেন, মিনজাব আমাদেরকে বলেছেন শরিক আমাদেরকে হুসাইন হতে, হুসাইন বলেন, একদিন এক মহিলা ইমাম আবু হানিফা (ইলমুল কালাম) এর মজলিসে আসলেন এবং মাসআলা জিজ্ঞাস করলেন, কিন্তু তিনি যথার্থ উত্তর দিতে পারেন নাই। অতঃপর মহিলা ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করেন এবং উত্তর পেয়ে আবার ইমাম আবু হানিফার নিকট আসেন, তারপর বলেন, আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি, তবে এসে ধোকা খেলাম, আমার ধারণার অনুকুল থেকে আপনার থেকে কিছুই পেলাম না! অতঃপর ইমাম দাঁড়ালেন এবং ইমাম হাম্মাদ এর নিকট আসলেন, তিনি বললেন, তোমাকে কোন জিনিস আমার নিকট নিয়ে এসেছে। বললেন, আমি আপনার নিকট ফিকহ শিখতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে প্রতিদিন তিনটি মাসআলা শিখবে এর বেশি নয়, যাতে তোমার থেকে ইলমের কিছুই চলে না যায়। এরপর তাই করলেন এবং ইমাম হাম্মাদের ফিকহি মজলিস আঁকরে থাকলেন। তারপর ইমাম আবু হানিফা ফিকহের এমন স্তরে পৌঁছলেন যে, ইমাম আবু হানিফা রাস্তা দিয়ে হেটে গেলে লোকেরা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখাতো এই হলেন ইমাম আবু হানিফা। উক্ত বর্ণনা হতে দু'টি জিনিস পাওয়া গেল।

১। মহিলা বললেন سمعت كلامكم আপনার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছে, লোকেরা আপনার প্রতিভার কথা মুঁখে মুখে উচ্চারণ করে, আপনি একজন বড় আলেম

কিন্তু এসে শুনা কথার কোন প্রমাণ পেলাম না। মহিলার কথায় প্রমাণিত হলো, ইমাম আযম-ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর ফিকহি দরসে যাওয়ার পূর্বেই ইলমি বিষয়ে মশহুর হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু কোন্ বিষয়ে ইমাম আযমের নাম ছড়িয়ে পড়েছে মহিলার তা জানা ছিলনা বা বোঝেন নাই। মহিলা যদি ইলমুল ক্বিরাআত, আরবি ব্যকরণ, আরবি সাহিত্য, কবিতা, আকিদা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন তাহলে তাঁর সু ধারণার যথার্থতা পেতেন। কিন্তু মহিলার প্রশ্ন ছিল ফিকহি বিষয়ে যা ইমাম আবু হানিফা তখনও হাসিল করেননি।

২। ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন ? ما جاء بك "তোমাকে কোন জিনিস আমার এখানে নিয়ে আসলো" ইহা হতে বুঝা গেল ইমাম আবু হানিফা ইলম এর অধিকারী ছিলেন তা না হলে এ ধরনের প্রশ্নের করতেন না।

ইমাম আহমাদ মক্কি রাহিমাহুল্লাহ "মানাকিবু আবি হানিফা" কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম যুফার বিন হুযাইল বলেন سمعت ابا حنيفة رحمه الله يقول : كنت انظرفي الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار ألي فيه بالأصابع و كنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجاءتني امرأة يوما فقالت رجل له امرأة أمة اراد ان يطلقها للسنة فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني فسألت حمادا فقال يطلقها وهي طاهر من الحيض و الجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتين فأذا اغتسلت فقد حلت للأزواج فرجعت فأخبرتني فقلت لا حاجة لي في الكلام و أخذت نعلي فجلست الى حماد فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظ ويخطي اصحابه فقال لا يجلس في صدر الحلقة بحذائى غير ابي حنيفة فصحبته عشر سنين ثم اني نازعتني نفسي الطلب للرياسة فأحببت أن اعتزله و اجلس في حلقة لنفسي فخرجت يوما و عزمت المسجد فرأيته لم تطب نفسي ان اعتزله فجئت فجلست معه فجاءه تلك الليل نعي قرابة له قد مات بالبصرة و ترك مالا وليس له وارث غيره فأمرني ان اجلس مكانه فما هوالا ان خرج حتى وردت علي مسائل لم اسمعها منه فكنت اجيب و اكتب جوابي فغاب شهرين ثم قدم فعرضت عليه المسائل و كانت نحوا من ستين مسئلة فوافقني في أربعين و خالفني في عشرين فآليت على نفسي ان

لا افارقه حتى يموت فلم افارقه حتى مات .

"আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি কালাম শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করলাম, শেষ পর্যন্ত চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে গেলাম। অবস্থা এমন হল যে, আমি চলাচলের পথে লোকেরা আমার প্রতি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করত আমি যাচ্ছি। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমানের ফিকহি মজলিসের নিকটেই আমার ইলমুল কালামের দরসের মজলিস ছিল। একদিন এক মহিলা আমার নিকট এসে আমাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে, সে বলে এক লোক সুন্নাত মোতাবেক তালাক দিতে চায়, কীভাবে দিবে। আমি বললাম হাম্মাদ এর নিকট যান, তাকে জিজ্ঞেস করুন। এরপর ফিরে এসে আমাকে জানান সে কি উত্তর দেয়। অতঃপর সে ইমাম হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে ইমাম হাম্মাদ বলেন, স্ত্রী মিলন ও হায়জ হতে পবিত্র হওয়ার পর এক তালাক দিবে এরপর দুই হায়জ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর যখন গোসল করবে তখন বিয়ের জন্য হালাল হবে। মহিলা ইমাম হাম্মাদ থেকে উত্তর পেয়ে আমাকে সবিস্তারে জানায়, আমি বললাম আমার আর ইলমুল কালাম এর প্রয়োজন নেই। তারপর ইমাম হাম্মাদের দরসে তৎক্ষনাত চলে গেলাম। বললেন আমি তার মাসআলা সমূহ শুনব এবং মুখস্ত করব। পরের দিন ইমাম হাম্মাদ পূর্বদিনের মাসআলা সমূহ উল্লেখ করলেন, আমি সঠিকভাবে জওয়াব দিলাম কিন্তু তার অন্যান্য ছাত্রগণ বলতে পারলেন না ভুল করলেন। ইমাম হাম্মাদ বললেন দরসের কেন্দ্রস্থলে আবু হানিফা ব্যতীত আর কেহ বসবে না। এরপর একাধারে দশ বছর ইমাম হাম্মাদ এর সোহবতে থেকে ফিকহ হাসিল করি। তখন আমার মনের অবস্থা এমন হলো যে, ইমাম হাম্মাদ থেকে আলাদা হয়ে পৃথক ফিকহি দরস গঠন করি। একদিন আমি বাড়ি হতে বের হয়ে মসজিদে দরস দেওয়ার চিন্তা করি। আমি ইমাম হাম্মাদকে দেখলাম তিনি আসতেছেন, তাকে দেখেই আমার অন্তর হতে আলাদা দরস গঠনের ইচ্ছা দূর হয়ে গেল। এরপর এক রাতে খবর এলো বসরাতে তাঁর এক আত্মিয় ইন্তেকাল করেছেন, সে অনেক সম্পদ রেখে গেছে কিন্তু ইমাম হাম্মাদ ব্যতীত তার আর কোন ওয়ারিস ছিলনা। আমাকে নির্দেশ দিলেন তার স্থানে বসে ফাতাওয়া দেওয়ার জন্য। আমার নিকট এমন

সমস্ত মাসআলা আসতে লাগল যা ইতিপূর্বে আমি তার থেকে শুনি নাই। আমি ইত্তর দিতে লাগলাম, এভাবে দুই মাস চলে গেল। এর মধ্যে আমি যে সকল মাসআলার উত্তর দিয়েছি তা লিখে রেখেছি। তিনি ফিরে আসার পর আমার জওয়াব সমেত মাসআলা সমূহ তাঁর নিকট পেশ করলাম। এখানে প্রায় ৬০টি মাসআলা ছিল। চল্লিশটি মাসআলার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করলেন, আর বাকি ২০টিতে দ্বিমত পোষণ করলেন। ইহা শুনে স্থির করলাম তার মৃত্যু অবধি তাকে ত্যাগ করব না।

উপরোক্ত দু'টি বর্ণনা হতে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ফিকহ্ শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য ইলমের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। এমন কী ইমাম আযম এর ভাষায় بلغت فيه مبلغا আমি কালাম শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করলাম, শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে গেলাম। অর্থাৎ আকিদা বিষয়ে মাত্র ১৪-১৫ বছর বয়সে ইমামুল আয়িম্মা তথা ইমামগণের ইমাম হয়ে যান।

মাত্র ১৪-১৫ বছর বয়সেই যে, ইমাম আযম উসুলুদ্দিন বা কালাম শাস্ত্রের ইমাম এবং বাতিল ফিরকার লোকদের জন্য আতঙ্ক হয়ে গিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক অকাট্য দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আহমাদ মক্কি রাহিমাহুল্লাহ "মানাকিবু আবি হানিফা" কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম নঈম বিন উমার হতে বর্ণিত سمعت ابا حنيفة رحمه الله يقول : كنت ايام الحجاج غلاما اتقاضى في السوق في الخزازين و كنت انازع الناس في الدين فجاءني رجل يوما فسألني عن فريضة من فرائض الله تعالى فلم احسنها فقال الرجل انك تكلم الناس فيما هوادق من الشعر و أراك ذكي الفؤاد و لا تحسن فريضة من فرائض الله تعالى ، قال: فاستحييت .

"আমি ইমাম আবু হানিফা হতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর শাসনামলে বালক ছিলাম, আমি বাজারে গেলে ব্যবসায়ী মহলে আকিদা বিষয়ে আলোচনা করতাম একদিন আমার নিকট এক লোক এসে ফরজ বিষয়ক একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু আমি তার যথার্থ জওয়াব দিতে পারি নাই।

লোকটি আমাকে বললো, আপনি চুলের চাইতেও সুক্ষ্ম বিষয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করে থাকেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত প্রতিভাবান মনে করে থাকি, অথচ ফরজ বিষয়ে একটি মাসআলার জওয়াব দিতে পারলেন না। এ কথা শুনে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম"

উক্ত বর্ণনায় ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে বালক ছিলাম। ইতিহাস বলে হাজ্জাজ বিন ইউনুফ ৯৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ 'তাহযিবুত তাহযিব' কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন, مات سنة خمس و تسعين بواسط " হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরিতে ওয়াসাত নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন"। এ হিসেবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর সময় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বয়স হয়েছিল ৯৫-৮০= ১৫ বছর। আরবি ভাষায় ১৪/১৫ বছরের বালককে গোলাম বলা হয়। ইহা হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো ১৫ বছন বয়সেই ইমাম আযম উসুলুদ্দিন বা ইলমুল কালাম বা আকিদা বিষয়ে তাকমিলে অর্থাৎ পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াহবি সুলাইমান তার মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় বলেন, مضي رحمه الله في هذه السبيل من علم الكلام وأصول الدين و مجادلة الزائغين و أهل الضلال حتى اصبح علما يشار إليه بالبنان و هو ما يزال في العشرين من عمره و قد إتخذ حلقة خاصة له في المسجد الكوفة يجلس إليه فيها طلاب هذا النوع من العلوم .
"ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এভাবে ইলমুল কালাম, উসূলে দীন, সঠিক পথ হতে বিচ্যুতদের ঝগড়া এবং বিভ্রান্তদের প্রতিহত করেছিলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখাত এবং মাত্র কুঁড়ি বছর বয়সেই কুফার মসজিদে একটি বিশিষ্ট মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে ছাত্রগণ উপস্থিত হতেন যাতে উল্লেখিত প্রকারের ইলমের তালিম দেওয়া হত"।

উক্ত ইবারত হতে বুঝা গেল বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে ইমাম আযমের প্রতিবাদ ও তা প্রতিহত করা তাঁর বিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরাজমান ছিল শুধু তাই নয়, বরং তিনি উক্ত বিষয়ে কুফার মসজিদে দরসও(পাঠ) দিতেন, আর তাতে

ছাত্রগণ উপস্থিত থাকতেন ও কীভাবে তাদেরকে প্রতিহত করা যায় তার কলা-কৌশল শিখে নিতেন।

ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ এভাবে মানুষের ভ্রান্ত আকিদা হতে ইসলামের সঠিক আকিদায় আনতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আলেমগণ বলেছেন যে لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء "ইমান যদি সুরাইয়া তারকার নিকট চলে যায়, তাহলে এ সমস্ত লোকেরা (পারস্যের) তা লাভ করতে পারবে" এ হাদিস টি ইমাম আবু হানিফা রামিহুল্লাহ্র ব্যপারে এসেছে ।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র যামানায় যে সমস্ত ইলম জারি ছিল তা চার প্রকারের।

১। আল কুরআনুল কারিম ও ইলমুল ক্বিরাআত।

২। আরবি সাহিত্য এর কায়েদা, বালাগাত।

৩। উসুলুদ্দিন বা ইলমুল কালাম বা আকিদা সংক্রান্ত ইলম।

৪। হাদিস শিক্ষা দেওয়ার মজলিস।

৫। ফিকহের মজলিস।

এ সমস্ত ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ইমাম যে নীতির অনুসরণ করেন তা নিম্নরূপ।

প্রথমত ঃ ইমাম আসিম এর ক্বিরাআত অনুযায়ী আল কুরআনুল কারিম মুখস্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ নাহু, আদব (সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি) বালাগাত ইত্যাদি হাসিল করেছেন।

তৃতীয়ত ঃ ইলমুল কালাম ও আকলি ইলম এ দক্ষতা অর্জন ও পরিপূর্ণতায় পৌঁছেন।

চতুর্থত ঃ হাদিসের দরসে বসে ইলমুল হাদিস গ্রহণ করেন।

পঞ্চমত ঃ উপরোক্ত উলুম সমূহের আলোকে ফিকহি মাসআলা বের করেন।

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচটি পর্যায়ের প্রথম তিনটি ২০ বছর বয়সের পূর্বেই হাসিল করেছেন। শুধু তাই নয়, এ বয়সে এ তিনটি বিষয়ের ইমামতের যেগ্যতা হাসিল করেন, অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সেই তিনি ইলমুল কালাম তথা উসুলুদ্দিন (আকিদা ) বিষয়ে সকলেন নেতৃত্ব দেন।

এবয়সেই সমস্ত বাতিল ফিরকায় আক্রান্ত-বিভ্রান্তদের সাথে বহাস করে বা মুনাযারা করে তাদেরকে পরাস্ত করেন। এ কারণে কুফা ছাড়াও বসরায় ২৭ বার সফর করেন এবং ইলমুল কালাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুফায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র উক্ত পন্থায় ইলম হাসিলকে তিন স্তরে ভাগ করা যায়।

১। শিশুকাল ঃ এ স্তরে তিনি আল কুরআনুল কারিম মুখস্ত করেন। নাহু, সরফ, বালাগাত, আদব ইত্যাদি বিষয়ের ইলম হাসিল এ স্তরেই সম্পন্ন করেন।

২। কিশোরকাল : এ স্তরে আকিদা সংক্রান্ত ইলম হাসিল করেন।

৩। যৌবন কাল : ইহার শুরু ২২ বছর বয়স হতে। এ স্তরে তিনি হাদিস শিক্ষায় ব্রত হন এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্ব ফিকহ হাসিল করেন।

ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র ইলম অর্জনের উক্ত তিনটি স্তরকে বিশ্লেষণ করলে ইলমের ধারাবাহিকতার বিষয়টি প্রমাণিত হবে এবং যারা বলেন, ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাবির কথাতেই ইলম শিক্ষায় ব্রত হয়েছেন তাদের ভূলের নিরসন হবে।

## ১। শিশুকাল

এ পর্যায়ে ইমাম আল কুরআনুল কারিম মুখস্ত করেন। তাঁর মুখস্ত শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আল কুরআনুল কারিম মুখস্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং ইলমুল ক্বিরাআতের বিশেষ জ্ঞানও হাসিল করেন। তিনি ইলমুল ক্বিরাআত হাসিল করেন ইমাম আসিম হতে যিনি সাত ক্বারির একজন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালেহি (মৃত্যু-৯৪২ হিজরি) তার উকুদুয যামান কিতাবের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و قد ورد من عدة طرق أن الإمام أبا حنيفة أخذ القرأة عن الإمام عاصم بن أبي النجود أحد قراء السبعة .

"একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা ইলমুল ক্বিরাআত গ্রহণ করেছেন ইমাম আসিম বিন আবুন নুযুদ হতে, ইনি ইলমুল ক্বিরাআত এর সাত ক্বারিদের একজন"।

ইমাম শামসুদ্দিন আবুল খায়ের মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি ইবনুল জাযরি আদ দিমাশকি আশ শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর বিখ্যাত কিতাব "গায়াতুন নিহায়া ফি তাবাকাতিল কুররা" কিতাবের ২ খন্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় ৩৭৪৫ নং তরজমায় বলেন, النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة الكوفي : فقيه العراق و المعظَّم في الأفاق مولى بني تيم الله بن ثعلبة روى القرأة عرضاً عن الاعمش و عاصم و عبد الرحمن بن أبي ليلى ، و رأى أنس بن مالك رضي الله عنه و حدث عن عطاء و الأعرج و نافع قولى ابن عمر و عكرمة . و روى القرأة عنه الحسن بن زياد . و قد أفرد أبو الفضل الخزاعى قرأته في جزء رويناه من طريقه و أخرجها الهجلي في كامله إلا أنه تكلم في الخزاعى بسببها كما تقدم في ترجمته و في النفس من صحتها شيئ و لو صح سندها أليه لكانت من أصح القرأت .

"নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বা ইমাম আবু হানিফা আল কুফি ইরাকের ফকিহ, সমগ্র দুনিয়াতেই যিনি সম্মানিত, বনি তাইমুল্লাহ্ কবিলার মাওলা, তিনি ইমাম আমাশ, ইমাম আসিম, ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা হতে ইলমুল ক্বিরাআত গ্রহণ করেছেন। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন এবং আত্বা বিন আবু রাবাহ, ইমাম আ'রাজ, ইমাম নাফে ও ইমাম ইকরিমাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা হতে হাসান বিন যিয়াদ ইলমুল ক্বিরাআত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবুল ফদ্বল আল খাযায়ী' তার বর্নিত ক্বিরাআত সমূহ একত্র করে একটি কিতাবে লিখেছেন, তার (খাযায়ি) সনদে আমরা ইহা বর্ণনা করেছি। ইমাম হুযালী তার আল কামিল কিতাবে ইহা উল্লেখ করেছেন। তবে খাযায়ীর ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করেছেন ইহা সহিহ কি না। ইহা যদি সহিহ হয়, তাহলে ইলমুল ক্বিরাআতের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার এ সনদটি হবে সবচেয়ে সহিহ্ ক্বিরাআত"।

ইমাম আবুল কাসিম ইউসুফ বিন আলি বিন জাব্বার আল মাগরিবি আল হুযলি (জন্ম ৪০৩, মৃত্যু ৪৬৫) তার "কামিল ফিল ক্বিরাআত" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, হাসান বিন যিয়াদ আল লু'লুবি বলেন, أخبرنا ابو المظفر عبدالله بن شيب عن الخُزاعي عن المطَّهّري عن عبد الله

بن سليمان عن عمر بن شبة النميري عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابيه قال : سمعت ابا حنيفة يقرأ بهذه الحروف و قرأت عليه , فقلت له : على من قرأت ؟ قال : على الأعمش بأسناده ، و على عاصم بأسناده ، و على إبن أبي ليلى عبد الرحمن بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم .

“আবুল মুজাফ্‌ফর আব্দুল্লাহ্ শাইব আমাদেরকে খুযায়ী' হতে বলেন, তিনি মুতাহ্‌হারি হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সুলাইমান হতে তিনি উমার বিন শাবাহ্ আল নুমাইরি হতে তিনি মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন যিয়াদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা হতে শুনেছি, তিনি এ হরফে ক্বিরাআত পরেছেন এবং আমিও তার সাথে এরূপ পরেছি। এরপর আমি তাকে বললাম, আপনি কার নিকট এভাবে ক্বিরাআত পড়েছেন ? বললেন, ইমাম আমাশ এর নিকট তার ইসনাদে, ইমাম আসিম এর নিকট তাঁর ইসনাদে এবং ইমাম ইবনু আবু লায়লা এর নিকট তার ইসনাদে, এ সকল সনদ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মুত্তাসিল পর্যায়ে পৌঁছেছে”।

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাযকিরাতুল হুফফায কিতাবে ইমাম আবু হানিফার নাম উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন তিনি হাফিজুল হাদিস ছিলেন। অনুরূপ ইমাম শামসুদ্দিন আবুল খায়ের মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি ইবনুল জাযরি আদ দিমাশকি আশ শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর বিখ্যাত কিতাব “গায়াতুন নিহায়া ফি তাবাকাতিল কুররা” কিতাবে এবং ইমাম আবুল কাসিম ইউসুফ বিন আলি বিন জাব্বার আল মাগরিবি আল হুযালি তার “কামিল ফিল ক্বিরাআত” কিতাবে ইলমুল ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে ইমাম আযম এর নাম উল্লেখ করেছেন। যে সাতজন ক্বারির মাধ্যমে ইলমুল ক্বিরাআত আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাদের একজন হলেন ইমাম আসিম। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বিরাআত পড়ার পদ্ধতি সাহাবা-ই-কিরামগণের মাধ্যমে ইমাম আসিম, ইমাম আমাশ, ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা প্রমুখ তাবেঈগণের নিকট পৌঁছেছে। ইনাদের থেকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছেছে। ইমাম থেকে হাসান বিন যিয়াদ প্রমূখ ইলমুল ক্বিরাআত গ্রহণ করেছেন। হাদিস ও ফিক্বহের ন্যায় ইলমুল ক্বিরাআতের ক্ষেত্রেও ইমাম আযমের যেমন উস্তাদ ছিল

তদ্রূপ ছাত্রও ছিল। হাদিস ও ফিক্বহের ন্যায় ইলমুল ক্বিরাআতের ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইমাম আযম বর্ণিত ক্বিরাআত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। ইহা হতেও প্রমাণিত হলো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ইলমি ধারা চলমান ছিল, কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। তাই যারা বলে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাবির উপদেশের পর ইলম শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন, এর পূর্বে তিনি ব্যবসায় মশগুল ছিলেন, তা ইমাম আযম সর্ম্পকে অজ্ঞানতার প্রমাণ বহন করবে। ইমাম আযম এর বিভিন্ন ধারার ইলম অর্জনই তাদের এই অজ্ঞানতাকে সাবিত করে।

## ২। কিশোরকাল

এ স্তরে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ ইলমুল কালাম তথা আকিদা সংক্রান্ত ইলম হাসিল করেন। দ্বিনের খিদমাতে তিনি চর্তুমূখি ভূমিকা পালন করেছেন। এ ধরণের ভূমিকা তার যামানায় যেমন অন্য কেহ পালন করেন নাই, অনুরুপ তার পরেও নয়। ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং তৎপরবর্তী ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসাই কারো জীবনীতে দেখা যায়না যে তারা ইমাম আবু হানিফার মত বাতিল ফিরকার বিপক্ষে অবষ্থাণ নিয়ে তাদের কবল হতে মুসলিম উম্মাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

ইমাম আযম তাঁর কিশোর (১৫-১৮) বয়সে ইলমি বিষয়ে যে ফিকির করতে পেরেছিলেন, ইলমের বিভিন্ন শাখার মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করতে পেরেছিলেন, বয়সের তুলনায় তা অধিকতর বলেই মনে হয়। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে তিনি ইলমুল কালাম চর্চা শুরু করার পূর্বে ইলম হাসিলের মাধ্যম নাহু, আদব ইত্যাদি হাসিল করেন। কিন্তু অনেকেই ইমাম আযম এর ইলমের এ পর্যায়টিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। তাদের দলিলহীন এ মতের বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো- ইমাম আবুল মানসুর আব্দুল কাহির বিন তাহির আল বাগদাদি (মৃত্যু-৪২৯ হিজরি) তার উসুলুদ্দিন কিতাবের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و دليلنا عليهم انا وجدنا العالم منا عالما

مرة و غير عالم مرة ، و لا يجوز أن يكون عالما بنفسه لوجود نفسه في احوال لا يكون فيها عالما وجب لذلك ان يكون انما صار عالما لمعنى سواه و ذلك المعنى هو المراد بقولنا علم فمن اثبته و نازعنا في اسمه بقولنا علم فالخلاف معه في العبارة .

"যারা বলে ইমাম আবু হানিফা ছোটবেলা হতে ইলম চর্চায় মশগুল ছিলেন না তাদের বিপক্ষে আমাদের দলিল হল, কোন আলেমকে আমরা একবার আলেম হিসেবে স্বীকার করে, আবার আলেম নয় একথা বলার মত। একজন আলেমকে এ অবস্থায় আলেম হিসেবে স্বীকার করে নওয়া এবং আর এক অবস্থায় তাঁকে আলেম অস্বীকার করা জায়েয নেই"।

বিষয়টিকে অন্যভাবে বললে আরো স্পষ্ট হয়- أن الشخص لا يكون حيا و ميتاً في حال واحد و العالم بالشيئ لا يكون جاهلا به من الوجه الذى علمه في حال واحدة .

"একই ব্যক্তি একই সাথে জীবিত ও মৃত হতে পারে না, অনুরুপ কোন আলেম একই বিষয়ে এক দৃষ্টিতে আলেম অন্যদৃষ্টিতে জাহিল হওয়া ইহা হতে পারে না"।

উপরের উক্তি দু'টি যুক্তি ভিত্তিক আকলি দলিল। একই মূহুর্তে একই ব্যক্তি জীবিত ও মৃত হওয়া যেমন অসম্ভব অনুরুপ কোন বিষয়ে একই ব্যক্তি আলেম হওয়া ও জাহিল হওয়া অসম্ভব। তাই একই ব্যক্তিকে একবার আলেম বলা ও আরেক বার আলেম না বলা অযৌক্তিক এবং বাস্তবতা বিরোধী। অনেকে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ব্যাপারে এ অযৌক্তিক ও অবাস্তব উক্তি করে দেখিয়েছে। তারা একবার বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ছোটবেলা হতেই ইলমের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছেন এবং সে বিষয়ে ইলম হাসিল করে চূড়ায় পৌঁছেছেন। আবার বলেছেন তিনি ছোটবেলায় ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কারণে ইলম শিক্ষা করতে পারেন নাই, বরং ইমাম শাবির প্রেরণা ও উৎসাহে ইলম শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। এ কথাটি পুরোপুরিই সাংঘর্ষিক। হাদিস ও ফিকহ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত শাস্ত্রের ইলম তিনি হাসিল করেছেন তা এ কিশোর বয়সেই। এ বয়সেই তাঁর চিন্তা-চেতনায় পরিপক্ক ইলমের প্রচ্ছবণ বাহিত

হয়েছে। মানুষের হিদায়াতের জন্য কিশোর বয়সেই যে চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছে অন্যদের মধ্যে তা বিরল। এ বয়সে আকিদা বিষয়ে যে আঞ্জাম দিয়েছেন তার ফসলই হলো আল ফিকহুল আকবার।

রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বনি ইস্রাইলের উম্মাতগণ ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরকায় এর মধ্যে এক দল থাকবে নাজাত প্রাপ্ত আর বাকিরা জাহান্নামে যাবে। এ কথা শোনার পর সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারা নাজাত প্রাপ্ত। বললেন, আমি এবং আমার সাহাবিগণ যে নীতিমালার উপর আছি এ নীতিমালার উপর যারা থাকবে"। এ নীতিমালা হচ্ছে আকিদা বিষয়ে। আকিদা শুদ্ধ থাকলে আমল কাজে লাগবে, অন্যথায় আমল শুন্যতায় পর্যবশিত হবে। ইহা হতে প্রমাণিত হলো সহিহ আকিদার উপড় আমল নির্ভরশীল, আর এ কারণেই ইমাম আযম এ বিষয়টিকে ফিকহুল আকবার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইহা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের মতই। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন নফসের বা অন্তরের জিহাদ হচ্ছে আল জিহাদুল আকবার আর বাহ্যিক জিহাদ হচ্ছে আল জিহাদুল আসগার। একই ধারায় ইমাম আযম অন্তরের বা আকিদার সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাকে আল ফিকহুল আকবার এবং বাহ্যিক আমলকে আল ফিকহুল আসগার বলেছেন। ইহা ইমাম আযম এর প্রতি আল্লাহ্ তায়া'লার বিশেষ অনুগ্রহ তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যের উপড় চলার তাওফিক দিয়েছেন।

আকিদা বা ইলমুল কালাম হচ্ছে দ্বিনের ভিত্তি আর এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইলমুল কালাম প্রচার-প্রসারে প্রথম আত্মনিয়োগ করেন। আর এ চিন্তা তার যামানার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের কারণেই হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান খামিস তার উসুলুদ্দিন কিতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, كان يرى الكلام هو الفقه الأكبر ، و هو من أجل العلوم ، أصبح يرى مسائل الكلام ما هي الا مقالات الفلاسفة و هي من أمور المحدثة التي لم يتكلم فيها السلف . و كل أمر محدث في الدين بدعة .

"ইমাম আবু হানিফা কালাম শাস্ত্র তথা আকিদা বিষয়ক ইলমকে আল ফিকহুল আকবার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইলমের বিভিন্ন ধারার মধ্যে এ ইলমই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (কেননা ইহা মানুষের ইমানের সাথে সম্পৃক্ত)। অনেক ক্ষেত্রেই ইলমুল কালাম এর মাসআলাকে দ্বিনের সঠিক হুকুমের বিপরীত দার্শনিক চিন্তার রূপ দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের দার্শনিক চিন্তা এমন নতুন বিষয় (বিদআ'হ্) যা ইমাম আযম এর পূর্ববর্তী আলেমগন তথা কুরআন-সুন্নাহ্ সমর্থিত নয়। আর দ্বিনের মধ্যে আর্বিভূত এ ধরণের প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদআ'হ"।

উক্ত আলোচনা হতে বুঝা যাচ্ছে যে ইমাম আযম তার কিশোর বয়সেই শরঈ বিধান অনুয়ায়ী ইলমুল কালামকে সঠিত মানদন্ডে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রীক ও ইউনানি দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাবে কাদারিয়া ও জাবারিয়া ফিরকার সৃষ্টি হয়েছিল। কুরআন-সুন্নাহ্ ও সাহাবিগণের প্রদেয় নীতিমালায় তারা তাদের চিন্তাকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়নি। দারুল ওয়াহি হওয়ার কারণে মক্কা আল মুকাররমা এবং আল মদিনা আল মুনাওওয়ারা গ্রীক ও ইউনানি দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেনি আর ইহা সম্ভবও ছিলনা।

ইরাকের কুফা ও বসরা ছিল বিভিন্ন ভ্রান্ত ও বাতিল ফিরকার মূলকেন্দ্র। তাদের প্রভাব বিস্তারে সরকারী মহলকে বেছে নিয়েছিল। রাফেজি-খারেজিগণ রাজনৈতিক বলয়ের সৃষ্ট। কুফার বাজার ছিল এ সমস্ত আলোচনার পাদপিঠ। আর বসরা ছিল এ সমস্ত বাতিল ও ভ্রান্ত ফিরকার সদর দফতর। এ কারণেই ইমাম আযম ২০ বারেরও বেশি বসরা গিয়েছিলেন তাদেরকে পরাস্ত করতে।

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান খামিস তার "উসুলুদ্দিন ইনদাল ইমাম আবু হানিফা" কিতাবের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন, عاش الإمام في بيئة يغلب عليها الجدل ، حيث كانت الكوفة يومذاك موطناً للفرق والنحل المختلفة ، لذلك اشتغل الإمام في بداية طلبه للعلم بعلم الكلام ، و كان به يجادل ، و عنه يناضل و لم يكن قد طلب الفقه بعد .

"ইমাম আবু হানিফা কুফায় এমন এক পরিবেশে বাস করেন যখন ইলমুল কালাম বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার তর্ক-বিতর্ক লেগেই ছিল। যে সময় কুফা ছিল বিভিন্ন ফিরকার কেন্দ্রস্থল। এখানে ( আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সঠিক আকিদা

প্রসারে ) ইমাম আবু হানিফা প্রথমে ইলমুল কালাম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এর মাধ্যমেই তিনি বাতিল ফিরকার সাথে বিতর্ক করেছেন এবং তাদের পরাস্ত করেছেন। যে সময় তিনি ফিকহ্ চর্চায় ব্রত হননি"।

ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান খামিস তার "উসুলুদ্দিন ইনদাল ইমাম আবু হানিফা" কিতাবের ১৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন, فعلم الكلام هو الفقه الأكبرفي نظر الإمام بل هو من أجل العلوم و أعلاها عنده ، قال الإمام أبو حنيفة : اصحاب الأهواء في البصرة كثير، فدخلتها عشرين مرة و نيفا ، و ربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل ظننا أن علم الكلام أجل العلوم .

"ইমাম আবু হানিফার মতে ইলমুল কালামই হচ্ছে ফিকহুল আকবার (সবচেয়ে উত্তম ফিকহ্ )। বরং ইহা হচ্ছে ইলম এর মধ্যে উচুঁমানের ও গুরুত্বপুর্ণ ইলম। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ভ্রান্ত ফিরকার লোকদের সমাগম বসরায় ছিল বেশি তাই (আমি তাদেরকে পরাভূত করার জন্য) কূড়ি বারেরও বেশি সেখানে গিয়েছি। এ কারনে সেখানে কখনও এক বছর বা তার চেয়ে বেশি-কম অবস্থান করেছি। আমি মনে করতাম ইলমুল কালামই মহিমান্বিত ইলম।

ড. খাম্মিস আরো বলেন, واستمر في مجادلة أهل الأهواء حتى صار رأساً في ذلك يشار بالبنان ثم ترك الكلام و الجدل و أقبل على الفقه و السنة .

"ভ্রান্ত বাতিল ফিরকার লোকদের সাথে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লা-র বিতর্ক চলতে চলতে এমন অবস্থা হলো যে, তিনি এ শাস্ত্রের শীর্ষে পৌছে গেলেন। তিনি যেখানেই যেতেন তাকে লোকেরা আঙ্গুল ইশারা করে দেখাতো, এরপর ইলমুল কালাম ছেড়ে ফিকহ্ ও হাদিস চর্চায় মশগুল হন"।

ইমাম আযম কী কারো নির্দেশে ইলমুল কালাম ছেড়ে ফিকহের দিকে মনোনিবেশ করেছেন নাকী নিজেই তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্থিতির পট পরিবর্তনে ইলমুল কালাম হতে ইলমুল ফিকহে মনোযোগী হন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ মক্কি "মানাকিবু আবু হানিফা" কিতাবের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا علي بن موسى سمعت يعقوب بن شيبة ، سمعت قبيصة بن عقبة كان أبو حنيفة في اول أمره يجادل أهل الأهواء

حتى صار رأسا في ذلك منظورا اليه ثم ترك الجدال و رجع الى الفقه و السنة فصار إماما فيه .

"আলি বিন মুসা আমাদেরকে বলেন, ইয়াকুব বিন শায়বা হতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি কাবিসা বিন উকবাহ্ হতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফার ইলমি কার্যক্রমের প্রথম ধাপে বাতিল ফিরকার লোকদের সাথে বির্তক করে তাদেরকে সঠিক বুঝ দিতে চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে শীর্ষে চলে যান। এমন কী সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর দিকেই সকলে তাকিয়ে থাকত। অতঃপর এ বির্তক ছেড়ে হাদিস ও ফিকহের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং এ ক্ষেত্রেও ইমামতের মর্তবা হাসিল করেন"।

কারো কথায় বা উপদেশ মতে নয়, বরং তার ইলম চর্চার ধারাবাহিকতা অনুসারেই এবং প্রয়োজন অনুযায়ীই ইলমুল কালাম হতে ইলমুল ফিকহের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম নিজেই বলেন, كنت اعد الكلام افضل العلوم و كنت أقول هذا الكلام في أصل الدين ، فراجعت نفسي بعد ما مضي لي فيه عمر و تدبرت .

"আমি মনে করতাম ইলমুল কালামই হচ্ছে সর্বোত্তম ইলম। আর এও মনে করতাম ইহাই হচ্ছে দীনের মূল। এ বিষয়ের উপর অনেক দিন স্থির থাকার পর ও অনেক চিন্তার পর আমি নিজেই ইলমুল কালাম হতে ফিকহের দিকে ফিরলাম"।

ইমাম আযম এখানে স্পষ্ট বলেছেন, فراجعت نفسي بعد ما مضي لي فيه عمر و تدبرت .

"এ বিষয়ের উপর অনেক দিন স্থির থাকার পর ও অনেক চিন্তার পর আমি নিজেই ইলমুল কালাম হতে ফিকহের দিকে ফিরলাম"।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ছোটবেলা হতেই ধারাবাহিকভাবে ইলমের সাথে যুক্ত ছিলেন, কোন ক্রমেই ইলম হতে বিচ্ছিন্ন হননি। কুফা ও বসরা ইলমুল কালামের কেন্দ্রস্থল হওয়ার করণে এবং ভ্রান্ত ফিরকার আধিক্যের কারণে তা প্রতিহত করতে সে দিকে ঝুঁকে যাওয়া এবং সে বিষয়ে বিশেষ ইলম হাসিল করে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের সঠিক আকিদা প্রতিষ্ঠা করতে

তাঁর মত আর কেহ এগিয়ে আসেনি। এ ব্যাপারে ইমাম আযমের বিশেষ ভূমিকা থাকবে তা হাদিসেরই ভবিষ্যত বাণী। "দীন যদি সুরাইয়া তারকার নিকটও থাকে, তথাপি পারস্যের সন্তানদের থেকে একজন লোক অথবা একাধিক লোক সেখানে যাবে, এমনকি তা লাভ করবে।" এরপরও কেহ যদি বলে ইমাম আবু হানিফা ২০ বছর বয়স হতে ইলম চর্চা শুরু করেছেন, তার একথাটি হবে التوارد بالنفي و الإثبات على محل واحد من وجه واحد. "হ্যাঁ বোধক ও না বোধককে একই দৃষ্টিকোণ হতে একই স্থানে রাখার মত"। ইহা যেমন অবাস্তব, অনুরূপ অসম্ভবও বটে।

উল্লিখিত আলোচনা-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ছোট বেলা হতে ইলম চর্চার মধ্যে যেমন কোন ছেদ পরেনি, আবার কারো পরামর্শেও ইলম শিক্ষা করেননি। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী যেভাবে প্রয়োজন ইলম হাসিল করেছেন। তিনি ব্যবসা করেছেন কী করেন নাই ইহা কোন বির্তকের বিষয় নয়। পৈতৃক ব্যবসা যেতেই পারেন, আবার লোক দিয়ে পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু ব্যবসার কারণে ইলম অর্জনে অন্তরায় হয়েছে ইহা কী কেহ প্রমাণ করতে পারবেন ? কুফার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হিসেবে প্রয়োজন মাফিক ব্যবসা দেখাশুনা করবেন এতে আশ্চর্য্যের কী আছে ? তিনি দোকানে বা রেশম বস্ত্রের বয়নে সময় কাটাতেন ইহার প্রমাণ কেহ দেখাতে পারবেন কী ? লোকেরা কাজ করত আর তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং ব্যবসার খোঁজ-খবর নিতেন ইহাই বরং প্রমাণিত। ইমাম নিজেই বলেছেন, "ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর ফিকহী দরসের পাশেই ইলমুল কালাম সর্ম্পকীত আমার মাদরাসা ছিল"। ইমাম আযম এর এ উক্তিটি তার বয়স যখন ২০ এর কোঠায়।

ইমাম আযম আবু হানিফা তার কিশোর বয়সে কতবড় আলেম ছিলেন তা বুঝতে হলে বিভিন্ন বাতল ফিরকার সাথে তিনি যে মুনাযারা সমূহ করেছেন তা জানতে হবে। বিভিন্ন বাতিল ফিরকার সাথে সংঘঠিত মুনাযারার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

## ১। খারেজি ফিরকার সাথে মুনাযারা (বির্তক)

খারেজিদের আকিদা হলো কবিরা গুনাহ্ করলে কাফির হয়ে যাবে। এ অবস্থায় মারা গেলে চির জাহান্নামি হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী খারেজিদের মত ভূল। কবিরা গুনাহের কারণে কোন মুসলমানকে কাফির বলা কুরআন-সুন্নাহ্‌র হুকুমের খিলাফ। তাদের মতে মুমিনের কোন গুনাহ্ নেই, যেরুপ কাফিরের কোন নেক আমল নেই। তাদের এ আকিদা সম্পূর্ণরুপেই কুরআন-সুন্নাহ্‌র খিলাফ। এ ভূল আকিদা হতে ইমাম আযম ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সাথে মুনাযারা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ মক্কি "মানাকিবু আবু হানিফা" কিতাবের ১০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, খারেজিগণ যখন জানতে পারল আহলুল কিবলার কেহ কবিরা গুণাহ্ করলে ইমাম আবু হানিফা তাঁকে কাফির মনে করেন না। তখন তারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র সাথে মুনাযারা করার জন্য কিছু লোককে পাঠালো যারা ইমাম আযমের সাথে মুনাযারা করবে, তারা ইমামকে বললো, هاتان جنازتان على باب المسجد أما احدهما رجل شرب الخمر حتى كظلته و حشرج بها فمات غرقا في الخمر و الأخرى امرأة زنت حتى اذا ايقنت بالحبل قتلت نفسها . فقال لهم ابو حنيفة من أي الملل كانا أمن اليهود قالوا لا ، قال : أفمن النصارى ، قالوا لا ، قال : افمن المجوس ، قالوا لا، قال : من أي الملل كانا ، قالوا من الملة التي تشهد ان لا أله الا الله و أن محمداً عبده ورسوله . قال : فأخبروني عن هذه الشهادة كم هي من الإيمان ثلث أو ربع او خمس ، قالوا : ان الإيمان لا يكون ثلثا ولا ربعاً ولا خمساً ، قال : فكم هي من الإيمان ، قالوا : الإيمان كله . قال فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم و أقررتم أنهما كان مومنين . قالوا دعنا عنك امن أهل الجنة هما ام من أهل النار. قال : اما اذا ابيتم فإني اقول فيهما ما قال نبي الله أبراهيم في قوم كانوا اعظم جرما منهم "فمن تبعني فإنه مني و من عصاني فإنك غفور رحيم"
.

اقول فيهما ما قال نبي الله عيسى في قوم كانوا اعظم جرما منهما أن تعذبهم فأنهم عبادك و ان تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم .

اقول فيهما ما قال نبي الله نوح أذ "قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون قال فما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون" .

اقول فيهما ما قال نبي الله نوح عليه السلام وعليهم اجمعين وعلى نبيينا محمد صلى الله عليه و سلم ، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله و لا اعلم الغيب ألى قوله أني أذا لمن الظالمين .

قال : فألقوا السلاح و قالوا تبرأنا من كل دين كنا عليه و ندين الله بدينك فقد آتك الله فضلا و حكمة و علما قال فخرجوا و تركوا رأي الخوارج و رجعوا إلى الجماعة .

"মসজিদের দরজায় দু'টি জানাযা রাখা আছে, ইহার একটি পুরুষের, যে অতিরিক্ত মদ পানের কারণে মদের মধ্যেই ডুবে মারা যায়। অপরটি একজন যিনাকারিনী মহিলার যে গর্ভবতি হওয়ার পর নিজেই আত্মহত্যা করে মারা যায়। ইহা শুনে ইমাম আবু হানিফা বললেন, তারা কোন ধর্মের, তারা কী ইয়াহুদি ধর্মের ? খারেজিগণ বললেন, না। ইমাম আবার জিজ্ঞেস করলেন,তারা কী খ্রীষ্টান ধর্মের, খারেজিগণ বললেন, না। ইমাম আবার জিজ্ঞেস করলেন,তারা কী মজুসি ? খারেজিগণ বললেন, না। তাহলে তারা দু'জন কোন ধর্মের ? খারেজিগণ বললেন, তারা দু'জন এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তায়া'লার বান্দা ও রাসুল। ইহা শুনে ইমাম বললেন, তোমরা আমাকে বল তাদের এই ইমান আনয়ন মূল ইমানের কত ভাগ তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ, নাকি পঞ্চমাংশ ? খারেজিগণ বললেন, ইমান কখনই তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ও পঞ্চমাংশ হয় না। ইমাম বললেন তাহলে কত ? তারা বললো পূর্ণ ইমান। ইমাম বললেন, তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ তারা মুমিন। ইহা শুনে খারেজিগণ বললেন, ইহা ছারুন এখন বলুন তারা কী জান্নাতি না জাহান্নামি ? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আযম বললেন, তাদের সর্ম্পকে আমার বক্তব্য হচ্ছে আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত, আল্লাহ্-র নবি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের সর্ম্পকে বলেছেন যারা শিরকের মত মারাত্মক গুণাহ্ করেছিল, "সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভূক্ত, আর কেহ আমার

অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু" ( সুরা ইব্রাহিম, আয়াত-৩৬)।

আমি তাদের দু'জন সর্ম্পকে এরূপ বলব যেভাবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের অপরাধীদের সর্ম্পকে বলেছেন, যারা মারাত্বক অপরাধ করেছিল, "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি ক্ষমা করে দেন, আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (সুরা মায়িদা, আয়াত-১১৮)

আমি তাদের দু'জন সর্ম্পকে এরূপ বলব যেভাবে আল্লাহ্ তায়া'লার নবি হযরত নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের সর্ম্পকে বলেছেন, "তারা বলল, আমরা কি আপনার প্রতি ইমান আনব, যেখানে সাধারণ লোকেরা আপনার অনুসরণ করছে ? নুহ্ বললেন, তারা কী করত তা আমার জানা নেই। তাদের হিসাব গ্রহণ করা তো আমার প্রতিপালকের কাজ ; যদি তারা বুঝতো "। ( সুরা শুআ'রা, আয়াত-১১১-১১৩)

আমি তাদের সর্ম্পকে এরূপ বলব যেভাবে আল্লাহ্ তায়া'লার নবি হযরত নুহ আলাইহিস সালাম সহ অন্য নবিগণ এবং আমাদের নবি সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে ইহা বলি না যে আমার নিকট আল্লাহ্ তায়া'লার ধনভান্ডার আছে, আর না অদৃশ্য সর্ম্পকে আমি অবগত, আর আমি ইহাও বলিনা যে, আমি ফিরিশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সর্ম্পকে আমি বলিনা যে, আল্লাহ্ তায়া'লা তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। আমি তাহলে জালিমদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাব এ পর্যন্ত"।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরপর খারেজিগণ তাদের হাতের তলোয়ার ফেলে দিল এবং বললো, আমরা যে ভূল দীনের উপর ছিলাম তার প্রতিটি থেকে আপনি আমাদেরকে বাঁচালেন। এখন থেকে আপনি যে দ্বিনের উপর আছেন আমরা তা-ই গ্রহণ করে নিলাম। আল্লাহ্ তায়া'লা আপনাকে মর্যাদা, প্রজ্ঞা ও ইলম দান করেছেন। ইমাম বলেছেন, এরপর তারা খারেজি

মত ত্যাগ করে আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের দিকে ফিরে আসে"।

## ২। কাদারিয়া ফিরকার সাথে মুনাযারা

কাদারিয়াগণের আকিদা হলো, বান্দার নিজের তরফ থেকেই সমস্ত কাজ করে থাকে। বান্দার কাজে আল্লাহ্ তায়া'লার কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। সহিহ আকিদা বর্হিভূত এ বিদআত কাজ ও কথার প্রর্বতক হলো সুসান নামে ইরাকের এক ব্যক্তি। যে প্রথমে খ্রীষ্টান ছিল পরে মুসলমান হয়, তারপর আবার খ্রীষ্টান হয়ে যায়। সুসান থেকে এ ভ্রান্ত আকিদা মা'বাদ আল জুহানী গ্রহণ করে, তার থেকে গাইলাম দিমাশকী।

শরহু উসূলে ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ৭৪৯ পৃষ্ঠায় এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের চতুর্থ খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মুহাম্মাদ বিন শুয়াইব বলেন, প্রথম যে ব্যাক্তি কদর সম্পর্কে মত পোষন করে সে ইরাকের সুসান, সে নাসারা ছিল এরপর মুসলমান হয়ে তারপর আবার খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তার থেকে মা'বাদ , অতঃপর তার থেকে গাইলাম দিমাশকি কাদারি মতবাদ গ্রহণ করে।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ভ্রান্ত বিদআতি কাদারিয়া আকিদার মতকে জোড়ালোভাবে খন্ডন করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর আল ফিকহুল আকবার কিতাবে বলেন, و هو الذي قدر الأشياء و قضاها و لا يكون في الدنيا و لا في الأخرة شيئ الا بمشيئته و علمه و قضائه و قدره . "আল্লাহ্ তায়া'লাই প্রতিটি জিনিসকে পরিমাণ মত ব্যবস্থা করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই তার ইচ্ছা ও জানার অধিন। যে যা-ই করুক সবই তিনি জানেন"।

ইমাম আযম আরো বলেন, বান্দার সমস্ত কাজ ও নিশ্চল থাকা প্রকৃত পক্ষে তার উপার্জিত। আল্লাহ্ তায়া'লা তার সৃষ্টিকারী, সবই তাঁর ইচ্ছার অধীন। বান্দা যা করে সর্ব বিষয়ে তিনি জ্ঞাত"। অর্থাৎ বান্দা ভাল-মন্দ যা কিছু করে তা নিজের ক্ষমতায় নয় আল্লাহ্ তায়া'লার ক্ষমতায় ও ইচ্ছায় করে থাকে। বান্দা তার কাজের নয় নিয়্যতের মালিক। সে যদি মসজিদে যাওয়ার নিয়্যত করে,

তাহলে এ নেক কাজের সওয়াব পাবে, কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কি না তা আল্লাহ্ তায়া'লার উপর নির্ভরশীল। বান্দা কোন কিছু করার ইচ্ছা করলেই তা পূরণ করা ও না করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।

খারেজি ফিরকার ন্যায় ভ্রান্ত কাদারিয়া ফিরকার লোকদের বিভ্রান্তি হতে মুসলিম উম্মাহ কে হেফাজত করার জন্য এবং তাদেরকে সঠিক আকিদার দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সাথেও ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বহস করেন ও পরাস্ত করেন। নিম্নে এ বিষয়ে দু'টি প্রমাণ উল্লেখ করা হলো।

কানযুল খাফি ফি ইখতিয়ারিস সাফি কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এবং উসুলুদ্দিন ইনদা আবু হানিফা কিতাবের ১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, تناظر أبو حنيفة رحمة الله تعالى مع غيلان الدمشقي أحد كبار القدرية ، و فيها أن غيلان الدمشقي قال لأبي حنيفة : " تقول إن المعاصي بمشيئة الله و مراده. فقال له أبو حنيفة : و أنت تقول إنها بكره من الله و عجزه ، و من نسب الله إلى العجز فهو كافر فانقطع غيلان .

“কাদারিয়া ফিরকার বিখ্যাত আলেম গাইলান দিমাশকির সাথে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র মুনাযারা (বির্তক) হয়। গাইলান দিমাশকি ইমাম আবু হানিফাকে বলেন, আপনি তো বলে থাকেন বান্দার গুণাহের কাজও আল্লাহ্ তায়া'লার ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তখন ইমাম আযম এর জওয়াবে বললেন, আপনি তো বলেন এ ধরণের কাজ করতে আল্লাহ্ তায়া'লা অক্ষম। যে আল্লাহ্ তায়া'লার সাথে অক্ষমতার নিসবাত করবে সে কাফির। ইহা শুনে গাইলান দিমাশকি খামুশ হয়ে গেলেন”।

অনুরুপ অন্য এক কাদারির সাথে ইমাম আযম মুনাযারা করেন, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান খামিস তার “উসুলুদ্দিন ইনদাল ইমাম আবু হানিফা” কিতাবের ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و تناظر أبو حنيفة مع قدريّ أخر و فيها : أن أبا حنيفة قال له : جئتَ أم جئي بك ؟ قال : بل جئتُ باختياري ، فقال : إجلس فجلس ، فقال أبو حنيفة : جلستَ أم أجْلِستَ ؟ قال : بل جلستُ باختياري فقال له قم ، فقام القدريّ فقال له أبو حنيفة : إرفع إحدى رجليك فرفعها ، فقال له : رفعتَ أم رُفِعْتَ لك ، قال : بل رفعتها ،

قال : فإن كان كما زعمت , فكل هذه الأفعال منك و باختيارك

فارفع الرجل الأخرى قبل أن تضع الاولى ، فتحير القدريّ .

"ইমাম আবু হানিফা আর একজন কাদারির সাথে মুনাযারা করে লা জওয়াব করে দেন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ কাদারিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজেই এখানে এসেছেন না কি কেহ আপনাকে নিয়ে এসেছে ? কাদারি বললো, আমাকে কেহ নিয়ে আসেনি, আমি আমার ইচ্ছায়ই এসেছি। এরপর ইমাম তাকে বললেন, বসুন তারপর সে বসল। ইমাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে বসেছেন না কি কেহ আপনাকে বসিয়েছে ? সে বলল না কেহ আমাকে বসায় নাই, আমার নিজ ইচ্ছায়ই বসেছি। ইমাম তাকে বললেন, আপনি দাঁড়ান তো, কাদারি লোকটি দাঁড়াল। ইমাম আবু হানিফা বললেন, আপনার একটি পা উঠান, সে এক পা উঠাল। ইমাম বললেন, আপনার নিজের ইচ্ছায় উঠিয়েছেন না কি কেহ উঠিয়ে দিয়েছে। সে বলল, বরং আমার ইচ্ছায়ই উঠিয়েছি। ইমাম বললেন, এতক্ষণ যা করেছেন তা যদি আপনার থেকে এবং আপনার ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে আর এটাই যদি আপনার মতাদর্শ হয়ে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে উঠানো পা টি মাটিতে না রেখেই দ্বিতীয় পা টি উঠান। ইহা শুনে কাদারিয়া ফিরকার লোকটি কোন জওয়াব দিতে না পেরে পেরেশান হয়ে গেল"।

উল্লিখিত দু'টি ঘটনাই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ইলমি ও আকলি উভয় বিষয়ের তিক্ষ্ণতা ও বিচক্ষনতা প্রমাণ করে। অনেক সময়ই দেখা যায় ভ্রান্ত ও বিদআতি আকিদায় নিমজ্জিত লোকেরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদে বিভোর থাকার কারণে কুরআন-সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধ তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনা। বিদআত হচ্ছে ইসলামি শরিয়া'হ্ অনুশাসনের বিপরীত আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আকিদা বর্হিভূত মতবাদ। যে অন্তরে ইহা বাসা বেঁধে আছে উহাতে কুরআন-সুন্নাহ্র নূর প্রবেশ করা কঠিন। তাই তারা কিতাব পড়ার পরেও সঠিক বুঝ তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনা। একজন দাঈ ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্ তায়া'লার দিকে আহবানকারী ) যখন কাউকে দ্বিনের সহিহ আকিদা শিক্ষা দিবেন তার অবশ্যই শরঈ ইলমের সাথে সাথে আকলের বিচক্ষনতা থাকা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা এ ক্ষেত্রে ছিলেন সকলের পূরোধা। গাইলান

দিমাশকী সহ অন্যান্য কাদারিগণকে আকলি দলিল দিয়েই খামুশ করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করেছেন।

## ৩। যৌবনকাল

ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন নুমান (যুত্বা, মারযুবান) রাহিমাহুমুল্লাহ্‌র ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক ইলম হাসিলের এ স্তরটি শুরু হয় ২২ বছর বয়স হতে ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ্ এর ফিকহি মজলিসে বসে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষার মাধ্যমে। আল মুহাদ্দিসুল ফকিহ্ সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে শুরু করে কুফা আগমনকারী হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের সমগ্র হাদিসের ভান্ডারই ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নিকট পৌঁছেছে। ইমাম আযম আবু হানিফা তার উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ হতে এ সমস্ত হাদিস এবং ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব ফিকহ দীর্ঘ ১৮ বছরে শিক্ষা করেন। এভাবে ১৩০ হিজরি পর্যন্ত অতিক্রম হয়। এরপর ১৩০ হিজরিতে মক্কা আল মুকাররমা চলে যান এবং একাধিক্রমে ৬ বছর হিজাযে অবস্থান করেন। এখানে সাহাবি হযরত আব্দুলালাহ্ বিন আব্বাস ও জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লআহু আনহুমার ছাত্রগণ হতে যেমন ইমাম ইকরিমাহ্ ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ, ইমাম আবুয যোবায়ের মক্কি ইমাম তাউস বিন কাইসান প্রমূখ বিখ্যাত প্রথম স্তরের তাবেঈগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। তাছাড়া মদিনাতুন নববির বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ্ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। ১৩০ থেকে ১৩৬ হিজরি এ ছয় বছর হিজাযে অবস্থান করার পর আবার কুফা চলে যান। এ ছিল ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্-র শিশুবেলা হতে ইলম অর্জনের ধারাবাহিকতা।

উপরোল্লিখিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, প্রথমত ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ইলম হাসিলের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ছিল। দ্বিতীয়ত ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উপদেশ সংক্রান্ত বর্ণনাটি ইমামের ইলমি ধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল নহে এবং ইমাম আযম এর নিজ মতেরও মুআফিক নহে, তাই ইহা দলিল অযোগ্য, এ কারণে অগ্রহণীয়। আল্লাহ্ তায়া'লা সকলকে সহিহ সমঝ দান করুন।

# তাবাকাতুত তাবেঈন

আরবিতে طَبَقَات শব্দটি طَبَقَة এর বহুবচন। তাবাকাতুন طبقة শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**আভিধানিক অর্থ ঃ**

১। الطبقة : অর্থ আবরণ, আচ্ছাদন, ঢাকনা, পর্দা আরবিতে ইহাকে غِطَاءٌ বলা হয়।

২। الطبقة : এর অর্থ হলো الجماعة من الناس (অনেক লোকের সমাগম)।

৩। الطبقة : حَالٌ এর অর্থ হলো অবস্থা । যেমন আল্লাহ্ তায়া'লা সুরা ইনশিকাক এর ১৯ নং আয়াতে বলেছেন . لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ " " ইমাম তাবারি ও ইমাম ইবনু কাসির বলেন, এর অর্থ হলো حَالٌ بَعْدَ حَالٍ "অবস্থার পর অবস্থা"।

৪। الطبقة : القَرْنُ এর অর্থ যুগ।

৫। الطبقة : স্তর। যেমন সুরা মুলুকের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا " আল্লাহ্ তায়া'লা সাতটি আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন" অর্থাৎ একটিকে আরেকটির উপর স্তর বিন্যাস করে সৃষ্টি করেছেন।

**পারিভাষিক অর্থ**

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত তাবাকাহ্ শব্দটিরও পারিভাষিক বা ব্যবহৃত অর্থ রয়েছে। আলেমগণ এর পারিভাষিক অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে সব গুলোই একই অর্থে ব্যবহৃত। নিম্নে আলেমগণের প্রদেয় অর্থ উল্লেখ করা হলো।

১। ইমাম জয়নুদ্দিন আল ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর আল তাবসিরাহ্ ওয়াত তাযকিরাহ্ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠায় বলেন, المتشابة في الأسنان و الإسناد و ربما اكتفوا بالمتشابة في الإسناد .

"তাবাকাত এর অর্থ হলো বয়স ও ইসনাদের ক্ষেত্রে একই রকম হওয়া, তবে আলেমগণ বয়স নয় ইসনাদের ক্ষেত্রে একে অপরের সাদৃশ্য বোধের প্রসঙ্গে বলেছেন"।

২। ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর নুযহাতুন নযর ফি তাওদ্বিহে নুখবাতিল ফিকির কিতাবের ১৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন, هم جماعة اشتركوا في السن و في لقاء المشائخ .

"তাবাকাত শব্দটি এমন সকল আলেমগণ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় যারা বয়সের দিকে সম পর্যায়ের এবং উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে এক সাথে গ্রহণ করেছেন"।

৩। ইমাম সাখাবি তাঁর আল ফাতহুল মুগিস কিতাবের ৪ খন্ডের ৪৯৯ পৃষ্ঠায় বলেন, هم المتشابهون المشتركون في السن و لو تقريباً و بالأخذ عن المشائخ و ربما اكتفوا بالإشتراك في التلاقي و هو غالب ملازم للإشتراك في السنة .

"তাবাকাত হলো একই সময়ে একই বয়সে অবস্থান এবং একই উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণ। অনেকেই বয়সে সম শ্রেণীর হওয়ার চেয়ে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সম হওয়াই আধিক যুক্তিযুক্ত। আর এ মতটিই প্রবল"।

আলেমগণের উল্লিখিত সংজ্ঞা হতে প্রমাণিত হলো যে, طبقة বা طبقات বলতে একই স্তরে অবস্থানকারী প্রত্যেক সমশ্রেণীর উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণ। উপরোক্ত তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্র সংজ্ঞাটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে পরিপূর্ণ নয়। কেননা তাদের এ সংজ্ঞাকে মানদন্ড ধরা হলে তাদেরই কিতাবে উল্লিখিত বিভিন্ন জনের জীবনীর মধ্যে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। এ সংজ্ঞা অনুসারে ইমাম তাউস বিন কায়সান এবং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আমাশ এর মধ্যে তাবাকাত হিসেবে কোন পার্থক্য থাকেনা, সকলেই এক তাবাকা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন ঃ ইমাম তাউস বিন কায়সান হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন আবার ইমাম আবু

হানিফা এবং ইমাম আমাশও হযরত আনাস বিন মালিক ব্বাদিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

হাদিস বর্ণনাকারীগণের স্তর বিন্যাসের বিষয়টি দু'টি ধারায় সন্নিবেশিত। ১। মর্যাদার ক্ষেত্রে। ২। সময়ের তারতম্যে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে।

## ১। মর্যাদার ক্ষেত্রে।

ইহা যুগ পরম্পরার সাথে সম্পৃক্ত। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার সৃষ্টির সর্বোত্তম। এ স্তরটি তাঁর নিকটবর্তীতার সাথে জড়িত। এর প্রমাণ হলো সাহাবি হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিআল্লাহ্ বর্ণিত হাদিস। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ সহিহ আল বুখারির "সাহাবিগণের মর্যাদা" অধ্যায়ে (كتاب معرفة الصحابة) উল্লেখ করেছেন, حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي حمزة سمعت زهدم بن مضرّب قال : سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .

"ইসহাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, নদ্বর আমাদের নিকট বর্ণনা করেন,শুবাহ্ আমাদেরকে হামযাহ্ হতে বলেন, আমি যাহদাম বিন মুদাররিবকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলেছেন, আমার উম্মাতের সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, তারপর যারা আসবে ( তাবেঈগণ) তাদের যুগ, তারপর যারা আসবে (তাবে তাবেঈগণ) তাদের যুগ"।

হাদিসে উল্লিখিত আমার যুগ বলতে সাহাবিগণের সকলেই অন্তর্ভূক্ত, যারা সাইয়্যিদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন। রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার পর এ যুগের অবসান হয়।

**দ্বিতীয় যুগ :** সর্বশেষ সাহাবি এ দুনিয়া হতে বিদায়ের পর এ যুগের অবসান হয়। ইতিহাস মতে ১১০ হিজরি পর্যন্ত ছিল এর সময়কাল। কেননা হযরত আবুত্তাফাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু সর্বশেষ ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। যে

দু'টো চোখ সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন ঐ দু'টো চোখকে পৃথিবীবাসী আর কোন দিন দেখতে পায়নি, আর যে নিঃশ্বাস সাইয়্যিদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ঘ্রাণ নিতে পেরেসে সে নিঃশ্বাসও পৃথিবীর কোন মানুষ তথা কোন মাখলুকই পায়নি। সাইয়্যিদুল মুরসালিন হাবিবুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখনেওয়ালা চোখকে যারা দেখতে পেরেছে তারাই তাবেঈ, অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগ।

**তৃতীয় যুগঃ** ইহা তাবে তাবেঈগণের যুগ। যারা তাবেঈগণকে দেখেছেন তারা তাবে তাবেঈ। সর্বশেষ তাবেঈর ইন্তেকালের সাথে সাথে এ যুগের অবসান হয়। সর্বশেষ তাাবেঈ হলেন ইমাম খালফ বিন খলিফা রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ১৮১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারি তারিখুস সগির এ বলেছেন, বলা হয় খালফ বিন খলিফা ১০১ বছর বেচে ছিলেন। এ হিসেবে তার জন্ম সন হয় ৮০ হিজরি। ইমাম জমালুদ্দিন মিযযি তাহযিবুল কামাল এর ৮ খন্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম খালফ বিন খলিফা সাহাবি আমর বিন হুয়াইরিস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর। এ কারণে ইমাম বুখারি তাবে তাবেঈ নয়, কেননা তিনি ১৯৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসকে সমর্থন করে আম্মাজান সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিস। ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিম এর কিতাবু ফাদ্বাইলিস সাহাবা-তে উল্লেখ করেছেন, قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الناس خير ؟ قال القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني ثم الثالث .

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন লোকেরা উত্তম ? জওয়াবে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার যুগের লোকেরাই উত্তম, এরপর দ্বিতীয় যারা আসবে, এরপর তৃতীয় যারা আসবে"।

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ দ্বিতীয় যুগের, কেননা তিনি সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একাধিক বার দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি

অন্যান্য সাহাবিগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সর্বশেষ সাহাবি পর্যন্ত ইমাম আযম এর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। ইমাম ৮০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ এবং সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবি হযরত আবুত্তাফাইল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইহা হতে প্রমাণিত হলো মর্যাদার ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের পরের স্থানে।

## ২। সময়ের তারতম্যে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে

আমার উম্মাতের সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, তারপর যারা আসবে (তাবেঈগণ) তাদের যুগ, তারপর যারা আসবে (তাবে তাবেঈগণ) তাদের যুগ"। এ হাদিসটি সামগ্রীক অর্থে সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণের তাবাকাত বা স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। হাদিন বর্ণনা করা না করার সাথে এ তাবাকাতের কোন সর্ম্পক নেই। হাদিসে যে তিন যুগের উল্লেখ আছে তাতে সমস্ত সাহাবিগণকে এক স্তরে রাখা হয়েছে, সমস্ত তাবেঈগণকে এক স্তরে এবং সমস্ত তাবে তাবেঈগণকে এক স্তরে রাখা হয়েছে। ইহা মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত, এ কারণে ইহার প্রতিটিই এক একটি তাবাকায় সিমাবদ্ধ।

কিন্তু দ্বিতীয়টি হাদিস গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত। সময়ের তারতম্যের কারণে ইহার প্রতিটি তাবাকা একাধিক তাবাকায় বা স্তরে বিভক্ত। মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেক যুগকে একাধিক ভাগে ভাগ করেছেন। ফলে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস অনুযায়ী তাবেঈ হওয়া সত্ত্বেও হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ তাকে পঞ্চম তবকার অর্ন্তভূক্ত করেছেন। আবার কেহ কেহ ১৫তম তবকায় রেখেছেন।

কোন আলেম কোন তবকার হবে এ ব্যাপরে আলেমগণের মধ্যে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সুতরাং বিনা তাহকিকে কারো মত গ্রহণ করলে তা ভূল হবে। এ ব্যাপারে অনেকেই ইমাম হাকিম আবু আলি আননিসাপুরি রাহিমাহুল্লাহ্র কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন এবং তার অনুসরণ করে থাকেন, কিন্তু তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলেই বুঝা যাবে

ইমাম হাকিম আবু আলি আন নিসাপুরি রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃত্যু-৪০৫ হি:) তার "মারিফাতু উলুমিল হাদিস ওয়া কামমিয়্যাতু আজনাসিহি" কিতাবের ২১৩ পৃষ্ঠায় তাবেঈনগণের তাবাকাত সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

**فمن الطبقة الأولى من التابعين :** هم قوم لحقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وآله بالجنة .

فمنهم : سعيد بن المسيب و قيس بن أبي حازم ، و أبو عثمان المهدي و قيس بن عُبَّاد ،و أبو ساسان حضين بن المنذر ، و أبو وائل شقيق بن سلمة ، و أبو رجاء العطاردي وغيرهم .

**و الطبقة الثانية من التابعين :**

الأسود بن يزيد ،علقمة بن قيس ، و مسروق بن الأزدع ، و أبوسلمة سلمة بن عبد الرحمن ، و خارجة بن زسد وغيرهم من هذه الطبقة .

**و الطبقة الثالثة من التابعين :**

عامر بن شراحيل الشعبي و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و شريح بن الحارث و أقرانهم من هذه الطبقة .

ثم هم طبقات ، خمسة عشرة طبقة ، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ، و من لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة ، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة ، و من لقي عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل الحجاز ، ومن لقيَ أبا أمامة الباهلي من أهل الشام .

"তাবেঈগণের প্রথম তবকা হলো, যারা জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন সাহাবিগণের মধ্যে কাউকে দেখেছে। এ সমস্ত তাবেঈগণ হলেন, ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইমাম কাইস বিন আবু হাযিম, ইমাম আবু উসমান আন নাহদি, ইমাম কাইন বিন উব্বাদ, ইমাম আবু সাসান হুদাইন বিন মুনযিব, ইমাম আবু ওয়ায়িল শাকিক বিন সালামাহ্ ও আবু রাজা আল উতারদি প্রমূখ"।

**দ্বিতীয় তবকার তাবেঈগণ হলেন :**ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ, ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস ইমাম মাসরুক বিন আযদাহ, ইমাম আবু সালামাহ্ বিন আব্দুর রহমান ও ইমাম খারিযাহ্ বিন যায়দ প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহগণ।

তৃতীয় তবকার তাবেঈগণ হলেন : ইমাম আমির বিন শারাহিল আশ শাবি, ইমাম উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবাহ্, ইমাম শুরাই বিন আল হারিস এবং তার সম বয়সের যারা আছেন।

অতঃপর যে সমস্ত তাবেঈগণ অবশিষ্ট থাকেন তারা ১৫ টি তবকায় বিভক্ত। ইনাদের মধ্যে সর্বশেষ ১৫তম তবকায় হলেন, বসরাবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। কুফাবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। মদিনাাবাসীদের মধ্যে যারা হযরত সায়িব বিন ইয়াযিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। হিজাযবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জুয রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। শামবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আবু উমামাহ্ আল বাহিলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন"।

ইমাম হাকিম আবু আলি আন নিসাপুরি রাহিমাহুল্লাহ্ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর মতেই সঠিক নহে। তিনি বলেছেন, "তাবেঈগণের প্রথম তবকা হলো, যারা জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন সাহাবিগণের মধ্যে কাউকে দেখেছেন"। অথচ ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ ও ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুমাল্লাহ্কে দ্বিতীয় তবকায় সন্নিবেশ করেছেন। ইহা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ইনারা উভয়েই আশারা মুবাশশারা সাহাবিগণকে দেখেছেন। এ হিসেবে ইনারা উভয়েই প্রথম তবকার তাবেঈ।

ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ ও ইমাম আলকামাহ যে আশারা মুবাশশারা সাহাবিগণকে দেখেছেন তার প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম মিযযি "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি তাঁর "তাহযিবুত্তাহযিব" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আসওয়াদ বিন কাইস রাহিমাহুল্লাহ যে সমস্ত সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত বেলাল

বিন রাবাহ্, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত মা'কিল বিন সিনান আল আশজায়ি', হযরত আবু সানাবিল বিন বা'কাক, হযরত আবু মাহযুরাহ্ আল জুহামি, হযরত আবু মা'কাল, হযরত আবু মুসা আল আশআরি, প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং উম্মুল মুমিনিন সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা, উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাহ্, হযরত ফাতিমা বিনতে সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না।

অনুরুপ ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুল্লাহ্ সর্ম্পকে ইমাম মিযযি "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২০ খন্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি তাঁর "তাহযিবুত্তাহযিব" কিতাবের চতুর্থ খন্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আলকামাহ্ বিন কাইস যে সকল সাহাবিদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন তারা হলেন, খলিফাতু রাসুলিল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত খাব্বাব বিন আল আরত, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত সালামাহ্ বিন ইয়াজিদ আল জু'ফি, হযরত শুরাই বিন আরাত আন নখঈ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, আমিরুল মুমিনিন হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত কারসা' আদ দাব্বি, কাইস বিন মারওয়ান আল জু'ফি, হযরত মা'কিল বিন সিনান আল আশজায়ি', হযরত আবু দারদা, হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি,হযরত আবু মুসা আল আশআরি, সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক হযরত আয়িশা প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ ও ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুমাল্লাহ্ আশারা মুবাশশারা বিশেষ করে আল খুলাফাউর রাশিদুন এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ্ও উল্লিখিত সাহাবিগণের সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন,

এতদসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ কী ? ইহার জওয়াব ইমাম হাকিম আবু আলি নিসাপুরিই দিতে পারবেন। তবে তার প্রদত্ত দলিল অনুসারেই ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ ও ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুমাল্লাহ প্রথম তবকার তাবেঈ।

ইমাম হাকিম আবু আলি নিসাপুরি শেষের ১৫টি তবকা সর্ম্পকে যে বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ শ্রেণীভূক্ত, কেননা তিনি সকলের ঐকমত্যে সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাবেঈগণের যে তবকার উল্লেখ করেছেন তাতে ইমাম আবু হানিফাকে পঞ্চম তবকার হিসেবে পরিগণিত করেছেন। ইহা ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি তার সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ৬ খন্ডে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাকিম তাবেঈগনের তবকার ক্ষেত্রে যে বিন্যাস করেছেন তা পুরোপুরিই অসামঞ্জস্য। তিনি ইমাম শারাহিল আশ শাবিকে তৃতীয় তবকায় উল্লেখ করার পর চতুর্থ তবকাকে ১৫ স্তরে ভাগ করলেন এবং বললেন, ইনাদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন যিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেয়েছেন ইহা স্বতৃসিদ্ধ কথা। আবার ইমাম শাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাও স্বত্বসিদ্ধ। ইমাম শাবি যদি তৃতীয় তবকার হন, তাহলে ইমাম আবু হানিফা চতুর্থ তবকার ১৫ তবকার ১৫ নম্বরে যান কি করে ? ইমাম যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহকে চতুর্থ তবকার তাবেঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম আবু হানিফাকে পঞ্চম তবকায় উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে ইহাই সঠিক যে, ইমাম শাবি যদি চতুর্থ তবকার হন, ইমাম আবু হানিফা পঞ্চম তবকার হবেন। আবারো প্রমাণিত হলো ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি মাযহাব ষড়যন্ত্রের শিকার, তা না হলে ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ ও ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস রাহিমাহুমাল্লাহ প্রথম তবকার তাবেঈ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় তবকায় অর্ন্তভূক্ত করা হবে কেন ? হানাফি মাযহাবের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফক্বিহ সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ

রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ইমাম আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ ও ইমাম আলকামাহ্ বিন কাইস এর মাধ্যমে ইমাম ইব্রাহিম নাখঈ ও ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান হয়ে আল ফিকহুল মাসউদিই শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণতা লাভ করল আল ফিকহুল হানাফি হিসেবে। ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি মাযহাব প্রসঙ্গে অনেকেই তাদের ইনসাফ রক্ষা করতে পারেননি। তাবাকাতুত তাবেঈন প্রসঙ্গে আলোচনা এখানেই শেষ হল। ইমাম আযম এর তাবেঈ হওয়ার অকাট্য প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হল।

# ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ ছিলেন

ইমাম আযম, ইমামুল আয়িম্মা, আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্ সহিহ বর্ণনা মতে তাবেঈ ছিলেন। চার মাযহাবের ইমামগণ যেমন ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ আল কুরাইশি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ইনাদেও কেহই তাবেঈ ছিলেন না এবং হাদিসের কিতাব সমূহের ইমামগণ যেমন ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাই, ইমাম তিরমিযি, ইমাম ইবনু মাযাহ্, ইমাম দারেমি ইনাদের কেহই তাবে তাবেঈ ছিলেন না।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র তাবিঈয়ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকেই প্রমাণিত। তবে কিছু সংখ্যক লোক বিবেক বোধ না থাকার কারণে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত, সত্যের মানদন্ডে নিরুপিত ও মুহাক্কিকগণ কর্তৃক সত্যায়িত ইমাম আযম এর এই মর্যাদাকে অস্বীকার করে বলছে তিনি তাবেঈ ছিলেন না। তাদের এ মত যে, হিংসা ও জাহালতিপূর্ণ এবং ইতিহাস বিবর্জিত তা এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে। তাবেঈ কাকে বলে, কীভাবে তাবেঈ হওয়া যায় এ সর্ম্পকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মশহুর বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানিফা হিজরি ৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবি, ইমাম সুয়ূতি, ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আল মক্কি, ইমাম আবু নুআইম ফদ্বল বিন দুকাইন, ইমাম ইবনুল জাওযি, ইমাম আব্দুল কাদির বিন আবু ওয়াফা কুরাশি রাহিমাহুমুল্লাহ্ ইনারা সকলেই এ মতকে সমর্থন করেছেন। ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদে ইসমাইল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমার দাদা ইমাম আবু হানিফা ৮০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখনও কোন কোন সাহাবি কুফায় ছিলেন। তার জন্মের পরও অনেকে কুফায় এসেছেন। তাদের অন্যতম হলেন হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

ইতিপূর্বে আলোচিত ও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সমস্ত সাহাবিগণ কর্তৃক হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই কুফায় আগমনকারী সাহাবি। হযরত আবু মুসা আল আশআরি, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর, হযরত নুমান বিন বশির প্রমুখ বিজ্ঞ ও হাদিসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের নাম হাদিসের কিতাব সমূহে দীপ্ত-সমুজ্জ্বল। এ সমস্ত সাহাবিগণের ইলমি ধারা হলেন তাবেঈগণ। ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ ছিলেন কী ছিলেন না তা বুঝা যাবে কীভাবে তাবেঈ হওয়া যায় তা জানার পর।

## তাবেঈ এর পরিচয়

অন্যান্য ইখতিলাফি মাসআলার মত তাবেঈ হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গেও আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাবেঈ কাকে বলে তা যদিও মিমাংশীত, কিন্তু কেহ কেহ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেহ বলেছেন সাহাবির সাক্ষাত পেলেই তাবেঈ হওয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেছেন সাক্ষাত ই যথেষ্ট নয়, বরং তার সোহবতে থাকতে হবে। ইমাম খতিব বাগদাদি বলেছেন, التابعى من صحب الصحابيَّ " যিনি কোন সাহাবির সোহবত এখতিয়ার করেছেন তিনিই তাবেঈ"।

ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরি ও অন্যান্যদের মতে. يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه و أن لم توجد الصحبة العرفية . و الإكتفاء في هذا بمجرد اللقاء و الرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما .

"তাবেঈ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সাহাবি থেকে হাদিস শুনেছেন বা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছেন। যদিও প্রচলিত অর্থে সোহবত না পাওয়া যায়। তাবেঈ

হওয়ার জন্য শুধু সাক্ষাত ও দেখা যথেষ্ট হওয়ার কারণ হল, উভয় মতের মধ্যে সাক্ষাতের মতটিই অধিক নিকটবর্তী"।

ইমাম ইবনুস সালাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত দু'টি মতের বিশ্লেষণে তার উলুমুল হাদিস কিতাবের ৫ খন্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

أن تقديم المصنف كلام الخطيب في حد التابعي على كلام الحاكم و غيره و تصديره به كلامه ؟ ربما يوهم ترجيحه على القول الذي بعده. .

وليس كذلك ، بل الراجحُ الذي عليه العمل قول الحاكم وغيره في الإكتفاء بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة ، و يدل عمل أئمة الحديث : مسلم بن الحجاج ، و أبي حاتم ابن حبان ، ولأبي عبد الله الحاكم ، و عبد الغني بن سعيد وغيرهم .

و قد ذكر مسلم بن الحجاج ، في كتاب " الطبقات " : سليمان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين ، و كذلك ذكره ابن حبان فيهم ، و قال : إنما أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيًا و حفظاً ، رأى أنس بن مالك و إن لم يصح له سماع المسند عن أنس . و قال علي بن المديني : لم يسمع الأعمش من أنس إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام .

"ইমাম ইবনুস সালাহ তাবেঈ এর পরিচয়ের ব্যাপারে খতিব বাগদাদির মতটিকে ইমাম হাকিম ও অন্যান্যদের মতের পূর্বে এনেছেন, এবং খতিব বাগদাদির অভিমত দিয়েই শুরু করেছেন। দ্বিতীয় মতটির প্রতি তার দ্বিধা আছে মনে করেই হয়তোবা ইহাকে শেষে উল্লেখ করেছেন"।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, বিষয়টি তা নয়, বরং প্রাধান্য প্রাপ্ত মত হলো যা ইমাম হাকিম ও অন্যান্যরা তার মতের অনুরুপ মত পোষণ করেছেন। আর তা হলো সোহবতের শর্ত বাদ দিয়ে শুধু দেখাই যথেষ্ট । ইমামগণ হতে বর্ণিত হাদিস ইহাই প্রমাণ করে। যেমন ঃ ইমাম মুসলিম বিন হুজ্জাজ, আবু হাতিম ইবনু হিব্বান, আবু আব্দুল্লাহ্ হাকিম, আব্দুল গনি বিন সাইদ ও অন্যান্যরা।

ইমাম মুসলিম বিন হুজ্জাজ তার কিতাব "আত তাবাকাত" এ উল্লেখ করেছেন, সুলাইমান বিন মিহরান আল আমাশ তাবেই ছিলেন। অনুরুপ ইমাম ইবনু হিব্বানও তার সহিহ ইবনু হিব্বানে এ মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন,

আমরা ইমাম আমাশকে তাবেঈ স্তরে গণ্য করেছি, কেননা তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন ইহা প্রমাণিত, কিন্তু তাঁর থেকে হাদিস শ্রবণ প্রমাণিত নহে। ইমাম আীল বিন মাদিনি বলেছেন, ইমাম আমাশ এর হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে হাদিস শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত নহে, তবে তার দেখা ও সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণিত। ইমাম আমাশ মক্কায় মাকামে ইব্রাহিমে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পিছনে সালাত আদায় করেছেন"।

ইমাম ইবনুস সালাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত দু'টি মতের বিশ্লেষণে তার উলুমুল হাদিস কিতাবের ৫ খন্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, أن الخطيب و أن كان قال في كتاب " الكفاية " ما حكاه عنه المصنف من أن التابعي مَن صحب الصحابي ، فأنه عدَّ منصور بن المعتمِر من التابعين في جزء له جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض ، و ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي و النسائي مِن رواية منصور بن المعتمِر عن هلال بن يساف ، عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن إمرأة من الأنصار، عن أبي أيوب مرفوعاً :" قُلْ هُوَ الله أحد ، ثلث القرآن " .

"খতিব বাগদাদি যদিও তাঁর আল কিফায়া কিতাবে বলেছেন যে, তাবেঈ হলেন এমন ব্যক্তি যিনি সাহাবির সোহবত ইখতিয়ার করেছেন। কিন্তু তিনি মানসুর বিন মুতামিরকে তাবেঈ বলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি একটি পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে ছয়জন এমন তাবেঈর নাম উল্লেখ করেছেন যারা একে অন্য হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম তিরমিযি ও ইমাম নাসাই উল্লেখ করেছেন মানসুর বিন মুতামির- হিলাল বিন ইয়াসাফ হতে, তিনি রবি বিন খাসিম হতে, তিনি আমর বিন মাইমুন হতে, তিনি আনসার গোত্রিয় এক মহিলা হতে, তিনি আবু আইউব আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে মারফু হাদিস বর্ণনা করেন, সুরা ইখলাছ হচ্ছে আল কুরআনের এক তৃতিয়াংশ"।

উক্ত সনদে ছয়জন তাবেঈ রয়েছেন যাদের কেহ কেহ আবু আইউব আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সোহবত লাভ করেছেন ও হাদিস শুনেছেন

আবার কেহ কেহ তাঁকে শুধু দেখেছেন কিন্তু হাদিস শ্রবণ করেণ নাই। মানসুর বিন মুতামির কর্তৃক সাহাবি হতে হাদিস শ্রবণ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও খতিব বাগদাদি তাকে তাবেঈ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইহা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম খতিব বাগদাদির মতেও তাবেঈ হওয়ার জন্য সোহবত বা হাদিস শ্রবণ শর্ত নয়, বরং কোন সাহাবিকে দেখলেই তাবেঈ হওয়ার যোগ্যতা হাসিল হয়।

ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাদরিবুর রাবি কিতাবের মারিফাতুত তাবিঈন অধ্যায়েও উপরোক্ত মত সমূহ উল্লেখ করেছেন।

সাহাবিকে দেখার মাধ্যমেই তাবিঈয়ত হাসিল হয়, সোহবতের প্রয়োজন নেই এ ব্যাপারে হাদিসেই সমাধান রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্ তার মুসনাদের ১০ খন্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় ১১৬১৩ উল্লেখ করেছেন-

حدثنا حسن قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال ثنا درج ابو السمح ان أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ان رجلا قال له يا رسول الله طوبى لمن رآك و آمن بك . قال : طوبى لمن رآني و آمن بي ثم طوبى ، ثم طوبى ، ثم طوبى ، لمن آمن بي ولم يرني .

"হাসান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন লেহ্ইয়া থেকে শুনেছি তিনি বলেন, দারাজ আবু সামহি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবুল হাইসাম ইহা হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, এক ব্যক্তি ( একজন সাহাবি) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সুসংবাদ তার জন্য যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ইমান এনেছে, ইহা শুনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে এবং আমার উপর ইমান এনেছে, অতঃপর সুসংবাদ, অতঃপর সুসংবাদ, অতঃপর সুসংবাদ যে আমার প্রতি ইমান এনেছে অথচ আমাকে দেখে নাই"।

ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ তাদরিবুর রাবি কিতাবের ৮২৮ পৃষ্ঠায় বলেন, :وقد أشار النبي صلى الله عليه و سلم ألى الصحابة و التابعين بقوله

طوبى لمن رآني و آمن بي ، و طوبى لمن رأى من رآني .

"রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবি ও তাবেইগণকে ইশারা করে বলেন, সুসংবাদ তার জন্য যে আমাকে দেখেছে এবং আমার উপর ইমান এনেছে, আর সুসংবাদ তার জন্যও যে আমাকে দেখেছে, তাকে যে দেখেছে (তাবেঈগণ)।

উপরোল্লিখিত দু'টি বর্ণনায়ই দেখা যাচ্ছে ইমানের সাথে দেখার মধ্যেই ফজিলত নিহিত এবং এর দ্বারাই সাহাবিয়্যাত ও তাবেঈয়ত হওয়া প্রমাণিত। সোহবতে থাকা ও হাদিস গ্রহণ সাহাবিয়্যাত ও তাবেঈয়ত এর জন্য কোন শর্ত নহে। তাই কেহ যদি ভাল-মন্দ বুঝার বয়সে উপণিত হয় এবং ইমানের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তাহলে সে সাহাবি। অনুরুপ কেহ যদি কোন সাহাবিকে উক্ত নিয়মানুসারে দেখে তাহলেই সে তাবেঈ হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদিসে স্পষ্টভাবে কোন সাহাবিকে তাবেঈর শুধু দেখার বিষয়টি উল্লেখ আছে . طوبى لمن رأى من رآني "আর সুসংবাদ তার জন্যও যে আমাকে দেখেছে, তাকে যে দেখেছে" এর পরও কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুচিত এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

তাবেঈ হওয়ার উক্ত মানদন্ডে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র তাবিঈয়ত এর প্রমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। বিষয়টি যেহেতু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পরিমিত তাই ইহার সমাধানও পর্যালোচনা একই ধারায় হওয়া বাঞ্চনীয়।

ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি ফিকহের ব্যাপারে হিংসাত্মক ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকাশকারীগণ প্রকৃত সত্য উদঘাটনের পরিবর্তে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইমাম আযম ও তার দেখিয়ে দেওয়া নীতিমালা সমূহ বন্ধ করতে যুগ পরস্পরায় একটি নীতিভ্রষ্ট পন্থা গ্রহণ করে বিরোধিতা করেছে। তাদের এ হিনম্মন্যতা এতটাই প্রকট যে, সত্য গ্রহনে কৌম চেতনার আবহ হতে তারা বের হয়ে আসতে পারেনি। আর তা আজ অবধি বিদ্যমান। তবে তাদের কেহ কেহ

অবচেতন মনে হোক, আর ইলমের ইনসাফের তাগিদেই হোক ইমাম আযমের তাবেঈ হওয়া মেনে নিয়েছেন বা স্বীকার করেছেন। আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান কিননাওযী তার আল হিত্তাহ্ ফি যিকরি সিহাহ্ সিত্তাহ কিতাবের ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন, وقال السيوطي وقفت على فتيا رفعت إلى الحافظ الولي العراقي صورتها هل روى أبو حنيفة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و هل يعد في التابعين أم لا فأجاب بما نصه :

الإمام أبو حنيفة لم تصح رواية عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وقد رأي أنس بن مالك ، فمن يكفي في التابعين بمجرد رؤية الصحابة يجعله تابعياً و من لا يكتفي بذلك لا يعده تابعياً.

و رفع هذا السؤال ألى الحافظ ابن حجر العسقلاني فأجاب بما نصه:

أدرك الإمام أبوحنيفة جماعة من الصحابة لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة ، و بها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى فإنه مات بعد ذلك بالأتفاق . و بالبصرة يومئذ انس بن مالك و مات سنة تسعين أو بعدها . و قد اورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أبا حنيفة رأي أنسا و كان غيرهذين من الصحابة أحياء ف البلاد ، و قد جمع بعضهم جزأ فيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو أسناده من الضعف و المعتمد على إدراكه ما تقدم و على رؤية البعض الصحابة ما أورده ابن سعد في الطبقات فهو بهذا الإعتبار من طبقات التابعين . و لم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام ، والحمادين بتابصرة ، و الثورى بالكوفة ، و مالك بالمدينة و مسلم بن خالد الزنجي بمكة و الليث بن سعد بمصر انتهى .

“ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে ইমাম ওয়ালী উদ্দিন ইরাকির নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা কী কোন সাহাবি হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি কী তাবেঈ হিসেবে গণ্য ? এর উত্তরে তিনি বলেন, সাহাবিগণ হতে ইমাম আবু হানিফার হাদিস গ্রহণ সহিহ্ সনদে বর্ণিত নয়, তবে তিনি সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। যারা শুধু দেখাকেই তাবেঈ হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে

করেছেন, তাদের মতে ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ। আর যারা শুধু দেখা নয় তাবেঈ হওয়ার জন্য সোহবতকে শর্ত করেছেন তাদের মতে তিনি তাবেঈ নন।

একইভাবে ইমাম ইবনু হাযার রাহিমাহুল্লাহকে ইমাম আবু হানিফার তাবেঈ হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি এর উত্তরে বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা অনেক সংখ্যক সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে পেয়েছেন, কেননা তিনি ৮০ হিজরি সনে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময় সেখানে সাহাবি আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন। ইমামগণের ঐকমত্যে তাঁর মৃত্যু ইমাম আবু হানিফার জন্মের পর হয়েছিল। আর বছরায় সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন, তিনি সেখানে ৯০ হিজরি বা তার পরে ইন্তেকাল করেন। ইমাম ইবনু সাদ তার তাবাকাত ইবনু সা'দ এ সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। উক্ত দু'জন সাহাবি ব্যতীত সে সময় কুফাতে আরো অনেক সংখ্যক সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা সাহাবিগণ হতে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর উল্লেখ করে কেহ কেহ আলাদা করে বই লিখেছেন, তবে এ সনদ গুলো দ্বঈফ। নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনি তাদেরকে পেয়েছেন, আর এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা যে সমস্ত সাহাবিগণকে দেখেছেন ইবনু সাদ তার তাবাকাতে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এ দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ ছিলেন। তাবেঈ হওয়ার এ মর্যাদা তার যুগের অন্যান্য ইমামগণের হয় নাই। যেমন ঃ শাম ( সিরিয়া ) এর ইমাম আওযায়ী, বসরার ইমাম হাম্মাদ বিন সালামাহ্ ও হাম্মাদ বিন যায়দ, কুফার ইমাম সুফিয়ান সাওরি, আল মদিনা আল মুনাওওয়ারার ইমাম মালিক, মক্কা আল মুকাররমার মুসলিম বিন খালিদ আল খানজি এবং মিসরের ইমাম লাইস বিন সাদ"।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ইমাম আযম এর তাবিঈয়তের ব্যাপারে ইমাম ওয়ালি আল ইরাকি ও ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানির মত দু'টি উল্লেখ করে ইমাম আযম এর বিপক্ষে কৌশলি পন্থা অবলম্বন করেছেন। উক্ত বর্ণনায় তিনি দলিল হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন তা ঐতিহাসিক ও ইলমি

উভয় ধারায়ই অবাস্তব ও অগ্রহণীয়। নিম্নে বিষয় দু'টি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১। ঐতিহাসিক ঃ ওয়ালি আল ইরাকি বলেছেন الإمام أبو حنيفة لم تصح رواية عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وقد راي أنس بن مالك "রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবি হতে ইমাম আবু হানিফার হাদিস গ্রহণ সহিহ্ সনদে বর্ণিত নয়, তবে তিনি সাহবী হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন"।

ইমাম ওয়ালি আল ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত বক্তব্য ঐতিহাসিক মানদন্ডে পরিমিত নহে। কারো সর্ম্পকে কোন কথা বলতে হলে হয় তার সমসাময়িক হতে হবে নয়তো পরম্পরা বাহিত হয়ে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে তার নিকট পৌঁছতে হবে। কিন্তু ইমাম আযম সর্ম্পকে করা ওয়ালি আল ইরাকির বক্তব্যটি অনুরুপ নয়। তিনি ৮০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ৮০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণকারী ইমাম আবু হানিফা কোন সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেননি ইহা তিনি কীভাবে জানলেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। ইতিহাস বলছে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৯৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন তখন ইমাম এর বয়স ১৩ বছর। এ বয়সে তাঁর ধীসম্পন্ন জ্ঞান ও বিচক্ষনতা পুরো ইরাকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু যেমন একাধিকবার বসরা থেকে কুফা এসেছিলেন অনুরুপ ইমামও অনেকবার কুফা থেকে বসরা গিয়েছেন। ১৩ বছর বয়স হাদিস শোনার ও বুঝার জন্য পরিপূর্ণ পরিপক্ক না হলেও অপরিপক্ক নয়। বিশেষ করে ইমাম আযম এর মত ধীসম্পন্ন ১৩ বছর বয়সের বালকের জন্য। কিছু ইতিহাস আছে যার বহিরাবরণ বিকৃত করা গেলেও অন্তর্নিহিত হাকিকাতকে বিকৃত বা মুছে ফেলা যায়না। সাহাবির সাথে সাক্ষাত হয়েছে ইহা প্রমাণিত হওয়ার পর তার থেকে হাদিস গ্রহণ সঠিক হওয়া সত্যের যত কাছাকাছি ও আকল কর্তৃক গৃহিত, হাদিস গ্রহণ করেন নাই বলা ততটাই সত্য হতে দূরবর্তী ও আকল কর্তৃক অগ্রহণীয়। তাই নওয়াব সিদ্দিক হাসান ইমাম ওয়ালি আল ইরাকি সহ যাদের দলিল দিয়েছেন তা সহিহ সনদে প্রমাণিত নহে এবং ঐতিহাসিকভাবে দলিল

বিহীন হওয়ার কারণে তার এ মতটি পরিত্যাজ্য।

২। ইলমি : ইমাম ওয়ালী উদ্দিন ইরাকি সহ যারাই বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন কিন্তু তাদের থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করেননি, এ কথাটি দলিল বিহীন অহেতুক মনগড়া উক্তি। একজন সাহাবির সাথে দেখা হল, অথচ তাঁর সাথে কোন কথা হল না, মসজিদ বা অন্য কোন মজলিসে সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু আছেন, আর ইমাম আযম সেখানে উপস্থিত অথচ তিনি আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুলের সাহাবির কোন হাদিস বর্ণনা শুনলেন না ইহা কী করে সম্ভব ? তবে হ্যাঁ, এটা সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া যেত যদি ইমাম আযম এর সমসাময়িক কোন তাবেঈ বলতেন যে, ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কে এমন অবস্থায় দেখেছেন যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন,কথা বলতে পারতেন না।

আমি ইমাম ওয়ালি আল ইরাকি,আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান, মাওলানা নজির হুসাইন দেহলাবিকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যদি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে পেতেন ও তাদেরকে দেখতেন তাহলে কী দূর হতে দেখেই চলে যেতেন নাকি তাদের মজলিসে বসার ও কথা শোনার ও নছিহত হাসিলের চেষ্টা করতেন। একজন সাহাবির সাথে দেখা হল, অথচ তাঁর থেকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন হাদিস শোনতে চাইবেন না বা শোনতে আগ্রহী হবেন না, মনে কোন তাগিদ অনুভব করবেন না এটা কী ভাবা যায় ? যারা সাহাবিগণ হতে ইমাম আযম এর হাদিস শ্রবণের বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন তাদের বলছি, নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন আপনি যদি ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করতেন আর হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ৯৩ হিজরি পর্যন্ত পেতেন অর্থাৎ আপনার বয়স তখন ১২ থেকে ১৩ বছর হতো তাহলে সাহাবির দেখা পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদিস শোনার আকাঙ্খা কী সম্বরণ করতে পারতেন ? তাহলে ইমাম আবু হানিফা

সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর দেখা পেলেন আর তাঁর কাছে বসে হাদিস শোনলেন না বা লোকেরা (তাবেঈগণ ) সাহাবির নিকট আসলো আর তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন হাদিস তাদেরকে শোনালেন না বা বর্ণনা করলেন না ইহা কী করে সম্ভব হতে পারে ? সুতরাং আকলগত ভাবেই বুঝা যাচ্ছে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান কিননাওযী তার আল হিত্তাহ্ ফি যিকরি সিহাহ্ সিত্তাহ কিতাবের ১২৭ পৃষ্ঠায় বলেন, و قد جمع بعضهم جزا فيما ورد من رواية أبي حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو أسناده من الضعف .
"ইমাম আবু হানিফা সাহাবিগণ হতে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর উল্লেখ করে কেহ কেহ আলাদা করে বই লিখেছেন, তবে এ সনদ গুলো দ্বঈফ"।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান কিননাওযীর উক্ত বক্তব্য যে সঠিক নয় তার দলিল নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

ইমাম মুহাদ্দিস, ফকিহ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাজি আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি সাইমারি ইমাম আবু হানিফা হতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করে তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু কিতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا هلال قال : ثنا أبي أبو عبيد الله قال ثنا نحمد بن حمدان قال : ثنا أحمد بن الصلت عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الدال على الخير كفاعله والله يحب أغاثة اللهفان .
"ইমাম সাইমারি বলেন, হিলাল বিন মুহাম্মাদ আল বসরি আমাদেরকে বলেন, আমার পিতা আবু উবাইদুল্লাহ্ আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন হামদান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আহমাদ বিন সালত আমাদেরকে বিশর বিন ওয়ালিদ হতে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ হতে, তিনি ইমাম আবু হানিফা হতে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কোন ভাল কাজের পথ দেখানো সে কাজ করারই শামিল, আর আল্লাহ্ তায়ালা অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করতে ভালবাসেন"।

উক্ত বর্ণনাটি হতে প্রমাণিত হল আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান কিননাওযী তার আল হিত্তাহ্ ফি যিকরি সিহাহ্ সিত্তাহ কিতাবে ইমাম আযম এর তাবিঈয়তের ব্যাপারে যে দ্বিধান্বিত মত উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নহে, বরং ইমাম আযম এর তাবিঈয়ত অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

ইতিপূর্বে বলেছি ইমাম আযম তাবেঈ ছিলেন কী ছিলেন না, বা সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন কী করেননি এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে তাঁর সমসাময়িক ইমামগণ ও ছাত্রদের বক্তব্যের উপর, এ ব্যাপারে পরবর্তী কারো মত গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান কিননাওযী তার আল হিত্তাহ্ ফি যিকরি সিহাহ্ সিত্তাহ কিতাবে ইমাম কারদারির বর্ণনা উল্লেখ করে ইমাম আযম এর তাবিঈয়তকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর আল হিত্তাহ্ কিতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و قال الكردرى جماعة من المحدثين أنكروا ملاقته مع الصحابة ، و اصحابه اثبتوه بالأسانيد الصحاح الحسان . وهم أعرف بأحواله منهم ، و المثبت العدل أولى من النافي . و قد جمعوا مسنداته فبلغت خمسين حديثا يرويها الإمام عن الصحابة الكرام وإلى هذا أشار الإمام بقوله : ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلى الرأس و العين و ما جاءنا عن التابعين فهم رجال و نحن رجال .

لأنه ممن زاحم التابعين في الفتاوى : المخم إذا كان التابعي يزاحم في الفتاوى الصحابي فأنه يقلد ذلك التابعي كما يقلد الصحابي ، و هذا سبب صالح لتقديم مذهبه على سائر المذاهب .

"ইমাম কারদারি বলেন, ইমাম আবু হানিফা যে সমস্ত সাহাবিগণের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন কতিপয় মুহাদ্দিস তা অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণ সহিহ ইসনাদের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন ইমাম আযম সাহাবিগণের সাক্ষাত লাভ করেছেন ও তাদের থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তাদের (ছাত্রগণের ) মতটিই

অগ্রগণ্য, কেননা ন্যায়সংগত হ্যাঁ বোধক গ্রহণীয় আর এর মুকাবিলায় না বোধক পরিত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে হ্যা ঁবোধক মত পোষণকারী তাঁর ছাত্রগণই না বোধক পোষণকারীগণ হতে অধিক জ্ঞাত। এ সমস্ত ছাত্রগণ তাদের উস্তাদ ইমাম আযম কর্তৃক সাহাবিগণ হতে শ্রবণকৃত হাদিসের সংখ্যা ৫০টি বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সবগুলি সহিহ সনদে বর্ণিত। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা এসেছে তা আমাদের মাথা ও চোখের উপর, আর যা তাবেঈগণ হতে এসেছে সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য তারা যেমন ইজতিহাদ করার করার ক্ষমতা রাখেন আমারও ইজতিহাদ করার ক্ষমতা আছে। হাদিস হতে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে আমি কারো উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন বোধ করিনা, কেননা তাঁরা যেমন কুরআন-হাদিস হতে মাসআলা বের করেন আমিও তাই করি।

ফাতাওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য তাবেঈগণের নিকট লোকেরা যেমন সমাগম হতো অনুরুপ ইমাম আবু হানিফার নিকটও ফাতাওয়ার জন্য আসত। বিশেষ করে কোন তাবেঈ যখন কোন সাহাবির নিকট ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করতেন বা তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন ইমামও সে মত অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন। প্রথম স্তরের তাবেঈগণ সাহাবিগণের মতের যেরুপ অনুসরণ করতেন, ইমামও সাহাবিগণের সে মতের অনুসরণ করতেন। আর এ কারণেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব অন্যান্য সমস্ত মাযহাব হতে দালিলীক দিক দিয়ে অগ্রগামী"।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান তার আল হিত্তাহ্ ফি যিকরি সিহাহ্ সিত্তাহ কিতাবে ইমাম আযম এর তাবিঈয়ত এর ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তা তার ইলমি ইনসাফের প্রমাণ বহন করে। আর দ্বিধান্বিত হওয়ার বিষয়টির কারণ হলো তিনি তার মাযহাব ( আহলুল হাদিস মাযহাব ) হতে বের হয়ে আসতে পারেননি। আহলুল হাদিস !! তথা সালাফি!! তথা লা মাযহাবিগণ যদিও নিজেদেরকে হাদিসের অনুসারী হিসেবে নিজদেরকে পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের কার্যাবলী মাযহাবি নীতির পরিমন্ডলে আবদ্ধ। তাই তাদের নিজস্ব নীতিমালার কারণে, চার মাযহাবের বাহিরে পঞ্চম মাযহাব 'আহলুল হাদিস

মাযহাব' বলাই শ্রেয়। যাহোক ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সর্ব বিচারে ও প্রমাণে তাবেঈ ছিলেন তা আল হিত্তাহ্ কিতাব দ্বারা প্রমাণিত হল।

ইমাম আযম যে তাবেঈ ছিলেন এ ব্যাপারে মুহাক্কিক ইমামগণের মতামত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ইমাম হাফিয আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন উসমান যাহাবি "মানাকিবু আবু হানিফা" কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, و كان من التابعين لهم إن شا الله بإحسان فإنه انه راي انس بن مالك إذ قدمها أنس رضي الله عنه . قال محمد بن سعد : حدثنا سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقول : رأيت أنسا رضي الله عنه .

"ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ শ্রেণীভূক্ত ছিলেন, কেননা ইহা সহিহ সনদে প্রমাণিত যে, তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন, আর এ সাক্ষাৎ কুফাতেই হয়েছিল কেননা তিনি (একাধিকবার) কুফা এসেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, সাইফ বিন জাবির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন তিনি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছেন," আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছি"।

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তি হতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো ঃ

১। তাবেঈ হওয়ার জন্য কোন সাহাবিকে ইমানের সাথে দেখাই যথেষ্ট। হাদিস শ্রবণ বা তাঁর সাহচর্যে থাকার প্রয়োজন নাই।

২। ইমাম আবু হানিফা তাবেঈ ছিলেন, এ কথা তিনি জোর দিয়েই বলেছেন।

ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ কৃত নুযহাতুন নাযার ফি তাওদ্বিহে নুখবাতিল ফিকার কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আন নুকাত কিতাবের ১৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, (التابعي و هو من لقي الصحابي كذالك) و هذا متعلق باللُّقِيِّ و ما ذُكِرَ معه إلا قَيْدُ الإيمان به ، فذالك خاص بالنبى صلى الله عليه و سلم .

وهذا هو المختار ، خلافاً لمن إشترط في التابعي طول الملازمة، أو صحبةَ السّماع ، أو التمييز .

"(তাবেঈ হচ্ছেন যিনি কোন সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন) ইহা দেখার সাথে

সম্পৃক্ত। তবে, ইমানের যে শর্ত করা হয়েছে তা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত।

সাক্ষাতের দ্বারাই তাবেঈ হওয়ার মর্যাদা হাসিল হওয়া যায় এ মতটিই গ্রহণযোগ্য মত। আর যারা দীর্ঘ সময় সোহবতের, হাদিস শ্রবণ এবং কোন কিছুর পার্থক্য করার বয়সের শর্ত করেছেন তা গ্রহণীয় নয়"।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ তাদরিবুর রাবি কিতাবের ৮২৭ পৃষ্ঠায়, মারিফাতুত তাবেঈ অধ্যায়ে বলেছেন, و قيل هو من لقيه و إن لم يصحبه كما قيل في الصحابي و عليه الحاكم . قال إبن الصلاح و هو أقرب ، قال المصنف و هو الأظهر . قال العراقي : وعليه عمل الأكثرين من اهل الحديث .

"বলা হয় যে ব্যক্তি কোন সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু তার সাথে বেশি সময় অবস্থান করেননি তিনি তাবেঈ হিসেবে আখ্যায়িত হবেন, যেরুপ সাহাবি হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়। ইমাম হাকিম এ মতই পোষণ করেন। ইমাম ইবনুস সালাহ্ বলেছেন, ইহাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত। ইমাম ইরাকি বলেন, এ মতের উপরই অধিকাংশ আহলুল হাদিসগণ (মুহাদ্দিসগণ)"।

ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত ইবারত হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো তাবেঈ হওয়ার জন্য কোন সাহাবির সাথে দীর্ঘ সময় সোহবত এর প্রয়োজন নাই, শুধু দেখা হলেই তাবেঈ হওয়ার এ মহান মর্যাদা হাসিল হবে।

অনুরুপ ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্র অন্যতম ছাত্র ইমাম সাখাবি তার ফাতহুল মুগিস কিতাবের ৪ খন্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন,

فالتابعي هو اللقي لمن قد صحبا النبي صلى الله عليه و سلم واحدا فأكثر ، سواء كانت الرؤية من الصحابي نفسه حيث كان التابعي أعمى أو بالعكس أو كان جميعاً كذالك لصدق أنهما تلاقيا و سواء كان مميزا أم لا ، لعدِّ مسلم ثم ابن حبان ثم عبد الغني بن سعيد فيهم الأعمش مع قول الترمذي إنه لم يسمع من أحد من الصحابة .

و عبد الغني جرير بن حازم لكونه رأى انساً ( رضي الله عنه) .

و يحي بن كثير مع قول أبي حاتم : إنه لم يدرك أحادا من الصحابة إلا أنسا راه رؤية .

و موسى بن أبي 'ائشة مع إقتصار البخاري و ابن حبان فيه على رؤية عمرو بن حُريث .

“তাবেঈ হলেন যিনি সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণের কোন একজন বা ততোদিক এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে ন। আর এ ক্ষেত্রে তাবেঈ যদি অন্ধও হয়, অথবা সাহাবি অন্ধ অথবা সাহাবি ও তাবেঈ উভয়েই অন্ধ (অর্থাৎ অন্ধ হওয়ার কারণে সাহাবি ও তাবেঈ একজন আরেকজনকে দেখেছে বা কেহই কাউকে দেখে নাই ) একই হুকুম। এ ক্ষেত্রে খবরটি নিশ্চিত হতে হবে তারা একত্রে মিলিত হয়েছেন। তাবেঈর অবস্থা পার্থক্য নিরুপণের পর্যায়ের হোক আর না হোক, হাদিস শুনুক আর না-ই শুনুক একই হুকুম, সে তাবেঈ। যেমন ইমাম আমাশ, তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখার কারণে তাকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম ইবনু হিব্বান তাবেঈ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ ইমাম তিরমিযি বলেছেন ইমাম আমাশ সাহাবি হতে কোন হাদিস শ্রবণ করেন নাই।

অনুরুপ আব্দুল গনি বিন জরির বিন হাযিম রাহিমাহুল্লাহ্ হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখার কারণে তাকে তাবেঈ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন কাসিরকেও তাবেঈ বলা হয়, অথচ তাঁর বিষয়ে ইমাম আবু হাতিম বলেছেন, তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কাউকে দেখেন নাই। অনুরুপ ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ্ তিনি সাহাবি আমর বিন হুরাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখার কারণে ইমাম বুখারি ও ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে তাবেঈ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন”।

উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ তার আল ফাতহুল মুগিস কিতাবের ৪ খন্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, هذا مصير منهم الى الإكتفاء بالرؤية ، إذ رؤية الصالحين بلا شك لها أثر عظيم ، فكيف بالصحابة منهم؟ كما قيل بمثله في "الصحابي " مما أسلفته في أول معرفة الصحابة ، ولكن قيَّده إبن

حبان بكونه حين رؤيته إياه في سن من يحفظ عنه كما صرح بذلك في ترجمة خلف بن خليفة الذي قال البخاري فيه : يقال إنه مات في سنة إحدى و ثمانين و مائة و هو ابن مائة سنة و سنة ، و بذلك جزم إبن حبان . و قال فيه غيرهما : إنه آخر التابعين موتا ، حيث ذكره في "أتباع التابعين" و ساق بسنده إليه قال : كنت في حجر أبي إذ مر رجل على بغل أو بغلة ، فقيل هذا عمرو بن حُريث صاحب النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال : لم ندخل خلفا في التابعين وإن كانت له رؤية من الصحابة لأنه رأى عمرو بن حُريث و هو صبي صغير لم يحفظ عنه شيئا - يعني فأن عمرا توفي كما قال البخارى و غيره في سنة خمس و ثمانين- وأدخلنا الاعمش فيهم مع أنه إنما رأى ايضا فقط ، لكونه حين رؤيته لانس و هو بواسط يحطب كان بالغا يعقل . بحيث حفظ منه خطبته ، بل حفظ عنه حين راه بمكة و هو يصل عند المقام أحرفا معدودة حكاها، إذ ليس حكم البالغ إذا رأى و حفظ كحكم غير البالغ اذا رأى و لم يحفظ .

"সাহাবিকে দেখার দ্বারাই তাবিঈয়ত সাবিত হবে এটাই আলেমগণের চূড়ান্ত মত। যখন কোন নেককার-পরহেজগার ব্যাক্তিকে দেখলে সন্দেহাতিতভাবেই মনের মধ্যে ভাবান্তন হয়, সেখানে কোন সাহাবিকে দেখলে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে ? এ ব্যাপারে আমি আমার মারিফাতুস সাহাবা কিতাবের প্রথম দিকেই আলোচনা করেছি। তবে ইমাম ইবনু হিব্বান এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তা হলো তাবেঈ হওয়ার জন্য এমন বয়স হতে হবে সাহাবিকে দেখার পর তাঁর থেকে কিছু শুনে থাকলে তা যেন মনে রাখতে পারে। যেমন খালফ বিন খলিফার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। ইমাম বুখারি তার ব্যাপারে বলেন, খালাফ বিন খলিফা ১৮১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন, আর মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। ইমাম ইবনু হিব্বানও ইহা নিশ্চিত করেছেন। ইমাম বুখারি ও ইমাম ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্যরা খালাফ বিন খলিফা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি সর্বশেষ তাবেঈ এরপরও তাকে "তাবে তাবেঈন" এর স্তরে রাখা হয়েছে। খালাফ বিন খলিফা হতে বর্ণিত সনদে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কোলে ছিলাম এমন সময় একজন লোক একটি খচ্চরের পিঠে করে যাচ্ছিলেন, তখন বলা হলো ইনি হলেন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর সাহাবি আমর বিন হুরাইস রাদ্বিআল্লাহ আনহু। (ইমাম ইবনু হিব্বান) বলেন, আমি খালফকে তাবেঈ হিসেবে গণ্য করছি না, যদিও তিনি সাহাবিকে দেখেছেন, এর কারণ হল তিনি যখন আমর বিন হুরাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেন তখন তিনি ছোট ছিলেন, তার থেকে কোন কিছুই স্মরণ রাখতে পারেন নাই। ইমাম বুখারি বলেছেন, আমর বিন হুরাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে ইমাম আমাশ সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে শুধু দেখার কারণেই তাবেঈ হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। ইমাম আমাশ তাকে দেখার সময় তিনি "ওসাত্ব" নামক স্থানে বয়ান করছিলেন। ইমাম আমাশ তখন বালেগ ছিলেন, ফলে তিনি তাঁর বয়ান স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন। এছাড়াও তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মক্কা আল মুকাররামায় মাকামে ইব্রাহিমে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং এ ব্যাপারে বর্ণনাও দিয়েছেন। সুতরাং একজন বালেগ যখন কিছু দেখে এবং মনে রাখতে পারে তার হুকুম এমন লোকের মত নয়, যে দেখে কিন্তু মনে রাখতে পারে না"।

ইমাম বুখারির বর্ণনায় দেখা যায় হযরত আমর বিন হুরাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় খালাফ বিন খলিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র বয়স হয়েছিল ৫ বছর। মুহাদ্দিসগণের মতে এ বয়সের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যদি সে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে বা করতে পারে। এ হিসেবে খালাফ বিন খলিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌ তাবেঈ শ্রেণীভূক্ত। কিন্তু ইমাম ইবনু হিব্বান ইহা পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান এর মতটি যে গ্রহণীয় নয় তা নিম্নের আলোচনা হতে প্রমাণিত হবে।

ইমাম মহিউদ্দিন নববি তাকরিবুন নাওয়াবি কিতাবে বলেন, و نقل القاضي عياض رحمه الله : ان أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين و على هذا استقر العمل .
والصواب اعتبار التمييز فأن فهم الخطاب و رد الجواب كان مميزا صحيح السماع و إلا فلا و روى نحو هذا عن موسى بن هارون و أحمد بن حنبل .
"ইমাম কাদ্বি ইয়াদ্ব বর্ণনা করেছেন, প্রথম যুগের হাদিস বিশারদগণ হাদিস শ্রবণ

ও তা গ্রহণ করার বয়স নির্ধারিণ করেছেন পাঁচ বছর, এর উপরই হুকুম সাবিত। তবে সঠিক মত হলো ( পাঁচ বছর হওয়ার সাথে ) তার মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। যদি তাকে উদ্দেশ্য করে কোন কথা বলা হয় আর তা বুঝে সঠিক জওয়াব দিতে পারে তা হলে তার শ্রবণ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। ইমাম মুসা বিন হারুন ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল একই মত পোষণ করেছেন"।

এ মত যারা পোষণ করেছেন তাদের দলিল হলো, সহিহ আল বুখারি ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে হযরত মাহমুদ বিন রবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস। এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "তাদরিবুর রাবি" কিতাবের ৫২৮ পৃষ্ঠায় বলেন, و حجتهم في ذلك ما رواه البخارى وغيره من حديث محمود بن الربيع قال : "عقلت من النبي صلى الله عليه و سلم مجة مجها في وجهي من دلو و أنا إبن خمس سنين " بوب عليه البخارى : متى يصح سماع الصغير.

"পাঁচ বছর বয়সের বর্ণনা গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে সহিহ আল বুখারিতে মাহমুদ বিন রবি' বর্ণিত হাদিসটি তাদের দলিল। মাহমুদ বিন রবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার এতটুকু মনে আছে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালটি হতে পানি নিয়ে আমার মুখে পানি ছিটা দিয়েছিলেন, তখন আমার বয়স হয়েছিল পাঁচ বছর"। এ হাদিসটি ইমাম বুখারি "কখন ছোটদের বর্ণনা গ্রহণীয়" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন"।

ইমাম হাকিম তার "মারিফাতু উলমুল হাদিস" কিতাবের ২১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, أن التابعين ، خمسة عشرة طبقة ، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أن التابعين ، خمسة عشرة طبقة ، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ، و من لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة ، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة ، و من لقي عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل الحجاز ، ومن لقيَ أبا أمامة الباهلي من أهل الشام .

"তাবেঈগণ পনের স্তরে বিভক্ত, এর মধ্যে সর্বশেষ তাবাকা হলো বসরাবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন

কুফাবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। মদিনাাবাসীদের মধ্যে যারা হযরত সায়িব বিন ইয়াযিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। হিজাযবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জুয রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং শামবাসীদের মধ্যে যারা হযরত আবু উমামাহ্ আল বাহিলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন"।

উক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র তাবেঈ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হবে। এর প্রমাণ হবে দু'ভাবে ঃ

১। ইমাম আযম যে সকল সাহাবিগণকে দেখেছেন।

২। ইমাম আযম যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

## ১। ইমাম আযম যে সকল সাহাবিগণকে দেখেছেন।

ইমাম ইবনু কাসির তার "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" কিতাবের ১৩ খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ৬ খন্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায়, ইমাম সুয়ূতি তার "আত তাবঈদুস সহিফা ফি মানাকিবি আবু হানিফা" কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আল মক্কি তাঁর কিতাবু খাইরাতিল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আযম আন নুমান" কিতাবের ৬৩ পৃষ্ঠায়, ইমাম শামসুদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবু বকর বিন খালকান তাঁর "ওয়াফইয়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনায়িয যামান" কিতাবের ৫ খন্ডের ৪০৬ পৃষ্ঠায় ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ যে সকল সাহাবিগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন । ইমাম সুয়ূতি তার "আত তাবঈদুস সহিফা ফি মানাকিবি আবু হানিফা" কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় من أدرك من الصحابة رضي الله عنهم অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন- قد ألَّف الإمام أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقري الشافعي جزء فيما رواه الإمام أبو حنيفة عن الصحابة ذكر فيه :

قال أبو حنيفة لقيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم :

أنس بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن جزء الزبيدى رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، معقل بن يسار رضي الله عنه، واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، عائشة بنت عجرد رضي الله عنها.

"ইমাম আবু মাশার আব্দুল করিম বিন আব্দুস সামাদ আত তাবারি আল মুকরি আশ শাফেঈ একটি পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে তিনি ইমাম আবু হানিফা যে সকল সাহাবিগণকে দেখেছেন ও হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন আমি সাতজন সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেছি।
১। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ২। আব্দুল্লাহ্ বিন জুয আল যুবাইদি রাদ্বিআল্লাহু আনহু , ৩। জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৪। মা'কাল বিন ইয়াসার রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৫। ওয়াসিলাহ্ বিন আসকা',৬। আয়িশা বিনতে আযরাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম"।

## ২। ইমাম আযম যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ যে সকল সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন ঃ

**১) হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঃ** ইমাম ইবনুল জাওযী ইলালুল মুতানাহিয়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সাহাবি হযরত আনাস বিন মালেক রাহিমাহল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

ইবনু খালকান তার ওয়াফইয়াতুল আয়ান কিতাবের ৫ খণ্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠায়, খতিব বাগদাদী হতে, ইমাম নবাবী তাহযীবুল আসমা কিতাবের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় খত্বীব বাগদাদী হতে, ইমাম যাহাবি তায্কিরাতুল হুফ্ফাজে ইবনু সা'দ হতে এবং ইমাম ইবনু হাযার আসকালানি তাহ্যীবু ত্তাহ্যীব এ উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু হানিফা সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। তবে তিনি আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস শুনেছেন কিনা বা বর্ণনা করেছেন কিনা তা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত

পরিলক্ষিত। সহিহ্ মত হল তিনি হাদিস শুনেছেন, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নিজের মুখেই শুনা যাক তিনি কি বলেন।

ইমাম মুআফ্‌ফিক বিন আহ্‌মাদ আল মাক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت النبی صلی الله علیه و سلم يقول: الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان.
"আমি আনাস মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন কল্যাণকর কাজের পথ দেখানো ঐ কাজটি করারই শামিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করতে ভালবাসেন"।

২। **আব্দুল্লাহ বিন জুয আল যুবাইদি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঃ** ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, سمعت ابا حنيفة يقول حججت مع أبی سنة ست و تسعين و لی ست عشرة سنة فإذا انا بشيخ قد إجتمع عليه الناس فقلت لابی من هذا الشيخ ؟ قال هذا رجل قد صحب النبی صلی الله عليه و سلم يقال له عبد الله بن جزء الزبيدی فقلت لابی أي شيئ عنده قال احاديث سمعها من النبی صلی الله عليه و سلم. قلت قدمنی إليه حتی أسمع منه فتقدّم بين يدي فجعل يفرج عن الناس حتی دونت منه فسمعت منه قال رسول الله صلی الله عليه و سلم :من تفقه فی دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب.
"আমি আবু হানিফা হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হজ্জ করেছি, তখন আমার বয়স ১৬ বছর। তখন দেখতে পেলাম একজন শায়খ এর চতুঃস্পার্শে লোকেরা সমবেত, আমি আমার পিতাকে বললাম, কে এই শায়খ ? তিনি বললেন, ইনি আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি। তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন জুয্ আল যুবাইদি। আতঃপর পিতাকে বললাম তার কাছে কী আছে ? যে কারণে মানুষজন ভির করে আছে। তিনি বললেন, হাদিস সমূহ যা তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছেন। তখণ বললাম আমাকে তার নিকট পৌছে দিন যাতে আমিও হাদিস শুনতে পারি। তারপর লোকদের ভির ফাঁক করে আমাকে পৌঁছে দিলেন

আর আমি সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন জুয্ আল যুবাইদির নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর তার থেকে শুনতে পেলাম, "যে আল্লাহ তায়া'লার দীন সম্পর্কে ফিক্বহ্ হাসিল করে আল্লাহ তায়া'লা তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এমন ভাবে দূর করে দেবেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে ভাবতেও পারে না"।

হাফিজ যাআ'বী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন জুয্ আল যুবাইদী ৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার আল ইসতিয়াব কিতাবে বলেন ৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তায়া'লাই ভাল জানেন।

৩। আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, سمعت عبد الله بن ابى أوفى يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: من بنى مسجدا و لو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة.

"আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে একটি মসজিদ বানাবে যদি একটি গর্তও করে তাহলে আল্লাহ তায়া'লা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে দিবেন"।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফার সর্বশেষ সাহাবি। হাফিজ ইবনু আব্দুর বার্ তার ইস্তিআব কিতাবে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৭ হিজরিতে কুফায় ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে তখন ইমাম আযমের বয়স ছিল ৭ বছর। যা হাদিস গ্রহণের জন্য গ্রহণীয়, তাছাড়া তিনিও কুফায় ছিলেন। আল্লাহ্ তায়া'লা ই ভাল জানেন।

৪। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঃ ইমাম আবু হানিফা আরও বলেন, ولدت سنة ثمنين و قدم عبد الله بن أنيس الكوفة سنة أربع وتسعين و سمعت منه و أنا ابن إربع عشرة سنة سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:حبك الشئ يعمى و يصم.

"আমি ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করি আর আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৯৪ হিজরিতে কুফায় আসেন, তার থেকে আমি যখন হাদিস শুনি তখন আমার বয়স ১৪ বছর। আমি তাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহব্বত মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়"।

৫। ওয়াসিলাহ্ বিন আসকা রাদ্বিআল্লহু আনহু ঃ ইসমাইল বিন আয়াশ, আবু হানিফা হতে বলেন, حدثني واثلة بن الاثقع رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك.

"ওয়াসিলা বিন আস্ক্বা রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে তা ছেড়ে দাও। যে পর্যন্ত না সন্দেহ দূর হয়"।

উল্লিখিত হাদিস গুলোর প্রত্যেকটিই অন্যান্য হাদিসের কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনু কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর ১৩ খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় উপরোল্লিখিত সাহাবিগণ হতে ইমাম আযম সূত্রে বর্ণিত হাদিস সমূহ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু হাদিস গুলো অন্যান্য সূত্রে প্রমাণিত তাই মনে করতে হবে ইমাম আবু হানিফার উক্ত বর্ণনা সহিহ।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা হতে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল, সাহাবিগণের সাথে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ যেমন হয়েছে, আবার তাদের থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তাই উভয় অবস্থাতেই ইমাম আযম তাবেঈ প্রমাণিত।

# হাদিস শ্রবণের সর্ব নিম্ন বয়স

হাদিস গ্রহণ, শ্রবণ এবং তা বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বিভিন্ন বয়সের সাহাবিগণ হাদিস শুনেছেন ও তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনুস সালাহ হাদিস শ্রবণের ও তা বর্ণনার তিনটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার উলুমুল হাদিস কিতাবের معرفة كيفيَّة سماع الحديث و تحمله و صفته و ضبطه অধ্যায়ে বলেন, إعلم أن طرق نقل الحديث و تحمله على أنواع متعددة و

و لنقدم على بيانها بيان امور:

**أحدها** : يصح التحمل قبل وجود الأهليَّة ، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام و روى بعده ، و كذلك رواية من سمع قبل البلوغ و روى بعده.

ومنع من ذلك قوم ، فأخطئوا ، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي ، و إبن عباس ، إبن الزبير، و النعمان بن بشير، و أشبههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ و بعده .

و لم يزالوا قديماً و حديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث و السماع ، و يعتدون بروايتهم لذلك – والله أعلم .

**الثاني** : قال ابو عبد الله الزبَيْري : يستحب كتب الحديث في العشرين، لأنها مجتمع العقل، قال : وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن و الفرائض.

وورد عن سفيان الثوري قال : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة .

وقيل لموسى بن إسحاق : كيف لم تكتب عن أبي نعيم ؟ فقال : كان أهل

الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً ، حتى يستكملوا عشرين سنة .

وقال موسى بن هارون : أهل البصرة يكتبون لعشر سنين ، و أهل الكوفة لعشرين ، و أهل الشام لثلاثين – والله أعلم .

قلت : و ينبغي – بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد - ، ان يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سَمَاعُه .

و أما الإشتغال بكتبه الحديث و تحصيله و ضبطه وتقييده ، فمن حين يتأهَّل لذلك و يستعد له . و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، و ليس ينحصر في سنٍّ مخصوص ، كما سبق ذِكْرُه آنفاً عن قوم – و الله أعلم .

**الثالث :** إختلفوا في أول زمان يصح فيه سَمَاعُ الصغير: فروِّينا عن موسى بن هارو الحمالّ – أحد الحفاظ النقاد – أنه سئل : متى يسمع الصبي الحديثَ ؟ فقال : إذا فرَّقَ بَيْنَ البقرةِ و الدَّابَّةِ و في روايَةٍ : بين البقرة و الحِمَارِ .

و عن أحمد بن حنبل أنه سئل : متى يجوز سماع الصبي للحديث ؟ فقال : إذا عقَلَ و ضَبَطَ . فذُكِرَ له عن رجل أنه قال : لا يجوز سماعه حتى يكونَ له خمس عشرة سنة . فأنكر قوله ، و قال : بئسَ القول .

و أخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي ، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري ، عن القاضي الحافظ عِياض بن موسى السَّبْتِي اليحْصُبِيُّ ، قال : قد حدد أهل الصَّنْعَة في ذلك أن أقلَّه سنُّ محمود بن الربيع .

و ذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم "متى يصح سماع الصغير ؟ " بإسناده عن محمود بن الربيع . قال : "عقلت من النبي صلى الله عليه و سلم مجة مجها في وجهي من دلو و أنا إبن خمس سنين ، و في رواية أخرى : أنه كان أربع سنين .

قلت : التحديد بخمس ، هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث

المتأخرين ، فيكتبون لابن خمس فصاعداً : " سَمِعَ" ، و لمن لم يبلغ خمسا: " حَضَرَ " ، أو " أُحْضِرَ " .

و الذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل فهما للخطاب و ردا للجواب و نحن ذلك ، و صحَّحْنا سماعه ، و إن كان دون خمس ، و إن لم يكن كذلك لم نصحِّح سماعه ، وإن كان ابن خمسٍ ، بل ابن خمسين .

“হাদিস শ্রবণ ও তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে, এ বিষয় সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

**প্রথমত ঃ** বর্ণনা করার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে যদি কেহ হাদিস শোনে মনে রাখে, আর উপযুক্ত হওয়ার পর যদি তা বর্ণনা করে তাহলে সে বর্ণনা গ্রহণ করা সহিহ হবে। কেহ যদি মুসলমান হওয়ার পূর্বে হাদিস শোনে, অতঃপর মুসলমান হওয়ার পর তা বর্ণনা করে, তাহলে তার ঐ বর্ণনা গ্রহণ করা সঠিক। অনুরূপ কেহ যদি বালেগ হওয়ার পূর্বেই হাদিস শোনে, তার বর্ণনাও গ্রহণীয়। তবে কেহ কেহ ইহা মানতে নারাজ। তাদের এ নেতিবাচক মত ভূল ও সুন্নাহ্ বিরোধী। কেননা সাহাবিগণ কম বয়সের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম হাসান ও হুসাইন বিন আলি, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর, নুমান বিন বশির রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং তাদের অনুরুপ যারা ছিলেন, তাদের বর্ণনাকৃত হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার পূর্বাপর এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

এ ধরনের বয়সের ছোটদের যারাই হাদিসের মজলিসে বসেছেন, এবং শোনেছেন ও বর্ণনা করেছেন পূর্ব যামানা এবং পরবর্তী সর্বদাই তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই অধিক ভাল জানেন।

**দ্বিতীয়ত ঃ** আবু আব্দুল্লাহ যুবাইরি বলেন, কুড়ি বছর বয়সে হাদিস বর্ণনা করা মুস্তাহাব। কেননা এ বয়সটা আকলের সংগমস্থল। তবে ফরজ বিষয়ের ইলম ও কুরআন হিফজের ক্ষেত্রে ২০ এর নিচের হওয়াটাই আমি ভাল মনে করি।

ইমাম সুফিয়ান সাওরি (কুফি) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাদের এলাকায় (কুফায়) কোন লোক যদি হাদিস গ্রহণের চিন্তা করত তাহলে তার

পূর্বে ২০ বছর ইবাদতে মশগুল থাকতো।

মুসা বিন ইসহাককে জিজ্ঞাস করা হল আপনি আবু নাঈম হতে হাদিস লিখেন না কেন ? তিনি বললেন, কুফাবাসীগণ তাদের সন্তানদেরকে হাদিস গ্রহণ করার জন্য ছোট বেলায় বের করেন না, যে পর্যন্ত না ২০ বছর পূর্ণ হয়।

আমি বলি (ইমাম ইবনুস সালাহ) : পূর্ববর্তি যামানায় হাদিস গ্রহণের সনদের দিকে দৃষ্টি দিলে ছোটদের হাদিস শ্রবণ সঠিক বলেই মনে হয়।

আর হাদিস লিখা ও তা হাসিল করা এবং আয়ত্ব করা গ্রহণযোগ্য হবে তা অনুশীলন ও প্রস্তুতির সময় হতেই। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট নীতিমালা নেই, বরং ইহা নির্ভর করবে প্রত্যেকের আয়ত্বের যোগ্যতার উপর, এর কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স সীমা নেই। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

**তৃতীয়ত ঃ** ছোটদের শ্রবণ সহিহ হওয়ার ব্যাপারে কখন হতে তা গ্রহণযোগ্য হবে তা নিয়ে ইমামগনের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

হাফিজুল হাদিস ও ইহার নাকিদ ইমাম মুসা বিন হারুন রাহিমাহুল্লাহ্-কে জিজ্ঞেস করা হলো একটি ছোট বালকের হাদিস বর্ণনা কখন গ্রহণীয় হবে। তিনি বললেন, যখন অন্যান্য প্রাণী থেকে গরুকে পার্থক্য করতে পারবে। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন গরু ও গাধার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্-কে জিজ্ঞেস করা হলো ছোট বালকের হাদিস গ্রহণ ও তা শ্রবণ কখন গ্রহণযোগ্য হবে ? বললেন, যখন সে আকল দিয়ে কিছু বুঝতে পারবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো, কেহ কেহ বলে পনেরো বছরের পূর্বে হাদিস শ্রবণ জায়েয নেই, ইহা শোনে তা প্রত্যাখান করলেন এবং বললেন, এ ধরণের মত গ্রহণীয় নহে।

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ আল আসাদি আমাকে বলেন, তিনি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ আল আশিরি হতে তিনি কাদ্বি হাফিজ ইয়াদ্ব বিন মুসা আস সাবতি হতে বলেন, হাদিস বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ ছোটদের হাদিস শ্রবণ ও বর্ণনা গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে মাহমুদ বিন রবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মানদন্ড মনে করেন। এ ব্যাপারে সহিহ আল বুখারি

তে উল্লেখিত বর্ণনাকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। "কখন ছোটদের বর্ণনা গ্রহণীয়" ইমাম বুখারি এ অধ্যায় উল্লেখ করার পর হযরত মাহমুদ বিন রবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সনদে বর্ণনা করেন, মাহমুদ বিন রবি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার এতটুকু মনে আছে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালটি হতে পানি নিয়ে আমার মুখে পানি ছিটা দিয়েছিলেন, তখন আমার বয়স হয়েছিল পাঁচ বছর"। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তখন চার বছর বয়সের ছিলেন।

আমি বলি (ইবনুস সালাহ্) ঃ হাদিস শ্রবণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বয়স সীমা পরবর্তী যামানার হাদিস বিশারদগণ গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা পাঁচ বছর বা ততোধিক বয়সের ছোটদের ক্ষেত্রে سَمِعَ (শোনেছে) শব্দটি লিখতেন এবং তার নিচে হলে حَضَرَ "উপস্থিত হয়েছে" বা أُحْضِر (উপস্থিত করা হয়েছে) লিখতেন।

অনুরুপ ইমাম আবুল হাসান আত তাবরিযি রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃত্যু ৭৪৬) তাঁর আল কাফি ফি উলুমিল হাদিস কিতাবের ৪৬৭-৪৬৯ পৃষ্ঠায়, এবং ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ (জন্ম-৮৪৯, মৃত্যু-৯১১) তাঁর তাদরিবুর রাবি কিতাবের প্রথম খন্ডের ৫২৬-৫৩০ পৃষ্ঠায় পাঁচ বছর বয়সের শিশুর হাদিস শ্রবণ ও তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত পোষণ করেছেন। আর ইহাই মুতাকাদ্দিমিন ও মুতাআখখিরিন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ) অধিকাংশ হাদিস বিশারদগণের অভিমত।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সাতজন সাহাবি হতে হাদিস শুনেছেন এ সমস্ত সাহাবিগণের ইন্তেকাল এর সন অনুযায়ী তাদের থেকে হাদিস শ্রবন ৫ বছরের অধিক বয়সে সাব্যস্ত হয়। যেমন ঃ

১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৭ হিজরিতে কুফায় ইন্তেকাল করেন ; তখন ইমাম আযমের বয়স সাত বছর ছিল।

২। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু ৯৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৯৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৪। আব্দুল্লাহ বিন জুয আল জুবাইদি ৯৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হারিস বিন জুয রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৮৫,৮৬,৮৭,৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৬। হযরত আবু তোফাইল আমের বিন ওয়াসিলা রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

উপরোল্লিখিত সাহাবিগণ হতে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বর্ণনাকৃত যে সমস্ত হাদিস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাদ্দিসগণের ভাষ্যে তা সঠিক হওয়া প্রমাণিত। কেননা মুহাদ্দিসগণ হাদিস শ্রবণ গ্রহণীয় হওয়ার বয়স নিদেনপক্ষে পাঁচ বছর নির্ধারণ করেছেন। এ হিসেবে ইমাম আযম সাহাবিগণ হতে হাদিস শ্রবণের বয়স হয়েছিল যথাক্রমে ৬,৭,১৩,১৪ ও ১৬ বছর। সুতরাং সাহাবিগণ হতে ইমাম আযম এর হাদিস শ্রবণ ও গ্রহণ যথাবিহিত সহিহ।

# সাহাবিগণ হতে ইমাম আযম এর হাদিস শ্রবণের সনদ দ্বঈফ এ অভিযোগের জওয়াব

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যে একাধিক সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এর সাক্ষাৎ করেছেন তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। চরম হানাফি বিদ্বেষী ব্যতীত এবং ইলমি ইনসাফ থেকে যারা বিমূখ তারা ব্যতীত আর কেহই ইমাম আযম এর সাহাবা দর্শন অস্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ মুহাক্কিক আলেমগণের সকলেই ইমাম আযম এর "সাহাবা দর্শন" স্বীকার করেছেন। তবে কেহ কেহ তাঁর এ সাহাবা দর্শন স্বীকার করলেও তাদের থেকে হাদিস গ্রহণের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আযম সাহাবিগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও অনেকে ইমামের হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের মত হলো, সাহাবিগণ হতে ইমাম আবু হানিফার যে সকল বর্ণনা এসেছে তা সহিহ সনদে নহে। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ তাবঈদুস সহিফা কিতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, قال حمزة السهمي : سمعت الدارقطني يقول : لم يلق أبو حنيفة أحد من الصحابة إلا أنه رأى أنساً بعينه و لم يسمع منه .

وقال الخطيب : لا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس .

"হামযাহ্ আসসাহমি বলেন, আমি ইমাম দারাকুতনিকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা কোন সাহাবির সাক্ষাত লাভ করেননি, তবে তিনি সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন। ইমাম খতিব বাগদাদি বলেছেন, হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে ইমাম আবু হানিফার যে বর্ণনা দেখা যায় তা সহিহ সুত্রে বর্ণিত নয়"।

ইমাম ওলিউদ্দিন আল ইরাকিও সাহাবি হতে ইমাম আবু হানিফার বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন।

২টি কারণে ইমাম দারাকুতনি, ইমাম খতিব বাগদাদি ও ইমাম ওলিউদ্দিন আল ইরাকি রাহিমাহুমুল্লাহ্গণের উক্ত মত পরিত্যাজ্য।

১। ইমাম দারাকুতনি, ইমাম খতিব বাগদাদি ও ইমাম ওলিউদ্দিন আল ইরাকি কেহই ইমাম আযম এর যামানার নন, বরং ইমামের অনেক পরে তাদের আগমন। ইমাম আযম ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে ইমাম দারা কুতনি ৩৮৫ হিজরিতে, ইমাম খতিব বাগদাদি ৪৬০ হিজরি এবং ইমাম ওয়ালি আল ইরাকি ৮২৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আযম হিসেবে ইনারা যথাক্রমে ২৩৫, ৩১৩ এবং ৬৭৬ বছর এর ব্যবধান। ইলমুল রিজাল এর কায়েদা অনুযায়ী ইমাম আযম এর ব্যাপারে তাদের মন্তব্য গ্রহণীয় নহে, কেননা ইনারা কেহই তাকে দেখেন নাই। তাদের মন্তব্যের স্বপক্ষে ইমামের যামানার কারো নাম উল্লেখ করতে পারেননি যারা বলেছেন, " ইমাম আবু হানিফা কোন সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেননি, তবে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু কোন হাদিস শোনেননি"। অথবা "হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে ইমাম আবু হানিফার যে বর্ণনা দেখা যায় তা সহিহ সুত্রে বর্ণিত নয়"।

ইমাম দারাকুতনি ও ইমাম খতিব বাগদাদির উক্ত উক্তির মুকাবিলায় আমাদের পেশকৃত দলিল হক্বের অধিক নিকটবর্তী।

ইমাম আহমাদ আল মক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, سمعت ابا حنيفة يقول حججت مع أبى سنة ست و تسعين و لى ست عشرة سنة فإذا انا بشيخ قد إجتمع عليه الناس فقلت لابى من هذا الشيخ ؟ قال هذا رجل قد صحب النبى صلى الله عليه و سلم يقال له عبد الله بن جزء الزبيدى فقلت لابى أي شيئ عنده قال احاديث سمعها من النبى صلى الله عليه و سلم. قلت قدمنى إليه حتى أسمع منه فتقدّم بين يدي فجعل يفرج عن الناس حتى دونت منه فسمعت منه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفقه فى دين الله كفاه الله همه

ورزقه من حيث لا يحتسب.

"আমি আবু হানিফা হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হজ্জ করেছি, তখন আমার বয়স হয়েছিল ১৬ বছর। তখন দেখতে পেলাম একজন শায়খ এর চতুষ্পার্শ্বে লোকেরা সমবেত, আমি আমার পিতাকে বললাম, কে এই শায়খ ? তিনি বললেন, ইনি আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি। তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন জুয্ আল যুবাইদি। আত:পর পিতাকে বললাম তার কাছে কী আছে ? যে কারণে মানুষজন ভির করে আছে। তিনি বললেন, হাদিস সমূহ যা তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছেন। তখণ বললাম আমাকে তার নিকট পৌছে দিন যাতে আমিও হাদিস শুনতে পারি। তারপর লোকদের ভির ফাঁক করে আমাকে পৌঁছে দিলেন আর আমি সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন জুয্ আল যুবাইদির নিকটবর্তী হলাম। অত:পর তার থেকে শুনতে পেলাম,"যে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীন সম্পর্কে ফিক্বহ্ হাসিল করে আল্লাহ তায়া'লা তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এমন ভাবে দূর করে দেবেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে ভাবতেও পারে না"।

উক্ত ঘটনা সর্ম্পকৃত ইমাম আযম এর উক্তিটি হতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে।

ক) ইমাম আযম এর দাদা এবং পিতা প্রথম স্তরের তাবেঈ ছিলেন। ইতিহাসের দু'টি দিক থাকে, একটি প্রকাশ্য অপরটি অপ্রকাশ্য। ইমাম আযমের পরিবারের অনেক কিছুই ইতিহাসের অন্তরালে অপ্রকাশ্য রয়ে গেছে। হযরত যুত্বা খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু এর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ হিসেবে তিনি প্রথম স্তরের তাবেঈ ছিলেন। হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু ২৩ হিজরি পর্যন্ত খলিফা ছিলেন। যদি ধরে নেই হযরত নুমান ২০ হিজরিতে মুসলমান হন এবং কুফাতে বসতি স্থাপন করেন তাহলে তিনি হাজারেরও বেশি সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ১৭ হিজরিতে কুফার বির্নিমাণ শুরু হয়। তখন হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ১,৫০০ সাহাবি সহ ৪০,০০০

মুসলমান সমেত মাদায়েন ত্যাগ করে কুফা যান এবং এ শহরকে গড়ে তোলেন। এরপর তার ছেলে সাবিত বিন নুমান (যুত্বা, মারযুবান) কে নিয়ে হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট যান এবং তার থেকে ফায়েজ, দোয়া ও বরকত হাসিল করেন। ইহা ৩৬ থেকে ৪০ হিজরির যে কোন সময়ের ঘটনা। খলিফার দরবারে যাতায়াতের সুবাদে অসংখ্য সাহাবিগণকে চিনা এবং তাদের সাথে পরিচয় থাকাটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাছাড়া কুফার বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসেবে সাহাবিগণের সাথে তাদের পরিবারের পরিচয় থাকাটাও স্বভাবিক। ইহার প্রমাণ মিলে ইমামের এ উক্তির দ্বারা- فإذا انا بشيخ قد إجتمع عليه الناس فقلت لابى من هذا الشيخ ؟ قال هذا رجل قد صحب النبى صلى الله عليه و سلم يقال له عبد الله بن جزء الزبيدى فقلت لابى أي شيئ عنده قال احاديث.

"দেখতে পেলাম একজন শায়খ এর চতুষ্পাশে লোকেরা সমবেত, আমি আমার পিতাকে বললাম, কে এই শায়খ ? তিনি বললেন, ইনি আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি। তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন জুয্ আল যুবাইদি। আত:পর পিতাকে বললাম তার কাছে কী আছে ? যে কারণে মানুষজন ভির করে আছে। তিনি বললেন, হাদিস সমূহ যা তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছেন"। হযরত সাবিত এর জওয়াব থেকে বুঝা গেল তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন জুয আল যুবাইদি রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আগে থেকেই চিনতেন, যারফলে ছেলে জিজ্ঞেস করার পর নিজে উত্তর দিলেন। তা না হলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন কিসের সমাগম এবং কে বয়ান করছে।

খ) হযরত সাবিত যখন পিতার ব্যবসার হাল ধরেন তখন ছিল আল মারওয়ানিয়া আল উমাইয়া শাসনামল। মারওয়ানি অত্যাচারে আলেমগণ স্বাধীন ছিলেন না, বিশেষ করে আহলে বাইতকে মহব্বতকারীগণ। ইমামের পরিবার হযরত যুত্বার সময় হতেই আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে জড়িত ছিলেন, এটা ছিল মারওয়ানিদের চক্ষুশূল। হতে পারে হযরত সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্ মারওয়ানিদের রোষানলে যাতে না পরেন এ কারণে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং ব্যবসায় মশগুল হয়ে পরেন। প্রকাশ্য ইতিহাসে তিনি

একজন ব্যবসায়ী তা-ও কুফার, সেখানে মক্কা আল মুকাররামায় অবস্থানকারী সাহাবিকে তিনি চিনবেন কেন ? আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট যাতায়াতকারী এবং কুফার স্বনামধন্য হিসেবে তার জানার পরিধি আরো ব্যপক যা মক্কা ও মদিনা আল মুনাওয়ারা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সমস্ত হচ্ছে এমন অপ্রকাশ্য ইতিহাস যার বাস্তবতা ও ঘটনা প্রবাহ প্রকাশ্য। এ অপ্রকাশ্য ইতিহাসের মূল নিয়ে যারা চিন্তা করবে না বা তলিয়ে দেখবে না, তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব "ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু কোন হাদিস শোনেননি"।

২। ইমাম দারাকুতনি ও ইমাম খতিব বাগদাদি বলেছেন انه رأى أنساً بعينه و لم يسمع منه . "ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু কোন হাদিস শোনেননি"। এ কথাটি দলিল বিহীন কথা, কেননা ইনাদের কেহই এ প্রমাণ দিতে পারেননি যে, ইমামের যামানার কেহ উক্ত মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া ইমাম দ্বারাকুতনির কথাটি শরিয়াহ্ ও যুক্তিশাস্ত্র উভয় ধারায়ই পরিত্যাজ্য। যুক্তির ক্ষেত্রে এজন্য পরিত্যাজ্য যে, একজন সাহাবিকে নিজ চোখে মুখোমুখি দেখা হলো অথচ তার সাথে কোন কথা হবে না বা কথা বলবেন না ইহা যেমন আকল গ্রহণ করেনা, আবার আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি কারো সাথে কথা বললেন অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস বলবেন না, ইহাও আকল গ্রহণ করেনা। তবে হ্যাঁ, ইমাম দারাকুতনির উক্তিটি সঠিক মনে করা যেত যদি তার নিকট এমন কোন সনদে কারো মত পৌঁছতো যে, ইমাম আবু হানিফা এমন অবস্থায় দেখা করেছেন যখন হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কথা বলতে পারেন না, কিন্তু ব্যাপারটি সে রকম নয় তাই ইমাম দারাকুতনির মন্তব্য পরিত্যাজ্য। আর শরিয়া'র দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য এজন্য যে, ইমাম আবু হানিফা হতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা এসেছে তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস শুনেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস সালেহি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ তার উকুদুয যামান ফি মানাকিবে ইমাম আল আযম আবু হানিফা আন নুমান কিতাবের ৭০ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ করেছেন, قال الحافظ محمد بن سعد في طبقاته : حدثنا أبو الموفق سيف بن جابرقاض واسط قال : سمعت أبا حنيفة يقول : قدم أنس بن مالك الكوفة و نزل النخع و كان يخضب بالحمرة قد رأيته مراراً .

"ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তার তাবাকাত ইবনু সা'দ এ বলেন, ওয়াসাত এর কাজি (বিচারক) আবুল মুআফিক সাইফ বিন জাবির আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফা এসে আন নাখউ নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি (দাড়িতে) মেহেদি লাগাতেন। আমি তাকে একাধিকবার দেখেছি"

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা অন্যদের থেকেও প্রমাণিত।

ইমাম ইবনু সা'দ তার তাবাকাতের ৯ খন্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت أنس بن مالك و خضابه أحمر .

"ইয়াজিদ বিন হারুন আমাদেরকে বলেন, ইসমাইল বিন আবু খালিদ আমাদেরকে বলেছেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দাঁড়িতে মেহেদি লাগানো অবস্থায় দেখেছি"। তাবাকাতে ইবনু সা'দ এ উল্লিখিত বর্ণনা গুলো মুত্তাসিল এবং সহিহ সনদে বর্ণিত।

ইমাম মুহাদ্দিস, ফকিহ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাজি আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি সাইমারি ইমাম আবু হানিফা হতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করে তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু কিতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا هلال قال : ثنا أبي أبو عبيد الله قال ثنا محمد بن حمدان قال ثنا أحمد بن الصلت بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الدال على الخير كفاعله والله يحب أغاثة اللهفان .

"ইমাম সাইমারি বলেন, হিলাল বিন মুহাম্মাদ আল বসরি আমাদেরকে বলেন,

আমার পিতা আবু উবাইদুল্লাহ্ আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন হামদান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আহমাদ বিন সালত আমাদেরকে বিশর বিন ওয়ালিদ হতে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ হতে, তিনি ইমাম আবু হানিফা হতে, ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কোন ভাল কাজের পথ দেখানো সে কাজ করারই শামিল আর আল্লাহ্ তায়ালা অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করতে ভালবাসেন"।

ইমাম সাইমারি কর্তৃক বর্ণিত উক্ত বর্ণনাটির সনদ মুত্তাসিল (সংযুক্ত) এবং প্রত্যেকেই সিকাহ। তবে হিলাল বিন মুহাম্মাদ আল বসরি সর্ম্পকে কেহ কেহ বলেছেন তিনি দ্বঈফ। কী কারনে দ্বঈফ, কেন দ্বঈফ এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা দেননি। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল এর নিয়ম অনুযায়ী কারো প্রতি এ ধরণের দোষারোপ গ্রহণীয় নহে। তাই ইমাম দারাকুতনি, রাহিমাহুল্লাহ্-র উক্তি أنه رأى أنسا بعينه و لم يسمع منه . "ইমাম আবু হানিফা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু কোন হাদিস শোনেননি" এবং ইমাম খতির আল বাগদাদির উক্তি لا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس "হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে ইমাম আবু হানিফার যে বর্ণনা দেখা যায় তা সহিহ সুত্রে বর্ণিত নয়"।

এ সমস্ত উক্তি দলিল বিহীন, কেননা ইনাদের কেহই এ প্রমাণ দিতে পারেননি যে, ইমামের যামানার কেহ উক্ত মন্তব্য করেছেন।

ইমাম দারাকুতনি ও ইমাম খতিব বাগদাদির মন্তব্য প্রসঙ্গে আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান তাঁর আল হিত্তাহ্ ফি যিকরিস সিহাহ্ সিত্তাহ্ কিতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, و قال الكردري جماعة من المحدثين أنكروا ملاقته مع الصحابة ، و اصحابه اثبتوه بالأسانيد الصحاح الحسان . وهم أعرف بأحواله منهم ، و المثبت العدل أولى من النافي. و قد جمعوا مسنداته فبلغت خمسين حديثا يرويها الإمام عن الصحابة الكرام وإلى هذا أشار الإمام بقوله : ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلى الراس و العين و ما جاءنا عن التابعين فهم رجال و نحن رجال .

لأنه ممن زاحم التابعين في الفتاوى : المخم إذا كان التابعي يزاحم في الفتاوى الصحابي فأنه يقلد ذلك التابعي كما يقلد الصحابي ، و هذا سبب صالح لتقديم مذهبه على سائر المذاهب .

"ইমাম কারদারি বলেন, ইমাম আবু হানিফা যে সমস্ত সাহাবিগণের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন কতিপয় মুহাদ্দিস তা অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রগণ সহিহ ইসনাদের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন ইমাম আযম সাহাবিগণের সাক্ষাত লাভ করেছেন ও তাদের থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তাদের (ছাত্রগণের ) মতটিই অগ্রগণ্য, কেননা ন্যায়সংগত হ্যাঁবোধক গ্রহণীয় আর এর মুকাবিলায় না বোধক পরিত্যাজ্য। এ ক্ষেত্রে হ্যাঁবোধক মত পোষণকারী তাঁর ছাত্রগণই না বোধক পোষণকারীগণ হতে অধিক জ্ঞাত। এ সমস্ত ছাত্রগণ তাদের উস্তাদ ইমাম আযম কর্তৃক সাহাবিগণ হতে শ্রবণকৃত হাদিসের সংখ্যা ৫০টি বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সবগুলি সহিহ সনদে বর্ণিত। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা এসেছে তা আমাদের মাথা ও চোখের উপর, আর যা তাবেঈগণ হতে এসেছে সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য তারা যেমন ইজতিহাদ করার করার ক্ষমতা রাখেন আমারও ইজতিহাদ করার ক্ষমতা আছে। হাদিস হতে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে আমি কারো উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন বোধ করিনা, কেননা তাঁরা যেমন কুরআন-হাদিস হতে মাসআলা বের করেন আমিও তাই করি।

ফাতাওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য তাবেঈগণের নিকট লোকেরা যেমন সমাগম হত অনুরুপ ইমাম আবু হানিফার নিকটও ফাতাওয়ার জন্য আসত। বিশেষ করে কোন তাবেঈ যখন কোন সাহাবির নিকট ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করতেন বা তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন ইমামও সে মত অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন। প্রথম স্তরের তাবেঈগণ সাহাবিগণের মতের যেরুপ অনুসরণ করতেন, ইমামও সাহাবিগণের সে মতের অনুসরণ করবেন। আর এ কারণেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব অন্যান্য সমস্ত মাযহাব হতে দালিলীক দিক দিয়ে অগ্রগামী"।

আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন

সাহাবি কুফা আসলেন, তিনি কোথায় অবস্থান করলেন, তাঁর মুখে মেহেদি লাগানো ছিল তা-ও বর্ণনা করলেন এর দ্বারা কী সোহবত প্রমাণিত হয়না ? হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মত একজন মর্যাদাবান সাহাবি কুফা আসলেন আর ইমাম দারা কুতনির ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা সাহাবিকে দেখে ঘরে গিয়ে বসে রইলেন, সাহাবির সাথে কথা বললেন না বা তাঁর থেকে কোন ফায়দা হাসিল করলেন না ইহা কী আকল গ্রহণ করে ? একজন সাহাবির মর্যাদা সর্ম্পকে ইমাম আবু হানিফা কী বেখবর ছিলেন ? এ সকল প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর কেবল ইমাম আযম ও হানাফি মাযহাব সর্ম্পকে হিংসুক ও জাহিলরাই করতে পারে।

ইমাম দারাকুতনি, ইমাম খতিব বাগদাদি সহ যারাই ইমাম আযম এর সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ স্বীকার করেননি তারা কোন দলিল পেশ করতে পারেননি। অন্যদিকে আকলি ও নকলি উভয় ধারায়ই প্রমাণিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফার তাবিঈয়ত সাহাবিকে দেখা, তার থেকে হাদিস শোনা ও সোহবত ত্রি ধারায়ই সাবিত। আল্লাহ্ তায়া'লাই হিদায়াত দানকারী ও সর্বোজ্ঞ।

# যে সমস্ত তাবেঈগণ হতে হাদিস ও ফিকহ গ্রহণ করেছেন

ইমাম আহমাদ হাযার হাইতামি মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ্ তার কিতাবুল খাইরাতিল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আযম আবু হানিফা আন নুমান কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র হাদিস এর উস্তাদ সম্পর্কে বলেন, هم كثيرون لا يسع هذا المختصر ذكرهم و ذكر منهم الإمام أبو حنيفة ، ابو حفص الكبير اربعة آلاف شيخ و قال غيره له اربعة آلاف شيخ من التابعين . "ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র হাদিসের উস্তাদ এত সংখ্যক ছিলেন যে, এ কিতাবের এ ছোট পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ইমাম আবু হাফস আল কবির ইমামের উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার উল্লেখ করেছেন। অন্যরা বলেন, শুধু তাবেঈগণের মধ্যেই তাঁর উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার ছিল"।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২৯ খন্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি তার "তাবঈদুস সহিফা" কিতাবের ৩৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি "সিয়ারু আলামিন নুবালা" কিতাবের ৬ খন্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস সালেহি "উকুদুয যামান ফি মানাকিবিল ইমাম আল আযম আবু হানিফা আন নুমান" কিতাবের ৮৬-১১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম আযম আবু হানিফা যাদের থেকে হাদিস ও ফিকহ্ গ্রহণ করেছেন তারা হলেন ঃ

**১। ইব্রাহিম বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাশির**

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২ খন্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম ইব্রাহিম বিন মুনতাসির

বিন আযদি আল হামদানি আল কুফি রাহিমাহুল্লাহ্ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম আব্দুর রহমান নাসাই তাকে সিকাহ এবং হাদিসে সত্যবাদী বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আস সাওরি, ইমাম মিসআর বিন কিদাম, ইমাম সুফিআন বিন উয়াইনা, ইমাম আবু আওয়ানা প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহ্গণ ইমাম ইব্রাহিম বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাশির রাহিমাহুল্লাহ্ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই তার বর্ণিত হাদিস রয়েছে।

**২। ইমাম ইসমাইল বিন আব্দুল মালেক বিন সুফাইর।**

ইমাম ইসমাইল বিন আব্দুল মালেক বিন সুফাইর আবু আব্দুল মালেক আল মক্কি। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, তার বর্ণনা গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারি বলেছেন, তার বর্ণনা গ্রহণ করার মত। সুনান আবু দাউদ, আল জামে' আত তিরমিযি এবং সুনান ইবনু মাযাহতে ইসমাইল বিন আব্দুল মালেক বর্ণিত হাদিস রয়েছে।

**৩। জাবালাহ্ বিন সুহাইম আত তাইমি**

ইমাম জাবালাহ্ বিন সুহাইম আত তাইমি আল কুফি রাহিমাহুল্লাহ্ ১২৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, হযরত হানযালা আল আনসারি ( ইনি কুফার মসজিদের ইমাম ছিলেন) প্রমূখ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম হতে হাদিস গ্রহণ করেন। হাদিস শাস্ত্রে তিনি সিকাহ্ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**৪। ইমাম আবু হিন্দ হারিস বিন আব্দুর রহমান হামদানি**

ইমাম আবু হিন্দ হারিস বিন আব্দুর রহমান হামদানি আদ দাল্লানি আল কুফি। সহিহ আল বুখারি এবং সুনান আন নাসাইতে আবু হিন্দ হারিস বিন আব্দুর রহমান হামদানি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৫। ইমাম হাসান বিন উবাইদুল্লাহ্ বিন উরওয়াহ্ আন নাখঈ আল কুফি।**

হাসান বিন উবাইদুল্লাহ্ বিন উরওয়াহ্ আন নাখঈ আল কুফি। আলি বিন মাদিনি

হতে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, হাসান বিন উবাইদুল্লাহ্ বিন উরওয়াহ্ আন নাখঈ আল কুফি বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা তিন শতেরও বেশি। সহিহ আল বুখারি ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই হাসান বিন উবাইদুল্লাহ বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৬। ইমাম হাকাম বিন উতাইবাহ্**

ইমাম হাকাম বিন উতাইবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ ৫০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই ইমাম হাকাম বিন উতাইবাহ বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৭। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান**

ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইনি ইমাম আযম এর অন্যতম উস্তাদ। তিনি ইমামের পূর্বে কুফার শীর্ষ ফকিহ এবং তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম ফকিহ ছিলেন। সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন ইহার প্রমাণ মিলে ইমাম মা'মার এর কথায়। ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ৭ খন্ডের ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, সালিহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আলি বিন মাদিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, মা'মার বলেন, لم أرَ من هؤلاء أفقه من الزهري ، وحماد ، وقتادة . "আলেমগণের মধ্যে ইমাম যুহরি, ইমাম হাম্মাদ ও ইমাম কাতাদার মত ফকিহ আর কাউকে দেখি নাই"।

**৮। ইমাম খালিদ বিন আলকামাহ আল হামদানি আল কুফি।**

খালিদ বিন আলকামাহ আল হামদানি আল কুফি বর্ণিত হাদিস সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই ও ইবনু মাযাহতে উল্লেখ আছে।

**৯। ইমাম রবিআ' বিন আবু আব্দুর রহমান**

রবিআ' বিন আবু আব্দুর রহমান তিনি রবিআ'তুর রায় হিসেবে খ্যাত। তিনি ১৩৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি মাদানি ছিলেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল ইমাম-ই তাদের হাদিসের কিতাবে রবিআ'তুর রায় বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন

**১০। ইমাম যায়দ বিন আব্দুর রহমান বিন যায়দ আল ইয়ামি।**

**১১। যুবাইদ বিন হারিস বিন আব্দুল করিম আল ইয়ামি আল কুফি।** তিনি ১২২/১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল ইমাম-ই তাদের হাদিসের কিতাবে যুবাইদ বিন হারিস বিন আব্দুল করিম আল ইয়ামি বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**১২। যিয়াদ বিন ইলাকা বিন মালিক সালা'বি আল কুফি।** তিনি ১২৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**১৩। সাঈদ বিন মাসরুক সাওরি আত তামিমি আল কুফি।**

সাঈদ বিন মাসরুক সাওরি আত তামিমি আল কুফি। তিনি ১৩৬/১৩৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইনি ইমাম সুফিয়ান সাওরির পিতা।

**১৪। সালামাহ্ বিন কুহাইল বিন হুসাইন আল হাদ্বরামি**

সালামাহ্ বিন কুহাইল বিন হুসাইন আল হাদ্বরামি। ইমাম বুখারি তার তারিখুল কবির এর ৪ খন্ডের ১৯৯৭ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন, আব্দুর রহমান বিন মাহদি বলেছেন, কুফায় চার ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ১। মানসুর, ২। আবু হুসাইন, ৩। সালামাহ্ বিন কুহাইল, ৪। আমর বিন মুররা। (ইহা তাদের যামানার সাথে সীমাবদ্ধ)। সালামাহ্ বিন কুহাইল ৪৭ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই ইমাম সালামাহ্ বিন কুহাইল বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**১৫। সিমাক বিন হারব বিন আওস বিন খালিদ আল যুহালি।**

সিমাক বিন হারব বিন আওস বিন খালিদ আল যুহালি রাহিমাহুল্লাহ্ ১২৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত মুগিরা বিন শোবাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। সহিহ আল বুখারিতে তাঁর বর্ণনা উল্লেখ আছে।

**১৬। শাদ্দাদ বিন আব্দুর রহমান আল কুরাশি।** তার পিতা সাহাবি ছিলেন।

**১৭। শায়বান বিন আব্দুর রহমান আত তামিমি আন নাহবি।** খতিব বাগদাদিও উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**১৮। ইমাম তাউস বিন কাইসান।**

ইমাম তাউস বিন কাইসান রাহিমাহুল্লাহ্ প্রথম তাবাকার তাবেঈ ছিলেন। ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ১৩ খন্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আমাশ বলেন, তিনি আব্দুল করিম বিন মাইসারাহ হতে, তিনি ইমাম তাউস হতে, ইমাম তাউস বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৫০ জন সাহাবিকে পেয়েছি, ইনাদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, যায়দ বিন সাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা অন্যতম। তিনি ১০৬ কি ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭০ এর বেশি।

**১৯। ইমাম তরিফ বিন সুফিয়ান আস সা'দি,**

ইমাম তরিফ বিন সুফিয়ান আস সা'দি, তাকে তরিফ বিন শিহাবও বলা হয়। সুনান ইবনে মাযাহ্ এবং জামে' আত তিরমিযিতে তরিফ বিন শিহাব বর্ণিত হাদিস রয়েছে।

**২০। ইমাম আবু সুফিয়ান তালহা বিন নাফি'।**

তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন, অতঃপর কুফায় চলে যান এজন্য তাকে মক্কি ও ইরাকি বলা হয়। তিনি ১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**২১। ইমাম আসিম বিন কুলাইব**

ইমাম আসিম বিন কুলাইব আল কুফি। ইমাম বুখারি তার সহিহ আল বুখারিতে আসিম বিন কুলাইব বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**২২। আমির শারাহিল আশ শাবি (عامربن شراحيل الشعبي)।**

আমির বিন শারাহিল আশ শাবি। তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর খিলাফাতকালে ২১/২২ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক সাহাবি হতে তিনি হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইনাদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সামুরা বিন জুনদুব, হযরত আব্দুল্লাহ

বিন আবু আওফা, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম অন্যতম। এছাড়াও সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা ও আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। তিনি ১০১ মতান্তরে ১০৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**২৩। আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাবিবাহ্ আল আযরা।**

ইমাম বুখারি তার তারিখ আল বুখারিতে আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাবিবাহ্র বর্ণনা করেছেন।

**২৪। আব্দুল্লাহ্ বিন দিনার আল কুরাশি আল মাদানি।**

আব্দুল্লাহ্ বিন দিনার আল কুরাশি আল মাদানি ১২৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে হাদিস বর্ণনা করতেন। আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু সূত্রেও তার বর্ণনা লক্ষণীয়। যেমন সুহাইল বিন আবু সালিহ্- আব্দুল্লাহ্ বিন দিনার হতে, তিনি আবু সালিহ্ হতে তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে," ইমানের ষাট এর উপর শাখা রয়েছে--- এরপর পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারি তার তারিখ আল বুখারির ৫ খন্ডের ৮১ পৃষ্ঠায় ২২৯ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন।

**২৫। আব্দুর রহমান আল হুরমুয আল আরাজ আল মাদানি।**

আব্দুর রহমান আল হুরমুয আল আরাজ আল মাদানি ১১৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল ইমামই তাদের হাদিসের কিতাবে আব্দুর রহমান আল হুরমুয বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন।

**২৬। আব্দুল আযিয বিন রফি' আত তায়েফি আল আসাদি আল মক্কি।** অতঃপর কুফায় চলে যান। তিনি ১৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**২৭। আব্দুল করিম বিন উমাইয়া আল বসরি।**

**২৮। আব্দুল মালিক বিন উমাইর আল কুফি আল কুরাশি।**

আব্দুল মালিক বিন উমাইর আল কুফি আল কুরাশি ৬৩ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ

করেন ও ১৩৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**২৯। আদি বিন সাবিত আল আনসারি আল কুফি।**

আদি বিন সাবিত আল আনসারি আল কুফি ১১৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা হযরত সাবিত আল আনসারি সাহাবি। তিনি হযরত বারা বিন আযিব ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে দেখেছেন। এছাড়া আবু বুরদা বিন আবু মুসা আল আশআরি, ইয়াযিদ বিন বারা বিন আযিব এবং আম্মার বিন ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহু অনহুর ছাত্রগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইহা ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ১৯ খন্ডের ৫২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

**৩০। ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ।**

ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ ৩৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১১৪ মতান্তরে ১১৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বহু সংখ্যক সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২০ খন্ডের ৬৯-৭২ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি তার "তাহযিবুত্তাহযিব" কিতাবের ৪ খন্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি "সিয়ারু আলামিন নুবালা" কিতাবের ৫ খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় ও ইমাম বুখারি তার তারিখ আল বুখারির ৬ খন্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন উল্লেখ করেছেন ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ নিম্নোল্লিখিত সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, হযরত উসামাহ্ বিন যায়দ, হযরত যায়দ বিন আরকাম, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সায়িব আল মাখযুমি, হযরত আকিল বিন আবু তালিব, হযরত উমার বিন আবু সালামাহ্, হযরত রাফি' বিন খাদিজ, হযরত আবু দারদা, হযরত আবু সাঈদ

আল খুদরি, হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হযরত যায়দ বিন খালিদ আল জুহানি, হযরত উরওয়া বিন যুবাইর, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা, উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালমা, উম্মু হানি রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না অন্যতম।

**৩১। ইমাম আতা বিন সাইব বিন মালিক আস সাকাফি আল কুফি**

ইমাম আতা বিন সাইব বিন মালিক আস সাকাফি ১৩৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সহিহ মুসলিম ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই ইমাম আতা বিন সাইব বিন মালিক আস সাকাফি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৩২। ইমাম আতিয়া বিন সা'দ আল আওফি আল কুফি**

ইমাম আতিয়া বিন সা'দ আল আওফি আল কুফি ১১১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আব্দুর রহমান বিন জুনদুব, হযরত যায়দ বিন আরকাম, হযরত আদি বিন সাবিত আল আনসারি, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমূখ সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**৩৩। ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি।**

ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি রাহিমাহুল্লাহ্ ১০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন ঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত হাজ্জাজ বিন আমর বিন গাযিআহ্ আল আনসারি, হযরত হাসান বিন আলি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামার, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি, হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হযরত উকবাহ্ বিন আমির আল জুহানি, হযরত আবু কাতাদা আল আনসারি, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা, হামানাহ্ বিনতে জাহাশ ও উম্মু উমারাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না অন্যতম।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২০ খন্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র উস্তাদ ইমাম আলি বিন মাদিনি বলেন سمعت يحي بن سعيد يقول : أصحاب إبن عباس ستة ، مجاهد ، وطاوس ،وعطاء ،وسعيد بن جبير، و عكرمة ، وجابر بن زيد .

"আমি ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ছাত্রদের ছয়জন বিশেষভাবে খ্যাত। ইনারা হলেন, ইমাম মুজাহিদ, ইমাম তাউস, ইমাম আতা, ইমাম সাঈদ বিন জুবাইর, ইমাম ইকরিমাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ ও ইমাম জাবির বিন যায়দ রাহিমাহুমুল্লাহ। উক্ত ছয়জনের তিনজনই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র উস্তাদ।

**৩৪। আলকামাহ্ বিন মারসাদ আল কুফি।**

আলকামাহ্ বিন মারসাদ আল কুফি ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**৩৫। ইমাম আলি বিন আকমার আল কুফি সিকাহ।**

**৩৬। ইমাম আলি বিন হাসান আল বাররাদ আল মাদানি।**

**৩৭। ইমাম আমর বিন দিনার আল কুফি।**

**৩৮। ইমাম আওন বিন আব্দুল্লাহ।**

ইমাম আওন বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ্ বিন মাসউদ আল কুফি ১১৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সহিহ আল বুখারি ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই ইমাম আওন বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৩৯। কাবুস বিন আবু যাবইয়ান আল কুফি**

কাবুস বিন আবু যাবইয়ান আল কুফি ১২৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আল জামে' আত তিরমিযি, সুনান আবু দাউদ ও সুনান ইবনে মাযাহ্-তে কাবুস বিন আবু যাবইয়ান বর্ণিত হাদিস রয়েছে।

**৪০। কাসিম বিন মান বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ।**

কাসিম বিন মান হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নাতি।

ইনি কুফি ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২৩ খন্ডের ৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, : ذكره محمد بن سعد في طبقة الثالثة من أهل الكوفة و قال
كان ثقة كثير الحديث .

"ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাঁকে তৃতীয় তবকার মুহাদ্দিসগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি কুফাবাসি। ইবনু সা'দ আরো বলেন, কাসিম বিন মান সিকাহ এবং অনেক হাদিস জাননেওয়ালা"।

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, قلت لمسعر من رأيت أشد أنقياء للحديث ؟ و في رواية : أشد تثبتا في الحديث ، و في رواية من أثبت من أدركت ؟ قال : القاسم بن عبد الرحمن و عمرو بن دينار.

"আমি ইমাম মিসআর বিন কিদামকে জিজ্ঞেস করলাম, হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনি অধিক সর্তকতা অবলম্বনকারী কাকে দেখেছেন ? অন্য বর্ণনায় আছে অধিক সঠিক কাকে পেয়েছেন ? অন্য বর্ণনায় এসেছে অধিক সাবিত কাকে পেয়েছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, কাসিম বিন আব্দুর রহমান এবং আমর বিন দিনারকে"।

এই কাসিম বিন মান বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ও আমর বিন দিনার হলেন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র হাদিসের উস্তাদ। এ সকল অধিক হাদিস জাননেওয়ালা মুহাদ্দিগণ হতে হাদিস গ্রহণের পরও ইমাম আযম আবু হানিফা হাদিস জনেন না যারা বলে, তাদেরকে হিংসুক ও জাহিল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ?

**৪১। ইমাম কাতাদা বিন দিআমাহ্ আল কুফি।**

ইমাম কাতাদা বিন দিআমাহ্ আল কুফি ১০৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৫৬ বছর জীবিত ছিলেন।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২৩ খন্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال عبد الرزاق عن معمر : قلت للزهري : أقتادة أعلم عندك أو مكحول ؟ قال لا بل قتادة ، و ما كان عند مكحول إلا شيئ يسير.

"ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ইমাম মা'মার বলেন, আমি ইমাম যুহরিকে জিজ্ঞাস করলাম কাতাদা বেশি (হাদিস) জানে নাকি ইমাম মাকহুল, তিনি বললেন, মাকহুল নয় বরং ইমাম কাতাদাই বেশি (হাদিস) জানে। ইমাম মাকহুল এর কাছে বেশি হাদিস নাই"।

ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ৭ খন্ডের ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, সালিহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আলি বিন মাদিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, মা'মার বলেন, لم أرَ من هؤلاء أفقه من الزهري وحماد ، وقتادة .

"আলেমগণের মধ্যে ইমাম যুহরি, ইমাম হাম্মাদ ও ইমাম কাতাদার মত ফকিহ আর কাউকে দেখি নাই"।

ইনারা তিনজনই ইমাম আযম এর উস্তাদ। ইনাদের সকলের হাদিসের ও ফিকহের ইলম ইমামের মধ্যে সমাবেশ হয়েছে।

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাকিম আল জারহু ওয়াত তা'দিল কিতাবের ৭ খন্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বলেন, : حدثني أبي ثنا عمرو بن علي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي –حميد الطويل في الحديث فقال : قتادة في احفظ من خمسين مثل حميد . فسمعت أبي يقول : صدق إبن مهدي .

"আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমর বিন আলি বলেছেন, আমি আব্দুর রহমান বিন মাহদিকে জিজ্ঞেস করলাম, হুমাইদ আত তাবিল হাদিসে কেমন ছিলেন, তিনি বলেন হুমাইদ আত তবিল এর মত ৫০ জন মুহাদ্দিসের চেয়ে ইমাম কাতাদা বেশি হাফেজ। ইহা শুনে ইমাম আবু হাতিম বলেন, ইবনু মাহাদি সঠিকই বলেছেন"।

**৪২। ইমাম কাইস বিন মাসলামাহ আল জাদলি।**

ইমাম কাইস বিন মাসলামাহ আল জাদলি কুফায় ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই ইমাম কাইস বিন মাসলামাহ আল জাদলি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৪৩। মুহারিব বিন দিসার আল কুফি**

মুহারিব বিন দিসার আল কুফি ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারি ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই তাঁর বর্ণিত হাদিস বিদ্যমান।

**৪৪। মুহাম্মাদ বিন যুবাইর আল হানযালি।**

**৪৫। আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব।**
তিনি ইমাম বাকির নামে পরিচিত। ৫১ হিজরিতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত হাসান বিন আলি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত হুসাইন বিন আলি, হযরত সামুরা বিন জুনদুব, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি, হযরত আতা বিন ইয়াসার, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা ও উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অন্যতম।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাঁর "তাবাকাত ইবনু সা'দ" এর ৫ খন্ডের ৩২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,. كان ثقة كثير الحديث "তিনি সিকাহ্ এবং অনেক হাদিসের অধিকারি"।

**৪৬। মুহাম্মাদ বিন কাইস আল হামদানি আল কুফি।**
মুহাম্মাদ বিন কাইস আল হামদানি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**৪৭। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি।**
মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি আল মাদানি। তিনি ৫৮ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর বিন আবু তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বিন খাত্তাব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর,

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ বিন সুআইর, হযরত আমির বিন ওয়াসিলাহ্, হযরত সাহল বিন সা'দ আল আনসারি, হযরত রাফি' বিন খাদিজ প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

**৪৮। ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির আল কুরাশি আল মাদানি।**

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির আল কুরাশি আল মাদানি ১৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**৪৯। মুখাওওয়াল বিন রাশেদ আল কুফি**

মুখাওওয়াল বিন রাশেদ আল কুফি ১৪০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই মুখাওওয়াল বিন রাশেদ বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৫০। ইমাম মুসলিম বিন ইমরান আল বাতিন কুফি।**

ইমাম মুসলিম বিন ইমরান আল বাতিন কুফি বর্ণিত হাদিস সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই বিদ্যমান আছে।

**৫১। ইমাম আবু হামযাহ্ মুসলিম বিন কাইসান।**

**৫২। ইমাম মিকসাম বিন বুজরাহ।**

ইমাম মিকসাম বিন বুজরাহ ১০১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা ও উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালামাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অন্যতম। সহিহ মুসলিম ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই ইমাম মিকসাম বিন বুজরাহ বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৫৩। ইমাম মানসুর বিন মু'তামির বিন আব্দুল্লাহ্ কুফি**

ইমাম মানসুর বিন মু'তামির বিন আব্দুল্লাহ্ কুফি ১৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল

কিতাবের ২৮ খন্ডের ৫৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أحمد بن سنان القطاف : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقتل : أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم فمن إختلف عليهم فهو يخطئ ليس هم ، منهم منصور بن المعتمر.
"আহমাদ বিন সিনান আল কাত্তান বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন মাহদিকে বলতে শুনেছি, কুফাতে চারজন আছেন যাদের বর্ণনাকৃত হাদিসের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। যে তাদের ব্যাপারে মতানৈক্য করবে তারা ভূলে নিপতিত। এ চারজনের মধ্যে মানসুর বিন মু'তামার একজন।

**৫৪। মুসা বিন আবু আয়িশা হামদানি আল কুফি।**

ইমাম মুসা বিন আবু আয়িশা হামদানি আল কুফি। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবেই মুসা বিন আবু আয়িশা হামদানি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৫৫। ইমাম নাফে' আল মাদানি।** তিনি ১১৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

**৫৬। ইমাম হিশাম বিন উরওয়া বিন যুবাইর বিন আওয়াম আল মাদানি।**

ইমাম হিশাম বিন উরওয়া বিন যুবাইর ১৪৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বিন খাত্তাব, হযরত সাহল বিন সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

**৫৭। ইমাম আবু গাসসান আল হাইসাম বিন হাবিব সাইরাফি কুফি।**

**৫৮। ইমাম ওয়ালিদ বিন সারে' আল মাখযুমি কুফি।** সহিহ মুসলিম ও সুনান নাসাইতে তার বর্ণণা রয়েছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বিন কাইস আল আনসারি। তার দাদা কাইস সাহাবি ছিলেন। তিনি হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

**৬০। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ্ আল কিনদি।**

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ্ আল কিনদি বর্ণিত হাদিস সুনান আবু দাউদ, আল জামে' আত তিরমিযি ও সুনান ইবনু মাযাহ্-তে উল্লেখ আছে।

**৬১। ইমাম ইয়াযিদ বিন সুহাইব আবু উসমান কুফি।**

তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- হযরত

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বিন খাত্তাব, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ৩২ খন্ডের ১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال إسحاق بن منصور عن يحي بن معين وأبو زرعة و النسائي : ثقة .

"ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আবু যুরআ' আর রাযি এবং ইমাম নাসাই হতে ইসহাক বিন মানসুর বলেন, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ্ আল কিনদি সিকাহ"।

**৬২। ইমাম আবুয যোবায়ের আল মক্কি।**

ইমাম আবুয যোবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল কুরাশী, আল আসাদী আল মাক্কী ১২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবুয যোবায়ের যাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উমার, আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু তোফায়েল প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ। তাবেঈ গণের মধ্যে আবু ছালেহ সাম্মান, ত্বাউস বিন কায়সান, আত্বা বিন আবু রাবাহ প্রমুখ।

**৬৩। আমর বিন ইমরান আবুস সাওদা আন নাহদি আল কুফি।**

ইমাম আবু দাউদ তার সুনান আবু দাউদে আমর বিন ইমরান বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন।

**৬৪। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ আবু আওন সাকাফি কুফি।**

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ আবু আওন সাকাফি কুফি হযরত জাবির বিন সামুরা ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে হাদিস গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনু মাযাহ্ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ আবু আওন সাকাফি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৬৫। মুসলিম বিন সালিম আন নাহদি কুফি আবু ফারওয়া।**

মুসলিম বিন সালিম আন নাহদি কুফি আবু ফারওয়া বর্ণিত হাদিস সহিহ আল বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ ও সুনান নাসাইতে উল্লেখ আছে।

**৬৬। ইমাম নাফিয আবু মাবাদ।**

ইমাম নাফিয আবু মাবাদ ১০৪ হিজরিতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবে ইমাম নাফিয আবু মাবাদ বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৬৭। আইউব বিন আবু তামিমাহ্ আস সাখতিয়ানি বছরি।**

আইউব বিন আবু তামিমাহ্ আস সাখতিয়ানি বছরি ৬৬ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবে আইউব বিন আবু তামিমাহ্ আস সাখতিয়ানি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

**৬৮। ইমাম হারিস বিন আব্দুর রহমান আল হামদানি আল কুফি।**

ইমাম বুখারি আদাবুল মুফরাদে হারিস বিন আব্দুর রহমান আল হামদানি আল কুফি বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন।

**৬৯। সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার আল মাদানি।**

সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার আল মাদানি ১০৫ মতান্তরে ১০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- হযরত রাফি' বিন খাদিজ, তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, তার চাচাত দাদা যায়দ বিন খাত্তাব, হযরত আবু আইউব আল আনসারি, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা ও উম্মুল মুমিনিন উম্মু হাবিবাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অন্যতম। ইহা তাহযিবুল কামাল কিতাবের ১০ খন্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাবাকাত ইবনু সা'দ এর ৫ খন্ডের ২০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,. كان ثقة كثير الحديث "সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার আল মাদানি সিকাহ্ এবং অনেক হাদিসের অধিকারী"। সিহাহ্ সিত্তার সকল হাদিসের কিতাবে সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বর্ণিত হাদিস উল্লেখ আছে।

ইমাম আযম, ইমামুল আয়িম্মা, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ওয়াল ফিকহ্ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র উল্লিখিত উস্তাদগণ যারা সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন, ইনাদের মধ্যে কয়েকজন এরূপ ছিলেন যাদের কাছ থেকে, সাহচর্যে বছর বছর থেকে শিক্ষলাভ করেছেন, তারা অনেক সংখ্যক অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। আর ইনারা যে শুধু কুফি তাবেঈ তাই নয় বরং হিজায তথা মক্কা-আল মাদিনারও প্রথম স্তরের তাবেঈ ছিলেন। এ হিসেবে ইমাম আযমের হাদিস গ্রহণের উৎসকে তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি ঃ

**১। আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্।**

**২। মক্কা আল মুকাররামাহ্।**

**৩। কুফা।**

তৎকালীন ইসলামি দুনিয়ার ইলমের অন্যান্য কেন্দ্র যেমন বসরা, মিসর, ইয়ামান, শাম (সিরিয়া) থাকলেও উক্ত তিনটি শহর ছিল প্রাধান্য প্রাপ্ত। আর এ তিনটি শহরের প্রবিণ ও বিজ্ঞ তাবেঈগণ হতে ইমাম আযম হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা লাভ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র উস্তাদগণের উক্ত তালিকা বিশ্লেষণ করলে পাঠক মহলের বুঝতে সুবিধা হবে যে, ইলমুল হাদিসে ইমামের ব্যপ্তি বা পরিধি কিরূপ ছিল।

প্রথমেই আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্ এর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এ কথা এজন্য বলা যে, আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আল্লাহ তায়া'লার দিদারে চলে যাওয়ার পূর্বের মদিনা ও পরের মদিনা একই অবস্থানে ছিলনা। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার দিদারে চলে যাওয়ার পর বিরাট সংখ্যক সাহাবি দ্বিন প্রচারে মদিনার বাইরে চলে যান। ইহার ব্যাপকতা শুরু হয় খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে। যারা মদিনায় থেকে যান, তারা এখানেই তাদের ছাত্রদের নিকট হাদিসের শিক্ষা দেন। ইমাম আযম এর উস্তাদগণের তালিকা দেখে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে তিনি কুফায় অবস্থানকারী

তাবেঈগণ হতেই হাদিস গ্রহণ করে বসে থাকেন নাই, আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্ এবং মক্কা আল মুকাররামাহ্র অধিক হাদিস জাননেওয়ালা তাবেঈগণ হতেও হাদিসের ইলম হাসিল করেছেন। তাই উক্ত বৃহৎ তালিকার একটি সংক্ষিপ্ত বিস্তারিত তালিকা পাঠকের বুঝার জন্য পেশ করা হল।

## আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্।

**১। ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব রাহিমাহুল্লাহ। জন্ম-৫১ হিজরি, মৃত্যু-১১৪ হিজরি।**

ইমাম মিয্যী তার তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২৬ খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব রাহিমাহুল্লাহ যে সকল সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন ঃ

১। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইন্তেকাল ৯৩ হিজরি।

২। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ইন্তেকাল ৭৩ হিজরি।

৩। হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ইন্তেকাল ৫৯/৬০ হিজরি।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর বিন আবু তালিব। ইন্তেকাল ৮০ হিজরি।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। তার ইন্তেকালের ব্যাপারে তিন ধরণের মত দেখা যায় ৬৮, ৬৯, ৭০ হিজরি।

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা। ইন্তেকাল ৭৩ হিজরি।

৭। হযরত উবাইদুল্লাহ্ বিন আবু রাফে’ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৮। হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৬৪ হিজরি।

৯। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৫৯ হিজরি।

১০। হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৬১ হিজরি।

উল্লিখিত অধিক বর্ণনাকারী সাহাবিগণ হতে প্রমাণিত হচ্ছে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব রাহিমাহুল্লাহ অনেক হাদিসের

অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাবাকাত ইবনু সা'দ এর ৭ খন্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قال أبو نعيم الفضل بن دكين : توفي بالمدينة سنة أربع عشرة و مائة . و كان ثقة كثير العلم و الحديث .
"নুআইম বিন ফদ্বল বিন দুকাইন বলেন, মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন ১১৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি অনেক ইলম ও হাদিসের অধিকারী"।

**২। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি।**

মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি আল মাদানি। তিনি ৫৮ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণকে পেয়েছেন এবং তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। নিম্নে তাঁদেও নাম উল্লেখ করা হলো-

১। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৭৩ হিজরি

২। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইন্তেকাল ৯৩ হিজরি ।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৯৩ হিজরি ।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৭৪ হিজরি ।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহু ৭৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ বিন সুআইর রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৮৭ বা ৮৯ হিজরি ।

৭। হযরত আমির বিন ওয়াসিলাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ১০০ হিজরি ।

৮। হযরত সাহল বিন সা'দ আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইন্তেকাল ৯৬ হিজরি ।

৯। হযরত রাফি' বিন খাদিজ প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৭৪ হিজরি ।

১০। হযরত আবু উমামাহ্ আসআ'দ বিন সাহল রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ১০০ হিজরি।

১১। হযরত সা'লাবাহ্ বিন আবু মালিক আল কারাযি রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

১২। হযরত সায়িব বিন ইয়াযিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৮৮ হিজরি।

১৩। সুনাইন আবু জামিলাহ্ সুলামি রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমির বিন রবিয়াহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৮৫ হিজরি ।

১৫। হযরত আব্দুর রহমান বিন আযহার বিন আওফ বিন হারিস রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

১৬। হযরত মাহমুদ বিন রবি' আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু, ইন্তেকাল ৮৫ হিজরি ।

ইমাম যুহরি উল্লিখিত সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইমাম যুহরির জন্ম এবং সাহাবিগণের মৃত্যু হিসেবে তাঁর এ হাদিস গ্রহণ প্রমাণিত। এতদসত্বেও কোন কোন রিজালশাস্ত্রবিদ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি ও হযরত রাফি' বিন খাদিজ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহুমা হতে ইমাম যুহরির হাদিস গ্রহণ প্রমাণিত নহে বলেছেন। তাদের এ মতটি সঠিক নহে এ কারণে যে, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ ৭৩ হিজরিতে এবং হযরত রাফি' বিন খাদিজ ৭৪ ইন্তেকাল করেন, ইনাদের মৃত্যুর সময় ইমাম যুহরির বয়স হয় যথাক্রমে ১৫ ও ১৬ বছর । আরো একটি বিষয় হলো এ তিন জনই মাদানি। এ হিসেব অনুযায়ী হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি ও হযরত রাফি' বিন খাদিজ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহুমা হতে ইমাম যুহরির হাদিস গ্রহণ প্রমাণিত।

ইমাম যুহরির হাদিস জানা প্রসঙ্গে ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২৬ খন্ডের ৪৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قال البخاري عن علي بن المديني : له نحو ألفي حديث "ইমাম বুখারি তাঁর উস্তাদ ইমাম আলি বিন আল মাদিনি হতে বলেন, ইমাম যুহরির দু'হাজার হাদিস জানা ছিল"।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ তার তাবাকাত এ বলেন, و كان الزهري ثقة ، كثير الحديث و العلم و الرواية فقيهًا جامعًا .

" ইমাম যুহরি সিকাহ্ ছিলেন, তিনি অনেক হাদিস জানতেন এবং ইলম ও

রেওয়ায়েতের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ফকিহও ছিলেন"।

মাদানি তাবেঈগণের মধ্যে ইমাম আবু আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব রাহিমাহুল্লাহ এবং মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি আল মাদানি উভয়েই ফকিহ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইনাদের থেকে ইমাম আযম হাদিস গ্রহণ করেছেন।

# মক্কা আল মুকাররামাহ্।

## ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি।

## জন্ম-২০ হিজরি,মৃত্যু-১০৫ = ৮৫ বছর

ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি যে সকল সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন ঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত হাজ্জাজ বিন আমর বিন গাযিআহ্ আল আনসারি, হযরত হাসান বিন আলি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামার, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি, হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হযরত উকবাহ্ বিন আমির আল জুহানি, হযরত আবু কাতাদা আল আনসারি, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা, হামানাহ্ বিনতে জাহাশ ও উম্মু উমারাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না অন্যতম।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২০ খন্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : كان أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك ، و كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير ، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه و سلم ، و كان الحسن أعلمهم بالحلال و الحرام .

"সাঈদ বিন আবু আরুবা ইমাম কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন, ইমাম কাতাদা বলেন, তাবেঈগণের মধ্যে চার বিষয়ে চার জন সবচেয়ে বেশি জানেন। ১। ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ মানাসিক বিষয়ে ইলম বেশি রাখেন, ২। সাঈদ বিন যোবায়ের তাফসিরের ইলম বেশি রাখেন, ৩। সিরাতুন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে ইকরিমাহ বেশিষ ইলম রাখেন, এবং ৪। হালাল হারাম সর্ম্পকে ইমাম হাসান বসরি বেশি ইলম রাখেন।

উল্লিখিত চারজন তাবেঈর তিনজনই ইমাম আযম এর উস্তাদ ইনাদের মধ্যে ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ ও ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি হতে বেশি ফায়েদা হাসিল করেন।

## ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ।

ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ ৩৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১১৪ মতান্তরে ১১৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বহু সংখ্যক সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২০ খন্ডের ৬৯-৭২ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি তার "তাহযিবুত্তাহযিব" কিতাবের ৪ খন্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি "সিয়ারু আলামিন নুবালা" কিতাবের ৫ খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় ও ইমাম বুখারি তার তারিখ আল বুখারির ৬ খন্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ নিম্নোল্লিখিত সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি, হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, হযরত উসামাহ্ বিন যায়দ, হযরত যায়দ বিন আরকাম, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সায়িব আল মাখযুমি, হযরত আকিল বিন আবু তালিব, হযরত উমার বিন আবু সালামাহ্, হযরত রাফি' বিন খাদিজ, হযরত আবু দারদা, হযরত আবু সাঈদ

আল খুদরি, হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হযরত যায়দ বিন খালিদ আল জুহানি, হযরত উরওয়া বিন যুবাইর, হযরত ফদ্বল বিন আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা, উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালমা, উম্মু হানি রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না অন্যতম।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ২০ খন্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال الدارقطني ، قال خالد بن أبي نوف عن عطاء : أدركت مئتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم .

"ইমাম দারাকুতনি বলেন, খালিদ বিন আবু নওফ বলেছেন, ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুইশত সাহাবিকে পেয়েছি।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি উক্ত কিতাবে আরো বলেছেন, قال أبو داؤد عن سفيان الثوري ، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أمه : أنها أرسلت إلى إبن عباس تسأل عن شيئ فقال : يا أهل مكة تجتمعون علي و عندكم عطاء ؟ !

و قال قبيصة عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أمه : قدم إبن عمر مكة ، فسألوه فقال : أتجتمعون لي يا أهل مكة المسائل و فيكم إبن أبي رباح ؟!

"ইমাম আবু দাউদ বলেন, সুফিয়ান সাওরি- উমার বিন সাঈদ বিন আবু হুসাইন হতে, তিনি তার মা হতে, তার মা তাকে কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট পাঠালেন, ইহা শুনে তিনি বললেন, হে মক্কাবাসিগণ আপনারা আমার নিকট এসেছেন ! আপনাদের মাঝে কী আতা বিন আবু রাবাহ্ নেই ?

এ প্রসঙ্গে কাবিসা বলেন, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি উমার বিন সাঈদ হতে তিনি তার মা হতে বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার মক্কা আসলেন, অতঃপর তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন হে মক্কাবাসিগণ আপনারা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করছেন, অথচ আপনাদের নিকট

আতা বিন আবু রাবাহ রয়েছে"।

ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি উক্ত কিতাবের একই পৃষ্ঠায় আরো বলেছেন, قال عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح ولا لقيت اكذب من جابر الجعفي ، و ما أتيته قط بشيئ من رأئي إلا جاءني فيه بحديث و زعم أن عنده كذا و كذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يق .

"আব্দুল হামিদ বিন আল হিম্মানি বলেন, ইমাম আবু হানিফা হতে বলেছেন, আমি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের মধ্যে আতা বিন আবু রাবাহ্ হতে উত্তম আর কাউকে পাই নাই। আর জাবির আল জুফি হতে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নাই। আমার নিকট তার থেকে যা এসেছে তার সবই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে এক হাজার হাদিস ছিল যা দিয়ে তিনি মাসআলা বর্ণনা করতেন"।

ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি তার "তাহযিবুত্তাহযিব" কিতাবের ৪ খন্ডের ৪৯০ পৃষ্ঠায় উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ।

এই হলেন ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ। মক্কা আল মুকাররামায় যার মজলিসে বসে ইমাম আবু হানিফা হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করেছেন।

## ইমাম আবুয যোবায়ের আল মক্কি।

ইমাম আবুয যোবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল কুরাশী, আল আসাদি আল মাক্কী ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবুয যোবায়ের যাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উমার, আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের, আবু তোফায়েল প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ।

যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন তারা হলেন, তারই শায়খ আত্বা বিন আবু রাবাহ, ইমাম যুহরী, সুফিয়ান আস সাওরি, সুফিয়ান বিন উয়ায়না, সুলায়মান আল আমাশ, মুহাম্মাদ বিন আযলান প্রমূখ।

ইমাম শামসুদ্দিন আয যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় বলেন, يعلى بن عطأ قال: حدثنى أبو الزبير،وكان أكمل الناس عقلا و أحفظهم.
"ইয়ালা বিন আত্বা বলেন, আবুয যোবায়ের আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আলেমগণের মধ্যে আকল এবং হিফজের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ছিলেন"।

ইমাম মিয্‌যী তার তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২৬ খণ্ডের ৪০৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু হাতিম কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দিল এর অষ্টম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قال حرب بن إسماعيل الكرمانى: سئل احمد بن حنبل عن أبى الزبير، فقال قدإحتمله الناس وأبو الزبيراحب إلي من أبى سفيان لان ابا الزبير اعلم بالحديث منه و ابو الزبير ليس به بأس.
"হারব বিন ইসমাইল আল কিরমানি বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে আবুয যোবায়ের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লোকেরা (কোন কোন আলেম) আবুয যোবায়ের সম্পর্কে ধারণা করে কথা বলে, আমার নিকট তার অবস্থান আবু সুফিয়ান হতে বেশি, কেননা আবুয যোবায়ের তার থেকে বেশি হাদিস জানতেন। আর ইমাম আবুয যোবায়ের এর হাদিস গ্রহণে কোন সমস্য নেই"।

ইমাম আব্বাস আদদূরী তার তারিখের কিতাবে (যা তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন) দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন, قال يحي بن معين:ابو الزبير احب إلي من أبى سفيان.
"ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, আবুয যোবায়ের আমার নিকট আবু সুফিয়ান হতে প্রিয়"।

ইমাম যাহাবি মিযানুল ইতিদাল এর চতুর্থ খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, هو من أئمة العلم إعتمده مسلم وروى له البخارى متابعة.
"তিনি আলেমগণেরও ইমাম ছিলেন। ইমাম মুসলিম হাদিস গ্রহণে তার বর্ণনাকে নির্ভরশীল মনে করতেন। ইমাম বুখারিও তার থেকে মুতাবিয়াতের স্তরে হাদিস

বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম ওসমান বিন দারেমি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন কে জিজ্ঞেস করলাম আবুয যোবায়ের কিরূপ ছিলেন, তিনি বললেন সিক্বাহ। অতঃপর বললাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির এবং আবুয যোবায়ের এর মধ্যে কে আপনার অধিক পছন্দের, তিনি বললেন উভয়েই সিক্বাহ ছিলেন।

ড. কাসিম আল সা'দ "মানহাজুল ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসাই ফিল জারহি ওয়াত তাদিল" কিতাবের ২১২৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আবুয যোবায়ের সম্পর্কে বলেন, قال الناسائى: ثقة. وقال أيضا: كان شعبة يسئ الرأى فيه، و أبو الزبيرمن الحفاظ روى عنه يحي بن سعيد الأنصارى و أيوب و مالك.

"ইমাম নাসাই বলেন, আবুয যোবায়ের সিক্বাহ ছিলেন। তিনি আরও বলেন, শোবাহ তার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, কিন্তু সঠিক খবর হলো, তিনি হাদিসের হাফিজগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম মালিক বিন আনাস, আইয়ুব এবং ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল আনসারি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল ইজলী তার মারিফাতুস সিক্বাত কিতাবে বলেন,.محمد بن مسلم أبو الزبير المكى تابعى ثقة

"মুদাম্মাদ বিন মুসলিম আবুয যোবায়ের আল মাক্কী তাবেঈ এবং সিক্বাহ ছিলেন"।

ইমাম ইবনু সা'দ তাবাকাতুল কবির এ বলেন, كان ثقة كثير الحديث. "তিনি সিক্বাহ ছিলেন এবং অনেক হাদিস জানতেন"।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানি তাহযিবুত্তাহযিব কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম ইবনু আদি কিতাবুল কামিল এর ৭ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন, روى مالك عن أبى الزبير كفى بأبى الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك فإن مالكا لا يروى إلا عن ثقة وقال لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبى الزبير إلا و قد كتب عنه و هو فى نفسه ثقة .إلا أن يروى عنه

بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف و لا يكون من قبله، و أبو الزبير يروى أحاديث صالحة لم يتخلف عنه أحد وهو صدوق ثقة لا بأس به.

"ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার থেকে (আবুয যোবায়ের) অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুয যোবাইর এর সত্যবাদীতার ও সিক্বাহ্র জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইমাম মালিক তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন, কেননা ইমাম মালিক সিক্বাহ বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কোন রাবি হতে হাদিস বর্ণনা করেন না। ( ইমাম ইবনু আদি) বলেন, এমন কোন সিক্বাহ্ রাবি সম্পর্কে আমার জানা নেই যারা আবুয যোবায়ের হতে হাদিস বর্ণনায় বিরত ছিলেন। তিনি নিজেই সিক্বাহ্ ছিলেন, তবে কোন দ্বঈফ রাবি যদি তার থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করে থাকেন তাহলে হয়তো সেটা দ্বঈফ হবে, কিন্তু তার থেকে বর্ণিত কোন হাদিস দ্বঈফ নয়। আবুয যোবায়ের যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন তার সকলই দলিলযোগ্য ছিল, তার থেকে হাদিস গ্রহণে কেহ বিরত ছিলেন না। তিনি সিক্বাহ্, সত্যবাদী ছিলেন, তার হাদিস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই"।

ইমাম ইবনু আদি তার আল কামিল ফি দুআ'ফা-ইর রিজাল কিতাবে ইমাম আবুয যোবায়ের এর সিক্বাহ্ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি নিজে সিক্বাহ্ রাবি ছিলেন, তার থেকে সিক্বাহ্ রাবিগণই হাদিস বর্ণনা করেছেন, তবে হ্যাঁ, যদি কখনও কোন দ্বঈফ রাবি তার থেকে কোন হাদিস গ্রহণ করে থাকে একমাত্র তখনই কেবল সে হাদিসটি দ্বঈফ হবে অন্যথায় নয়।

ইমাম ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ তাহযিবুত্তাহযিব কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন, قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة: سألت على بن المدينى عنه فقال ثقة ثبت.

"মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবু শায়বাহ বলেন, আমি আলি বিন মাদিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবুয যোবায়ের কেমন ছিলেন, তিনি বললেন, হাদিস বর্ণনায় তিনি সিক্বাহ্ ও স্থির ছিলেন"।

## কুফা

**আমির শারাহিল আশ শাবি (عامر شراحيل الشعبي)।**

আমির বিন শারাহিল আশ শাবি তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর খিলাফাতকালে ২১ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০১ মতান্তরে ১০৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মিয্যি তার তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ১৪ খন্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال منصور بن عبد الرحمن الغداني ، عن الشعبي : أدركت خمس مئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقولون : علي ، و طلحة ، والزبير في الجنة .

“মানসুর বিন আব্দুর রহমান আল গুদানি বলেন, ইমাম শাবি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাঁচশত সাহাবিকে পেয়েছি, তারা বলেছেন, আলি, তালহা এবং যোবায়ের জান্নাতি”।

ইমাম শাবি যে সকল সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন

১। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

২। হযরত বারা বিন আযিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

৩। হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা

৬। হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু

৭। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

৮। হযরত আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু ।

৯। হযরত উসামাহ্ বিন যায়দ বিন হারিসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১০। হযরত আশআস বিন কাইস আল কিন্দি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১১। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১২। হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১২। হযরত বুরাইদাহ্ বিন হুসাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১৩। হযরত হাসান বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১৪। হযরত হুসাইন বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১৫। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু

১৬। হযরত যায়দ বিন আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু
১৭। হযরত যায়দ বিন সাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু
১৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু
১৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
২০। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
২১। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
২২। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু
২৩। হযরত আদি বিন হাতিম রাদ্বিআল্লাহু আনহু
২৪। হযরত আমর বিন হুরাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহু
২৫। হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু
২৬। হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
২৭। হযরত মুগিরা বিন শোবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু
২৮। হযরত নুমান বিন বশির রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
২৯। হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি আনহু
৩০। হযরত আবু মুসা আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু
৩১। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
৩৩। উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা
৩৪। উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা বিনতে হারিস রাদ্বিআল্লাহু আনহা
৩৫। হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহা
৩৬। হযরত ফাতিমা বিনতে কাইস রাদ্বিআল্লাহু আনহা
৩৭। হযরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহা

এই হলেন ইমাম আমির বিন শারাহিল আশ শাবি আল কুফি রাহিমাহুল্লাহ্ যিনি নিজেই বলেছেন আমি ৫০০ সাহাবি হতে হাদিস শুনেছি। তাঁর জানা হাদিস সমূহ কুফায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃতি ঘটেসে। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁদেরই একজন।

## ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান

ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইনি ইমাম আযম এর অন্যতম উস্তাদ। তিনি ইমামের পূর্বে কুফার শীর্ষ ফকিহ এবং তৎকালিন বিশ্বের অন্যতম ফকিহ ছিলেন। সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন ইহার প্রমাণ মিলে ইমাম মা'মার এর কথায়। ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ৭ খন্ডের ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, সালিহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আলি বিন মাদিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, মা'মার বলেন, لم أرَ من هؤلاء أفقه من الزهري ، وحماد ، وقتادة .

"আলেমগণের মধ্যে ইমাম যুহরি, ইমাম হাম্মাদ ও ইমাম কাতাদার মত ফকিহ আর কাউকে দেখি নাই"।

## ইমাম তাউস বিন কাইসান।

ইমাম তাউস বিন কাইসান রাহিমাহুল্লাহ্ প্রথম তাবাকার তাবেঈ ছিলেন। তিনি ৩৫ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৬ কি ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ১৩ খন্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, আমর বিন আলি এবং ইমাম তিরমিযি বলেছেন, ইমাম তাউস ১০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় ইমাম আযম এর বয়স হয়েছিল ২৬ বছর।

ইমাম মিযযি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" কিতাবের ১৩ খন্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس : ادركت خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم .

"ইমাম আমাশ বলেন, তিনি আব্দুল করিম বিন মাইসারাহ হতে, তিনি ইমাম তাউস হতে, ইমাম তাউস বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৫০ জন সাহাবিকে পেয়েছি"। অন্যত্র ৭০ জনের উল্লেখ রয়েছে। ইনাদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, যায়দ বিন সাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অন্যতম। তিনি ১০৬ কি ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ইমাম তাউস বিন কাইসান রাহিমাহুল্লাহ যে সকল সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেনঃ

১। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
২। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু
৩। হযরত যায়দ বিন আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু
৪। হযরত যায়দ বিন সাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু
৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
৭। হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু
৮। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি রাদ্বিআল্লাহু আনহু
৯। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু
১০। হযরত সুরাকা বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু
১১। সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অন্যতম।

প্রিয় পাঠক, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব রাহিমাহুল্লাহ (ইমাম বাকির), ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি আল মাদানি, ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি, ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবুয যোবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল কুরাশী, আমির বিন শারাহিল আশ শাবি, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান, ইমাম তাউস বিন কাইসান প্রমূখ বিখ্যাত তাবেঈগণ, প্রত্যেকেই ফকিহ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইনারা প্রত্যেকেই সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতে হাদিস এবং সে অনুযায়ী বাস্তব আমল গ্রহণ করেছেন। পরম্পরা বাহিত হয়ে এ সকল বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণ হতে কনিষ্ঠ তাবেঈগণ একই ধারায় হাদিস গ্রহণ করেন। এ সকল বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণ আব্দুল্লাহ্ বিন উমার যায়দ বিন সাবিত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ সিদ্দিকাহ্ বিনতে সিদ্দিক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মত ফিকহ তত্ত্ববিদ

সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত সাহাবিগণ যেমন তাদের যামানায় মুহাদ্দিস ও ফক্বিহ্ ছিলেন, ইমাম বাকির, ইমাম যুহরি, ইমাম ইকরিমাহ, ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ, ইমাম তাউস, ইমাম হাম্মাদ বিন সুলায়মান, ইমাম আমির শাবিও তাদের সময়ে নিজ নিজ এলাকায় মুহাদ্দিস ও ফক্বিহ্ ছিলেন। এ সমস্ত নক্ষত্র সমূহের পুরাটারই সমাবেশ ঘটেছিল এক বলয়ে, তিনি হলেন ফকিদের ফক্বিহ্ ইমাম আযম আমিরুল মুমিনিন ফিল ফিকহ্ ওয়াল হাদিস নুমান বিন সাবিত ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ।

আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্, মক্কা আল মুকাররামাহ্ এবং কুফা সহ সকল ধারা হতে হাদিস ইমাম আযম এর নিকট এসে পৌঁছেছে তা বুঝা যায় ইমামের কথাতেই। খতিব বাগদাদি তারিখ বাগদাদের খন্ডের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, دخل أبو حنيفة يومًا على المنصور و عنده عيسى بن موسى ،فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم ، فقال : يا نعمان عمن أخذت العلم؟ قال : عن أصحاب عمر عن عمر، و عن أصحاب علي عن علي ، و عن أصحاب عبد الله بن مسعود عن عبد الله ، و ما كان في وقت عبد الله بن عباس على وجه الأرض أعلم منه ، قال المنصور: قد استوثقت لنفسك .

"একদিন ইমাম আবু হানিফা মানসুরের দরবারে গেলেন। সেখানে ইমাম ইসা বিন মুসা ছিলেন। তিনি মানসুরকে বললেন, ইনি হলেন বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেম। এ কথা শুনে মানসুর ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার নিকট থেকে ইলম (হাদিস) শিখেছেন ? ইমাম বললেন, হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, এভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সময় পর্যন্ত চলে আসে, এরপর তাঁর ছাত্রদের নিকট শিক্ষা লাভ করি। ইহা শুনে মানসুর বললেন নিজের জন্য মজবুতটাই গ্রহণ করেছেন"।

বাদশা মানসুরের সাথে ইমামের উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল

ইলমুল হাদিসের যে মাধ্যম সমূহ আছে তার প্রতিটি হতেই হাদিস ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র বলয়ে প্রবেশ করেছে।

কোন আলেমের ইলমের বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে থাকে দু'ভাবে। ১। উস্তাদ ২। ছাত্র। এ দুটি বিষয়ই ইমাম আযম এর করতলগত। তার উস্তাদগণ যেমন (উল্লেখ করা হয়েছে ) বিখ্যাত ছিলেন। তার ছাত্রগণও তার থেকে ইলম হাসিল করে তাদের সময়ে বিখ্যাত হয়েছেন। ইমাম কাজি আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শায়বানি, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্‌র মত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ্‌গণ যার ছাত্র এবং নিজেদেরকে যার সামনে বিলিন করে দিয়েছেন এবং বলেছেন ইমাম আবু হানিফা হলেন সবচাইতে বড় ফকিহ্ ও মুহাদ্দিস, তিনি কি-না তাঁর মৃত্যুর ৫০ থেকে ২০০ বছর বা আরো পরের মুহাদ্দিসগণের নিকট হয়ে গেলেন "হাদিস জানতেন না" এ ধরনের লোকদের জন্যই ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানি তার কিতাবুল মিযান এ বলেছেন, "আমি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র জীবনী লিখছিলাম এমন সময় এক আলেম আমার নিকট আসে। সে আমার লিখার দিকে নজর দিল। অতঃপর সে তার জামার হাতা হতে কিছু কাগজ বের করে বলল এগুলো দেখুন, আমি দেখলাম, তাতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র বিপক্ষে লিখা রয়েছে। লিখা দেখে তাকে বললাম, ইহা যে লিখেছে ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে তার ধারণা তোমার মতই, তাই সে ইমামের বিপক্ষে লিখেছে। সে বলল এখানে যা আছে তা আমি ফখরুদ্দিন রাজির লিখা হতে নিয়েছি। আমি তাকে বললাম, ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে ফখরুদ্দিন রাজির দলিল দিচ্ছ ! সে তো ইমাম আবু হানিফার ছাত্রের তুল্য, অথবা মহা প্রতাপশালী বাদশার প্রজাতুল্য, অথবা সূর্য্যের তুলনায় তারকা যেমন"।

ইমাম আযম এর বিদ্বেষ পোষণকারীদের যে জওয়াব ইমাম শারানি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ দিয়েছেন এর চেয়ে শালীন অথচ ধারাল আর কোন জওয়াবের প্রয়োজন নাই। নছিহত হাসিলকারীদের জন্য এ ধরণের উক্তি একটি উত্তম পথ্য।

জাহিল ও বিদ্বেষ পোষণকারীগণ মানুক আর নাইবা মানুক, তাদের

জানা উচিত কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সরাসরি সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ও সাহাবিগণের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক ধাপ ছিল। এ ধরণের উঁচু মাপের চারি মাযহাবের অন্য কোন ইমাম এর মধ্যে ছিলনা। আর সহিহ ছয়টি হাদিসের মুহাদ্দিসগণ তো নয়-ই।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম এর পরে এসে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন তাদের চেয়ে ইমাম আযম এর হাদিস গ্রহণের পদ্ধতি অধিক স্বচ্ছ ও সঠিক। হাদিস বিতরণের ক্ষেত্রে সাহাবাগণের আদালত প্রশ্নাতীত। আর তাবেঈগণ সাহাবিগণের সাহচর্যে লালিত-পালিত, তারাও রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস সর্ম্পকে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এমন পরিবেশ ও পরিষ্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত ইমাম আবু হানিফার হাদিস গ্রহণ ও তার থেকে মাসআলা প্রণয়ন কতটা উৎকর্ষিত তা সহজেই অনুমেয়।

অনেক কিছু আছে যা সত্য কিন্তু তা দেখা যায় না, কিন্তু ঘটেসে। আবার অনেক কিছু আছে যা দেখা যায়, কিন্তু তা সঠিক নয়। বিষয়টি ভাববার। হানাফি মাযহাব এর ব্যাপারটি অনেকটা উক্ত ভাবনিয় বিষয়ের মত। মুহাদ্দিসগণ হাদিস গ্রহণ করেছেন ও হাদিস বিতরণ করেছেন, তাই উভয় ধারাই চাক্ষুষমান। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিষয়টি ভিন্ন ধারায় বাহিত। তিনি গ্রহণ করেছেন হাদিস, কিন্তু বিতরণ করেছেন ঐ সমস্ত গ্রহণীয় হাদিসের আলোকে বের করা মাসআলা অর্থাৎ ফিকহ্। এ কারণে ইমাম আযম এর বিতরণটা হালকা দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া দূরহ, কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে বুঝা যাবে তাঁর হাদিস বিতরণের ধারা পরিবর্তীত। ইহা প্রমাণিত হয়, ইমাম আযম এর উদ্দেশ্যে করা ইমাম আমাশ এর উক্তিতে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আমাশ এর উক্তিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম উকাইলির "কিতাবুদ্ দুআফাইল কাবির" এর চতুর্থ খণ্ডের ২৭১-৭২ পৃষ্ঠায় ড. আব্দুল মুত্বি আমিন কালআজী উক্ত কিতাবের তাহকীকে বলেন, كان أبو حنيفة عند الأعمش إذ سئل عن مسئلة و قيل ما تقول في كذا و كذا ؟ قال الإمام : أقول كذا و كذا فقال الأعمش : من أين لك هذا ؟ قال : حدثتنا عن أبى

صالح عن أبی هريرة و عن أبی وائل عن عبدالله و عن أبی إياس عن أبی مسعود الأنصاری قال رسول الله صلی الله عليه و سلم كذا. و حدثتنا عن أبی مجلز عن حزيفة عنه صلی الله عليه و سلم. و حدثتنا عن يزيد الرقاشی عن أنس عنه صلی الله عليه و سلم كذا. و حدثتنا عن أبی الزبير عن جابر كذا. قال الأعمش : حسبك ما حدثتك فی مائة يوم حدثتنی فی ساعة. ما علمت أنك تعلم بهذه الأحاديث. يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء و نحن الصيدلة و أنت أيها الرجل أخذت بكل الطرفين.

"ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আমাশ হতে হাদিস গ্রহণ করার পর একদা এক মজলিসে একত্রিত হন। ইমাম আমাশ- ইমাম আবু হানিফাকে কোন এক মাসআলা সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী ? এর উত্তরে ইমাম আযম বলেন : আমি এরুপ এরুপ বলে থাকি। ইমাম আমাশ বললেন, যা বললেন তা কোথায় পেয়েছেন ? তিনি বললেন, আপনিই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আপনি আমাকে আবু সালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে, অন্য বর্ণনায় আপনি আবু ওয়ায়িল হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ হতে, আরেক বর্ণনায় আপনি আবু ইয়াস হতে তিনি আবু মাসউদ আল আনসারি হতে-সকলেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-এরুপ। তাছারা আপনি আমাকে আবু মিজলায হতে তিনি হুযাইফা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে। আপনি আমাকে আবু যোবায়ের হতে তিনি হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আপনি আমাকে ইয়াযিদ আর রাকাশী হতে তিনি হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে-এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইহা শুনে ইমাম আমাশ বললেন, (হে আবু হানিফা যা আপনি শুনালেন) যথেষ্ট হয়েছে আর প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে যা শত দিনে শুনিয়েছি, তা আমাকে এক মূহুর্তে শুনিয়ে দিলেন। বুঝতে পারি নাই এ সমস্ত হাদিসের দ্বারাই যে এরুপ মাসআলা দিয়ে থাকেন (আমরা তো শুধু হাদিস-ই বর্ণনা করেছি, কিন্তু এ সমস্ত হাদিসে যে ফিক্বহের এরুপ সমাধান রয়েছে তা-তো চিন্তা করি নাই!) হে ফক্বিহগণ আপনারা হলেন ডাক্তার আর আমরা সনদ

বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণ হলাম ঔষধ বিক্রেতা। আর খাছ করে হে আবু হানিফা আপনি ডাক্তার এবং ঔষধ বিক্রেতাও" অর্থাৎ আপনি মুহাদ্দিস এবং ফক্বিহ্ উভয়ই।

# আল হারামাইন আশ শরিফাইন এর তাবেঈগণ হতে ইমাম আযম এর হাদিস গ্রহণ

সকল ফকিহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ হতে হাদিস ও ফিকহ্ শিক্ষা করেছেন। কিন্তু কখন ? এ প্রশ্নটি এজন্য যে, ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ ৩৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১১৪ মতান্তরে ১১৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আবার ইহাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম আযম ইলমুল কালাম হতে প্রত্যাবর্তন করে ১০২ হিজরিতে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর ইলমুল হাদিস ও ফিকহের দরসে যোগ দেন এবং ইমাম হাম্মাদ এর মৃত্যু অবধি ১২০ হিজরি পর্যন্ত লেগে ছিলেন।

ইলমুল কালাম তারপর ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর ১২০ হিজরি তখন ইমাম আযম এর হয়েছিল বয়স ৪০ বছর। অন্যদিকে ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুলল্লাহ্র ইন্তেকাল ১১৪ হিজরি, তাহলে তার নিকট ফিকহ্ শিক্ষা করলেন কখন। ইতিপূর্বে বলেছি ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র জীবনে কিছু অপ্রকাশ্য ইতিহাস আছে যা ঘটেসে কিন্তু দৃশ্যমান নয়। ইহার অন্যতম হলো আল হারামাইন আশ শরিফাইন এ অবস্থান করে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা।

একটি বিষয় ভাবনীয় ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান এর নিকট ইমাম আযম যে ১৮ বছর হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা লাভ করেছেন তা কী مُلَازَمَةٌ تَامَّة (পরিপূর্ণ সোহবত) ছিল নাকি ملازمة نا قصة (অপরিপূর্ণ সোহবত) ছিল। আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্, মক্কা আল মুকাররামাহ্ এবং কুফা এ তিন শহরের তাবেঈগণ হতে তিনি যেভাবে ইলম হাসিল করেছেন তাতে মনে হয় না

ইমাম আযম পরিপূর্ণভাবে বা এককভাবে কারো নিকট বসে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করেছেন। পরিস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, ইমাম যখন কুফায় থাকতেন তখন ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর নিকট বসতেন। আবার যখন হজ্জে যেতেন তখন আল হারামাইন আশ শরিফাইন এর তাবেঈগণের নিকট হতে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করতেন। এক্ষেত্রে মক্কা-মদিনা যতক্ষন থাকার প্রয়োজন বোধ করতেন তত সময়ই সেখানে থাকতেন এবং সেখানের আলেমগণ হতে ইলমি ফায়দা হাসিল করতেন। ইমাম আবু যোহরাও একই মত পোষণ করেছেন। তিনি তার ইমাম আবু হানিফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু কিতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, وإذا كان أبو حنيفة قد لازم حمادا ثماني عشرة سنة ، و مات حماد و هو فى سن أربعين ، فكأنه تتلمذ له و هو فى سن الثانية و العشرين ، و لازمه إلى الاربعين ، واستقل بالدرس و البحث ، و تولى حلقته بعد ذلك .

أما من مقدار هذه الملازمة فالمتبع لحياته يرى أنها لم تكن ملازمة تامة ، بحيث انقطع إليه ، و لم يأخذ عن سواه ، فقد كان كثير الرحلة إلى بيت الله الحرام حاجا ، و فى مكة و المدينة التقى بالعلماء ،و منهم كثيرون من التابعين ، و لم يكن لقاءه بهم إلا لقاء علميًا ويروى عنهم الأحاديث ،و يذاكرهم الفقه .

"ইমাম আবু হানিফা তার উস্তাদ ইমাম হাম্মাদকে ১৮ বছর আঁকড়িয়ে ছিলেন। ইমাম হাম্মাদ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। এ হিসেবে তিনি ১৮ বছর ইমাম হাম্মাদের ছাত্রত্বে ছিলেন এবং ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তার সাথে ছিলেন, এরপর ইমাম আবু হানিফা নিজ নেতৃত্বে দরস দেন।

কিন্তু ইমাম হাম্মাদের সাথে তার এ লেগে থাকা কী 'পরিপূর্ণ লেগে থাকা' ছিল ? (আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্, মক্কা আল মুকাররামাহ্ এবং কুফা এ তিন কেন্দ্রে ) যেভাবে সম সময়ে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাতে প্রমান হয়না অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু ইমাম হাম্মাদকেই আঁকড়িয়ে ছিলেন। ইহা তো স্বত্বসিদ্ধ যে ইমাম আবু হানিফা হজ্জ উপলক্ষে অনেকবার সফর করেছেন এবং মক্কা-মদিনার আলেমগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, ইনাদের মধ্যে অনেকেই

ছিলেন তাবেঈ। আর তাদের সাথে যে সাক্ষাৎ করেছেন তা শুধু ইলমি সাক্ষাৎই ছিল। তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন এবং ফিকহি বিষয়ে আলোচনা করেন”।

ইমাম আবু যোহরার উক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র হাদিস গ্রহণ এবং ফিকহি আলোচনা শুধু কুফাতেই সিমাবদ্ধ ছিলনা বরং আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্ ও মক্কা আল মুকাররামাহ্ও সমভাবে শামিল ছিল। যারা মনে করে ইমাম আবু হানিফা কুফি ছিলেন এবং শুধু ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর নিকটই হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করেছেন, তাদের এ মত পোষণ ধারণাকৃত, দলিল বিহীন এবং প্রকৃত ইতিহাসের বিপরীত অসত্যকথন।

ইমাম আযম এর ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখলে সমীকরণ সহজ হয়ে যাবে তাহলো তিনি একজন শিল্পপতির একমাত্র সন্তান। সাথে সাথে অত্যন্ত মেধাবি, বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন। কেহ যদি প্রশ্ন করেন এ সমস্ত বিষয়ের সাথে মক্কা-মদিনায় ইলম অর্জনের সম্পর্ক কোথায় ? উত্তরে বলব সম্পর্ক ওতপ্রতোভাবে জড়িত, কেননা তিনি যেভাবে দ্বিনের জন্য, ইলম হাসিলের জন্য সফর করেছেন তাকে পরিবারের জন্য চিন্তা করতে হয় নাই, একদিকে যেমন সফর ঠিক চলছিল, আবার ব্যবসাও চলছিল।

ইমাম আযম ৫৫ বার হজ্জ করেছেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ মক্কি তার “মানাকিবু আবু হানিফা” কিতাবের ২৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম মারগিনানি তার কিতাবে পূর্ণ ইসনাদ উল্লেখ করে বলেন, عن يحي بن أدم قال : حج أبو حنيفة رحمه الله تعالى خمسا و خمسين حجة . “ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আদম রাহিমাহুল্লাহ্ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা ৫৫ বার হজ্জ করেছেন”।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আযম প্রথম হজ্জ করেন ৯৬ হিজরিতে ১৬ বছর বয়সে। সে সময় সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুয আল যুবাইদি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত হয় এবং তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। এরপর প্রতিবছরই হজ্জ করেন। ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ ১০২ হিজরির পরেই হবে, কেননা এ সময়ের পূর্বে ফিকহ্ শিক্ষার দিকে

তিনি মনোনিবেশ করেননি। তাই বলা যায় ১০২ থেকে ১১৪ এ ১২ বছর মক্কায় সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ছাত্র ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ ও ইমাম ইকরিমাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি ও ইমাম আবুয যোবায়ের মক্কি রাহিমাহুমুল্লাহ্ এবং মদিনার ইমাম বাকির, ইমাম জাফর আস সাদিক, ইমাম সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, ইমাম নাফে' ও ইমাম যুহরি প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহ্ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। হযরত ইকরিমাহ্ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ১০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম বাকির ১১৪ হিজরি, ইমাম যুহরি ১২৪ হিজরি, ইমাম নাফে' ১১৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

প্রতি বছর হজ্জ পালনার্থে গিয়ে কতদিন হারামাইন শরিফাইনে থেকেছেন তার কোন উল্লেখ নেই। তবে ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ্র সান্নিধ্যে থেকে ১১৪ হিজরি পর্যন্ত যেভাবে ফিকহ্ চর্চা করেছেন তাতে যথেষ্ট কাল অবস্থান করেছেন বলেই অনুমিত হয়।

ইমাম মুহাদ্দিস, ফকিহ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাজি আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি সাইমারি ইমাম আবু হানিফা হতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করে তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, হারিস বিন আব্দুর রহমান বলেন, كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض ، فإذا جاء أبو حنيفة اوسع له و أدناه .

"আমরা ইমাম আতার নিকট একে অন্যের পাশে বসতাম। যখন ইমাম আবু হানিফা আসলেন তাঁর জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া হল এবং ইমাম আতা তাঁর নিকটে আবু হানিফাকে বসাতেন"।

এভাবে ৯৬ হিজরি হতে ১২৯ হিজরি এবং ১৩৭ হিজরি হতে ১৫০ হিজরি বিচ্ছিন্নভাবে এবং ১৩০ হিজরি হতে ১৩৬ হিজরি এ ছয় বছর একত্রে হিজাযে অবস্থান করেন। ৫৫ বার হজ্জ, প্রতিবার তিন বা চার মাসও ধরি যে সময় তিনি মক্কা-মদিনা অবস্থান করেছেন তা হলে দশ বছরের অধিক হয়। ইহা হলো ইমাম আযম এর হিজাযে অবস্থান করে হাদিস শিক্ষা করার প্রকাশ্য একত্রে ছয় বছর ও অপ্রকাশ্য প্রায় দশ বছরের মোট ১৬ বছর বা ততোধিক সময়ের

ইতিহাস। ইমাম আযম কার থেকে কীভাবে হাদিস গ্রহণ করেছেন তার পূরো মাত্রাকেই শামিল করে ইমাম আযম এর নিম্নোক্ত উক্তি ঃ

একদিন ইমাম আবু হানিফা বাদশা মানসুরের দরবারে গেলেন। সেখানে ইমাম ইসা বিন মুসা ছিলেন। তিনি বাদশা মানসুরকে বললেন, ইনি হলেন বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেম। এ কথা শুনে মানসুর ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার নিকট থেকে ইলম (হাদিস) শিখেছেন ? ইমাম বললেন, হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, এভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সময় পর্যন্ত চলে আসে, এরপর তাঁর ছাত্রদের নিকট শিক্ষা লাভ করি। ইহা শুনে মানসুর বললেন্ নিজের জন্য মজবুতটাই গ্রহণ করেছেন"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটি দ্বারা প্রমাণিত হলো আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্, মক্কা আল মুকাররামাহ্ এবং কুফা এ তিন স্থানের বর্ণনাকৃত হাদিসই তাঁর আয়ত্বে ছিল। আল্লাহ্ তায়া'লাই অধিক জানেন।

# যারা ইমাম আযম হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন

ইমাম আবু হানিফা হতে যারা হাদিস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন উসমান বিন যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে-র ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেন, حدث عنه خلق كثير، ذكر منهم شيخنا ابو الحجاج في تهديبه هؤلاء علي المعجم : إبراهيم بن طحمان عالم ضراسان وابيض بن الاغر بن الصباح المنقري واسباط بن محمد ، وإسحاق الأزرق وأسد بن عمرو البجلي ، وإسماعيل بن يحي الصيرفي ، وابوب بن هاني ، والجرود بن يزيد النيسابوري وجعفر بن عون ، والحارث بن نبهان ، و حيات بن علي العنزي ، والحسن بن القزاز والحسن بن زياد اللؤلؤي والحسين بن الحسن ابن عطيه فرات العوفي وحفص بن عبد الرحمن القاضي ، وحكام بن سلم ، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله ، وابنه حماد بن ابي حنيفة وحمزة الزيات وهو من اقرانه وخارجة بن مصعب ، وداود الطائي ، زفر بن هزيل التميمي الفقيه وزيد بن حباب، وسابق الرقي ، وسعيد بن المصلت القاضي وسعيد بن ابي جهم القابوسي ، وسعيد بن سلام العطار، وسلام بن سالم البلخي ، وسليمان بن عمرو النخعي ، و سهل بن مزاحم ، وسعيب بن اسحاق ، والصباح بن محارب ، و الصلت بن الحجاج ، وأبو عاصم النبيل ، وعامر بن الفرات ، وعائذ بن حبيب ، وعباد بن عوام و عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري ، وأبو يحي عبد الحميد الحماني ، وعبد الرزاق ، وعبد العزيز بن

خالد ترمذي وعبد الكريم بن محمد الجرجاني وعبد المجيد بن أبي رواد ، وعبد الوارث التنوري ، وعبيد الله بن الزبير القرشي ، وعبد الله بن عمرو الرقي ، وعبيد الله بن موسي ، وعتاب بن محمد وعلي بن تبيان القاضي وعلي بن عاصم ، وعلي بن مسهر القاضي ، وعمرو بن محمد العنقري ، وأبو قطن عمرو بن الهيثم ، وعيسي بن يونس وأبو نعيم ، والفضل بن موسى ، والقاسم بن الحكم العرني ، والقاسم بن معن، وقيس بن الربيع ، ومحمد بن أبان العنبري كوفي ومحمد بن الحسن أقش ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، ومحمد بن خالد الوهبي ، و محمد بن عبد الله الفصاري ، ومحمد بن فضل بن عطية ، ومحمد بن القاسم الأسدي ومحمد بن مسروق الكوفي ، ومحمد بن يزيد الواسطي ومروان بن سالم ، ومصعب بن القدام ، والمعافي بن عمران ، ومكي بن إبراهيم ونصر بن عبد الكريم البلخي الصيقل ونصر بن عبد الملك العتكي وأبو غالب النضر بن عبد الله الازدي ، و النضر بن محمد المروزي و النعمان بن عبد السلام الاصبهاني ، نوح بن دراج القاضي ، ونوح بن ابي مريم الجامع ، وهشيم بن بشر ، وهوذه ، وهياج بن بسطام ، ووكيع ، ويحي بن ايوب المصري ، ويحي نصر بن حاجب ، ويحي بن يمان ، ويزيد بن زريع ، ويزيد بن هارون ، ويونس بن بكير وابو إسحاق الفزاري ، واو حمزة السكري ، وأبو سعد الصاغاني وابو شهاب الحناط و ابو مقاتل السمرقندى، و القاضى ابو يوسف.

"ইমাম আবু হানিফা হতে অনেক সংখ্যক মুহাদ্দিস হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইনাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম আমাদের উস্তাদ আবুল হাজ্জাজ তার তাহ্যিব কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

১। ইমাম ইব্রাহিম বিন ত্বাহ্মান ইনি খোরাসান এর অন্যতম আলেম,

২। ইমাম আবইয়াদ্ব বিন আগার বিন সাব্বাহ্ আল মুনকারি,

৩। ইমাম আসবাত্ব বিন মুহাম্মাদ,

৪। ইমাম ইসহাক আল আযরাক,

৫। ইমাম আসাদ বিন আমর আল বাজালি,

৬। ইমাম ইসমাইল বিন ইয়াহ্ইয়া সারাকি,

৭। ইমাম আ্ইয়ুব বিন হানি,

৮। ইমাস জারুদ বিন ইয়াজিদ নিসারুবি,

৯। ইমাম জাফর বিন আগুন,

১০। ইমাম হারিস বিন নাবহান,

১১। ইমাম হাইয়ান বিন আলি আল আনাযিহাসান বিন ফাররাত আল কায়যাজ,

১২। ইমাম হাসান বিন যিয়াদ আল লুলুবি,

১৩। ইমাম হুসাইন বিন হাসান বিন আত্বিয়া আল আওফি,

১৪। ইমাম হাফস বিন আব্দুর রহমান আল কাদ্বি,

১৫। ইমাম হুক্কান বিন সালাম,

১৬। ইমাম আবু মুত্বি আল হাকাম বিন আব্দুল্লাহ্,

১৭। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানিফা,

১৮। ইমাম হামযাহ্ আল যাইয়াত ইনি তার সমস্তরের

১৯। ইমাম খারিয়া বিন মুসআব,

২০। ইমাম দাউদ আতত্বয়ি,

২১। ইমাম যুফার বিন হুযাইল,

২২। ইমাম আত তামিমি ফক্বিহ্,

২৩। ইমাম যায়দ বিন হাব্বার,

২৫। ইমাম সাদিক আর রাকি,

২৬। ইমাম সাদ বিন সালত আল কাদি,

২৭। ইমাম সাঈদ বিন আবু জাহম আল কাবুসি,

২৮। ইমাম সাঈদ বিন সালাম আল আত্বার,

২৯। ইমাম সালম বিন সালিম আল বলখি সুলায়মান বিন আমর আন নখঈ,

৩০। ইমাম সাহল বিন মুযাহিম,

৩১। ইমাম সুআইব বিন ইসহাক,

৩২। ইমাম সাব্বাহ্ বিন মুহারিব,

৩৩। ইমাম সালত বিন হায্যায,

৩৪। ইমাম আবু আসিম নাবিল,

৩৫। ইমাম অমির বিন ফাররাত,

৩৬। ইমাম আয়িয বিন হাবিব,
৩৭। ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম,
৩৮। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক,
৩৯। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল মুকরি,
৪০। ইমাম আবু ইয়াহ্ইয়া আল হিম্মানি,
৪১। ইমাম আব্দুল রাজ্জাক,
৪২। ইমাম আব্দুল বিন খালিদ তিরমিযি,
৪৩। ইমাম অব্দুল করিম বিন মুহাম্মাদ জুরজানি,
৪৪। ইমাম আব্দুল মজিদ বিন আবু রাওয়াদ,
৪৫। ইমাম আব্দুল ওয়ারিস আত তান্নুরি,
৪৬। ইমাম উবাইদুল্লাহ্ বিন যুবাইর আল কুরাশি,
৪৭। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আমর আর রাকিউ,
৪৮। ইমাম উবাইদুল্লাহ্ বিন মুসা,
৪৯। ইমাম ইতাব বিন মুহাম্মাদ,
৫০। ইমাম আলি বিন তিবইয়ান আল ক্বাদ্বি,
৫১। ইমাম আমর বিন মুহাম্মাদ আনগাজি,
৫২। ইমাম আমর বিন হাইসাম,
৫৩। ইমাম ই'সা বিন ইউনুস,
৫৪। ইমাম আবু নুআইম,
৫৫। ইমাম ফদ্বল বিন মুসা,
৫৬। ইমাম কাসিম বিন হাকাম আল উরানি,
৫৭। ইমাম কাসিম বিন মান,
৫৮। ইমাম কাইস বিন রবি',
৫৯। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবান আল আনবারি কুফি,
৬০। ইমাম মুহাম্মাদ বিন বিশর,
৬১। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান,
৬২। ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ শায়বানি,

৬৩। ইমাম মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল ওয়াহাবি,
৬৪। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারি,
৬৫। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ফদ্বল বিন আত্বিয়া,
৬৬। ইমাম মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল আসাদি,
৬৭। ইমাম মুহাম্মাদ বিন মাসরুক কুফি,
৬৮। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ আল ওয়াসিত্বি,
৬৯। ইমাম মারওয়ান বিন সালিম,
৭০। ইমাম মুসআব বিন কিদাম,
৭১। ইমাম মাআনি বিন ইমরান,
৭২। ইমাম মক্কি বিন ইব্রাহিম,
৭৩। ইমাম নসর বিন আব্দুল করিম বলখি,
৭৪। ইমাম নসর বিন আব্দুল মালিক আল আতকি,
৭৫। ইমাম আবু গালিব নদ্বর বিন আব্দুল্লাহ্, আল আযদি,
৭৬। ইমাম নদ্বর বিন মুহাম্মাদ আল মারুযি,
৭৭। ইমাম নুমান বিন আব্দস সালাম আল আসবাহানি,
৭৮। ইমাম নুহ বিন দ্বরাজ আল ক্বাদ্বি,
৭৯। ইমাম নুহ্ বিন আবু মারইয়াম আল জামি,
৮০। ইমাম হুশাইম বিন বশির,
৮১। ইমাম হাইআয বিন বিসতাম,
৮২। ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্,
৮৩। ইমাম ইয়াহ্ ইয়া বিন আইউব আল মিসরি,
৮৪। ইমাম ইয়াহ্ ইয়া বিন নদ্বর বিন হাযিব,
৮৫। ইমাম ইয়াহ্ বিন ইয়ামান,
৮৬। ইমাম ইয়াযিদ বিন জরি,
৮৭। ইমাম ইয়াযিদ বিন হারুন,
৮৮। ইমাম ইউনুস বিন বুকাইর,
৮৯। ইমাম আবু ইসহাক আল ফাযারি,

৯০। ইমাম আবু হামযা আস সুকরি,

৯১। ইমাম আবু সা'দ আস সাগানি,

৯২। ইমাম আবু শিহাব আল হান্নাত,

৯৩। ইমাম আবু মুকাতিল আস সমরকন্দি, এবং

৯৪। ইমাম ইমাম আবু ইউসুফ আল ক্বাদ্বি, প্রমূখ ইমাম রামিাহুমুল্লাহ্ গণ ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস ও ফিকহ গ্রহণ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হল ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্ একাধারে অধিক হাদিস জাননেওয়ালা পঞ্চম তাবাকার তাবেঈ, মুহাদ্দিসগেণর মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণের ফকিহ ছিলেন। আল্লাহ্ তায়া'লা যার ভাল চান তাকে সহিহ্ সমঝ দান করেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ইমাম আবু হানিফা ও উলুমুল হাদিস

## এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়----------

১। উলমুল হাদিস ও ইমাম আবু হানিফা

২। ওয়াহি পরবর্তী সময়ে সাহাবিগণ কর্তৃক ফয়সালার নীতিমালা

৩। হাদিস গ্রহণে ইমাম আযম এর শর্তারোপ

৪। ইমাম আযম ও মুসতালাহুল হাদিস

৫। ইমাম আযম ও ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল

- ইমাম আযম যাদেরকে দ্বঈফ বলেছেন
- ইমাম আযম যাদেরকে সিকাহ বলেছেন

৬। ইমাম আযম হাফিযুল হাদিস

# উলুমুল হাদিস ও ইমাম আবু হানিফা

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র হাদিস গ্রহণ, তার চর্চার পদ্ধতি ও এ বিষয়ে তার গ্রহণীয় নীতিমালা সমূহ জানতে ও সঠিক ধারায় তা বুঝতে হলে রিসালাত যুগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বশেষ বিধান হল 'আশ শরিয়্যাহ্ আল মুহাম্মাদিয়া '। এ শেষ বিধানের বাস্তবায়নকারী হলেন হাবিবুল্লাহ্, রহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল কাওনাইন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রিসালাতের তথা ওয়াহির যুগে সাহাবিগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যম যেমন ছিল ওয়াহি, তৎপরবর্তী প্রতিটি সময়ের জন্যও সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হচ্ছে ওয়াহি। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম রফিকে আ'লায় চলে যাওয়ার পর সৃষ্ট সমস্যার সমাধান কীভাব করতে হবে তাও বাতলে দিয়েছেন। রিসালাতের যুগ হতে পৃথিবীর আয়ূ যত বাড়বে, মানুষের প্রবৃদ্ধিও সমান তালে বাড়তে থাকবে। সাথে সাথে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা হতে থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। কোন হুকুম বাস্তবায়নের জন্য তাঁর পর আর কোন রাসুলের আগমন ঘটবে না। কিন্তু মানুষের আগমনের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন সময়ের ও পরিবেশের পরিস্থিতি এক রকম থাকবে না। সময়ের আর্বতন ও বির্বতনে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন হবে। ইহা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার ইলমে

সর্বদাই বিদ্যমান। তাই প্রয়োজন অনুসারে আল কুরআনের বিধি-বিধান নাযিল করা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিধান জারির ক্ষমতা দিয়েছেন। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আল্লাহ জাল্লা জালালাহুর আদেশ-নিষেধ থাকুক আর না-ই থাকুক, তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদেশ দিবেন ও নিষেধ করবেন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার আদেশ-নিষেধ হিসেবেই পরিগণিত হবে। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ "কেহ রাসুলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্-রই আনুগত্য করলো" সুরা নিসা আয়াত-৮০।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আরো বলেন, وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج
"রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক" সুরা হাশর, আয়াত-৭।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ বলেন, যদিও আয়াতটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল অর্থাৎ গনিমতের মাল সর্ম্পকে, কিন্তু ইহার হুকুম দীনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রজোয্য। শরিয়াতের যে কোন বিষয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদেশই দেন না কেন এবং নিষেধ করেন না কেন তা আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম হিসেবেই সাব্যস্ত হবে।

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান আল কিননাওযি তার তাফসির "ফাতহুল বয়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন" এর ১৪ খন্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শাওকানি তাফসির ফাতহুল কাদির এর ৫খন্ডের ২৬৩ প্রষ্ঠায় বলেন, والحق أن هذه الأية عامة في كل شيئ يأتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم من أمر أو نهي ، أو قول ، أو فعل و أن كان السبب خاصا . فالإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . و كل شيئ أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه و أوصله إلينا ، و ما أنفع هذه الأية و أكثر فائدتها .
"প্রকৃত কথা হলো এ আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ বিষয়ের উপর নাযিল হয়েছে, কিন্তু ইহা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধ,যা বলেছেন ও করেছেন প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং ইহা

যে বিষয়ে নাযিল হয়েছে শুধু সে বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং শাব্দিক অর্থ যে সমস্ত অর্থ বহন করে তার সকলই অর্ন্তভূক্ত। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা হুকুম করেছেন তার সবই পালনীয়। এ আয়াতের ফায়েদা অনেক"।

ইমাম মাওয়ারদি বলেন, إنه محمول على العموم في جميع أوامره و نواهيه لأنه لا يأمر إلا بصلاح و لا ينهى إلا عن فساد .
"ইহা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত প্রকার আদেশ-নিষেধ কে শামিল করে, তিনি তো কল্যাণকর বিষয়েরই আদেশ দিয়ে থাকেন এবং অকল্যাণকর বিষয়ের নিষেধ করে থাকেন"।

ইমাম তাহির বিন আশুর রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাফসির "আত তাহরির ওয়াত তানবির" এর ২৮ খন্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় বলেন , و هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي صلى الله عليه و سلم من قول و فعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة .
"রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন ও করেছেন এ বিষয়ের অনুসরণের ব্যাপারে এ আয়াতটি সামগ্রিক। সুন্নাহ্ পালনে সকল দলিলই এ আয়াতের মধ্যে নিহিত"।

ইমাম মুজিরুদ্দিন বিন মুহাম্মাদ উলাইমি আল মাকদিসি আল হাম্বলি (মৃত্যু ৯২৭ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ্ তার "ফাতহুর রহমান ফি তাফসিরিল কুরআন" এর ৭ খন্ডের ১১ পৃষ্ঠায় বলেন, و هذا نازل في أمر الفيئ ، ثم إطَّرد بعد معنى الآية في جميع أوامر النبي صلى الله عليه و سلم و نواهيه ، فما حكم به الشارع صلى الله عليه و سلم مطلقا ،أو فى عين ، أو فعله ،أو أقره، لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم .
"এ আয়াতটি গণিমতের মালের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু ইহার হুকুম রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত প্রকার আদেশ-নিষেধ এর অর্থ গ্রহণ করে নিয়েছে। অতঃপর শরিয়াত প্রণেতা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতলাকভাবেই যে হুকুম দিয়েছেন অথবা যা করেছেন বা সাহাবিগণ যা করেছেন তা সাবিত রেখেছেন। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর এ হুকুম সে সময়ের কারণের সাথে যুক্ত নয়, বরং এর হুকুম কিয়ামাত অবধি চলমান। আর যারা এ মত মানবে না অর্থাৎ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের থেকে যে হুকুমই দেননা কেন তা আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম হিসেবেই অভিহিত হবে। ইহা যারা মানবেনা তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন, " আল্লাহ্-কে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর"।

ইমাম আবু হাফস উমার বিন আলি বিন আদিল আদ দিমাশকি আল হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃত্যু-৮৮০ হিজরি) তাঁর "আল লুবাব ফি উলুমিল কিতাব" এর ১৮ খন্ডের ৫৮০ পৃষ্ঠায় বলেন, هذه الآية تدل على أن كل ما أمر به

النبي صلى الله عليه و سلم ، أمر من الله تعالى لأن الآية وإن كانت في الغنائم ، فجميع أوامره صلى الله عليه و سلم و نواهيه داخل فيها .

قال عبد الرحمن بن زيد : لقي إبن مسعود رجلا محرما و عليه ثيابه، فقال : أنزع عنك هذا .

فقال الرجل : أتقرأ عليَّ بهذه الآية من كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم : وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ى وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

و قال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي : سمعت الشافعي رحمه الله يقول : سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى و سنة نبيّكم صلى الله عليه و سلم قال فقلت له : أصلحك الله ما تقول في المحرم يقتل الزُّنبور؟ قال : فقال : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قال الله تعالى : "وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ى وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج" . و حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر رضي الله عنهما .

حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه انه أمر بقتل الزّنبر.

و هذا الجواب في غاية الحسن أفتى بجواز قتل الزُنبور في الإحرام ، وبيَّن أنه يقتدي فيه ب "عمر. و أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالإقتداء به ، و أن الله تعالى أمر بقبول ما يقوله الرسول صلى الله عليه و سلم فجواز قتله مستنبط من الكتاب و السنة.

"এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করছে যে, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ দিয়ে থাকেন তা মূলত আল্লাহ তা'য়ালারই আদেশ-নিষেধ। আয়াতের হুকুম যদিও গণিমতের হুকুম সম্পর্কিত, কিন্তু তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত আদেশকেই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সাথে ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়েছে, যার মাথার উপর কাপড় ছিল তিনি বলেন, তোমার মাথার কাপড়টি সরিয়ে ফেল। তখন লোকটি বলল, আপনি যা বললেন এ ব্যপারে কী কুরআন হতে কোন একটি আয়াত শুনাতে পারবেন ? তিনি বললেন হ্যাঁ। তাহল "রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক"। ( যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরুপ করতে নিষেধ করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, রাসূল যে হুকুম দেন তা মেনে চল, তাই ইহা আল্লাহ তায়ালারই হুকুম হল )।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হারুন আল ফারইয়াবি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, অমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাও করতে পার, আমি তোমাদেরকে আল কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ হতে তার জওয়াব দিব। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম আল্লাহ তায়ালা আপনার কল্যাণ করুন। বলুন তো, কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে আর সে যদি এ অবস্থায় "ভিমরুল মারে" এ ব্যাপারে আল কুরআনে কোন হুকুম আছে কী ? তিনি বললেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন, "রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক"। এ ছাড়া সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন তিনি আব্দুল মালিক বিন উমাইর হতে

তিনি রবি' বিন খিরাশ হতে তিনি হুযাইফাহ্ বিন ইয়ামান রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পরে আবু বকর ও উমার আসবে, তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। ( এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযি আল জামে' আত তিরমিযির কিতাবুল মানাকিবে উল্লেখ করেছেন)।

(ইমাম শাফেঈ বলেন) সুফিয়ান বিন উয়ায়না আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি মিসআর বিন কিদাম হতে, তিনি কায়স বিন মুসলিম হতে, তিনি তারিক বিন জিয়াদ হতে তিনি উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে, আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইহ্রাম অবস্থায় ভিমরুলকে মারার হুকুম দিয়েছেন।

ইহ্রাম অবস্থায় ভিমরুল মারা জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে ইহা একটি উত্তম ফাতাওয়া ইহা যদিও উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হুকুম, কিন্তু উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অনুসরণ করার ব্যাপারে যেহেতু সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ রয়েছে তাই ইহা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই নির্দেশ, আর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম পালন করা যেহেতু আল্লাহ তায়া'লার হুকুম পালন করা, এ কারণে তা আল্লাহ তায়া'লার হুকুম হিসেবে পরিগণিত। এর অর্থ হল ইহ্রাম অবস্থায় ভিমরুল মারা জায়েয হওয়া আল কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত"।

ইহা হতে প্রমাণিত হলো আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নির্দেশ পালন করা আল কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে গৃহিত দলিল হিসেবেই গণ্য।

ড. ওয়াহ্বাহ্ আল জুহাইলি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "আত্ তাফসিরুল মুনির ফিল আকিদা ওয়াশ শরিয়াহ্ ওয়াল মানহাজ" এর ১৪ খন্ডের ৪৫৬পৃষ্ঠায় বলেন,

" وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا" اى ما أمركم به الرسول فافعلوه و ما منعكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بخير و إنما ينهى عن شر. فإذا أعطاكم الرسول صلى الله عليه و سلم شيئا من الفيئ مثلا فَخُذُوْهُ فهو حلال و إذا منعكم شيئا منه فلا تقربوه ، فإنه يعمل بالوحى

ولا ينطق عن الهوى . و الآية توجب إمتثال أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم و نواهيه أيضا .

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ماستطعتم و ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"

وأخرج أحمد والشيخان صاحبا الصحيحين أيضا و أبو داؤد والترمذي عن ابن مسعود قال : "لعن الله تعالى الواشمات و المستوشمات ، و المتنمِّصات ، و المفتلجات للحسن ، المغيّرات لخلق الله عز و جل ". فبلغ ذلك امرأة من بني أسد في البيت ، يقال لها أم يعقوب كانت تقراء القرآن ، فجاءت إليه ، فقالت بلغني إنك قلت كيت و كيت ، فقال : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هو في كتاب الله تعالى ، فقالت : إني لأقرأ مل بين لوحيه ، فما وجدته ، فقال : لإن كنت قرأتيه ، فقد وجدتيه أما قرأت : " وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ى وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا"؟ قالت : بلى ، قال : فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه .

"রাসুল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক"। অর্থাৎ রাসুল তোমাদেরকে যে আদেশ করেন তা কর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা ছেড়ে দাও। কেননা তিনি তো কেবল কল্যাণকর কাজেরই আদেশ করেন আর অকল্যাণকর কাজ হতে বিরত থাকতে বলেন। যেমন তোমাদেরকে তিনি যদি গণিমতের মাল হতে কিছু দেন তাহলে তাই গ্রহণ কর উহা হালাল, আর যদি উহা হতে না দেন তাহলে উহার ধারের কাছেও যেও না। কারণ তিনি তো ওয়াহির দ্বরাই পরিচালিত, প্রবৃত্তি বা নিজের থেকে কোন কথা বলেন না। আয়াতে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুসরণ ওয়াজিব প্রমাণ করে, অনুরূপ নিষেধের ক্ষেত্রেও।

সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যদি কোন বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু করতে বলি তাহলে যথাসম্ভব তা পালন কর, আর যা নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক।

এছাড়াও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তার মুসনাদে, ইমাম বুখারি সহিহ আল বুখারিতে, ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে, ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদে এবং ইমাম তিরমিযি আল জামে' আত তিরমিযিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সুত্রে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহ্ তায়া'লার অভিশাপ ঐ ব্যক্তিদের উপর যারা উল্কি আঁকে ও যারা উল্কি আঁকায়, যারা মুখ থেকে চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্য্যের জন্য দাঁত ফাঁক করে, কেননা এতে আল্লাহ্ তায়া'লার সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এ কথা বনু আসাদ গোত্রের এক মহিলার নিকট পৌঁছে, তাকে উম্মু ইয়াকুব বলা হয়। তিনি আল কুরআন পড়েন অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট আসেন এবং বলেন আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে আপনি এরুপ এরুপ বলে থাকেন। ইহা শুনে তিনি বলেন, কী আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে লানত দিয়েছেন আমি তাকে লানত দিব না ? ইহা তো আল্লাহ্ তায়া'লার কিতাবে উল্লেখ আছে। ইহা শুনে উম্মু ইয়াকুব বলেন, আমি পুরো কুরআনই পড়েছি, আপনি যা বললেন কোথায়ও ইহা পাই নাই। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কী এ আয়াত পড়েননি যাতে আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন, "রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক" ? মহিলা বললেন অবশ্যই পড়েছি। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা করতে নিষেধ করেছেন। উক্ত আয়াত অনুযায়ী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করা অর্থই হলো আল্লাহ্ তায়া'লার নিষেধ"।

উক্ত আলোচনা হতে ৩ টি বিষয় প্রমাণিত হলো ঃ

১। যারা বলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও ইজতিহাদ করেছেন ইহা সঠিক নহে, কেননা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়েই আদেশ-নিষেধ করুন না কেন তা প্রকাশ্যে আল কুরআনে যদি না-ও থাকে তথাপি তা ওয়াহি হতে খালি নয়, কেননা উক্ত

আয়াতে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্ তায়া'লা তাঁর রাসুলের যে কোন কথা ও কাজকে নিজের হুকুম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুমে যা হয় তা ওয়াহি, ইজতিহাদ নয়।

২। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা-ই-কিরামগণের কাজকে বিশেষ করে খুলাফাই রাশিদিন এর হুকুম পালন করা ও তাদের অনুসরণ করা সমস্ত উম্মাতের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন, তাই খুলাফাই রাশেদিনগণ হতে যদি শরিয়তের কোন বিষয়ে ফয়সালা পাওয়া যায় তা পরবর্তীদের জন্য অবশ্যই করণিয় হবে।

৩। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদিন এর সুন্নাত আঁকরিয়ে ধরা আবশ্যক" অন্যত্র বলেছেন, আবু বকর ও উমারের অনুসরণ কর। ইহা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, খুলাফায়ে রাশেদিন এর হুকুম মানা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই হুকুম মানা।

# ওয়াহি পরবর্তী সময়ে সাহাবিগণ কর্তৃক ফয়সালার নীতিমালা

ওয়াহি নাযিল হওয়ার সময়ের মধ্যে সাহাবিগণ তাদের সকল সমস্যার সমাধান সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেই সমাধান করতেন। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবর্তমানে নতুন আবির্ভূত ও বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ কীভাবে ফয়সালা করবেন তার নীতিমালা ও বিধান এর শিক্ষা তাদেরকে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ শিক্ষা দু'ভাবে দিয়েছিলেন।

১। হাদিসের মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হওয়া এবং প্রয়োজনানুসারে ফয়সালা করা।

২। এমন বিষয় সামনে আসা যে ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে স্পষ্ট কোন নির্দেষণা নেই, এ ক্ষেত্রে চিন্তা করে শরঈ উসুল অনুযায়ী ফয়সালা করা বা রায় প্রকাশ করা।

উক্ত বিষয় দুইটি সর্ম্পকে নিম্নে বিসস্তারিত আলোচনা করা হলো।

**১। হাদিসের মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হওয়া**

এক্ষেত্রে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণে সাহাবিগণের মধ্যে দু'টি ধারার প্রচলণ হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ্ তার ইলামুল মুআক্কিঈন কিতাবে বলেন, هؤلاء سلف أهل الظاهر و أولائك أصحاب المعاني و القياس .

"সাহাবি ও তাবেঈগণের অনেকে কুরআন-হাদিসের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী শরঈ

ফয়সালা করতেন, আবার অনেকে কুরআন-হাদিসের মর্ম ও হুকুমের কারণ উদ্ধারের চেষ্টা করতেন এবং কিয়াস করতেন"। এমনই কয়েকটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো।

ক). ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ সহিহ আল বুখারির কিতাবুস সালাত এর সালাতুল খাওফ এর সালাতুত তালিব ওয়াল মাতলুব রাকিবান ওয়া ইমাআন অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال : حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم لنا لما رجع من الأحزاب " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق : فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتين و قال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فلم يعنف واحدا منهم .

"আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আসমা আমাদেরকে বলেন, জুআইরিয়াহ্ আমাদেরকে নাফি' হতে তিনি ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে, ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহযাব যুদ্ধ হতে ফিরার পর আমাদেরকে বললেন, " বনু কুরাইযাতে না পৌঁছে তোমাদের কেহ যাতে আসরের সালাত আদায় না করে" কিন্তু বনু কুরাইযা অভিমুখে যাত্রাকারী সাহাবিগণ কিছু দূর যাওয়ার পর পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিছু সংখ্যক সাহাবি সময় মত পথিমধ্যেই আসরের সালাত আদায় করে নেন, আর বাকি অংশ বনু কুরাইযা পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সাহাবিগণ মদিনায় ফিরে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সব অবহিত করেন। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোনার পর উভয় মতের কোন পক্ষের প্রতিই নেতিবাচক রায় দেন নাই"

উক্ত হাদিস হতে সাহাবিগণ যেমন জাহিরি শব্দের ভিত্তিতে আমল করেছেন, আবার কেহ কেহ হাদিসের শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার অন্তর্নিহিত মর্মের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী উদ্দেশ্যে কথাটি বলেছেন, তা বুঝতে চেষ্টা করেছেন ও সে অনুযায়ী আমল করেছেন। হাদিস হতে তাঁরা যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তার সমর্থনে ও উক্ত

অর্থের অনুগামি হয় আল কুরআনের এমন হুকুমের তালাশ করেছেন। "বনু কুরাইযাতে না পৌঁছে তোমাদের কেহ যাতে আসরের সালাত আদায় না করে" রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ হুকুম অনুসারে যে সকল সাহাবি ওয়াক্ত মত আসরের সালাত আদায় করেছিলেন তাঁরা আকলি ও নকলি উভয় ধারার দলিল দিয়েই তাদের আমল করেছেন। নকলি দলিল হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার হুকুম। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا "নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য আবশ্যক"। সুরা নিসা, আয়াত-১০৩। আর আকলি দলিল হল "বনু কুরাইযা-তে না পৌঁছে" এ বাক্যটিকে سُرْعَةٌ (দ্রুত) অর্থে গ্রহণ করেছেন। সাথে সাথে আল কুরআনের উক্ত আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এভাবে হাদিসের সরাসরি অর্থ গ্রহণ না করে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুমের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

হাদিসের সরাসরি অর্থ গ্রহণ করে যারা আসরের সালাত সূর্য্য ডোবার পর বনি কুরাইযা গিয়ে আদায় করেছেন এবং হাদিসের সরাসরি অর্থ গ্রহণ না করে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যারা সময় মত আদায় করেছেন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত ঠিক রাখার ফলে সাহাবিগণ হতেই শরঈ বিষয়ের মাসআলা নিরুপণের ক্ষেত্রে দু'টি ধারার প্রচলন হয়ে আসছে।

১। যারা জাহিরি হাদিসের উপর আমল করে বনি কুরাইযা গিয়ে আসরের সালাত আদায় করেছেন, তাদের দৃষ্টি একটি হাদিসের উপরই ছিল, তারা অন্য কোন দলিলের দিকে মনোনিবেশ করেননি। পরবর্তীতে এ ধারায় আমলকারীগণ "আহলুল হাদিস" বা "আহলুয যাহির" হিসেবে পরিগণিত হন।

২। যারা হাদিসের মর্মের দিকে মনোনিবেশ করে আল কুরআনের হুকুমকে সামনে রেখে রায় পেশ করেছেন অর্থাৎ পথিমধ্যেই সময় মত সালাত আদায় করেছেন, পরবর্তীতে এ ধারায় যারা কুরআন-হাদিস হতে মাসআলা বের করেছেন তারা আহলুর রায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এ দ্বিতীয় ধারায় উপণিত সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণও হাদিস জাননেওয়ালা এবং হাদিসের অনুসারী। পার্থক্য শুধু এতটুকু প্রথম ধারায় বাহিত সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ একই হাদিসের সরাসরি আমল করতেন ফয়সালা দিতেন, আর দ্বিতীয় ধারায় বাহিতগণ উক্ত হাদিসের সরাসরি অর্থ গ্রহণ না করে বরং এর মধ্যে এমন কোন অর্থ আছে কি না, যা উক্ত সরাসরি অর্থ গ্রহণে বাধা দেয়। এরুপ হলে হাদিসের প্রকৃত মর্ম উদ্ধারে সচেষ্ট হতেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এ দ্বিতীয় ধারায় বা পন্থায় হাদিস হতে মাসআলা বর্ণনা করতেন। অনেকে হাকিকাত না বুঝে বলতে লাগলেন ইমাম আবু হানিফা হাদিস জানেন না। যারা এরুপ মত প্রকাশ করেছেন বা করেন তারা আল্লাহ্ তায়া'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমের উদ্দেশ্য হতে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।

বনু কুরাইযা ঘটনা সম্বলিত হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার ফাতহুল বারি কিতাবের কিতাবুল মাগাযির "আহযাব যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন ও বনু কুরাইযাতে গমন" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন- قال السهيلي و غيره : في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية . و لا على من إستنبط من النص معنى يخصصه .

"ইমাম সুহাইলি ও অন্যান্যগণ বলেন, এ হাদিসে ফিকহ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা হাদিসের জাহিরি অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং যারা হাদিস হতে ফিকির করে নির্দ্দিষ্ট মর্ম বের করেছেন ইনাদের কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয় নাই"।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার ফাতহুল বারি কিতাবের ৯ খন্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় বলেন, و حاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ، و البعض الأخر حملوا النهي على غير الحقيقة و أنه كناية عن الحث و الإستعجال و الإسراع إلى بني قريظة .

"মূল কথা হল উক্ত ঘটনা প্রবাহে যা বুঝা যাচ্ছে, কোন কোন সাহাবি না

বোধক হাকিকি শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর অন্যান্যগণ শাব্দিক হাকিকি অর্থে নয়, বরং মাজাযি (রুপক) অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা হল দ্রুত বনি কুরাইযা পৌঁছার জন্য উৎসাহিত করা"।

সাহাবিগণ কর্তৃক একই হাদিসের দু'রকম অর্থ গ্রহণ এবং সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তা সাবিত রাখার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে উভয় পন্থাই কুরআন-হাদিস হতে মাসআলা গ্রহণ করার উসুল বা মূলনীতি। পরবর্তীতে যারা আসবে বেং হাদিস হতে একইভাবে মাসআলা গ্রহণ করবে তা আল্লাহ্ তায়া'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম অনুযায়ী হবে। তাই এ কথা বলা যাবে না একজন হাদিস অনুসারে আমল করেছেন ও অন্যজন নিজ থেকে রায় দিয়ে মাসআলা বের করেছেন।

উক্ত বনি কুরাইযা ঘটনা সম্বলিত হাদিসের ন্যায় আরো হাদিস আছে, যা একইভাবে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে এবং এ সকল হাদিসের মাজাযি অর্থ গ্রহণ করে। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাবিগণের অনুসৃত পন্থায় হাদিস হতে মাসআলা বের করেছেন এবং যারা বলে ইমাম আবু হানিফা হাদিস অনুযায়ী নয়, নিজ রায় দিয়ে মাসআলা বলেন এর দ্বারা তাদের ভূল ভাঙ্গবে।

ইমাম বুখারি সহিহ আল বুখারি-র কিতাবুল বুয়ূ এর "ক্রেতা-বিক্রেতার বেচা-কিনা বাতিল করার ইখতিয়ার ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হবে" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন. হাকিম বিন হিযাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . "ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তা বাতিল করার ইখতিয়ার তাদের থাকবে"।

উক্ত হাদিসের تفرق (তাফাররুক) "পৃথক হওয়া" শব্দটি عام যা দ্বারা تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ "কথার দ্বারা পৃথক হওয়া" এবং تَفَرُّقٌ بِالأَبْدَانِ "শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া" উভয়টিই প্রকাশ করে।

আহলুল হাদিসগণ تَفَرُّقٌ بِالأَبْدَانِ "শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া" এই অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং আহলুর রায়গণ تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ "কথার দ্বারা পৃথক হওয়া

এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার অর্থ নয়, বরং কথার দ্বারা পৃথক হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আহলুল হাদিস এবং আহলুর রায় উভয় ধারার ইমামগণ উক্ত দুই অর্থেই হাদিসটি গ্রহণ করেছেন। একই হাদিসের দুই অর্থ একটি লফযি (لفظي) শাব্দিক, দ্বিতীয়টি মা'নাবি (معنوي) বাক্যের মর্ম ইহার কোনটিই পরিত্যাজ্য নয়।

আহলুল হাদিস এবং আহলুর রায় উভয়টিই সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত। বনি কুরাইযা ঘটনা সম্বলিত হাদিসের যারা বনি কুরাইযা গিয়ে আসরের সালাত আদায় করেছেন, তারা লফযি তথা শাব্দিক হাদিসের উপর আমল করেছেন এ কারনে তারা আহলুল হাদিস। আর যারা হাদিসের মর্ম গ্রহণ করে ওয়াক্ত মত পথিমধ্যে সালাত আদায় করেছেন তারা আহলুর রায়।

আহলুল হাদিস এবং আহলুর রায় হলো হাদিস হতে মাসআলা বুঝার বা হাদিস গ্রহণের দু'টি পদ্ধতি। **প্রচলিত বা বর্তমানের আহলুল হাদিস** এখানে উদ্দেশ্য নয়, (বর্তমানের আহলুল হাদিসগণ যেভাবে তাদের মত প্রকাশ করছেন তা সলফে সালেহিন তথা উলামায়ে মুতাকাদ্দিমিনগণের নীতিমালা বর্হিভূত এবং শরঈ উসুলের খিলাফ) বরং আহলুল হাদিস বলতে এখানে যারা হাদিসের বহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করেন এবং হাদিসের কোন ব্যাখ্যার পক্ষপাতি নন। আহলুল হাদিসগণ হাদিসের সরাসরি শাব্দিক অর্থে যা বুঝেছেন সে অর্থই গ্রহণ করেছেন। এ হাদিসের দ্বারা প্রয়োজন মাফিক অন্য অর্থ গ্রহণের তাগিদ অনুভব করেন নি। কিন্তু আহলুর রায়গণ হাদিসের অন্তর্নিহিত মর্মের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং একই হাদিস হতে ক্ষেত্র বিশেষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। যেমন উল্লিখিত . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "ক্রেতা-বিক্রেতা যে পর্যন্ত না পৃথক হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত তা গ্রহণ-বর্জনের ইখতিয়ার আছে" এখানে আহলুল হাদিসগণ শারীরিক পৃথকের অর্থ গ্রহণ করেছেন, অন্য দিকে আহলুল রায়গণ কথার দ্বারা পৃথক হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শারীরিক পৃথককেও অস্বীকার করেন না। আহলুল হাদিসগণ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা

সামগ্রিক সমাধান গ্রহণ করে না। কেননা ক্রেতা-বিক্রেতা যদি এমন অবস্থায় তাদের বেচা-কেনা করে থাকে যাতে তাদের শারীরিক পৃথক সম্ভম নয়, তখন তাদের মতটি অকেজো হয়ে যাবে। তখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আহলুর রায়গণের মতই মেনে নিতে হবে। যেমন ধরুণ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই পানির যানে ( নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদিতে) আছেন, বা এমন এক স্থানে আছেন যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জনের একই মজলিস হতে পৃথক হওয়া সম্ভব নয়, তখন কী করা হবে। কথার দ্বারা পৃথক হওয়ার অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেমন- ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যে পণ্য বেচা-কেনার প্রসঙ্গ ছিল তা পূর্ণ হওয়ার পর ভিন্ন প্রসঙ্গে উপণিত হওয়া। নতুন প্রসঙ্গে আলোচনায় ব্যপৃত হওয়ার কারণে পূর্বেক্তি আলোচনা পৃথক হয়ে গেল। তাছাড়া البيعان (ক্রেতা-বিক্রেতা ) এ শব্দটিই কথার দ্বারা পৃথক হওয়া প্রমাণ করে, কারণ একই মজলিসে কয়েকটি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা হতে পারে, প্রতিটিই পৃথক পণ্য হলে আলোচনাও পৃথক হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, বরং অহেতুক হবে।

উক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো আহলুর রায় মানে কুরআন-হাদিস ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী রায় প্রকাশ নয় বা হাদিসের বাহিরে আমল নয়, যারা এরূপ মনে করবে তারা শরীয়াতের উসুল সর্ম্পকে অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। আহলুর রায়গণই প্রকৃতপক্ষে হাদিস এর আমলকারী, ইনারা হাদিসের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত উভয়বিধ ক্ষেত্রেই আমল করে থাকেন। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম আযম এর হাদিস জানার ক্ষেত্র ছিল খুবই প্রসারিত তিনি মক্কা-মদিনা-কুফা এ তিন দিগন্তের মুহাদ্দিসগণ হতে সমভাবে হাদিস গ্রহণ করেছেন। তাই যারা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে আহলুর রায় বলে হাদিস না জানার অপবাদ দিয়ে থাকেন, তারা একদিকে শরিয়াত না বুঝার কারণে অন্যদিকে ইমাম আযম এর ইলমি হাকিকাত সর্ম্পকে না জেনেই বলে থাকেন। সর্বোপরি আহলুল হাদিস ও আহলুর রায় হচ্ছে আল কুরআন ও আল হাদিস হতে মাসআলা বের করার দু'টি পদ্ধতি মাত্র। আর এ উভয় পদ্ধতিই শিক্ষা দিয়েছেন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম, যার প্রমাণ বনি কুরাইযার ঘটনা সম্বলিত হাদিস।

# হাদিস গ্রহণে ইমাম আযম এর শর্তারোপ

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ উলুমুল হাদিসের ইমাম ছিলেন। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল, হাদিস গ্রহণের শর্ত, নকদুল হাদিস প্রভৃতি বিষয়ের তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি হাদিসের হাফিজ ছিলেন। তার পূর্বে কেহই হাদিসকে শৈল্পিক দৃষ্টিতে সন্নিবেশ করেননি। আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্র নির্দেশে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আয যুহরি যদিও হাদিস সমূহ একত্রিত করেছেন, কিন্তু তা ফন্নি বা শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল না।

ইমাম আযম মুহাদ্দিস ছিলেন ইহা অনেকেই মানতে নারাজ। তাদের এ নারাজি দলিল ভিত্তিক নহে, বরং সম্পূর্ণরূপেই খেয়াল বা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিল্পির মান বুঝা যায় তার শৈল্পিক রুচি বোধের উপর। অনুরূপ একজন মুহাদ্দিস এর মান বুঝা যায় তার হাদিস গ্রহণের উপকরণের উপর। তিনি কীভাবে হাদিস গ্রহণ করছেন, কার থেকে গ্রহণ করছেন, গ্রহণের ক্ষেত্রে তার কী কী শর্ত এবং বুঝের সক্ষমতা কতটুকু এ সমস্তই একজন মুহাদ্দিস এর হাদিসমান। যারা হাদিস বিশারদ হিসেবে মশহুর হয়েছেন যেমন ঃ

১। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক জন্ম-১২৬, মৃত্যু-২১১ হিজরি।

২। ইমাম আবু বকর বিন আবু শাইবা জন্ম-১৫৯, মৃত্যু-২৩৫ হিজরি।

৩। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল জন্ম-১৬৪, মৃত্যু-২৪১ হিজরি।

৪। ইমাম আবু দাউদ আত তায়ালিসি জন্ম-১৬৪, মৃত্যু-২০৪ হিজরি।

৫। ইমাম হুমাইদি জন্ম-১৬৪, মৃত্যু-২১৯ হিজরি।

৬। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারি জন্ম-১৯৪, মৃত্যু-২৫৬ হিজরি।

৭। ইমাম মুসলিম বিন হুয্যায জন্ম-২০৬, মৃত্যু-২৬১ হিজরি।

৮। ইমাম আবু দাউদ জন্ম-২০২, মৃত্যু-২৭৫ হিজরি।

৯। ইমাম ইবনু মাযাহ্ জন্ম-২০৯, মৃত্যু-২৭৩ হিজরি।

১০। ইমাম নাসাই জন্ম-২১৫, মৃত্যু-৩০৩ হিজরি।

১১। ইমাম তিরমিযি জন্ম-২১৫, মৃত্যু-২৭৯ হিজরি।

প্রমূখ মুহাদ্দিস রাহিমাহুমুল্লাহ্গণের হাদিস গ্রহণের পদ্ধতির সাথে যদি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র হাদিস গ্রহণের পদ্ধতির তুলনা করা হয় তাহলে ইমাম আযম এর হাদিস গ্রহণের উৎকর্ষতা প্রমাণিত হবে। নিম্নে মুহাদ্দিসগণের এবং আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র হাদিস গ্রহণের পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

ইমাম আব্দুর রায্যাক ১২৬ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২১১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাবে তাবেঈ ছিলেন। তাবেঈগণের যামানায় পূর্ণাঙ্গ কোন হাদিসের কিতাব লিখা হয় নাই। তবে তাবে তাবেঈগণের যামানা হতে পূর্ণাঙ্গ আকারে হাদিসের কিতাব লিখা শুরু হয়। মুয়াত্তা ইমাম মালিককে যদিও প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাদিসের কিতাব মনে করা হয়, কিন্তু তা নিশ্চিত নয়। কেননা ইমাম মালিকের যে সকল ছাত্রগণের মাধ্যমে মুয়াত্তা বর্ণিত তাদের কেহই ইমাম আব্দুর রায্যাকের পূর্বের নয়। যদি "মুয়াত্তা ইমাম মালিক" প্রথম হাদিসের কিতাব হয়ে থাকে তাহলে "মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক" দ্বিতীয়। আর যদি "মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক" প্রথম হয়ে থাকে তাহলে "মুয়াত্তা ইমাম মালিক" দ্বিতীয়।

তবে একটি বিষয়ে এ দু'টি হাদিসের কিতাব এক, তাহলো উভয় কিতাবেই হাদিস সমূহ ফিকহি তরতিব অনুযায়ী সন্নিবেশিত। ইমাম মালিক ও ইমাম আব্দুর রায্যাক রাহিমাহুমাল্লাহ্ হাদিস সমূহ ফিকহি তরতিবে সাজানোর পদ্ধতি ইমাম আবু হানিফা হতে নিয়েছেন।

ইমাম আব্দুর রায্যাক হতে হাদিস গ্রহণের কোন শর্ত পরিলক্ষিত নয়। মানহাজুল হাফিজ আব্দুর রায্যাক আস সানআনি কিতাবের ১৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ

আছে, إن عبد الرزاق لم يشترط الصحة في أسانيده ، إلا أن الصحيح هو الأعم الغالب في الكتاب .

"ইমাম আব্দুর রায্যাক তার কিতাবে সহিহ হাদিসের ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করেননি। তবে তার মুসান্নাফের অধিকাংশ হাদিসই সহিহ"।

ইমাম আব্দুর রায্যাক এর অনুরুপ ইমাম আবু বকর বিন আবু শাইবা,ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু দাউদ আত তায়ালিসি এবং ইমাম হুমাইদি সকলেই তাবে তাবেঈ ছিলেন। ইনাদের কেহই বলেন নাই আমি এই এই শর্তে হাদিস গ্রহণ করেছি। এ সকল মুহাদ্দিসগণের তুলনায় পরবর্তী সময়ের মুহাদ্দিসগণ যেমন- ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারি, ইমাম মুসলিম বিন হুয্যায, ইমাম আবু দাউদ সিজিসতানি, ইমাম ইবনু মাযাহ্ , ইমাম নাসাই এবং ইমাম তিরমিযি তাদের যামানায় বিভ্রান্তি ও কদর্য লোকদের বৃদ্ধির কারণে তাদের হাদিস গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। তাই ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ্র এর মুয়াত্তা এবং ইমাম বুখারির সহিহ আল বুখারিকে একই সমান্তরালে রাখা উচিত নয়। এটা বলা উচিত নয় মুয়াত্তা ইমাম মালিক এর হাদিসের তুলনায় সহিহ আল বুখারি অধিক সহিহ। নিম্নে উল্লিখিত ছয়জন মুহাদ্দিসের হাদিস গ্রহণের পদ্ধতি এবং তাদের শর্ত সমূহ আলোচনা করা হল।

## ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারি

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারি ১৯৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কোন তাবেঈকে দেখেন নাই। কেননা সর্বশেষ তাবেঈ ১৮১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, আর ইমাম বুখারির জন্ম হয় ১৯৪ হিজরিতে। এ হিসেবেই তিনি তাবে তাবেঈ ছিলেন না।

হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন মুহাদ্দিসের শর্তারোপ দু'ভাবে হয়ে থাকে।

১। قَوْلِيٌّ (কাওলি) এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস নিজেই বলেছেন এভাবে বা এ সমস্ত বর্ণনাকারীগণের হাদিস গ্রহণ গ্রহণীয়।

২। فِعْلِيٌّ ( ফে'লি ) এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসের নিজের কোন মন্তব্য থাকে না, বরং

পরবর্তীতে তার হাদিস গ্রহণের পদ্ধতি দেখে অন্যরা বলে থাকেন তিনি এই এই শর্তে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত দু'টি ধারার মধ্যে ইমাম বুখারির হাদিস গ্রহণের শর্ত দ্বিতীয় ধারায় পরিলক্ষিত। অর্থাৎ তিনি বলেননি, আমার মতে কোন হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য রাবি এবং তার শায়খ এর মধ্যে সাক্ষাত হওয়া ( ثبوت اللقاء ) জরুরি। মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদিস গ্রহণের পদ্ধতি দেখে বলেছেন ইমাম বুখারির শর্ত হলো সাক্ষাত হওয়া ( ثبوت اللقاء )। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুস সাত্তার আশ শায়খ "ইমাম বুখারি" কিতাবে বলেন, لم يُصرِّح البخاري بشرطه في كتابه و لا في غيره ، و لم ينقل عنه أنه قال : شرطتُ في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ، كما جزم به غير واحد من الأئمة . إنما يعرف ذلك من سبر كتابه ، و تتبَّعَ أسانيده ، و علم أحوالَ رجالِه ، فتوصَّلَ إلى شَرْطِه في " صحيحه ".

"ইমাম বুখারি তার কোন কিতাবে বা অন্য কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি, অথবা তাঁর থেকে কেহ বর্ণনা করে নাই যে তিনি বলেছেন, আমি আমার কিতাবে এরুপ শর্তে হাদিস গ্রহণ করেছি। যেরুপ হাদিসের অনেক ইমামই বলেছেন। ইমাম বুখারির হাদিস গ্রহণের শর্তের বিষয়ে স্পষ্ট কোন উক্তি পাওয়া না গেলেও তাঁর কিতাব পড়ে এবং তিনি যে সমস্ত হাদিস সহিহ আল বুখারিতে সন্নিবেশ করেছেন তার ইসনাদ সমূহ বিশ্লেষণ করলে তাঁর শর্তারোপের বিষয়ে অনুধাবন করা যায়"।[৮]

মুহাদ্দিসগণ সহিহ আল বুখারির ইসনাদ সমূহ বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইমাম বুখারির মতে কোন রাবি তার উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণের পর سَمِعْتُ ، حَدَّثَنَا ، أَخْبَرَنَا ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ না করে عَنْ শব্দ যোগে যদি হাদিস গ্রহণ করে তাহলে ছাত্র এবং উস্তাদ এর মধ্যে সাক্ষাত হওয়া ( ثبوت اللقاء ) প্রমাণিত না হলে ঐ ইসনাদটি দ্বঈফ হবে। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা ( إمكان اللقاء ) গ্রহণযোগ্য নহে।

মোদ্দা কথা হলো ইমাম বুখারি বলেন নাই বা উল্লেখ করেন নাই আমার হাদিস গ্রহণের শর্ত হলো, ছাত্র এবং উস্তাদ এর মধ্যে সাক্ষাত হওয়া

(ثبوت اللقاء) প্রমাণিত হতে হবে, না হলে ঐ ইসনাদটি দ্বঈফ হবে।

## ইমাম মুসলিম বিন হুয্যায

ইমাম মুসলিম বিন হুয্যায ২০৬ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ২৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হাদিস গ্রহণের শর্ত প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি হতে কোন বর্ণনা না থাকলেও ইমাম মুসলিম এর এ ব্যাপারে স্পষ্ট মন্তব্য উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইমাম মুসলিম হতে কোন শর্ত নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ইহা সঠিক নহে।

এ প্রসঙ্গে হাফিজ আবুল ফদ্বল মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "শুরুতুল আয়িম্মাতিল সিত্তাহ্" কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেন,

إعلم ان البخاري و مسلمًا و من ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال : شرطتُ في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ، إنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم .

"জেনে রাখুন ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এবং তাদের পরে অনেকেই এ কথা বলেন নাই এ সকল শর্ত অনুসারে আমার কিতাবে হাদিস সন্নিবেশ করেছি, বরং তাদের গৃহিত শর্ত সমূহ তাদের কিতাব অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা গেছে"।

ইমাম মাকদিসির এ উক্তিটি ইমাম বুখারির ক্ষেত্রে সঠিক হলেও ইমাম মুসলিম এর ক্ষেত্রে সঠিক নহে। এ প্রসঙ্গে আল মাদখাল ইলা সহিহিল ইমাম মুসলিম কিতাবের ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, لم يصرّح الإمام مسلم بشرطه في مقدِّمَتِه ، و لكن العلماء يميّزون بين ما يورده مسلم في المقدمة و بين ما يورده في أثناء الصحيح .

"ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিম এর মুকাদ্দিমায় হাদিস গ্রহনের শর্তের ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। তবে আলেমগণ, সহিহ মুসলিম ও এর মুকাদ্দিমায় ইমাম মুসলিম যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে পার্থক্য করে তাঁর হাদিস গ্রহনের শর্ত বের করেছেন"।

উক্ত দু'টি কিতাবের বর্ণনাই ভূল। কেননা ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিম এর মুকাদ্দিমায় হাদিস গ্রহণে তাঁর শর্তের ব্যাপারে স্পষ্ট মত উল্লেখ করেছেন।

এরপরও যারা ইহা অস্বীকার করবেন তাদের জন্য ইমাম মুসলিম এর উক্তিটি উল্লেখ করা হল।

ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিম এর মকাদ্দিমার "মুআনআন হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া সহিহ্" অধ্যায়ে বলেন, أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا ، و جائز ممكن له لقاؤه ، و السماع منه ، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد ، ولم يأت في خبر أنهما اجتمعا ، و لا تشافها بكلام فالرواية ثابتة . و الحجة بها لازمة . إلا أن يكون هناك دلالة بينة ، أن هذا الراوي لم يلقَ من روى عنه ، أو لم يسمع منه شيئا . فأما و الأمر مبهم على الإمكان ألذي فسَّرنا ،فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بيَّنَّا .

"দু'জন রাবি (হাদিসের বর্ণনাকারী) যদি একই যুগের হয়ে থাকে, দু'জনের সাক্ষাত হওয়াটা যদি প্রমাণিত না হয় কিন্তু সাক্ষাত ও হাদিস শ্রবণের সম্ভাবনা থাকে তাহলে ইনাদের একজন হতে অন্যজনের হাদিস বর্ণনা মুত্তাসিল হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এ ধরণের হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হ্যাঁ এমন কোন প্রমাণ যদি থাকে যে, উভয়ে একই সময়ের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সাক্ষাত ঘটে নাই তখন একজন হতে অন্যজনের হাদিস বর্ণনা ও শোনা সাবিত হবে না। আর বিষয়টি যদি অস্পষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের মধ্যে দেখা হওয়া না হওয়া কোনটিই নিশ্চিত নয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাহলে তাদের হাদিস শোনা প্রমাণিত হবে এবং সনদটি দলিলযোগ্য হবে"।

## ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসাই

ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসাই জন্ম-২১৫হিজরি, মৃত্যু-৩০৩ হিজরি।

ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্ গৃহিত হাদিসের সনদের শর্ত সর্ম্পকে ইমাম আবুল ফদ্বল মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "শুরুতুল আয়িম্মাতিল সিত্তাহ্" কিতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, حكى أبو عبد الله بن مندة أن شرط النسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم ، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع و لا إرسال .

"ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনু মানদাহ্ বলেন, ইমাম নাসাইর হাদিস গ্রহণের শর্ত

হলো যে সমস্ত হাদিস মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত, তা মুনকাতে' নয় মুরসালও নয়, আর তা তরকের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি"।

## ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিসতানি

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিসতানি ২০২ হিজরি-তে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ২৭৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিসতানি রাহিমাহুল্লাহ্-র গৃহিত হাদিসের সনদের শর্ত ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্‌র অনুরূপ।

এ সম্পর্কে ইমাম আবুল ফদ্বল মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "শুরুতুল আয়িম্মাতিল সিত্তাহ্" কিতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, حكى أبو عبد الله بن مندة أن شرط أبي داؤد إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم ، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع و لا إرسال . "ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনু মানদাহ্ বলেন, ইমাম আবু দাউদ এর হাদিস গ্রহণের শর্ত হলো যে সমস্ত হাদিস মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত, তা মুনকাতে' নয় মুরসালও নয়, আর তা তরকের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি"।

## ইমাম আবু ইসা তিরমিযি

ইমাম আবু ইসা তিরমিযি জন্ম-২১৫, মৃত্যু-২৭৯ হিজরি।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযি সহ অনেকের হাদিস গ্রহণের পদ্ধতির সাথে হাদিস গ্রহণের শর্তের মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম নাসাই, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরিমিযি এবং ইমাম ইবনু মাযাহ্‌র ব্যাপারে বেশি লক্ষণীয়।

যেমন ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্‌র হাদিস গ্রহণের শর্ত প্রসঙ্গে ইমাম আবুল ফদ্বল মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "শুরুতুল আয়িম্মাতিল সিত্তাহ্" কিতাবের ২১ পৃষ্ঠায় বলেন, ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء . " (ইমাম তিরমিযি বলেন) আমি এ কিতাবে এমন সকল হাদিস সন্নিবেশ করেছি যাতে কোন না কোন ফকিহ্‌র আমল রয়েছে"। ইহা উল্লেখ করার পর ইমাম মাকদিসি বলেন, . و هذا شرط واسع

"ইমাম তিরমিযির এ শর্তটি একটি প্রশস্ত শর্ত"।

আমার বোধগম্য হচ্ছেনা ইমাম মুহাম্মাদ বিন তাহির আল মাকদিসি ইমাম তিরমিযির উক্ত উক্তিটিকে হাদিস গ্রহণের শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করলেন কী করে ? হাদিস গ্রহণের ও বর্জনের শর্তের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সনদ, মতন নয়। অথচ ইমাম তিরমিযি তার উক্ত উক্তিটি করেছেন মূল হাদিস (মতন) সর্ম্পকে সনদ সর্ম্পকে নয়। ইমাম ইবনু মাযাহ্ সর্ম্পকে মুহাদ্দিসগণ একই বক্তব্য পেশ করেছেন তাই এ বিষয়ে আলোচনা হতে বিরত রইলাম।

# ইমাম আযম আবু হানিফা

যে সকল মুহাদ্দিস ইমামগণের আলোচনা করা হলো তাদের প্রত্যেকেই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র পরে এসেছেন। ইমাম আযম নিজে তাবেঈ, তিনি সাহাবি হতে এবং অসংখ্য প্রথম স্তরের তাবেঈগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন যারা অসংখ্য সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। ফলে তার হাদিস জানার পরিধি ছিল ব্যাপক। হাদিস শুনলাম, যাচাই-বাছাই করে মুখস্ত করলাম এবং কিতাবে তা সন্নিবেশ করলাম, ইহা করার ফলে কেহ যদি বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস হন। তাহলে একজন হাদিস শুনলেন, যাচাই-বাছাই করে মুখস্ত করলেন, আর ঐ হাদিস সমূহ হতে মাসআলা বের করে তা কিতাবে সন্নিবেশ করলেন, তাকে কী হিসেবে মূল্যায়ণ করা হবে ? মুহাদ্দিস না কি ফক্বিহ্ ? না কি মুহাদ্দিস ও ফক্বিহ্ উভয়ই ? ইমাম আমাশ রাহিমাহুল্লাহ্-র বর্ণনা মতে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ মুহাদ্দিস ও ফক্বিহ্ উভয়ই। কেননা যিনি ফক্বিহ তিনি অবশ্যই মুহাদ্দিস, কিন্তু যিনি মুহাদ্দিস তিনি ফক্বিহ্ হবেন তার কোন নিশ্চয়তা নাই। ইমাম আযম মুজতাহিদ ফিল হাদিস ও মুজতাহিদ ফিল ফিক্বহ্ ছিলেন বলেই উভয় ক্ষেত্রে তার ইজতিহাদি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হাদিস বিষয়ক মুজতাহিদ ছিলেন বলেই হাদিস বিষয়ে ফিকির করতে পেরেছিলেন। একজন রাবি কীভাবে হাদিস বর্ণনার যোগ্য হবেন, তার থেকে কখন হাদিস গ্রহণ করা হবে এর পরিমাপ নির্দ্ধারণে তিনি যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছেন এরুপ শর্ত আজ অবধি কোন মুহাদ্দিস নির্ণয় করতে পারেননি। উলুমুল হাদিসের যে

সকল বিষয়ে পরবর্তীতে বিশ্লেষাণাত্বক আলোচনা হয়েছে তার বিজ ইমাম আযম রোপণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে কেহ ইহাকে ফন্নি বা শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি বা বিশেষ ধারায় আলোচনা করেননি, অথবা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এর কারণ হলো এ বিষয়গুলো সময়ের বিবর্তনে চাহিদার অনুপাতে আল্লাহ্ তায়া'লা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তার মাধ্যমে সমাধান করে থাকেন।

কোন রাবি কর্তৃক হাদিস বর্ণনা গ্রহণীয় হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে যে সকল শর্ত ইমাম আযম নির্ণয় করেছেন বা তিনি নিজে যে সমস্ত শর্তের আলোকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। হাদিস বর্ণনার সময় রাবি যদি মুখস্ত বলতে না পারে তাহলে ঐ রাবির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

২। সিকাহ রাবি ব্যতীত হাদিস গ্রহণ জায়েয নেই।

৩। অপরিচিত কোন রাবির বর্ণনা গ্রহণীয় নয়।

৪। সিকাহ রাবির মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য।

৫। শিয়াদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

৬। বর্ণনাকারীর হাদিস বর্ণনা তার আমলের খিলাফ না হওয়া। এ শর্তটি সাহাবিগণের জন্য প্রজোয্য। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

## ১। হাদিস বর্ণনার সময় রাবি যদি মুখস্ত বলতে না পারে তাহলে ঐ রাবির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আযম এর মতে কোন রাবি তার উস্তাদ হতে হাদিস শোনা হতে শুরু করে বর্ণনা করা পর্যন্ত সমভাবে স্মরণ না থাকে এবং হাদিস মুখস্ত বলতে না পারে তহলে তাঁর সে বর্ণনা গ্রহণীয় নয়।

ইমাম হাফিয আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল হাকিম আন নিসাপুরি (মৃত্যু-৪০৫ হিজরি) তাঁর "আল মাদখাল ইলা মারিফাতি কিতাবিল ইকলিল" এর ১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثناه ابو احمد محمد بن أحمد بن

شعيب العدل ثنا اسد بن نوح الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن سلمة عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابي حنيفة انه قال : لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث ، فيحفظه ، ثم يحدث به .

"আবু আহমাদ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন শুয়াইব আল আদল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন,আসাদ বিন নুহ আল ফক্বিহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ বিন সালামাহ বর্ণনা করেছেন বিশর বিন ওয়ালিদ হতে তিনি আবু ইউসুফ হতে তিনি ইমাম আবু হানিফা হতে, ইমাম আবু হানিফা বলেন ঃ উস্তাদের মুখে হাদিস শুনে তা মুখস্ত না করা পর্যন্ত কোন লোকের জন্যই হাদিস বর্ণনা জায়েয নেই, প্রথমে হাদিস মুখস্ত করবে অতঃপর বর্ণনা করবে"।

ইমাম খতিব আল বাগদাদি তার "কিতাবুল কিফায়া ফি ইলমির রেওয়ায়াহ্" কিতাবের ২৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, اخبرنا أبو عبد الله احمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال انا أبو بكر محمد بن حميد بن سهل المخزومي قال ثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ، قال أبو زكريا يعني يحي بن معين و سئل عن الرجل يجد الحديث بخطه لا يحفظه ، فقال أبو زكريا : كان أبو حنيفة يقول : لا يحدث إلا بما يعرف و يحفظ . قال أبو زكريا واما نحن فنقول أنه يحدث بكل شيئ يجده في كتابه بخطه عرفه أو لم يعرفه .

"আবু আব্দুল্লাহ্ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল কাতিব আমাদেরকে বলেন, আবু বকর মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ বিন সাহল আল মাখযুমি আমাদেরকে বলেন, আলি বিন হুসাইন বিন হিব্বান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার লিখিত কিতাবে হাদিস পেয়ে তা বর্ণনা করছিলাম, ইহা শুনে ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈণ বলেন, এক ব্যাক্তি সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলো, সে হাদিস লিখিত আকারে পেয়েছে মুখস্ত করে নাই। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এর উত্তরে বলেন, ইমাম আবু হানিফা এ প্রসঙ্গে বলতেন, কোন বর্ণনাকারী কী বর্ণনা করছে তা যদি না জানে ও মুখস্ত না থাকে তাহলে সে যেন হাদিস বর্ণনা না করে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেন, আর আমরা বলি সে কিতাবে পাওয়ার পর হাকিকাত জানুক আর না জানুক, মুখস্ত থাকুক আর নাই থাকুক লিখিত

হাদিস দেখে পড়লেও তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য"।

অনুরূপ ইমাম হাফিয যয়নুদ্দিন আল ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ্ "আত তাকয়িদ ওয়াল ইদ্বাহ্ শরহি মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ্" কিতাবের ১৮৫ পৃষ্ঠায় ইমাম আযম এর হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন শর্ত আরোপের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ইমাম ইরাকি বলেন, و من مذاهب التشديد من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه و تذكره، و ذلك مروي عن مالك و أبي حنيفة رضي الله عنهما .

"হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন শর্ত হলো যারা বলেন, কোন রাবি যদি তার মুখস্ত এবং স্মরণ থেকে হাদিস না বলতে পারে তাহলে তার সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ মত পোষণ করেন ইমাম মালিক এবং ইমাম আবু হানিফা"।

উল্লিখিত আলোচনায় ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ রাবি তথা হাদিস বর্ণনাকারীগণের হাদিস বর্ণনার যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন তা তার সময়ে এবং তার ছাত্রদের সময়ে দলিল হিসেবে বিবেচিত হত। এর প্রমাণ হলো ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ১৫৮ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার সময়ে তিনি ছিলেন নাকিদুল হাদিসগণের অন্যতম। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো, কোন রাবি লিখিত পড়ে হাদিস বর্ণনা করতে পারবেন কী না, তখন তিনি ইমাম আযম এর দলিল পেশ করলেন। ইহা হতে প্রমাণিত হলো তাবে তাবেঈগণ উসুলে হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম আযম এর ফাতাওয়াকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং পেশ করতেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এর উক্তি হতে আরো প্রমাণিত হচ্ছে তাবেঈগণের যামানায় হাদিস বর্ণনায় রাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণে যে সর্তকতা অবলম্বন করা হতো তাবে তাবেঈগণের শেষের দিকে তা শিথিল হয়ে যায়। তাবে তাবেঈগণের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এর সময়ের নীতিমালা এবং শর্ত ইমাম আযম হতে শিথিল ছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তিতে।

ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ তাদরিবুর রাবি কিতাবের পৃষ্ঠায় বলেন, فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون

النصف .

"সহিহ আল বুখারি ও সহিহ মুসলিমে যে সকল সনদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা যদি ইমাম আবু হানিফার উল্লেখিত শর্তে বিচার করা হয়, তাহলে অর্ধেক সনদ সহিহ পাওয়া যাবে না"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ গৃহিত শর্ত সর্ম্পকে ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি যে মত প্রকাশ করেছেন তা ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইমাম ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তিরই পরিপূরক।

## ২। সিকাহ রাবি ব্যতীত হাদিস গ্রহণ জায়েয নেই।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ যে সময় এবং যে সকল তাবেঈগন হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাদের সকলেই সিকাহ ছিলেন। তাদের আদালত ও দ্ববত ( العدالة و الضبط ) ছিল প্রশ্নাতীত। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আযম যে সিকাহ্ রাবি ব্যতীত হাদিস গ্রহণ করেন নাই এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন।

বিখ্যাত ফকিহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি আস সাইমারি তার "আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু" কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠায়, ইবনু আব্দুল বার আল আন্দালুসি তাঁর আল ইন্তেকা ফি ফাদ্বাইলে আয়িম্মাতিল সালাসা" কিতাবে,খতিব বাগদাদি তাঁর তারিখ আল বাগদাদে এবং ইবনুল আওয়াম "ফাদ্বাইলু আবি হানিফা" কিতাবের ৯৮-পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الرازي قال ثنا أبو عبد الله الزعفراني قال ثنا أحمد بن أبي خيثمة قال سمعت يحي بن معين يقول : عبيد بن أبي قرة قال سمعت يحي بن الضريس قال شهدت سفيان الثوري و أتاه رجل له مقدار في العلم و العبادة ، فقال له يا أبا عبد الله ! ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : و ما له ؟ قال : سمعته يقول قولا فيه إنصاف و حجة : أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله و الآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات .

"আবুল হাসান আলি বিন আল হাসান আর রাযি আমাদেরকে বলেন, আবু

আব্দুল্লাহ্ আল জা'ফারানি আমাদেরকে বলেছেন, আহমাদ বিন আবু খাইসামাহ্ আমাদেরকে বলেছেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, উবাইদ বিন আবু কুররা বলেছেন আমি ইয়াহ্ইয়া বিন দারিসকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান আস সাওরির নিকট ছিলাম, এমন সময় সেখানে একজন লোক আসলেন যিনি ইলম ও ইবাদাতে পরিপূর্ন ছিলেন। তিনি সুফিয়ান সাওরিকে বললেন হে আবু আব্দুল্লাহ্ ! আপনি কী ইমাম আবু হানিফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন ? তিনি বললেন, ইহা কেমন কথা ? আগন্তুক ব্যাক্তি বললেন,আমি তাঁকে এমন কথা বলতে শুনেছি যা ইনসাফপূর্ন এবং দলিলযোগ্য। তিনি বলেছেন, মাসআলা প্রণয়নে আমাদের প্রথম দৃষ্টি কিতাবুল্লাহ্র দিকে, এখানে পেলে ইহা দিয়েই সমাধান করব। আল কুরআনে যদি সমাধান না পাই তাহলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ এবং সহিহ হাদিস দ্বারা সমাধান করব যা সিকাহ হতে সিকাহ রাবিদের মাধ্যমে পরম্পরা বাহিত হয়ে আমাদের নিকট চলে এসেছে"।

ইমামে রাব্বানি ইমাম আব্দুল ওয়াহাব আশ শা'রানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার বিখ্যাত "কিতাবুল মিযান" এর প্রথম খন্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, و قد كان الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل العمل به أن يرويه عن ذلك الصحابي جمع أتقياء عن مثلهم و هكذا .

"কোন হাদিসের উপর আমলের ক্ষেত্রে ইমাম আযম এর শর্ত ছিল, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাহাবিগণের গৃহিত ঐ সমস্ত হাদিস দিয়ে মাসআলা প্রতিষ্ঠা করবেন বা আমল করবেন যা অনেক সংখ্যক মুত্তাকি সিকাহ রাবি কর্তৃক গৃহিত এবং তাদের থেকে সমগুণ সম্পন্ন সমসংখ্যক রাবিগণ হাদিস গ্রহণ করেছেন"।

উল্লিখিত দু'টি বর্ণনাতেই দেখা যাচ্ছে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ধারাবাহিক সিকাহ হতে সিকাহ রাবিগণ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। প্রথমটিতে ইমাম আযম এর উক্তি الثقات عن الثقات "অনেক সংখ্যক সিকাহ হতে অনেক সংখ্যক সিকাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস" এবং

দ্বিতীয়টিতে ইমাম শা'রানি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি جمع أتقياء عن مثلهم و هكذا। "অনেক সংখ্যক পরহেজগার মুত্তাকি সিকাহ্ রাবি হতে অনেক সংখ্যক পরহেজগার মুত্তাকি সিকাহ রাবি কর্তৃক গৃহিত হাদিস" দ্বারা প্রমাণিত হল ইমাম আযম কেবল মুত্তাকি সিকাহ রাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। নিম্নের চিত্র হতে এর প্রমাণ মিলে।

১। ইমাম আবু হানিফা হাদিস গ্রহণ করেছেন আতা বিন আবু রাবাহ্ হতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে.....।

২। ইমাম আবু হানিফা হাদিস গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান হতে, তিনি ইব্রাহিম আন নাখঈ হতে তিনি আলকামাহ্ ও আসওয়াদ হতে ইনারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে.....।

৩। ইমাম আবু হানিফা হাদিস গ্রহণ করেছেন ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হাশেমি আল মাদানি হতে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে.....।

৪। ইমাম আবু হানিফা হাদিস গ্রহণ করেছেন ইমাম আবুয যোবায়ের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল কুরাশী আল আসাদি আল মাক্কী হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের, আবু তোফায়েল প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ হতে.....।

৫। আবু হানিফা হাদিস গ্রহণ করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরি আল মাদানি হতে তিনি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আল আনসারি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার বিন খাত্তাব, হযরত রাফি' বিন খাদিজ প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুম হতে.....।

## ৩। অপরিচিত কোন রাবির বর্ণনা গ্রহণীয় নয়

দ্বিতীয় শর্ত হতে প্রমাণিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফার মতে কেবল সিকাহ রাবি হতে হাদিস গ্রহণ জায়েয। তৃতীয় শর্তে প্রমাণিত হবে, যে সমস্ত রাবির আদালত ও দ্ববত জানা নেই এমন অপরিচিত (مجهول) রাবির হুকুম দ্বঈফ রাবির মত। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র মতে এ ধরনের মজহুল রাবি থেকে হাদিস

গ্রহণ জায়েয নেই।

ইমাম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ মুরতাদা হুসাইন আল যুবাইদি "মিন উকুদিল জাওয়হিরিল মুনিফা ফি আদিল্লাতিল মাযহাবিল ইমাম আবি হানিফা" কিতাবের ৭-৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال ابن الموافق : يحكي عن الحنفية قبول رواية المجهول حالا أو عينا على الإطلاق ، انتهى . و هذا أغرب ما رأيت و لا اخاله يصح ، فإن الإمام روى حديث سعد في بيع الرطب بالتمر و مداره على زيد بن عياش ، و علله بأنه مجهول .

"ইমাম ইবনুল মুওয়াফিক বলেছেন, হানাফিগণ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা মজহুলুল আইন এবং মজহুলুল হাল উভয় শ্রেণীর রাবির বর্ণনাকৃত হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। আমার মতে ইহা কোন জোড়ালো মত নয়, আর ইহা সহিহও নয়। কেননা স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে মজহুল রাবির বর্ণনাকৃত হাদিসকে গ্রহণ করেন নাই। কেননা ইমাম আবু হানিফা সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ভেজা খেজুর বিক্রয়ের হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদিসের একজন রাবি হলেন যায়দ বিন আয়াশ। তাকে ইমাম আযম মজহুল রাবি হিসেবে আখ্যায়িত করে এ সনদটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন"।

ইমাম দ্বারাকুতনি ও অন্যান্যগণের মতে মজহুল রাবি যদি তাবেঈ হন তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে মজহুল রাবির বর্ণনা গ্রহণ তখনই জায়েয যখন এ সম্পর্কে এর বিপরীতে বা মুকাবিলায় অন্য কোন সহিহ বর্ণনা পাওয়া যাবে না। অথচ অনেকে ইমাম আবু হানিফা তথা হানাফি মাযহাব সম্পর্কে মিথ্যা ও অহেতুক অভিযোগ করে থাকে হানাফিগণ দ্বঈফ হাদিসের উপর আমল করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল ওয়াযির রাহিমাহুল্লাহ্ (৭৭৫-৮৪০) তাঁর "আর রাওদ্বুল বাসিম ফিল যিব্বি আ'ন সুন্নাতি আবিল কাসিম" কিতাবের ৩১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, ولا شك أنهم يقبلونه حيث لا يعارضه حديث الثقة المعلوم العدالة ، لان الترجيح بزيادة الثقة و الحفظ عند التعارض أمر مُجمع عليه .

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইমাম আবু হানিফা এবং অন্যান্যগণ এমন সকল মজহুল বর্ণনা গ্রহণ করতেন যা সিকাহ বর্ণনার দ্বান্দিক নয়, কেননা সিকাহ এবং মজহুল বর্ণনার মধ্যে যদি দ্বন্দের সৃষ্টি হয় তাহলে সিকাহ বর্ণনা অগ্রগণ্য হবে ইহা তো ঐকমত্য বিষয়"।

## ৪। সিকাহ রাবির মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র মতে তাবেঈগণের মুরসাল রেওয়ায়েত বা বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যে সমস্ত হাদিস কোন তাবেঈ সাহাবির নাম বাদ দিয়ে নিজেই বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাস বলেছেন। ইমাম আযম এর মতে এ ধরনের হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম হাসান আল বসরি, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ, ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ, ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়াব প্রমূখ তাবেঈগণ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না বলা কথাকে বলবেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইহা অসম্ভব। তাই ইমাম আযম এর মতে যে সকল তাবেঈ গণের তাকওয়া-পরহেজগারি এবং আদালত প্রশ্নাতিত তারা যখন বলবেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বুঝতে হবে তা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই কথা। সুতরাং এ ধরণের হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু হানিফার মত ইমাম মালিকও একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ প্রথমত অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে তিনিও মুরসাল হাদিসকে দলিলযোগ্য বলেছেন।

**ইমাম আযম নিজে তাবেঈ ছিলেন প্রথম স্তরের প্রায় চার হাজার তাবেঈ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন, তাবেঈগণের তাকওয়া-পরহেজগারি এবং আদালত সর্ম্পকে তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন। তিনি যা দেখেছেন ও বুঝেছেন ইমাম ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম দারাকুতনি প্রমূখ মুহাদ্দিসগণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। এ সকল মুহাদ্দিসগণ যা শুনেছেন ইমাম আযম তা দেখেছেন। কোন কিছু শোনা ও দেখা এবং শুধু**

শোনা এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মানুষের শোনার মধ্যে ভুল হতে পারে কিন্তু দেখার মধ্যে কোন ভুল হয় না।

কোন তাবেঈ যদি সাহাবিগণের সম্মুখে বলতেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি তাহলে সাহাবিগণের নিকট তাবেঈগণকে পরীক্ষা দিতে হত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা দিতে হত। তাদের বর্ণনা সঠিক হলে সাহাবিগণ বলতেন ঠিকই দেখেছ। সাহাবিগণের সম্মুখে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার তাবেঈগণের বর্ণনা এবং তাবেঈগণ বা তৎপরবর্তীগণের সম্মুখে অন্যদের রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার বর্ননা কী সমান হবে? তাবেঈগণের স্বপ্ন দেখাটা হবে ইয়াকিনি আর অন্যদেরটা হবে যন্নি। শরিয়াতের উসুলে এ দুয়ের হুকুম এক নয়। এটাই যদি হয়, তাহলে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্কে দেখলেন এবং তার থেকে শুনলেন তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইহাকে হাদিস হিসেবে মেনে নেওয়া ইমাম আযম এর জন্য অবধারিত, কেননা তিনি ইমাম আতার সোহবতে থেকেছেন, নিতান্ত নিকট থেকে দেখেছেন এবং ইহাও বুঝেছেন তিনি যা বলেছেন কোন সাহাবি হতে শুনেই বলেছেন। আর এ কারণেই ইমাম আযম এর নিকট কোন তাবেঈর বর্ণিত মুরসাল হাদিস হুজ্জাত বা দলিল। কিন্তু ইমাম বুখারি যিনি ১৯৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাছাড়া তিনি তাবে তাবেঈও নন এবং তৎপরবর্তীর ৩০০-৪০০ হিজরির ইমাম দারাকুতনির দাবি মুরসাল হাদিস দলিলযোগ্য নয় ইহা গ্রহণ আমাদের জন্য মোটেই সঠিক নহে। আমাদের জন্য দলিল হল ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালিক রাহিমাহুমুল্লাহ্গণের মত। কেননা একটি জিনিসকে তাঁরা দেখেছেন ও শুনেছেন আর ইমাম বুখারি হতে ইমাম দারাকুতনি তা শুধু শুনেছেন। এ দুয়ের ব্যবধানের প্রবলতা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র মতের দিকে বেশি প্রবল বিধায় আকল বলছে বুদ্ধিমানের কাজ হল ইমাম আযম এর মত মুরসাল হাদিস দলিলযোগ্য এর উপর আমল করা। চিন্তা করে দেখুন হে পাঠক বিবেক কী বলে ?

## ৫। শিয়াদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়

ইমাম আযম শিয়াদের বর্ণনাকৃত হাদিস গ্রহণ হতে বিরত ছিলেন। আল কুরআন ও আল হাদিসের মূল ধারক ও বাহক সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ সম্পর্কে শিয়াদের আকিদা নেতিবাচক, যা আজ আবধি বিদ্যমান।

ইমাম খতিব বাগদাদি তার "আল কিফায়া ফি ইলমির রেওয়ায়া' কিতাবের ১২৬ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন, উমার বিন ইব্রাহিম বলেন- سمعت إبن المبارك يقول : سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني ان اسمع الآثار ؟ قال من كل عدل في هواه إلا الشيعة ، فإن أصل عقدهم تضليل اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم .

"আমি ইবনুল মুবারাককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আবু ইছমাহ ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন কার থেকে হাদিস শোনার পরামর্শ দেন যাদের থেকে আমারা হাদিস শুনতে পারি ? ইহা শুনে ইমাম বললেন, শিয়া ব্যতীত যে কোন ফিরকার রাবিদের থেকেই হাদিস গ্রহণ করতে পার, তবে মনে রাখবে শিয়া ব্যতীত যাদের থেকেই হাদিস গ্রহণ করবে রাবিকে অবশ্যই আদেল হতে হবে। শিয়াদের থেকে হাদিস গ্রহণ না করার কারণ হলো, তাদের আকিদা হচ্ছে আহলে বাইত ব্যতীত সকল সাহাবিই গোমরাহিতে নিপতিত"।

## ৬। বর্ণনাকারীর হাদিস বর্ণনা তার আমলের খিলাফ না হওয়া।

এ শর্তটি শুধুমাত্র সাহাবিগণের জন্য প্রযোজ্য। কোন সাহাবি হতে এমন হাদিস বর্ণিত যে, তিনি তার বর্ণনার বিপরীত আমল করেন, এমতাবস্থায় সাহাবির আমলকে প্রাধান্য দিতে হবে, কেননা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় সাহাবি যে হাদিসের বর্ণনা করেছেন তা মানসুখ হয়ে গেছে, এ কারণে তার বর্ণনাকৃত হাদিস সহিহ হলেও তা গ্রহণ করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস সালেহি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আযম এর মতের সমর্থনে বলেন, لان الراوي العدل المؤتمن إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمل بخلافه دل ذلك على شيئ ثبت هنده اما نسخ ، و اما معارضة ،و اما تخصيص أو

غير ذلك من الأسباب .
"কোন আদেল ও আমানতদার রাবি যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেন এবং তার আমল যদি তাঁর বর্ণিত হাদিসের খিলাফ হয় তাহলে ইহা সাবিত হয় যে, হয়তো হাদিসটি মানসুখ হয়ে গেছে, অথবা ইহার বিপরীতে অন্য কোন দলিল পেয়েছে অথবা ইহা খাছ কোন দলিলের সাথে অথবা অন্য কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত"।

আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ হতে শরঈ মাসআলা প্রণয়নে এ শর্তটি ইমাম আযম এর বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিতা প্রমাণ করে। এ শর্তটির মাধ্যমে হাদিসের প্রকৃত হুকুম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এর প্রমাণ নিম্নের দলিল হতে পাওয়া যাবে।

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ শরহু মাআনিল আসার এর প্রথম খন্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, حدثنا ابن أبي داؤد قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : ثنا عياش عن حصين عن مجاهد قال : صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إر في التكبيرة الأولى من الصلاة .
"ইবনু আবু দাউদ আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন ইউনুস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আয়াশ- হুসাইন হতে তিনি ইমাম মুজাহিদ হতে, মুজাহিদ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাতে তিনি প্রথম তাকবিরেই হাত উঠিয়েছেন, এরপর আর হাত উঠান নাই"।

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে যদিও রুকুতে যেতে ও রুকু হতে উঠতে উভয় হাত উঠানোর হাদিস বর্ণিত তথাপি এখানে দেখা যায় তিনি রফউল ইয়াদাইন তথা হাত উঠানো ছেড়ে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার রুকুতে যেতে ও রুকু হতে উঠতে হাত উঠানো ছেড়ে দেওয়ার আমলকৃত বর্ণনাটি মুত্তাসিল ও সহিহ সনদে বর্ণিত। সাহাবি ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার বর্ণনাকৃত হাদিস তার আমলের খিলাফ হওয়ার কারণে ইমাম আযম রফউল ইয়াদাইন এর হাদিসটি গ্রহণ করেননি।

প্রিয় পাঠক, হাদিস গ্রহণের বিভিন্ন শর্তের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের যে

আলোচনা-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তা হতে প্রমাণিত হয়েছে ইমাম আযম এর মত পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ শর্ত। ইমাম বুখারি হতে শুরু করে কেহই ইমাম আবু হানিফার মত এত সমৃদ্ধ শর্ত আরোপ করতে পারেন নাই। এর কারণ হলো ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ যেভাবে মুজতাহিদ ফিল ফিকহ্ ছিলেন (ফিকহ বিষয়ে মুজতাহিদ), অনুরুপভাবে মুজতাহিদ ফিল হাদিসও (উলুমুল হাদিস বিষয়ক মুজতাহিদ) ছিলেন। ইমাম যেভাবে ফকিহগণের পথিকৃত ছিলেন, একইভাবে মুহাদ্দিসগণেরও পথিকৃত ছিলেন। এ বিষয়টিকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানি ইমাম ইবনু খালদুন মুকাদ্দিমা ইবনু খালদুন এর পৃষ্ঠায় বলেন, و يدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم ، و التعويل عليه اعتباره ردًا و قبولا .

"(উলুমুল হাদিসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফার যে কার্যক্রম লক্ষণীয়) তাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইলমুল হাদিসের বড়মাপের একজন মুজতাহিদ ছিলেন। বিভিন্ন ইমামগণের মাঝে তার মাযহাবের নির্ভরশীলতা এবং তার ফাতাওয়ার উপর আস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদিসের কোন বিষয় গ্রহণ ও বর্জন তাঁর হাদিস বিষয়ক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করত"।

ইমাম ইবনু খালদুন এর এ উক্তিটি উপরোল্লিখিত ইমাম ইবনু মাঈন এর উক্তির মতই। দু'দিগন্তের এ দু'ইমাম এর উক্তি হতেও প্রমাণিত হলো ইমাম আবু হানিফা মুজতাহিদ ফিল হাদিস ছিলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।

# ইমাম আযম ও মুসতালাহুল হাদিস

ইতিপূর্বের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয়েছে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাফিযুল হাদিস ছিলেন। এবং উলুমুল হাদিসের বিভিন্ন বিষয়ে যে মতামত তিনি দিয়েছেন তাতে এ বিষয়ে তাঁর মুজতাহিদ হওয়ার প্রমাণ মিলে। ইমাম ইবনু খালদুনও এ বিষয়ে তাঁর মুজতাহিদ হওয়ার উল্লেখ করেছেন। ইলমের প্রতিটি স্তরে যেমন ইলমুল কালাম, ইলমুল কিরাআত, ফিকহ ও ইলমুল ফিকহ, হাদিস, শরহুল হাদিস ও ইলমুল হাদিস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সকলের উপর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ফাওকিয়্যাত বা উচ্চাসন লক্ষণীয়, আর এ কারণেই তিনি একাই ইমাম আযম।

মুসতালাহুল হাদিস বিষয়েও ইমাম আযম এর বিশ্লেষণ পরবর্তীদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যারা বলেন ইমাম আবু হানিফা হাদিস জানেন না, তাদের জন্য ইহা হবে অজ্ঞানতা রোগের উপশমকারী।

নিম্নে ইমাম আযমকৃত উলুমুল হাদিসে ব্যবহৃত কিছু মুসতালাহাত বা পরিভাষা উল্লেখ করা হল।

**১। حدثني فلان و سمعت فلانا হাদিস শোনা ও শোনানোর ব্যাপারে এ দু'টি পরিভাষা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন।**

ইমাম খতিব আল বাগদাদি কিতাবুল কিফায়াহ্ ফি ইলমির রেওয়ায়াহ্ এর ২৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম লাইস বিন সা'দ বলেছেন- سمعت ابا يوسف قال : سالتُ ابا حنيفة عن رجل عرض على رجل حديثا هل يجوز يحدث به عنه ؟ قال : نعم ، يجوز أن يقول حدثني فلان و سمعت

فلانا و هذا مثل قول الرجل يقرأ عليه الصك فيقرُّ به فيجوز لك أن تقول أقرَّ عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب ، و انما سمعت " نعم ". قال ابو عبيد و كذالك قول أبي يوسف و هو قولي .

"আমি আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোক আর একজন লোকের নিকট হাদিস শোনালেন, এতে কী তাঁর থেকে হাদিস শোনা বুঝাবে ? ইমাম জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ তার জন্য حدثني فلان 'অমুক মুহাদ্দিস আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন' বলা জায়েয হবে অথবা سمعت فلانا 'আমি অমুক মুহাদ্দিস হতে হাদিস শুনেছি'। ইহা এমন লোকের মত যে তার উস্তাদের সামনে হাদিস পড়েছে আর উস্তাদ সম্মতি দিয়েছেন। তখন তার জন্য ইহা বলা জায়েয হবে যে, أقرَّ عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب 'এই কিতাবের সমস্ত হাদিস তার সামনে পড়েছি তিনি এর সম্মতি দিয়েছেন' আর আমি তার এ সম্মতি ও শিকারোক্তি শুনেছি। আবু উবাইদ বলেন, অনুরুপ ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা যা বলেছেন আমিও তাঁর সহমত পোষণ করি"।

**২। حدثنا ও أخبرنا উভয়ের একই হুকুম।**

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ حدثنا ও أخبرنا উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই, ছাত্র তাঁর উস্তাদ হতে হাদিস শোনার পর কারো নিকট বর্ণনা করার সময় حدثنا বলে বর্ণনা করতে পারে অথবা أخبرنا বলেও বর্ণনা করতে পারে উভয়ের একই হুকুম।

এ ব্যাপারে ইমাম আযম এর মত উল্লেখ করে ইমাম মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাস্‌সির আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাহ্ আত তাহাবি (২৩৯ হিজরি-৩২১ হিজরি)"আত্ তাসবিয়াতু বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া বাইনা আখবারানা ওয়া যিকরুল হুজ্জাহ্ ফিহি" কিতাবের ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- إختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم ، ويقرُّ له العالم به ، كيف يقول فيه ؟ "أخبرنا" ، أو : " حدثنا " ؟

فقالت طائفة منهم : لا فرق بين "أخبرنا" ، وبين : " حدثنا " ، و له

أن يقول : " أخبرنا " و " حدثنا " .

فممن قال ذلك بينهم : أبو حنيفة ، و مالك بن أنس ، و أبو يوسف ، و محمد بن الحسن .

١ ـ كما حدثنا بن أبي عمران ، حدثنا سليمان بن بكّار ، حدثنا أبو قطنٍ قال : قال لي أبو حنيفة : اقرأ عليَّ ، و قل : حدثني .

و قال لي مالك بن أنسٍ : اقرأ عليَّ ، و قل : حدثني .

٢ ـ و كما حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يحي بن عبد الله بن بكير قال : لما فرغنا من قرأة الموطّأ على مالك بن أنسٍ ، قام إليه رجل ، فقال له : يا أبا عبد الله ! كيف نقول في هذا ؟

فقال : إن شئتَ ، فقل : حدثني ، و إن شئتَ ، فقل : أَخْبرني ، و إن شئتَ ، فقل : أَخْبرنا .

"কোন আলেমের নিকট তার ছাত্র হাদিস পড়ার পর এবং তার উস্তাদ উহা স্বীকার করার পর ছাত্র কীভাবে বলবে ? আখবারানা অথবা হাদ্দাসানা ?

এ ব্যাপারে কারো কারো মত হচ্ছে, আখবারানা এবং হাদ্দাসানার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ইচ্ছে করলে আখবারানা বলা যায় বা হাদ্দাসানা বলা যায়।

যারা এ মত পোষণ করেন তারা হলেন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানি রাহিমাহুমুল্লাহ্ । এ ব্যাপারে দলিল হলো ঃ

১। ইবনু আবু ইমরান আমাদেরকে বলেন, সুলাইমান বিন বাক্কার আমাদেরকে বলেছেন, আবু কাতান আমাদেরকে বলেন, ইমাম আবু হানিফা আমাকে বলেছেন, তুমি আমার নিকট হাদিস পড় এবং বল হাদ্দাসানি।

২। রুহ বিন ফারজ আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বুকাইর আমাদেরকে বলেন আমরা যখন ইমাম মালিক এর নিকট মুয়াত্তা পড়া শেষ করলাম তাঁর নিকট তার এক ছাত্র আসলেন এবং বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্ (আপনার নিকট মুয়াত্তা পড়া তো শেষ করলাম, অন্যদের নিকট ইহা

বর্ণনা করার সময়) কীভাবে বর্ণনা করব ?

ইহা শুনে ইমাম মালিক বললেন, হাদ্দাসানি বলতে পার, বা আখবারানি বলতে পার, বা মন চাইলে আখবারানাও বলতে পার।

অনুরুপ ইমাম খতিব আল বাগদাদি কিতাবুল কিফায়াহ্ ফি ইলমির রেওয়ায়াহ্ এর ৩০৩ থেকে ৩০৭ পৃষ্ঠায় একাধিক স্থানে حدثنا ও أخبرنا এর ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা মত উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক ব্যতীত আর কেহই حدثنا ও أخبرنا একই অর্থে ব্যবহৃতের মত পোষণ করেন নাই। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ এবং তাঁর পরবর্তী প্রায় সকলেই শব্দ দু'টির ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছেন। আমার মতে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক এর সাথে অন্যদের মতপার্থকের কারণ হল ইনাদের মূল কাজ ছিল হাদিস হতে মাসআলা বের করা। কখনও কখনও কোন কোন ছাত্র তাদের থেকে হাদিস শোনার পর প্রশ্ন করেছেন আমরা কীভাবে ইহা বর্ণনা করব, এর উত্তরে তাদের জওয়াব ছিল উক্তরুপ। এ সমস্ত বিষয়ের ইখতিলাফ এর আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আর এর স্থানও ইহা নয়। আমার উদ্দেশ্য হল ইমাম আযম শুধু ফিকহি বিষয়েই আলোচনা-পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং হাদিসের ক্ষেত্রেও তাঁর ছাত্রদেরকে প্রয়োজণীয় মাসআলা শিক্ষা দিয়েছেন।

একটি বিষয়ে সকলকে স্মরণ রাখতে হবে, বিশেষ করে যারা ইমাম আযম এর সাথে বিদ্ধেষ পোষণ করে থাকে, চার মাযহাব এর ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং সহিহ ছয়টি হাদিসের কিতাবের ছয়জন ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনু মাযাহ্, ইমাম নাসাই, ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুমুল্লাহ্র মধ্যে ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সকলের অগ্রবর্তী। ইমাম আযম আবু হানিফা সাহাবিগণকে দেখেছেন এবং তাদের থেকে হাদিস শুনেছেন অর্থাৎ তাবেঈ ছিলেন। এ মহান মর্যাদায় উক্ত ইমামগণের কেহই ছিলেন না। তাই উলুমুল হাদিসের বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোচনা-পর্যালোচনাই হোক না কেন ইমাম আযমই এর উদ্যোক্তা ও পথ প্রদর্শক।

৩। মুনাওয়ালা (مناولة) : কোন মুহাদ্দিস তার লিখিত হাদিস সমূহ কাউকে দিয়ে যদি বলে আমার এ কিতাবে যে সমস্ত হাদিস আছে তা আমার তরফ থেকে বর্ণনা করতে পারবেন। কোন কোন মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনার এ পদ্ধতিকে উস্তাদ হতে হাদিস শোনা ( سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ) এবং উস্তাদ এর সামনে হাদিস পড়ার (قِرَأَةٌ على الشَّيْخِ) মতই। কিন্তু ইমাম আযম এবং আরো অনেকের মতে ইহা উস্তাদ হতে হাদিস শোনা এবং উস্তাদ এর সামনে হাদিস পড়ার চেয়ে নিম্ন স্তরের। এ প্রসঙ্গে ইমাম মহিউদ্দিন নববি রাহিমাহুল্লাহ্ তাকরিবুন নাওয়াবি মাআ' শরহে তাদরিবুর রাবি কিতাবের ৫৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন, والصحيح أنها منحطة عن السماع و القرأة ، و هو قول الثوري ، و الأوزاعى ، و ابن المبارك ، وابى حنيفة ، والشافعى ، و البويطى ، و المزنى ، و احمد ، و إسحاق ، و يحي بن يحي .

"সহিহ মত হচ্ছে মুনাওয়ালার দরজা উস্তাদ হতে হাদিস শোনা ( سِمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ) এবং উস্তাদ এর সামনে হাদিস পড়ার (قِرَأَةٌ على الشَّيْخِ) চেয়ে কম। আর এ মত পোষণ করেন ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আওযায়ি',ইমাম ইবনুল মুবারাক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম বুওয়াইতি, ইমাম মুযানি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইসহাক ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া"।

**৪। সিকাহ রাবির অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা (زيادة الثقة) গ্রহণযোগ্য।**

কোন ছাত্র তার উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণের পর তা বর্ণনা করার সময় এমন অতিরিক্ত বাক্যসহ উল্লেখ করলেন যেখানে অন্যান্য ছাত্রগণের বর্ণনায় উল্লেখ নেই। এ অতিরিক্ত বাক্যসহ যিনি উল্লেখ করেছেন তিনি যদি সিকাহ রাবি বা বর্ণনাকারী হন তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের রায় অনুযায়ী এ অতিরিক্ত বর্ণনা (زيادة الثقة) গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য একটি হাদিসের উল্লেখ করা হল।

ইমাম মুসলিম তার সহিহ মুসলিম এর কিতাবুস সালাত এর التشهد فى الصلاة অধ্যায়ে, ইমাম আবু দাউদ সুনান আবু দাউদের দ্বিতীয় খণ্ডের (তাহকীক সুয়াইব আল আরনাউত্ব) ২২০-২২১ পৃষ্ঠায় "আত তাশাহ্হুদ

অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدرى ومحمد بن عبدالملك الاموى( واللفظ ) لابى كامل قالوا حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن يونس بن زبير عن حطان بن عبدالله الرقاشى قال: صليت مع أبى موسى الأشعرى صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة ؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة و سلم إنصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا و كذا ؟ فأرم القوم : فقال لعلك يا حطان قلتها؟ قال ما قلتها ولقد رهبت إن تبكعنى بها. فقال رجل من القوم : أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى رضى الله عنه أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم أن رسول الله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال " غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا والركعوا فإن الإمام يركع قبلكم و يرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك و إذا قال سمع الله لمن حمدة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد سمع الله لكم فإن الله تعالى قال:على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم سمع الله لمن حمدة و إذا كبر و سجد فكبروا و السجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم و يرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من اول قول احدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

“সাঈদ বিন মানসুর, কুতাইবা বিন সাঈদ, আবু কামিল আল জাহদারী ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালেক আল উমাবী (এ হাদীসের শব্দ সমূহ আবু কামিল এর) ইনারা সকলেই বলেন, আবু আওয়ানা আমাদের নিকট কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন কাতাদা ইউনুস বিন যুবাইর হতে তিনি হিওান বিন আব্দুল্লাহ আর রাকাশী হতে, হিওান বিন আব্দুল্লাহ অররাকাশী বলেন, আমি আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সাথে সালাত (নামাজ) আদায় করলাম, তিনি যখন তাশাহহুদে বসলেন, জামাআতের মধ্য হতে এক লোক বলে ওঠলো,

কল্যাণ ও পবিত্রতার সাথে সালাত আদায় করা হয়েছে, হিওান বলেন আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু সালাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এরুপ এরুপ বলেছে ? সকলেই চুপ করে রইলো, তিনি পূনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এরুপ এরূপ বলেছে, এবারও সকলে নিরুত্তর রইলো, অতঃপর আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন সম্ভবত তুমি বলেছ হে হিওান। তিনি বললেন, আমি বলিনি তবে আমার ভয় হচ্ছিল এ ভেবে যে, আপনি রেগে যান কিনা ? এমন সময় মুসল্লিদের মধ্য হতে একজন বললো আমি বলেছি, তবে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অতঃপর, আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা তোমাদের সালাতের ব্যাপারে কী বলবে তাও কি জান না ? রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন, আমাদেরকে সুন্নাত সম্পর্কে স্পষ্টকরে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন সালাত আদায় করবে প্রথমে কাতার ঠিক করে নিবে, অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে একজন ইমামতি করবে, এরপর যখন ইমাম তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবির বলবে, আর ইমাম যখন (সূরা ফাতিহা পড়বে এবং) গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বোয়াল্লিন ( এ এসে পৌঁছবে) তখন তোমরা বলবে আমিন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আহবানে সারা দিবেন। ইমাম যখন রুকুতে যাবে তোমরাও রুকুতে যাবে কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকুতে যাবে। আর তোমাদের পূর্বেই রুকু হতে উঠবে। রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কিছু সময় বিলম্ব করা, ইমামের রুকু ও তাকবিরের সমান গণ্য হবে। সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে, তোমরা তখন আল্লাহুমা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহু তাবারাকা ওয়ালা তায়ালা তাঁর নবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে বলেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। সে তাকবির বলবে এবং সিজদায় যাবে, তোমরাও তার সাথে তাকবির বলে সিজদায় যাবে, কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদায় যাবে

এবং তোমাদের আগে সিজদা থেকে উঠবে। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের তাকবির ও সিজদাহ ইমামের পরে হবে। যখন তোমরা বসবে, তোমাদের প্রথম পাঠ হবে, আত্তাহিয়্যাতু আত্তাইয়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ্য ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস ছালিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু"।

ইমাম মুসলিম আরও উল্লেখ করেছেন حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابو اسامة حدثنا سعيد بن ابى عروبة ح وحدثنا ابو غسان المسمعى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابى ح و حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمى كل هؤلاء عن قتادة فى هذا الإسناد بمثله وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة " و إذا قرأ فانصتوا" .

"আবু বকর বিন আবু শায়বা আমাদেরকে বলেন, আবু উসামাহ আমাদেরকে বলেন, সাঈদ বিন আবু আরুবাহ আমাদেরকে বলেন, অনুরুপভাবে আবু গাসসান আল মিসমাঈ আমাদেরকে বলেন, মুআজ বিন হিশাম আমাদেরকে বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে বলেন, অন্য বর্ণনায় ইসহাক বিন ইব্রাহীম আমাদেরকে বলেন, জরির সুলায়মান আততাইমী হতে আমাদেরকে বলেন, উক্ত সাঈদ বিন আবু আরুবাহ, হিশাম এবং সুলায়মান আত তাইমী ইনারা সকলে কাতাদা হতে এই সনদে অনুরুপ বর্ণনা করেন। কিন্তু জরির হাদিসটি সুলায়মান আততাইমী হতে তিনি কাতাদা হতে وإذا قرأ فانصتوا এ বাক্যটি অতিরিক্তি সহ বর্ণনা করেন"।

এ হাদিসের বর্ণনাকারী ইমাম সুলাইমান আত তাইমি সকলের মতেই সিকাহ। তাই তার এ অতিরিক্ত বর্ণনা ইমাম আবু হানিফা সহ মুহাক্কিক ইমামগণের মতে গ্রহণীয়।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ আল নুকাত আলা কিতাবে ইবনুস সালাহ কিতাবের ৬৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- الذي فصله إمام الحرمين في البرهان فقال : بعد أن حكى عن الشافعي

و أبي حنيفة - رضي الله عنهما – " قبول زيادة الثقة ، فقال : هذا عندي فيما إذا سكت الباقون ، فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم فهذا يوهن قول قائل الزيادة .

"ইমামুল হারামাইন তার আল বুরহান কিতাবে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুমাল্লাহ্র নিকট রাবির যিয়াদাতুস সিকাহ্ গ্রহণীয়, ইহা উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করে বলেন, আমার মতে ইহা তখনই গ্রহণযোগ্য যখন অন্যরা মৌনতা অবলম্বন করবেন, অন্যরা যদি স্পষ্টভাবে দলিলসহ এ অতিরিক্ত শব্দের বিরোধিতা করে, তাহলে এ অতিরিক্ত শব্দ সমূহ দ্বঈফ হিসেবে পরিগণিত হবে"।

ইমাম বদরুদ্দিন যারকাশি আন নুকাতু আ'লা মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ কিতাবের ২ খন্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, و إليه ذهب كافة المحقِّقين ، منهم أبو حنيفة . "যিয়াদাতুস সিকাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুহাক্কিক ইমামগণ মত পোষণ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা তাদের মধ্যে একজন"।

সমস্ত মুহাক্কিক ইমামগণের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নামও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সমস্ত মুহাক্কিক ইমামগণের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানিফাই প্রথম, যিনি এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন এবং অন্যান্যগণ তার অনুসরণ করেছেন।

# ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল

ইতিপূর্বে আলোচিত হাদিসের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, রিজালশাস্ত্র তথা ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিলেও ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ অগ্রগামী ছিলেন। ফলে একদিকে তাঁর মুজতাহিদ ফিল হাদিস হওয়ার বিষয়টি যেমন আরো জোড়ালো হল, অন্যদিকে যারা বলে ইমাম আবু হানিফা হাদিস জানতেন না বা হাদিস বিষয়ে তেমন ইলম তাঁর নেই তাদের অজ্ঞানতা প্রমাণিত হল।

উলুমুল হাদিস এর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়েই ইমাম আযমের জানা ছিল এবং মতামতও ছিল। আল্লামা আশ শায়খ তাহির বিন ছালেহ বিন আহমাদ আল জাযায়েরি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "কিতাবু তাওযিহুন নযর ইলা উসুলিল আসার" কিতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় উলুমুল হাদিস সম্পর্কিত ৫২টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। হাদিস বিষয়ে আলোচনা ও মন্তব্য করতে হলে একজন মুহাদ্দিসের জন্য এ সমস্ত বিষয়ের ইলম থাকা আবশ্যক। তবে সময়ের ও পরিস্থিতির ব্যবধানে সকলের জন্য সমভাবে এ সমস্ত বিষয়ের বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। কেননা তাবে তাবেঈগণ এমন অনেক বিষয়ের সম্মুখিন হয়েছেন যে বিষয়ের সম্মুখিন তাবেঈগণ হন নাই। আবার তাবে তাবেঈগণের পরবর্তী সময়ে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এবং প্রশার লাভ করেছে যা তাদের পূর্ববর্তীগণের সময়ে অনুপস্থিত ছিল। হাদিসের বর্ণনাকারীগণের (রাবি) দোষ-গুণ ( আল জারহু ওয়াল তা'দিল ) এ সমস্ত বিষয় সমূহের অন্যতম। তিনশত হিজরি অর্থাৎ ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনু মাযাহ, ইমাম তিরমিযির সময়ে রাবিগণের দোষ-ত্রুটি যতটা প্রকট ছিল ১০০-১২০ হিজরির

দিকে ততটা ছিলনা। ইমাম আযমের সময়ের ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এবং ইমাম দারাকুতনির সময়ের ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর ক্ষেত্র এক নয়। এ সমস্ত বিষয়গুলো একজন লিখক-গবেষক যদি খতিয়ে না দেখেন, গভীরে প্রবেশ না করেন, চিন্তার উৎকর্ষতাকে বৃদ্ধি না করেন তাহলে সঠিক মনজিলে পৌঁছা তার জন্য একদিকে দূরহ হবে, অন্যদিকে তার বিভ্রান্তের সাথে সাথে অন্যরাও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক লিখক আছেন যারা প্রাথমিক যুগের বিশেষ করে ইমাম আযম এর সময়ে সংঘঠিত কোন কোন বিষয়কে পরবর্তী পর্যায়ের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। ইমাম আযম এর মুআ'মালাত ছিল তাবেঈগণকে নিয়ে। তখনও রাবিগণের মধ্যে মিথ্যা ও অনৈতিকতার প্রশারতা ছিলনা। যা ছিল তা একবারেই সীমিত পর্যায়ের।

আল্লামা জাযায়েরি উলুমুল হাদিসের যে ৫২ টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর দ্বারা হাদিস বর্ণনার অবস্থা বুঝা যায়। ইলমুল জারহি হলো এমন ইলম যা রাবির দোষকে প্রকাশ করে, ফলে সনদটি পরিত্যাগ করে দেয়। আর তা'দিল রাবির সিকাহ হওয়া প্রমাণ করে, ফলে সনদটি দলিলযোগ্য হয়। এ দু'টোর একত্র নাম হলো ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল, ইহার আর এক নাম ইলমুল রিজাল। উলুমুল হাদিসের অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও যে ইমাম আযম বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন তা-ই এখানে প্রমাণিত হবে।

হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আযম এর সনদ যাচাই-বাছাই ছিল সর্ব্বোচ পর্যায়ের। ইমাম তিরমিযিকৃত আল জামে' আত তিরমিযির বর্ণনাটি ইহাই প্রমাণ করে। ইমাম তিরিমিযি আল জামে আল তিরমিযির কিতাবুল ইলালে উল্লেখ করেছেন, حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو يحي الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول : ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجُعفِي ، و لا افضل من عطاء بن أبي رباح .

"মাহমুদ বিন গাইলান আমাদেরকে বলেন, আবু ইয়াহ্ইয়া আল হিম্মানি আমাদেরকে বলেছেন, আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "আমি

জাবির আল জুফি হতে মিথ্যাবাদি আর কাউকে দেখি নাই, আর আতা বিন আবু রাবাহ্ হতে উত্তম কাহাকেও দেখি নাই"।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র এ উক্তিটি ইমাম তিরমিযি তার আল জামে আল তিরমিযিতে সহিহ ও মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করেছেন। এ সনদের প্রত্যেক রাবিই সিকাহ্। ইমাম আযম বলেছেন

**ইহার রাবি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।**

## মাহমুদ বিন গাইলান

ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান রাহিমাহুল্লাহ্ ২৩৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মিয্‌যি রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২৭ খন্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قال النسائي : ثقة . و ذكره ابن حبان في كتا ب " الثقات "

"ইমাম নাসাই মাহমুদ বিন গাইলানকে সিকাহ বলেছেন এবং ইমাম ইবনু হিব্বান তার কিতাবুস সিকাত এ মাহমুদ বিন গাইলান এর নাম উল্লেখ করেছেন"।

অনুরূপ ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তাহ্‌যিবুত্তাহ্‌যিব কিতাবের ৬ খন্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করেছেন মাহমুদ বিন গাইলান সিকাহ্ ছিলেন।

## আবু ইয়াহ্‌ইয়া আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান আল হিম্মানি

আবু ইয়াহ্‌ইয়া আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান আল হিম্মানি ২০২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস ইমাম বুখারি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি ও ইমাম ইবনু মাযাহ্ তাদের কিতাব সমূহে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মিয্‌যি রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ১৬ খন্ডের ৪৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন আবু ইয়াহ্‌ইয়া আল হিম্মানি ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম মিয্‌যি রাহিমাহুল্লাহ্ আরো উল্লেখ করেছেন, قال عبد الله بن

أحمد الدروقي ، عن يحي بن معين: يحي بن عبد الحميد الحماني ثقة وأبوه ثقة.

"আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ আদ দারুকি বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল হামিদ আল হিম্মানি সিকাহ্ আর তার পিতাও সিকাহ"।

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাহ্যিবুত্তাহ্যিব কিতাবের ৩ খন্ডের ৭৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান আল হিম্মানি সিকাহ ছিলেন।

## ইমাম আযম এর উক্ত উক্তির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম বলেছেন "আমি জাবির আল জুফি হতে মিথ্যাবাদি আর কাউকে দেখি নাই, আর আতা বিন আবু রাবাহ্ হতে উত্তম কাহাকেও দেখি নাই"। এ কথাটি কী শুধু জাবির আল জু'ফির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? মোটেই নয়, বরং ইমাম আযম হাদিসের রাবিগণের দোষ-গুণ সর্ম্পকে অবহিত ছিলেন। যেমন শিয়াদের থেকে হাদিস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যে সকল রাবিগণের দোষ-গুণ (ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল) বিষয়ে ইমাম আযম মতামত ব্যক্ত করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

## ইমাম আযম যাদেরকে দ্বঈফ বলেছেন

### ১। জাবির আল জুফি'

বিখ্যাত ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও রিজালশাস্ত্রবিদ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল এর অন্যতম আলোচক। দ্বিতীয় হিজরি শতকের শুরু থেকেই যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল এর ব্যাপারে প্রয়োজণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, দ্বঈফ এবং মিথ্যা বর্ণনা হতে হাদিসকে সহিহ ও সঠিক মানে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, তাদের জীবনী উল্লেখ করে কিতাব লিখেছেন।

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্-র ذِكْرُ مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيْلِ কিতাবটি মুহাক্কিক আলেম আশ শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ্ আবু গুদ্দাহ্

রাহিমাহুল্লাহ্ আরবাউ' রাসায়িল ফি উলুমিল হাদিস এ শামিল করেছেন। এ কিতাবের ১৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, ثم كان في المئة الثانية في اوائلها جماعة من الضعفاء من اوساط التابعين و صغارهم ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم ، أو لبدعة فيهم كعطية العوفي و فرقد السبخي و جابر الجعفي وابي هارون العبدي ، فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين و مئة ، تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق الضعيف ، فقال أبو حنيفة : ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجُعفِي و ضعف الأعمش جماعة و وثق آخرين و انتقد الرجال شعبة و مالك .

"অতঃপর দ্বিতীয় হিজরি সনের শুরুতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কিছু সংখ্যক দ্বঈফ রাবির আবির্ভাব হয়, যাদের মধ্যে একদিকে হিফজ শক্তির দূর্বলতা অন্যদিকে বিদআতি ফিরকার সংশ্রব এ দুয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। তারা হল আতিয়া আল আওফি, ফারখাদ আস সাবখি, জাবির আল জু'ফি ও আবু হারুন আল আবদি। তারপর ১৫০ হিজরির মধ্যে যে সকল তাবেঈগণ দুনিয়া হতে বিদায় নেন এ সমস্ত রিজাল বিশেষজ্ঞ তাবেঈগণ সিকাহ্ ও দ্বঈফ সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বলেন, "আমি জাবির আল জুফি হতে মিথ্যাবাদি আর কাউকে দেখি নাই" ইমাম আমাশ আনেক রাবিকে দ্বঈফ বলেছেন, আবার অনেককে সিকাহ সাবিত করেছেন, ইমাম শোবা এবং ইমাম মালিকও অনেক রাবির সমালোচনা করেছেন"।

অনুরুপ ইমাম সাখাবিও ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-কে ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম সাখাবি তার " আলই'লানু বিত তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন, و لا يكاد يوجد في القرن الأول الذى انقرض في الصحابة و كبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعور والمختار الكذاب ، فلما مضى القرن الاول ودخل الثاني كان فى اوائله من اوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم و ضبطهم للحديث فتراهم يرفعون الموقوف و يرسلون كثيرا و لهم غلط كابى هارون العبدى ، فلما كان عند آخرهم عصر التابعين و هو حدود الخمسين و مئة

تكلم فى التوثيق و التجريح طائفة من الأئمة فقال أبو حنيفة : ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجُعفِي و ضعف الأعمش جماعة و وثق آخرين و نظر فى الرجال شعبة و مالك .

"হিজরি প্রথম শতক হলো সাহাবা-ই-কিরাম ও প্রথম স্তরের তাবেঈগণের যুগ। সে সময় দু'একজন ব্যতীত হাদিসের দ্বঈফ বর্ণনাকারী ছিলনা। যেমন হারিস আল আওয়ার এবং চরম মিথ্যাবাদি মুখতার আল সাকাফি। হিজরি প্রথম শতক শেষে এবং দ্বিতীয় শতকের শুরুতে দ্বিতীয় স্তরের তাবেঈগণের অনেকেই দ্বঈফ রাবি হিসেবে সাব্যস্ত হয়। তাদের এ দ্বঈফ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাদিস স্মরণ না রাখতে পারার কারণে। তাই দেখা যায় তারা মওকুফ হাদিসকে মরফু' হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে এবং মুত্তাসিল হাদিসকে মুরসাল হিসেবে বয়ান করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের অনেক ভূল হয়েছে, যেমন আবু হারুন আল আবদি। আর তাবেঈগণের শেষ পর্যায়ে যা ১৫০ হিজরি পর্যন্ত ইমামগণের অনেকেই জরাহ্ ও তা'দিল এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বলেন, "আমি জাবির আল জুফি হতে মিথ্যাবাদি আর কাউকে দেখি নাই" ইমাম আমাশ অনেক রাবিকে দ্বঈফ বলেছেন, আবার অনেককে সিকাহ সাবিত করেছেন, ইমাম শোবা এবং ইমাম মালিকও অনেক রাবির সমালোচনা করেছেন"।

ইমাম আব্দুল কাদির বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নসরুল্লাহ্ আল কুরাশি আল হানাফি রাহিমাহুল্লাহ্ (জন্ম ৬৯৬, মৃত্যু ৭৭৫ হিজরি) "আল জাওয়াহিরুল মুদ্বিআ' ফি তাবাকাতিল হানাফিয়া" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- اعلم أن الإمام أبا حنيفة قد قُبِلَ قوله فى الجرح و التعديل ، و تلقوه عنه علماء هذا الفن و عملوا به ، كتلقيهم عن الإمام احمد والبخاري و ابن معين و ابن المدينى و غيرهم من شيوخ الصنعة ، و هذا يدلك على عظمته و شأنه ، وسعة علمه و سيادته .

"জেনে রাখুন, ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা যে সমস্ত রায় দিয়েছেন আলেমগণ তা কবুল করে নিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারি, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ইমাম আলি বিন মাদিনি প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ হতে আলেমগন ইহা যেভাবে লাভ করেছেন, ইমাম আবু

হানিফা হতে একইভাবে গ্রহণ করেছেন। ইহা হতে ইমাম আযম এর মর্যাদা ইলমি ব্যাপকতা ও নেতৃত্ব প্রমাণিত হলো"।

ইমাম আব্দুল কাদির আল কুরাশি "আল জাওয়াহিরুল মুদ্বিআ' ফি তাবাকাতিল হানাফিয়া" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- و

رويتا في " المدخل لمعرفة دلائل النبوة " للبيهقى الحافظ ، بسنده عن عبد الحميد الحمانى ، سمعت أبا سعد الصغانى ، و قام إلى أبى حنيفة، فقال : يا أبا حنيفة ، ما تقول فى الأخذ عن الثوري ؟ فقال : اكتب عنه ، فإنه ثقة ، ما خلا أحاديث أبى إسحاق عن الحارث ، و حديث جابر الجعفى.

و قال أبو حنيفى : طلق بن حبيب كان يرى القدر .

و قال أبو حنيفى : زيد بن عياش ضعيف .

"ইমাম বাইহাকির আল মাদখাল লি মারিফাতি দালায়িলিন নবুওয়া কিতাবে দেখেছি তিনি আব্দুল হামিদ বিন আব্দুর রহমান আল হিম্মানি-র সনদে বর্ণনা করেছেন, আল হিম্মানি বলেন আমি আবু সাদ আস সাগানি হতে শুনেছি তিনি ইমাম আবু হানিফার নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন হে আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি হতে হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? তিনি বললেন, তার থেকে যে হাদিস গ্রহণ করে সে সিকাহ। তবে হারিস হতে আবু ইসহাক বর্ণিত হাদিস এবং জাবির আল জুফি' বর্ণিত কোন হাদিস গ্রহণ করবে না।

ইমাম আবু হানিফা আরো বলেন, তালক বিন হাবিব এর বর্ণনা গ্রহণ করবে না, সে কাদারিয়া মতবাদে বিশ্বাসি।

ইমাম আবু হানিফা আরো বলেন, যায়দ বিন আয়াশ বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করবে না, কেননা সে দ্বঈফ"।

ইমাম ইবনু হিব্বান সহিহ ইবনু হিব্বান এর তৃতীয় খন্ডের ২৭৩ উল্লেখ করেছেন, و اخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة ، قال : حدثنا أحمد بن ابى الجوارى ، قال سمعت أبا يحي الحمانى يقول : سمعت ابا

حنيفة يقول : ما رايت فيمن لقيت افضل من عطاء بن ابى رباح ، و لا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجُعفِي ، ما أتيته بشيئ قط من رائى الا جاء فيه بحديث و زعم أن عنده كذا كذا الف حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينطق بها ، فهذا أبو حنيفة يجرّح جابرًا الجعفى و يكذِّبه.
"রিক্কা নামক স্থাণে হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ কাত্তান আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন আবু জাওয়ারি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আবু ইয়াহ্ইয়া আল হিম্মানি হতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের কাউকেই আতা বিন আবু রাবাহ হতে উত্তম দেখি নাই। আর জাবির আল জুফি' হতে মিথ্যাবাদী কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। শরঈ বিষয়ে আমি যখনই কোন মাসআলা বয়ান করতাম আমার রায় পেশ করতাম এর বিপক্ষে সে বানিয়ে হাদিস পেশ করত। আর সে মনে করত তার নিকট এ সমস্ত বিষয়ে অনেক হাদিস আছে। ইমাম আবু হানিফাই তার মিথ্যাবাদিতার দোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন"।

উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, فهذا أبو حنيفة يجرّح جابرًا الجعفى و يكذِّبه. "আবু হানিফাই জাবির আল জুফি'র মিথ্যাবাদিতার দোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন"। বড় বড় মুহাদ্দিসগণের অনেকেই জাবির জুফিকে হাদিসে সত্যবাদী বলেছেন। জাবির জুফি ১২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করে। ইমাম শোবা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরি তাকে সিকাহ বলেছেন। যারা তাকে সিকাহ বলেছেন তাদের নিকট জাবির জুফির মিথ্যাচার প্রকাশ পায় নাই। তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ৪ খন্ডের ৪৭০ প্রষ্ঠায় উল্লেখ আছে, كان يشتم اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم . "সে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণকে গালি দিত। ইমাম আযমই প্রথম জাবির জুফিকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অখ্যায়িত করেন। তারপর ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সহ অধিকাংশই তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম ইবনু হাযাম আল জাহেরি তার আল মুহাল্লা কিতাবের ১৩ খন্ডের ৩৫২ পৃষ্ঠায় বলেন, جابر الجعفي كذّاب ،و اول من شهد عليه بالكذب ابو حنيفة .

"জাবির আল জুফি' মিথ্যাবাদী, ইমাম আবু হানিফাই প্রথম তার মিথ্যাবাদিতার তকমা লাগান (প্রমাণ দেন)"।

জাবির জুফি সম্পর্কে ইমাম আযম এর উক্তি যা মুত্তাসিল ও সহিহ সনদে ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ তার জামে' আত তিরমিযিতে উল্লেখ করেছেন। সকল মুহাদ্দিস ও ফকিহগণই ইহা সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম হাফিয আবু বকর বিন হুসাইন বিন আলি আল বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ্ (জন্ম-৩৮৪, মৃত্যু-৪৫৮ হিজরি) তার "কিতাবুল কিরাআতি খালফাল ইমাম" এর ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন, ولو لم يكن أبي حنيفة رحمه الله لكفاه في جرح جابر الجعفي إلا قول به شرًّا فإنه رآه و جربه و سمع منه ما يوجب تكذيبه فأخبر به ، و ذلك فيما أخبرنا أبو سعد الماليني أنا ابو أحمد لن عدي الحافظ نا الحسن بن عبد الله بن القطان نا أحمد بن ابى الحوارى ، قال سمعت أبا يحي الحمانى يقول : سمعت ابا حنيفة يقول : ما رايت فيمن لقيت افضل من عطاء بن ابى رباح ، و لا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجُعفِي ، ما أتيته بشيئ قط من رائى الا جاء فيه بحديث و زعم أن عنده كذا كذا الف حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يظهرها.

"জাবির আল জুফির মিথ্যার দোষে দোষান্বিত হওয়ার ব্যাপারে অন্য কারো মত যদি নাও থাকে তাতে সমস্যা নেই, বরং তার দোষ সাবিত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র মতই যথেষ্ট। কেননা তিনি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন, যাচাই-বাছাই করেছেন, তার থেকে হাদিস শুনেছেন এবং তার কর্মকান্ডে যে মিথ্যাচার পেয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন। ইহা হলো আবু সা'দ আল মালিনি আমাদেরকে বলেন, আবু আহমাদ বিন আদি আমাদেরকে বলেছেন, হাসান বিন আব্দুল্লাহ্ কাত্তান আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন আবু হাওয়ারি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আমি আবু ইয়াহ্ইয়া

আল হিম্মানি হতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের কাউকেই আতা বিন আবু রাবাহ হতে উত্তম দেখি নাই। আর জাবির আল জুফি' হতে মিথ্যাবাদী কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। শরঈ বিষয়ে আমি যখনই কোন মাসআলা বয়ান করতাম আমার রায় পেশ করতাম এর বিপক্ষে সে বানিয়ে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে হাদিস পেশ করত। আর সে মনে করত তার নিকট এ সমস্ত বিষয়ে অনেক হাদিস আছে যা এখন পর্যন্ত প্রকাশ পায় নাই"।

ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল ফিকহি কোন বিষয় নয়, ইহা হাদিস সংশ্লিষ্ট বিষয়। ইমাম বাইহাকির উক্তি 'জাবির আল জুফির মিথ্যার দোষে দোষান্বিত হওয়ার ব্যাপারে অন্য কারো মত যদি না-ও থাকে তাতে সমস্যা নেই, বরং তার দোষ সাবিত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র মতই যথেষ্ট। কেননা তিনি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন, যাচাই-বাছাই করেছেন, তার থেকে হাদিস শুনেছেন এবং তার কর্মকান্ডে যে মিথ্যাচার পেয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন'।

ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্ত উক্তি হতে প্রমাণিত হচ্ছে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিসের রিজাল শাস্ত্রের তথা ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর ইমাম ছিলেন এবং সকলের অগ্রণী ছিলেন। আর অন্যদের তুলনায় তাঁর মতই অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য প্রাপ্ত।

জাবির বিন ইয়াযিদ আল জুফি' ছাড়াও ইমাম আযম জাদেরকে দ্বঈফ বলেছেন নিম্নে তাদের আলোচনা করা হল।

## ২। যায়দ বিন আয়াশ (زيد بن عياش)

যায়দ বিন আয়াশ এর ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম দ্বারাকুতনি সিকাহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা তাকে মজহুল বলেছেন।

ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি তাহযিবুত তাহযিব এর ২ খন্ডের

৫৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أبو حنيفة : مجهول "ইমাম আবু হানিফা বলেছেন,যায়দ বিন আয়াশ মজহুল (অপরিচিত)।

অনুরূপ ইমাম ইবনু হাযম বলেছেন, যায়দ বিন আয়াশ মজহুল (অপরিচিত)।

ইমাম ইবনু হাযার আরো বলেন والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش . "ইমাম বুখারি ও মুসলিম যায়দ বিন আয়াশ এর মজহুল হওয়ার আশঙ্কায় তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেন নাই"।

ইমাম আবুল মুজাফ্ফার ইউসুফ বিন ফারগালি (জন্ম-৫৮১, মৃত্যু-৬৫৪ হিজরি), তিনি ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ্‌র নাতি) তার "আল ইসারুল ইনসাফ ফি আসারিল খিলাফ" কিতাবের ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أبو حنيفة رضي الله عنه : هو مجهول . و ضعفه ابن المبارك ، و الثوري ، و البخاري .

"ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, যায়দ বিন আয়াশ মজহুল। ইমাম ইবনুল মুবারাক, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি এবং ইমাম বুখারি তাকে দ্বঈফ বলেছেন"।

## ৩। মুজালিদ বিন সাঈদ আল হামদানি

মুজালিদ বিন সাঈদ আল হামদানি ১৪৪ হিজরি-তে ইন্তেকাল করেন। তাকে কেহ কেহ সিকাহ বলেছেন, আবার অনেকে দ্বঈফ বলেছেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম আব্দুর রহমান আল মাহদি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুমুল্লাহ্ মুজালিদ বিন সাঈদ আল হামদানিকে দ্বঈফ বলেছেন। আমর বিন আবিদ ১৪৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইহা তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল এর এর ২৭ খন্ডের ২১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

ইমাম ইবনু হাযম জাহিরি তার আল মুহাল্লা কিতাবের ৫ খন্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন- مجالد ضعيف ، اوّل من ضعّفه ابو حنيفة. "মুজালিদ দ্বঈফ ছিলেন,ইমাম আবু হানিফাই তাকে সর্বপ্রথম দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন

## ৪। আমর বিন উবাইদ

আমর বিন উবাইদ ১৪৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আব্দুল কাদির আল কুরাশি "আল জাওয়াহিরুল মুদ্বিআ' ফি তাবাকাতিল হানাফিয়া" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন - و قال ابو حنيفة : لعن الله عمرو بن عُبيد ، فإنه فتح للناس إلى علم الكلام .

"ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমর বিন উবাইদ এর উপর আল্লাহ্ তায়া'লার লানত, কেননা সে মানুষের জন্য (বিদআতি) ইলমুল কালাম এর দরজা খুলে দিয়েছে"।

ইমাম মিয্যি রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২২ খন্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আমর বিন আলি বলেছেন আমর বিন উবাইদ মাতরুকুল হাদিস এবং একজন বিদআতি। তিনি আরো বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ প্রথমে আমর বিন উবাইদ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন, এরপর তার থেকে হাদিস গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম মিযযি আরো বলেছেন, و قال أبو داوٗد الطيالسي عن شعبة ، عن يونس بن عبيد : كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث .

"ইমাম আবু দাউদ আত তায়ালিসি ইমাম শোবা হতে তিনি ইউনুস বিন উবাইদ হতে বলেন, আমর বিন উবাইদ হাদিসে মিথ্যাবাদি"।

## ৫। জাহম বিন সুফিয়ান ও মুকাতিল বিন সুলাইমান

জাহম বিন সুফিয়ান ও মুকাতিল বিন সুলাইমান উভয়েই বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী। জাহম বিন সুফিয়ান জাহমিয়া আকিদার প্রতিষ্ঠাতা আর মুকাতিল বিন সুলাইমান মুজাস্সামা আকিদার প্রতিষ্ঠাতা। উভয়ের আকিদা পরস্পর বিপরীত। জাহমিয়াদের আকিদা হলো আল্লাহ্ তায়া'লার কোন সিফাত নেই, আর মুজাস্সামিয়াদের আকিদা হলো আল্লাহ্ তায়া'লার সিফাত মাখলুকের মতই।

ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাহযিবুত তাহযিব কিতাবের ৬ খন্ডের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইসহাক বিন ইব্রাহিম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, أتان من المشرق رأيان خبيثان

جهم معطل مقاطل مشبّه .
"আমাদের নিকট পূর্বদিক থেকে দু'টি খবিস মত এসেছে একটি জাহম মুআত্তাল দ্বিতীয়টি মুকাতিল মুশাব্বাহ"।

মুহাম্মাদ বিন সামাআহ্ ইমাম আবু ইউসুফ হতে বলেন, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, أفرط جهم في النفي حتى قال إنه ليس بشئي و أفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه .
"আল্লাহ্ তায়া'লার সিফাত এর ব্যাপারে জাহম এর বাড়াবাড়ি এতটাই ছিল যে, সে সমস্ত সিফাতকেই অস্বীকার করে। আর মুকাতিল আল্লাহ্ তায়া'লার সিফাত সাবিত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি এতটাই করে যে আল্লাহ্ তায়া'লাকে তার মাখলুকের পর্যায়ে নিয়ে আসে"।

আলি বিন খাশরাম ইমাম ওয়াকি হতে বলেন, ইমাম ওয়াকি বলেছেন, আমরা মুকাতিল এর নিকট যাওয়ার মনস্থ করলাম সে আমাদের এখানেই চলে এলো, তারপর তার সাথে দেখা করতে গেলাম, দেখি সে একজন মিথ্যাবাদী। তাই তার থেকে কিছুই গ্রহণ করি নাই।

# ইমাম আযম যাদেরকে সিকাহ্ বলেছেন

ইতিপূর্বে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিসের রাবিগণের জরাহ্ অর্থাৎ যে সমস্ত হাদিস বর্ণনাকারীগণকে দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাদের সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। এখন যে সমস্ত রাবিগণের আদালত তথা সিকাহ্ হওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো।

ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ্র তা'দিল বা সিকাহ্ হওয়ার প্রসঙ্গে ইমাম আযমের মত কী ছিল তার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। নিম্নে অন্যান্যদের ব্যাপারে তার আলোচনা করা হল।

## ১। ইমাম সুফিয়ান সাওরি

ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদের ১০ খন্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযিয বিন আবু রিযমাহ্ বলেন আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি তিনি বলেন, جاء رجل إلى أبي حنيفة ، فقال : ألا ترى ما يروي سفيان ؟ فقال أبو حنيفة : أتأمرني أن أقول إن سفيان يكذب في الحديث ؟ لو أن سفيان كان في عهد إبراهيم لاحاج الناس إليه في الحديث .

"এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার নিকট এসে জিজ্ঞেস করল আপনি সুফিয়ান সাওরির হাদিস বর্ণনা প্রসঙ্গে কী মত পোষণ করেন ? ইমাম আযম বললেন, তুমি কী এই বলতে নির্দেশ দিচ্ছ যাতে আমি এ কথা বলি তিনি হাদিসের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেন ? মনে রেখ, সুফিয়ান যদি ইব্রাহিম নখঈ'র যামানায় থাকত তাহলে লোকেরা সুফিয়ান সাওরির নিকটই হাদিস শোনার জন্য ভির জমাত"।

ইমাম হাফিয আবু বকর বিন হুসাইন বিন আলি আল বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ্ (জন্ম-৩৮৪, মৃত্যু-৪৫৮ হিজরি) তার "কিতাবুল কিরাআতি খালফাল ইমাম" এর ১৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন, بسنده عن عبد الحميد الحمانى ، سمعت أبا سعد الصغانى يقول : جاء رجل إلى أبى حنيفة، فقال : يا أبا حنيفة ، ما ترى فى الأخذ عن الثوري ؟ فقال : اكتب عنه ، فإنه ثقة ، ما خلا حديث أبى إسحاق عن الحارث عن علي ، و حديث جابر الجعفى.
"আব্দুল হামিদ আল হিম্মানির সনদে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু সা'দ আস সাগানি হতে শুনেছি তিনি বলেন, এক লোক ইমাম আবু হানিফার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন হে আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি হতে হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? তিনি বললেন, তার থেকে যে হাদিস গ্রহণ করে সে সিকাহ। তবে হারিস হতে আবু ইসহাক বর্ণিত হাদিস এবং জাবির আল জুফি' বর্ণিত কোন হাদিস গ্রহণ করবে না"।

## ২। ইমাম হামযা বিন হাবিব আল যাইয়াত

ইমাম হামযা বিন হাবিব আল যাইয়াত ১৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইলমুল ক্বিরাআতের সাত কারির একজন। কোন কোন ইমাম তার জরাহ্ প্রকাশ

করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা জোড়ালোভাবে বলেছেন, হামযা বিন হাবিব সিকাহ ছিলেন।

ইমাম জালালুদ্দিন মিয্যি রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ৭ খন্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, : و قال ابو حنيفة غلب حمزة الناس على القرن و الفرائض .

"ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হামযা বিন হাবিব আল কুরআন ও ইলমুল ফারায়েজে অন্যদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন"।

উক্ত কিতাবের ৩১৬ পৃষ্ঠায় ইমাম মিযযি উল্লেখ করেছেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইমাম আবু বকর বিন আবু খাইসামাহ উভয়েই ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতে, তিনি বলেন হামযা বিন হাবিব আল যাইয়াত সিকাহ ছিলেন। অনুরুপ ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তাহযিবুত তাহযিব এর ২ খন্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় একই মত উল্লেখ করেছেন।

## ৩। ইমাম আবুয যিনাদ

ইমাম আবুয যিনাদ রাহিমাহুল্লাহ্ আল মদিনাহ্ আল মুনাওওয়ারার একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন, ১৩১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আযমের উস্তাদ ছিলেন। মদিনার আর এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম রবিয়াহ্ আর রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিস ও ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবুয যিনাদকে ইমাম রবিয়াহ্ আর রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবি তাযকিরাতুল হুফফায কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال ابو حنيفة رأيت ربيعة وابا الزناد ، و أبو الزناد أفقه الرجلين .

"ইমাম আবু হানিফা বলেন, আমি রবিয়াতুর রায় ও আবুয যিনাদকে দেখেছি। উভয়ের মধ্যে আবুয যিনাদ এর ফিকহি জ্ঞান বেশি ছিল"।

ইমাম আযম এর মত অনুসরণ করে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও অনুরুপ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম যাহাবি একই পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ

قال احمد : هو اعلم من ربيعة ، قال و كان سفيان يسمى ابا الزناد أمير المؤمنين في الحديث . করেছেন,

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, আবুয যিনাদ রাহিমাহুল্লাহ্ রবিয়াহ্ আর রায় রাহিমাহুল্লাহ্র চেয়েও বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরি তাঁকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন"।

## ৪। ইমাম শো'বাহ্ বিন হাজ্জাজ

ইমাম শোবা বিন হাজ্জাজ একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনিও আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ইমাম আযম তাঁর ভূয়ষি প্রশংসা করেছেন। ইমাম যাহাবি সিয়য়ারুল আলামিন নুবালা কিতাবের ৭ খন্ডের ২০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال أبو قطن : كتب لي شعبة إلى أبي حنيفة يحدثني فأتيته ، فقال : كيف أبو بسطام ؟ قبت بخير. قال : نعم حشو المصر هو.

"আবু কুতান বলেন, ইমাম শোবাহ আমাকে একটি চিঠি দিয়ে ইমাম আবু হানিফা-র নিকট প্রেরণ করেন যাতে আমাকে হাদিস শোনান। এ চিঠি নিয়ে আমি ইমাম আবু হানিফার নিকট আসি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আবু বিসতাম (ইমাম শোবার কুনিয়াত নাম) কেমন আছে ? বললাম তিনি ভাল আছেন। ইমাম আবু হানিফা বললেন, ইমাম শোবাহ্ তার শহর (বসরার) কতই না উত্তম ব্যক্তি"।

## ৫। ইমাম জাফর সাদিক

ইমাম জাফর সাদিক আহলে বাইত এর একজন অন্যতম ইমাম। ইমাম আযম তাঁর মর্যাদা এবং হাদিসে সিকাহ্ হওয়ার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবি তাযকিরাতুল হুফফায কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و عن أبي حنيفة قال : ما رأيت افقه من جعفر بن محمد .

"ইমাম আবু হানিফা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদ হতে অধিক ফিকহ শাস্ত্রবিদ আর কাউকেই দেখি নাই"।

অনুরুপ ইমাম আবু হাতিম বলেছেন, . ثقة لا يسئل عن مثله ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদ সিকাহ ছিলেন, তার বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নাই"।

ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনও তাকে সিকাহ্ বলেছেন"।

হাদিসের উল্লিখিত বর্ণনাকারীগণের দোষ-গুণ বর্ণনা করা ছাড়াও ইমাম আযম আসমাউর রিজাল তথা রাবিগণের কুনিয়াত ও অন্যান্য অবস্থা প্রকাশে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইহাতো অতি সাধারণ কথা যে একজন মুহাদ্দিসের জন্য রাবির নামের প্রতিটি বিষয়ে যেমন কুনিয়াত, লকব, মূল নাম, নসব ইত্যাদি ইলম থাকা আবশ্যক। হাদিসের অনেক সনদ আছে শায়খ থেকে তাঁর ছাত্র হাদিস বর্ণনা করার সময় নাম বাদ দিয়ে শুধু কুনিয়াত উল্লেখ করে থাকেন। কোন মুহাদ্দিস যদি উক্ত বর্ণনাকারীর কুনিয়াত না জানেন তাহলে উক্ত রাবি তার কাছে মজহুল তথা অপরিচিত মনে হবে, ফলে তিনি সনদটিকে দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করবেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম দ্বারাকুতনির একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর সুনান দ্বারাকুতনির "ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত" অধ্যায়ের ৪নং হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, وقال عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر, "আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, আবু ওয়ালিদ হতে তিনি জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে" এখানে ইমাম দ্বারাকুতনি বলেন, ابو الوليد هذا مجهول এ হাদিসের সনদে আবুল ওয়ালিদ নামে যে বর্ণনাকারী আছে সে مجهول (অপরিচিত) এ ধরনের অপরিচিত রাবির বর্ণিত হাদিস দ্বঈফ। এখানে ইমাম দ্বারাকুতনির দাবি সঠিক নয় কেননা আবু ওয়ালিদ হচ্ছে কুনিয়াত। এ কুনিয়াতটি কার তা না জেনেই বলে দিলেন ইহা অপরিচিত। মূলত আবু ওয়ালিদ হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্‌রই কুনিয়াত তাঁকে আবুল ওয়ালিদ নামেও ডাকা হত। এ ব্যাপারে ইমাম বায়হাক্বী তার মারিফাতুস সুনান কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৭৮

পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আবুল ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ এরই কুনিয়াত নাম। ইমাম বায়হাক্বি বলেন, أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الفضيل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن أبي الحسن موسي بن أبي عائشة عن أبي الوليد وهو عبد الله بن شداد، عن جابر رضي الله عنه قال: "إنصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر والعصر.

"আবু আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বলেন, বকর বিন মুহাম্মাদ বিন হামদান আল ছাইমারি আমাদেরকে বলেন, আব্দুছ ছামাদ বিন আব্দুল ফুদাইল আমাদেরকে বলেন, মক্কি বিন ইব্রাহিম ( ইনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারি-র উস্তাদ) আমাদেরকে ইমাম আবু হানিফা হতে তিনি আবুল হাসান মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আবুল ওয়ালিদ হতে, আর ইনিই আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যোহর ও আসরের সালাত শেষ করলেন"।

উক্ত দালিলীক প্রমাণ হতে বুঝা গেল আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ্-র কুনিয়াত না জানা থাকার কারণে ইমাম দারাকুতনি একটি সহিহ হাদিসকে দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।

একজন মুহাদ্দিস এর জন্য হাদিস বর্ণনাকারীর কুনিয়াত জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরী। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এ বিষয়েও অভিজ্ঞ এবং অন্যদের তুলনায় বেশি পারঙ্গম ছিলেন। নিম্নে ইহার কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

## ১। ইমাম আমর বিন দিনার

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন হারিস আস সা'দি ইবনু আবুল আওয়াম (মৃত্যু-৩৩৫ হিজরি) তার "ফাদ্বাইলু আবি হানিফা ওয়া আখবারুহু ওয়া মানাকিবুহু" কিতাবের ১৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইবনুল আওয়াম মুত্তাসিল সনদে হাম্মাদ বিন যায়দ হতে বর্ণনা করেন, হাম্মাদ বিন যায়দ বলেছেন- ما عرفنا كنية عمرو بن دينار إلا بأبي حنيفة ، كنا في المسجد الحرام و أبو حنيفة مع عمرو بن دينار، فقلنا له : يا أبا حنيفة كلمه

يحدثنا ، فقال : يا أبا محمد حدثهم ، و لم يقل يا عمرو .

"আমাদের মধ্যে ইমাম আমর বিন দিনার এর কুনিয়াত সম্পর্কে কেবল ইমাম আবু হানিফাই জানতেন। আমরা মসজিদুল হারামে ছিলাম আর ইমাম আবু হানিফা ইমাম আমর বিন দিনারের সঙ্গে ছিলেন। আমরা ইমাম আযমকে বললাম, হে আবু হানিফা আপনি ইমাম আমর বিন দিনারকে বলেন তিনি যেন আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেন। তখন তিনি বললেন হে আবু মুহাম্মাদ তাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করুন। ইমাম আযম তাঁকে হে আবু মুহাম্মাদ বলেছেন, হে আমর বলেন নাই"।

ইমাম আব্দুল কাদির আল কারাশি রাহিমাহুল্লাহ্ও আল জাওয়াহিরুল মুদ্বিআ' কিতাবে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

## ২। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছেলের নাম নির্ণয়।

বাইয়াতে রেদওয়ানে যে সকল সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ শরিক ছিলেন তাদের একজন হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এ মর্যাদাবান সাহাবি হতে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তাঁর ছেলেও ছিলেন। তার নামের ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনগণের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল। অনেকে তার কোন নাম উল্লেখ না করে শুধু এতটুকুই বলেছেন "তাঁর এক ছেলেও হাদিস বর্ণনা করেছেন", কেহ কেহ তার নাম বুরাইদ বলেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসিনগণের নিকট সহিহ মত হলো তার নাম বুরাইদ নয় ইয়াযিদ। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ই তাকে ইয়াযিদ নামে প্রমাণ করেন।

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার তাহযিবুত তাহযিব কিতাবের ৩ খন্ডের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, إبن له ، غير مسمى يقال : اسمه يزيد ، و غيرهم .

" আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এক ছেলে ছিল তার নাম পাওয়া যায় নাই, তাকে ইয়াযিদ বলা হত"।

ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত মত উল্লেখ করার পর

বলেন, . قلت : سمى ابنه أبو حنيفة فى روايته يزيد
"আমি বলি, ইমাম আবু হানিফা হাদিস বর্ণনা করার সময় তার ছেলের নাম ইয়াযিদ উল্লেখ করেছেন"।

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর উক্ত উক্তি হতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো-

১। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ উলুমুল হাদিসের মুজতাহিদ ছিলেন।

২। فى روايته এ বাক্যটি দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল ইমাম আযম ফিকহের ন্যায় হাদিসেরও দরস দিতেন। অন্যরা যেখানে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তার ছেলের বর্ণনা গ্রহণ করার সময় বলতেন "তার ছেলে হতে" সেখানে ইমাম আবু হানিফ বলতেন, ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল হতে। ইহা প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম হাফিয ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ্ তার ফাতহুল বারি শারহে সহিহ আল বুখারিতে এবং "আল আহাদিস ওয়াল আসার আল্লাতি তাকাল্লামা আলাইহা আল হাফিয ইবনু রজব" কিতাবের ২ খন্ডের ৬০৩ পৃষ্ঠায় বলেন, و قد روى هذا الحديث أبو حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه .
"ইমাম আবু হানিফা এ হাদিসটি আবু সুফিয়ান হতে তিনি ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল হতে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন"।

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার এবং ইমাম হাফিয ইবনু রজব হাম্বলি এর উক্তি হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম মুহাদ্দিস ছিলেন শুধু তা-ই নয়, বরং মুজতাহিদ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তাঁর হাদিস সংক্রান্ত বিষয়ের রায়ও মুহাদ্দিসগণ মেনে নিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হল ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ উলুমুল হাদিসের অন্যান্য বিষয়ের মত ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল (হাদিস বর্ণনাকারীগণের দোষ-গুণ সর্ম্পকিত ইলম) এর ইলমও তার করায়ত্ত্বে ছিল। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে তিনিই রাবিগণের সিকাহ্ ও দ্বঈফ হওয়া সর্ম্পকে প্রথম মন্তব্য করেছেন। তার অনুসরণ করে পরবর্তী মুহাদ্দিস ও

নাকিদুল হাদিসগণ ইমাম আযমের মন্তব্যের ন্যায় উল্লিখিত মন্তব্য করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু হাযম জাহিরি তার আল মুহাল্লা কিতাবের ৫ খন্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন- مجالد ضعيف ، أوّل من ضعّفه ابو حنيفة. "মুজালিদ দ্বঈফ ছিলেন, ইমাম আবু হানিফাই তাকে সর্বপ্রথম দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন"।

ইমাম আযম এর পূর্বে অন্য কোন মুহাদ্দিস বা ফকিহ হাদিসের বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে সিকাহ ও দ্বঈফ ইত্যাদি কোন মন্তব্য করেছেন তা দেখা যায় না। ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান, ইমাম তাউস বিন কাইসান, ইমাম যুহরি, ইমাম সুলাইমান আত তাইমি, ইমাম ইকরিমা, ইমাম আবুয যোবায়ের মক্কি, ইমাম শাবি প্রমূখ রাহিমাহুল্লাহ্গণ ইমাম আযমের পূর্বের। রাবিগণ সর্ম্পকে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য ثقة ، ضعيف ، صدوق ، مستقيم الحديث ، منكر الحديث ، صالح الحديث، لا بأس به ، ليس بثقة ، ليس بالقوى ، متروك الحديث .
"সিকাহ্, দ্বঈফ, সুদুকুন, মুসতাকিমুল হাদিস, মুনকিরুল হাদিস, সালিহুল হাদিস, লা বাসা বিহি, লাইসা বি-সিকাতিন, লাইসা বিল কাবিয়্যি, মাতরুকুল হাদিস"। এ সমস্ত বাক্য সমূহ রিজালের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে, ইহা ইমাম আযম এর সময় হতে তার পরবর্তী ইমামগণ কর্তৃক বিবৃত। ইমাম আযম এর পূর্ববর্তী উপরোল্লিখিত কোন ইমামগণ দ্বারা বিবৃত নহে। এর অন্যতম কারণ তখনও হাদিস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আল্লাহ্ ভীতি বিরাজমান ছিল। মিথ্যা সাধারণভাবে ছড়িয়ে পরেনি। এ প্রসঙ্গেই ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, "অতঃপর দ্বিতীয় হিজরি সনের শুরুতে কিছু সংখ্যক দ্বঈফ রাবির আবির্ভাব হয়, যাদের মধ্যে একদিকে হিফজ শক্তির দূর্বলতা অন্যদিকে বিদআতি ফিরকার সংশ্রব এ দুয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। তারা হলো আতিয়া আল আওফি, ফারখাদ আস সাবখি, জাবির আল জুফি ও আবু হারুন আল আবদি। তারপর ১৫০ হিজরির মধ্যে যে সকল তাবেঈগণ দুনিয়া হতে বিদায় নেন এ সমস্ত রিজাল বিশেষজ্ঞ তাবেঈগণ সিকাহ্ ও দ্বঈফ সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বলেন, "আমি জাবির আল জুফি হতে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি

নাই, ইমাম আমাশ অনেক রাবিকে দ্বঈফ বলেছেন, আবার অনেককে সিকাহ সাবিত করেছেন, ইমাম শোবা এবং ইমাম মালিকও অনেক রাবির সমালোচনা করেছেন"।

ইমাম সাখাবির উক্ত বর্ণনায় ইমাম আমাশ, ইমাম শাবি এবং ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম আমাশ হলেন ইমাম আযম এর সমসাময়িক, আর অন্যরা তাঁর পরের। ইহা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম-ই ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর পূরোধা। ইমাম ইবনু হাযম এর উক্তিও ইহা সাবিত করে। রিজালের কিতাব সমূহ যেমন-আব্দুর রহমান বিন হাতিম কৃত আল জারহু ওয়াল তাদিল, তাহযিবুল কামাল, তাহযিবুত তাহযিব, কিতাবুস সিকাত, ইত্যাদি কিতাব সমূহে রাবিগণের জারহি ওয়াল তা'দিল এর ব্যাপারে যে সকল মুহাদ্দিসগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সকলেই হয় ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ছাত্র নয়তো ছাত্রের ছাত্র এবং একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সকলেরই হাদিসের উস্তাদ হলেন ইমাম আযম আবু হানিফ রাহিমাহুল্লাহ্। মুহাদ্দিসগণের তালিকা হতে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল ও নাকিদুল হাদিসের অন্যতম আলেম ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম মক্কি বিন ইব্রাহিম, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ ইমাম আযম এর ছাত্র। ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন মাঈন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমূখ ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান ও ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক এর ছাত্র। ইমাম বুখারি হলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম মক্কি বিন ইব্রাহিম এর ছাত্র। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি হলেন ইমাম বুখারির ছাত্র।

ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ্-র উক্তি ৮

نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى ابى حنيفة و أخذنا بأكثر أقواله .

"আমি আল্লাহ্ তায়া'লার নামে বলছি, মিথ্যা বলবো না, আমরা বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার রায়ের চেয়ে উত্তম আর কোন রায় শুনি

নাই। আমরা তাঁর অধিকাংশ রায়কে গ্রহণ করেছি"।

উক্ত কথাটি হতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো-

১। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান এখানে একবচন নয়, বরং أخذنا بأكثر أقواله "আমরা তাঁর অধিকাংশ রায়কে গ্রহণ করেছি" বহুবচন ব্যবহার করেছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল ইমাম আযম এর সমস্ত ছাত্রগণই তাঁর রায়কে মেনে নিয়েছেন বা গ্রহণ করেছেন। ইহা হতে ইমাম বুখারির উক্তি سكتوا (عنه) عن رأيه و عن حديثه. "সকলেই ইমাম আবু হানিফার মাসআলার রায় হতে ও তার বর্ণনাকৃত হাদিস হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে" সঠিক নয় প্রমাণিত হল।

২। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান এর উক্তি أخذنا بأكثر أقواله "আমরা তাঁর অধিকাংশ রায়কে গ্রহণ করেছি" ইহা হাদিস এবং ফিকহ উভয় প্রকারের রায়কেই অর্ন্তভূক্ত করে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম মক্কি বিন ইব্রাহিম, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ্ প্রমূখ সকলেই উভয় প্রকারের মতকে গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনা-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল এর ইমাম ছিলেন। ইমাম আযম এর পরবর্তী সময়ে যারাই এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন, আলোচনা করেছেন তা তাঁর দেখানো পন্থাই করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আযম যে পথ প্রদর্শক ছিলেন তা ইমাম ইবনু হাযম এর উক্তিতেই প্রমাণিত হয়েছে। এরপরও যদি কেহ বলে ইমাম আবু হানিফা হাদিস ও উলুমুল হাদিসে ইলম ছিলনা বা কম ছিল তাহলে বলব সে নির্বোধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ তায়া'লা সকলকে সহিহ সমঝ দান করুন। আল্লাহ্ তায়া'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বাধিক জ্ঞাত।

# ইমাম আযম হাফিজুল হাদিস

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিসের হাফিজ ছিলেন। ইতিপূর্বের হাদিস সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা হতে ইহাই প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম আযম ১৬ বছর হিজায তথা মক্কা আল মুকাররামাহ্ ও আল মদিনা আল মুনাওওয়ারায় ছিলেন। অন্যদিকে অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণ কুফা এসে হাদিস শিক্ষা দেন। তাদের মধ্যমনি ছিলেন ফকিহুল উম্মাহ্ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু।

ইমাম আযম তাবেঈগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন, যার সংখ্যা ছিল চার হাজার। এত সংখ্যক উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁকে হাদিস না জানার আখ্যা দেওয়াকে কী বলা হবে অজ্ঞানতা না কি হিংসা ? না কি উভয়ই ? আমি মনে করি এর কোনটাই তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা ইমাম তাদের ধারণার অতীত। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, হাফিজুল হাদিস এবং মুজতাহিদ ফিল হাদিস ছিলেন।

তবে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান ও ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ রাহিমাহুমাল্লাহ্-র নিকট হাদিস ও ফিকহ উভয়ই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাবেঈগণ হতে হাদিস গ্রহণ করে একই বিষয়ে তাদের সাথে উক্ত হাদিস সমূহে উল্লিখিত ফিকহ নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করতেন। এ প্রসঙ্গে মাওকিফুশ শিয়া ইসনা আশারিয়া মিন আয়িম্মাতিল আরবাআ' কিতাবের ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, و مع ملازمة أبي حنيفة رحمه الله لشيخه حماد إلا أنه كان كثير الرحلة إلى بيت الله الحرام حاجا ، يلتقي في مكة و المدينة بالفقهاء والمحدثين و العلماء ، يروي عنهم الأحاديث ، ويذاكرهم الفقه ، و يدارسهم

ما عندهم من طرائق .

وكان يتتبع التابعين أينما وجدوا ، و خصوصًا من اتصل منهم بصحابة امتازوا في الفقه و الإجتهاد ، و قال في ذلك : " تلقيت فقه عمر و فقه عبد الله بن مسعود و فقه ابن عباس عن أصحابهم ".

"ইমাম আবু হানিফা তার অন্যতম উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ এর নিকট হতে ইলম হাসিল করেছেন। সাথে সাথে প্রতি বছরই তিনি হজ্জের জন্য মক্কা-মদিনা সফর করতেন এবং তথাকার ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের সাথে মিলিত হতেন, আর তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন ও ফিকহি বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করতেন এবং তাদের নিকট যে সকল সনদে হাদিস আছে তা নিয়ে আলোচনা করতেন।

ইমাম আযম তাবেঈগণকে যেখানেই পেতেন হাদিস গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অনুসরণ করতেন। বিশেষ করে যে সকল তাবেঈগণ ফকিহ ও মুজতাহিদ সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গেই ইমাম আযম বলেছেন, আমি হযরত উমার, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ও হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের ফিকহ তাদের ছাত্রগণ হতে হাসিল করেছি"।

উক্ত আলোচনায় ৪ টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনা করলে ইমাম আযম এর হাদিস জানার উৎস ও ব্যপকতা সহজেই বুঝা যাবে।

১। يروي عنهم الأحاديث "ইমাম আবু হানিফা তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন"। ইমাম আযম এর তাবেঈ উস্তাদ-ই ছিল চার হাজার। এ সকল উস্তাদগণের অধিকাংশই হিজায তথা মক্কা-মদিনার। ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান এর সাহচর্যে ১৮ বছর ছিলেন। এ সময়ের পুরোটাই তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তা নয়, প্রতি বছর হজ্জের সময় তিনি মক্কা আলমুকাররামাহ্ ও আল মদিনা আল মুনাওয়ারা চলে আসতেন এবং মুহাদ্দিসগণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন। এ সময় হিজাযে কতদিন অবস্থান করতেন তার কোন উল্লেখ নেই। হারাম শরিফে যেহেতু তার নিজস্ব ফিকহি দরসগাহ্ ছিল তাই প্রমাণ করে প্রতিবারই দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন।

২। و خصوصًا من اتصل منهم بصحابة وامتازوا في الفقه

"বিশেষ করে যে সকল তাবেঈগণ ফকিহ সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন"। ইহা ইমাম আযম এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তিনি হাদিস গ্রহণের সময় ফকিহ রাবিগণের প্রাধান্য দিতেন। ইমাম আওযাঈর সাথে রফউল ইয়াদাইন এর মুনাযারায় এ প্রমাণই মিলেছে। ইতিপূর্বে মুনাযারাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। ইমাম আযম তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেই তৃপ্ত ছিলেন না, বরং একই হাদিসের সনদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানেও ইমাম আযম এর রিজালশাস্ত্রবিদ হওয়া প্রমাণ করে।

৪। ويذاكرهم الفقه "তাদের নিকট হাদিসের ফিকহি বিষয়ে আলোচনা করতেন"। এ উক্তিটি প্রমাণ করে ইমাম আযম মক্কা-মদিনার মুহাদ্দিসগণ হতে যে সমস্ত হাদিস শুনেছেন, ঐ সমস্ত হাদিস হতে কী কী ফিকহি মাসআলা সাবিত হতে পারে তা তাদেরকে বের করে দেখিয়েছেন। ইহা হতে আরো প্রমাণিত হচ্ছে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণই হাদিসের সনদ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিসের সনদ ও মতন (মূল হাদিস) উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আবারো প্রমাণিত হল তিনি মুহাদ্দিস ও ফকিহ উভয়ই ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল ইমাম আযম কী হাদিসের হাফিয ছিলেন ? এর উত্তর হল হ্যাঁ, তিনি হাদিসের হাফিয ছিলেন। কতিপয় হিংসুক ও জাহিল ব্যতীত মুহাক্কিক আলেমগণ তাঁকে হাফিজুল হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বিখ্যাত মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ হাফিজুল হাদিসগণের জীবনী উল্লেখ করে কিতাব লিখেছেন এবং নাম দিয়েছেন তাযকিরাতুল হুফ্ফায। এ কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নাম উল্লেখ করে বলেন, أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمى مولاهم الكوفى مولده سنة ثمانين رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة . رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله .

و حدَّث عن عطاء ، و نافع ، و عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

وعدی بن ثابت ، و سلمة بن كهيل ، و أبی جعفر محمد بن علی ، و قتادة ،و عمرو بن دينار، و أبی إسحاق خلق كثير.

تفقَّه به زفر بن هزيل ، و داوٗد الطائي ، و القاضي ابويوسف ، و محمد بن الحسن ، و اسد بن عمرو ، و الحسن لن ظياد اللؤلوى ، ونوح الجامع ، و ابو مطيع البلخي و عدة . وكان قد تفقَّه بحماد بن ابی سليمان و غيره .

و حدَّث عنه وكيع ، و يزيد بن هارون ، و سعد بن الصلت ، و أبو عاصم ، و عبد الرزاق ، و عبيد الله بن موسى ، و أبو نعيم ، و أبو عبد الرحمن المقرى ، و يشر كثير .

و كان إمامًا ، ورعا ، عالمًا ، عاملا متعبّدًا كثير الشأن لا يقبل جوائز السلطان ، بل يتَّجر و يكتب .

"ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন যত্বা আত তাইমি আল কুফি হলেন ইরাকের ফকিহ, তিনি ৮০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিঅল্লাহু আনহু কুফা এসেছেন এবং তাঁকে একাধিকবার দেখেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন, সাইফ বিন জাবির শুনেছেন ইমাম আবু হানিফা নিজেই ইহা বলেছেন।

ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্, ইমাম নাফে', ইমাম আব্দুর রহমান বিন হুরমুয আল আ'রাজ, ইমাম আদি বিন সাবিত, ইমাম সালামাহ্ বিন কুহাইল, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি, ইমাম কাতাদা, ইমাম আমর বিন দিনার, এবং ইমাম আবু ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ্ সহ আরো অনেক হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম যুফার বিন হুযাইল, ইমাম দাউদ আত তাই, ইমাম আবু ইউসুফ আল কাদ্বি, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আল হাসান, ইমাম আসাদ বিন আমর, ইমাম হাসান বিন যিয়াদ আল লু'লুবি, ইমাম নুহ আল জামে', ইমাম আবু মুত্বি' আল বলখিসহ আরো অনেকে তাঁর থেকে ফিকহ শিক্ষা করেছেন। আর ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান ও অন্যান্য হতে তিনি ফিকহ শিক্ষা করেছেন।

ইমাম অকি' বিন যাররাহ্, ইমাম ইয়াযিদ বিন হারুন, ইমাম সা'দ বিন সালত, ইমাম আবু আসিম ইমাম, ইমাম অব্দুর রাজ্জাক, ইমাম উবাইদুল্লাহ্ বিন

মুসা, ইমাম আবু নাঈম, ইমাম আব্দুর রহমান আল মুকরিসহ আরো অনেকে তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন।

তিনি হাদিস ও ফিকহের ইমাম ছিলেন। তিনি ইবাদাত, পরহেজগারি, আমলে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি বাদশাহি কোন তোহফা গ্রহণ করেন নাই, বরং তার (বিশাল) ব্যবসা ছিল"।

ইমাম শামসুদ্দিন আয যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত বর্ণনা হতে ৪টি বিষয় প্রমাণিত হল ঃ

১। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে তিনি ইমাম আযম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২। ইমাম যাহাবি তার কিতাব তাযকিরাতুল হুফফায এ শুধু হাফিজুল হাদিসগণের জীবনী উল্লেখ করেছেন। ইহাতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম হাফিজুল হাদিস।

৩। ইমাম যাহাবি এখানে ইমাম আযম এর ইলমকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করেছেন। একটি হাদিসের দ্বিতীয়টি ফিকহের। দু'ধারায় প্রবাহিত প্রতিটিরই সনদ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আযম যাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তা যেমন উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ তাঁর থেকে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন তা-ও উল্লেখ করেছেন।

৪। আবার ইমাম আযম যাদের থেকে ফিকহ গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ যেমন করেছেন, যারা তাঁর থেকে ফিকহ গ্রহণ করেছেন তারও উল্লেখ করেছেন। দু'টির সনদের ধারাই ভিন্নভাবে উল্লিখিত।

অনুরূপ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল হাদি আদ দিমাশকি আস সালেহি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "তাবাকাতু উলামাইল হাদিস" কিতাবের ১ খন্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় ভূমিকায় বলেন, فهذا كتاب مختصر يشتمل على جملة من الحفّاظ من أصحاب النبي صلى الله عبيه و سلم و التابعين ومن بعدهم .

"সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি, তাবেঈ ও তাদের পরে আগত অনেক সংখ্যক হাফিজুল হাদিসগণের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে

এ কিতাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে"।

ইমাম সালেহির এ বক্তব্য মোতাবেক উক্ত কিতাবের ২ খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায়, ইমাম আযম এর জীবনী উল্লেখ করে প্রমাণ কচ্ছেন তিনি হাফিজুল হাদিস ছিলেন।

ইমাম হাফিজ, ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আল কাইসি আদ দিমাশকি (৭৭৭-৮৪২হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ্ "বদিআতুল বয়ান আ'ন মাওতিল আ'ইয়ান" কিতাবের শুরুতে ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, نظم ابن ناصر الدين " بديعة البيان " بما يزيد على تسع مئة بيت من الشعر الموزون على البحر الرجز أرَّخ فيها وفيات الحفَّاظ بدءًا بصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنتهاء بالتقي الفاسي المتوفى سنة ٨٣٢ ه.
"ইবনু নাসিরুদ্দিন তাঁর "বদি'আতুল বয়ান" কিতাবে হাফিজুল হাদিসগণের জীবনীকে কবিতার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। ইহা তিনি রজায (আরবি কবিতার একটি ছন্দের নাম) পদ্ধতিতে লিখেছেন। ইহাতে তিনি কবিতাকারে হাফিজুল হাদিসগণের একটি পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করেছেন। সাহাবিগণ হতে শুরু করে ৮৩২ হিজরি পর্যন্ত হাফিজুল হাদিসগণের নাম এখানে সন্নিবেশ করেছেন"। এ কিতাবে ইমাম আযম প্রসঙ্গে ইবনু নাসিরুদ্দিন বলেন,

بعدهما فتى جريج الداني　　　مثل أبي حنيفة النعمان

"আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত এর মত ইবনু জুরাইযও হাফিজুল হাদিস"।

উক্ত কবিতায় ইমাম আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আযিয বিন জুরাইযকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা যেমন মুহাদ্দিস ও ফকিহ উভয়ই ছিলেন, ইমাম ইবনু জুরাইযও মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। ইমাম আযম যেমন ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, তিনিও ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আল কাইসি আদ দিমাশকি "বদিআতুল বয়ান আ'ন মাওতিল আ'ইয়ান" কিতাবের শুরুতে ৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম ইবনু জুরাইয এর পূর্ণ নাম হলো আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আযিয বিন জুরাইয, তিনি হাফিজুল হাদিস এবং মসজিদুল হারামের ফকিহ্

ছিলেন।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল হাদি আদ দিমাশকি আস সালেহি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "উকুদুয যামান ফি মানাকিবিল ইমাম আযম আবু হানিফা আন নুমান" কিতাবের ২৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন, إعلم – رحمك الله تعالى- أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من كبار حفاظ الحديث . و قد تقدم أنه أخذ عن أربعة الاف شيخ من ائمة التابعين و غيرهم و ذكره الحافظ الناقد ابو عبد الله الذهبى فى كتابه الممتع و فى طبقات الحفاظ من المحدثين فى الحفاظ منهم . و لقد أصاب و أجاد ، و لولا كثرة إعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه .

"আল্লাহ্ তায়া'লা আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুণ, নিশ্চয়ই ইমাম আবু হানিফা প্রথম শ্রেণীর হাফিজুল হাদিসগণের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে ইমাম আবু হানিফা চার হাজার তাবেঈ ও অন্যান্য উস্তাদ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত হাফেজে হাদিস এবং এ বিষয়ের সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ইমাম যাহাবি তার আল মুমতি' ও তাবাকাতুল হুফফায মিনাল মুহাদ্দিসিন কিতাবে ইমাম আবু হানিফাকে হাফিজুল হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি হাফিজুল হাদিস ছিলেন বিধায় হাদিস হতে যথাযথভাবে বিভিন্ন ফিকহি মাসআলা বের করতে পেরেছিলেন"।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "তাবাকাতুল হুফফায" কিতাবের ৮০ পৃষ্ঠায় ইমাম আযম এর জীবনী আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হল ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ্র মতেও ইমাম আবু হানিফা হাফিজুল হাদিস ছিলেন।

উল্লিখিত আলেমগণের যারাই ইমাম আবু হানিফাকে হাফিজুল হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেকেই শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবের আলেম ও মুহাদ্দিস। বিশেষ করে ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি আশ শাফেঈ রামিহুল্লাহ্-র মত মুহাদ্দিস ও নাকিদুল হাদিস যত্নের সাথে এবং সম্মানজনক পদ্ধতিতে তাঁর তাযকিরাতুল হুফফায কিতাবে ইমাম আযম এর ফক্বিহ ও মুহাদ্দিস হওয়ার দালিলীক বর্ণনা দিয়েছেন। আবার ইমাম সালেহি আশ শাফেঈর মত বিখ্যাত

মুহাদ্দিস ইমাম আযমকে শুধু হাফিজুল হাদিসই বলেন নাই, বরং من كبار حفاظ الحديث "বড় মাপের হাফিজুল হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন"। ইমাম আযম ই একমাত্র আলেম যিনি সে সময় ইলমের প্রতিটি স্তরে সমভাবে শ্রেষ্ঠ্যত্বের আসনে ছিলেন। ইলমুল ক্বিরাআত, ইলমুল ফিক্বহ্, হাদিস, উলুমুল হাদিস ও ফিক্বহুল হাদিস প্রতিটি বিষয়েই মুজতাহিদ ফিল ফন্ন বা নেতৃত্বে ছিলেন এবং তাঁর সময়ের আলেমগণ তার দেখানো বা বর্ণিত রায় মেনে নিয়েছেন। যার ফলে প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ তাদের লিখিত কিতাবে ইমাম আযম এর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাবাকাতুল কুররা, তাবাকাতুল ফুকাহা, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসিন ও তাবাকাতুল হুফফায ইত্যাদি প্রত্যেক বিভাগেই ইমাম আযম এর নামোল্লেখ করা হয়েছে। এমন নজির অন্য কারো জীবনীতে আছে বলে মনে হয়না। আর এ কারণেই তিনি ইমাম আযম, যে লক্বব আজ অবধি কারো নামের সাথে সংযুক্ত হয় নাই।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তরুপ জ্ঞান ভান্ডারের উল্লেখ করে ড. আহমাদ সাঈদ হাওওয়া "মাদখাল ইলা মাযহাবি আবি হানিফা আন নু'মান" কিতাবে অনুরুপ মত পোষণ করে বলেন, و قد اجتمع لأبي حنيفة تلاميذ و أصحاب يتقنون مختلف الفنون ، فمنهم اهل الرأى و القياس كأبي يوسف و محمد و زفر ، و حفاظ الحديث ، و علماء النحو و اللغة و علماء التفسير و الأحاديث و التواريخ ، و هذا ما لم يجتمع لغيره .

"ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র নিকট এসে তার ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয়ের ইলমের পূর্ণতা লাভ করতে পেরেছেন। ফিকহি মাসআলার ক্ষেত্রে যর্থাথ ইলম লাভ করতে পেরেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার। হাদিসের যারা হাফিজ (ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইয়াযিদ বিন হারুন, আব্দুর রাজ্জাক) ছিলেন, নাহ্ব ও আরবি সাহিত্যের আলেমগণ, তাফসির, হাদিস ও ইতিহাস তথা রিজাল এর আলেমগণ। ইমাম আযম ব্যতীত অন্য কারো জীবনীতে দেখা যায় না যে, সকল বিষয়ের ছাত্রগণ একজন উস্তাদ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইলম হাসিল করেছেন"।

আল্লামা আহমাদ সাঈদ হাওওয়ার উক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হল ইমাম আবু হানিফা হাফিজুল হাদিস তো বটেই, হাফিজুল হাদিসগণের উস্তাদও ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার আল আন্দালুসি আল ইন্তিকা কিতাবের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আব্দুল কাদির বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল কুরাশি আল হানাফি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর আল জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়া ফি তাবাকাতিল হানাফিয়া কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, اول من أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة ، أقعدني في الجامع ، و قال : هذا أقعد الناس بحديث عمرو بن دينارفحدثتُهم .
"কুফায় হাদিসের দরস দেওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফাই প্রথম আমাকে কুফার জামে' মসজিদে স্থান করে দেন। তিনি সকলকে বললেন, ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস আমর বিন দিনার এর বর্ণিত হাদিস সর্ম্পকে বেশি জানেন। এরপর আমি কুফাবাসিদের নিকট হাদিসের দরস দেওয়া শুরু করি"।

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেছেন, دخلتُ الكوفة و لم يتم لى عشرون سنة ، فقال أبو حنيفة لأصحابه و لأهل الكوفة : جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار.
قال : فجاء الناس يسألونى عن عمرو بن دينار ، فأول من صيَّرنى محدِّثًا أبو حنيفة .
"আমি প্রথম যখন কুফা আসি আমার বয়স তখনও ২০ বছর পূর্ণ হয় নাই। আমাকে দেখে ইমাম আবু হানিফা তাঁর ছাত্র ও কুফাবাসিদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট (মক্কার) হাদিসের ভান্ডার আমর বিন দিনার এর ইলমের হাফিয এসেছে।

ইমাম ইবনু উয়াইনা বলেন, ইহা শুনে লোকেরা ইমাম আমর বিন দিনার বর্ণিত হাদিস সর্ম্পকে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল, (প্রশ্নোত্তর পর্বের শুরুতেই ইবনু উয়াইনা বলেন), আমাকে প্রথমত মুহাদ্দিস বানিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা"।

উক্ত বর্ণনা সর্ম্পকে ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ

রাহমাহুল্লাহ্ তার কিতাবু খাইরাতিল হিসান এর ৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন, و بهذا يعلم جلالة مرتبته في الحديث أيضًا ، كيف لا و هو يُسْتَأْمَرُ في الثوريّ ، و يُجلسُ ابنَ عيينة .

"উক্ত উক্তি হতে (ইলমুল ফিকহের ন্যায়) ইলমুল হাদিসেও ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র পারঙ্গমতা ও মর্যাদা বুঝা যাচ্ছে। আর ইহা হবেই না কেন, তিনি ইমাম সুফিয়ান সাওরিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে হাদিসের দরস দেওয়ার জন্য বসিয়েছিলেন"।

ইমাম ইবনু উয়াইনা ১০৭ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যখন প্রথম কুফা যান তখন তার বয়স হয়েছিল প্রায় ২৭ বছর। তিনি ইমাম আযম হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম এর কারণেই তিনি মুহাদ্দিস ও হাফিজুল হাদিস হতে পেরেছেন তা তার এ উক্তি . فأول من صيَّرنى محدِّثًا أبو حنيفة "আমাকে প্রথমত মুহাদ্দিস বানিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা"।

এ স্বীকারুক্তির পর ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ইলমুল হাদিস সম্পর্কে ইলমি গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন উথাপন করা ইমাম আযম সম্পর্কে যারা হিংসুক ও জাহিল তাদেরই কাজ।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের সহিহ বুঝ দান করেন। তিনিই হিদায়াতের মালিক, যে সহিহ পথে চলতে চায় তাকে সাহায্য করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাঁর নিয়ামত দান করেন, আমিন।

# তৃতীয় অধ্যায়
## ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে ভ্রান্ত অভিযোগের জওয়াব।

# এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়....................

১। ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে ভ্রান্ত অভিযোগের জওয়াব
প্রথম অভিযোগ ঃ ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন এর জওয়াব
ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে আভিযোগকারীদের ইমাম ইবনুল মুবারাকের জওয়াব
২। ফিকহের গুরুত্ব ও ফজিলত
৩। মুহাম্মাদ বিন কাসির এর বিদআতি কথা ও আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস এর হিংসাত্মক অভিযোগের জওয়াব
৪। ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইমাম হুমাইদির অভিযোগ ও তার জওয়াব
৫। ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইমাম বুখারি-র অসত্য অভিযোগ ও তার জওয়াব

- ইমান এর প্রকার
- ইমান বাড়ে না কমেও না
- আমল বাড়তে ও কমতে পারে
- ইমান বাড়ে ও কমে এ মত পোষণকারীদের দ্বিতীয় দলিলের জওয়াব
- ইমান বাড়ে ও কমে এ মত পোষণকারীদের তৃতীয় দলিলের জওয়াব
- ইমাম আবু হানিফা কী মুরজিয়া ছিলেন ?
- ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত হাদিস ও রায় হতে তাঁর ছাত্রগণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন : এ মতের জওয়াব
- যারা ইমাম আযম এর রায়কে মেনে নিয়েছেন

৬। ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইমাম নাসাই এর অভিযোগ ও তার জওয়াব
৭। ইমাম উকাইলির প্রতিবেদনের জওয়াব
৮। ইমাম আযম এর ব্যাপারে যারা সুখ্যাতি ও প্রশংসা করেছেন

# ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে ভ্রান্ত অভিযোগের জওয়াব।

তিলকে তাল বানানো এ কথাটি অনেক শুনেছি, কিন্তু তালকে তিল বানানো এ কথাটি কেউ শুনেছে কিনা জানিনা, তবে অন্তত আমি শুনিনি।

ইমাম আযম এর ব্যাপারে নিন্দুকেরা তেমনটি করে দেখিয়েছে। অন্য কোন ইমামের ব্যাপারে নিন্দুকেরা তাদের নিন্দার তীর যে বিদ্ধ করেনি তা নয়,অল্প বিস্তর আছে, কিন্তু ইমাম আযমের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা সিমাতিরিক্ত। ইমাম আযমের কথা একটু পরেই বলি অন্যরাও এ কুৎসিত মনোলোভীদের আক্রমণ হতে মুক্ত ছিলেন না। তার নমুনা ইমাম আলি বিন মাদিনি।

কোন কোন সমালোচক আছেন বিশেষ করে হাদিসের ক্ষেত্রে, যারা সুক্ষ্ম বিচার এবং তাহকিক ছাড়াই হাদিস বর্ণনাকারীদের সর্ম্পকে অযাচিত মন্তব্য করে ফেলেন, আর সুবিধাবাদীগণ অন্ধের মত ঐ সমস্ত মন্তব্য গলাধঃকরণ করে একজন সিকাহ্ বর্ণনাকারীকে দ্বঈফ বানিয়ে ফেলে। এ লোকদের সংখ্যা কোন কালেই কম নয়। তাদের এ কর্মকান্ডে প্রকারান্তরে তারা যে, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসকেই অস্বীকার করছে, এ বোধটুকু পর্যন্ত তারা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে এ সমস্ত লোকগুলো দু'টি হাদিসের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে।

প্রথমত : . كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ "কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে"।

দ্বিতীয়ত: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করলো সে দুনিয়ায় থাকতেই তার স্থানকে জাহান্নাম করে নিল"। এ দুই হাদিসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হল।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আমর আল উকাইলী তার "কিতাবুদ্ দুআ'ফা আল কাবীর" এর ৩ খন্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায় ইমাম হাফিজ আলি বিন মাদিনি সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করেন যা সম্পূর্ণ রূপেই তোহমত, অথচ ইমাম আলি বিন মাদিনি ইহা হতে পরিপূর্ণভাবেই মুক্ত। উকাইলী বলেন, جنح إلى إبن أبى داؤد والجهمية و حديثه مستقيم إنشأ الله.

"আলি বিন মাদিনিও ইবনু আবু দাউদ ও জাহ্মিয়াদের আকিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে তার থেকে বর্ণিত হাদিস সমূহে কোন সমস্যা নেই"।

জাহ্মিয়াদের আকিদা হলো, আল কুরআন মাখলুক (আল্লাহ্ তায়ালার কালাম নয়)। প্রকৃতপক্ষে এটা ইমাম আলি বিন মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ্র আকিদা নয় এটা তার প্রতি তোহমত আরোপ। বরং তিনি বলেছেন, যারা বলবে আল কুরআন মাখলুক, তারা কাফির। এ উকাইলির দলিল দিয়েই ইমাম দ্বারাকুতনি, খতিব বাগদাদি এবং বর্তমানেও কেহ কেহ ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে মিথ্যারোপ করে তাঁকে দ্বঈফ সাব্যস্ত করে থাকে। বিনা তাহকিকে কারো মত গ্রহণ করাই হচ্ছে অন্ধ তাকলিদ বা অনুসরণ।

কোন বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই যদি কেহ উকাইলির উক্ত কথা অনুযায়ী ইমাম আলি বিন মাদিনির ব্যাপারে বিরূপ মত প্রকাশ করে এবং বলে, আলি বিন মাদিনি দ্বঈফ, তাহলে সহিহ আল বুখারিতে "আলি বিন মাদিনি বর্ণনাকৃত যত হাদিস আছে সবই দ্বঈফ হয়ে যাবে। কিন্তু বোদ্ধাগণের নিকট ইমাম উকাইলির উক্তিটি গর্হিত হিসেবে পরিগণিত।

এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবি মিযানুল ইতিদাল কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় বলেন, أفما لك عقل يا عقيلى أتدرى فيمن تتكلم وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم و لتريف ما قيل فيهم كأنك لا تدرى أن كل واد من هؤلاء أوثق منك بطبقات بل و أوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك فهذا ما يرتاب فيه محدث.

"হে উকাইলী আপনার কী আকল নেই ? কার সর্ম্পকে কথা বলছেন তা কী জানেন না ? আপনার প্রদর্শিত পথেই জওয়াব দিয়ে তাদের রক্ষা করব এবং অবশ্যই আপনার মতকে ধুলিস্যাত করে দিব। মহান ইমামগণ সর্ম্পকে যা বলা হয়েছে, আপনি কী জানেন ইনারা সকলেই মুহাদ্দিসগণের স্তর বিন্যাস অনুসারে আপনার চেয়ে বেশি সিকাহ বরং আপনার কিতাবে অনেক সংখ্যক সিকাহ্ বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেননি তাদের চেয়েও। ইহা এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সন্দেহ পোষণ করেন না"।

১৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী "ইমাম আলি বিন মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ্ সর্ম্পকে ইমাম যাহাবির বক্তব্য বা প্রতিবাদ যদি এরুপ হয় তাহলে যিনি খাইরুল কুরুনে ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করলেন, সাহাবি হতে হাদিস গ্রহণ করলেন, এ ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে ৩৩২ হিজরিতে মৃত্যু বরণকারী ইবনু উকাইলির মিথ্যাচার, ৩৮৬ হিজরিতে মৃত্যু বরণকারী দারাকুতনির ও আবু হাতিম বুসতির লাগামহীন অন্তঃসার শুণ্য অসুস্থ বক্তব্য যার মধ্যে ইনসাফ নেই, আদল এর গন্ডি হতে বের হয়ে হীনম্মন্যতার পর্যায়ে উপনীত, ইমাম যাহাবির বক্তব্য অনুসারে তাদের মন্তব্যের কী প্রতিকার হতে পারে ? একবারও কী তাদের মনে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ হাদিসটির কথা মনে পড়ল না যা সিদ্দীকাহ্ বিনতে সিদ্দীক উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত - أنزلوا الناس منازلهم মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দিবে" ? এ দায়িত্ববোধ থেকেই তো ইমাম ইবনু হাযার হাইতামি আশ শাফেঈ ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে কুৎসাকারীদের কুৎসাকে বরদাশত না করতে পেরে "খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আবু হানিফা আননুমান" কিতাবটি লিখেন। অনুরুপ ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতীও তাবঈদুস সহিফা কিতাবটির ব্যাখ্যা লিখলেন, যেখানে ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা পরিপূর্ণভাবে সন্নিবেশিত।

ওয়ারিসুল আম্বিয়া গুণসম্পন্ন একজন আলেম এর ভূমিকা কী বিদ্বেষপূর্ণ হবে ? ইনসাফের বাইরে ধারণার বশিভূত হয়ে অন্যের ব্যাপারে মত প্রকাশ করবে ? বিনা বিচারে যে কোন মত গ্রহণ করে তা প্রচার করবে ? আমাদের উচিত সর্বদা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদিসটি

স্মরণ রাখা, যাতে বলেছেন - . اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ
"মুসলমান-তো ঐ ব্যাক্তি যার হাত ও জবান হতে অন্য মুসলমান রক্ষা পায়"।
একজন আলেমের দু-চোখের মাঝে থাকবে হকের মশাল, কোন অন্ধত্ব নয়।
সত্য-মিথ্যার মধ্যে বিভাজন করে সঠিক বিষয়টি উদ্ধার করে তা যথাস্থানে যথাযথভাবে রাখাই হচ্ছে মুহাক্কিক আলেমগণের কাজ। এ ক্ষেত্রে আলেমগণ যদি বিচ্যুত হন তাহলে জাতির জন্য তা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

প্রত্যেক পরবর্তী যুগের লোকেরাই পূর্ববর্তীগণের সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামি শরীয়াতকে পেয়েছেন, এ পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি পরম্পর বাহিতের সঠিকতার বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে শয়তানের পদাঙ্কুসরণের পথই সুগম হবে। এ দিকে বিবেচনা করে ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম আলোকবর্তিকা ও পথ প্রদর্শক আমিরুল মোমিনিন উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, .الإسناد من الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم "ইসনাদই হচ্ছে দীন, তোমরা খেয়াল রাখবে কার কাছ থেকে দীন গ্রহণ করছ"।

আমিরুল মোমিনিন উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্ এমন সময় তার এ কালজয়ী অমূল্য উক্তিটি করেছেন, যখন ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি লেবাসধারী মুনাফিক,শিয়া,খারিযী ফিৎনার ডাল-পালা ইসলামি ভূখণ্ডের সর্বত্রই বিরাজমান ছিল। এ সমস্ত মুনাফিকদের মাধ্যমে ইয়াহুদিরা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেখে যাওয়া দীনকে বিকৃত করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। আমিরুল মোমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু এর বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে এ সমস্ত ইয়াহুদি, শিয়া, খারিযী ও মুনাফিক চক্র প্রকাশ্যে তাদের হীন কর্মকান্ডে সফল হতে পারেনি। আমিরুল মোমিনিন যুন্নুরাইন উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মাধ্যমে তাদের কুট-কৌশলের ভূমিকা প্রকাশ্য রুপ লাভ করে। এ মুনাফিকগণের কারণেই জামাল ও সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এদের কারণেই বেহেশতের যুবকদের নেতা, আসাদুল্লাহুল গালিব, আমিরুল মোমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব ও বেহেশতের রমণীগণের সর্দার হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার চোখের মণি এবং হাবিবুল্লাহ্ রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

প্রিয় দুই নাতি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে নির্মমভাবে শহিদ হতে হয়েছে। এ পর্যায়ে মহান সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ কর্তৃকই একদিকে যেমন খিলাফত গুণে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে আসছিল আবার তাফসির, হাদিস ও ফিক্বাহ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। খাইরুল কুরুনের প্রথম ধাপে এরূপই ছিল, আর এটাই হচ্ছে আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ ভিত্তিক খিলাফতের বৈশিষ্ট্য।

সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ রাষ্ট্র পরিচালনা ও তাবেঈগণকে মৌখিকভাবে হাদিস ও ফিক্বাহ শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মশগুল ছিলেন, এ গুলোকে বিশেষ করে হাদিসকে কিতাব আকারে সন্নিবেশ করার তেমন কোন সময় তারা পাননি, যদিও দু'একজন তাদের জানা হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, কিন্তু তা ছিল সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

অতঃপর আমিরুল মোমিনিন উমার বিন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ্ যখন দেখলেন, সাহাবিগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, হাদিস সমূহ যদি সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সাহাবিদের সাথে হাদিসও চলে যাবে, তাই তিনি মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল যুহরী রাহিমাহুল্লাহ্র নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক আলেমকে নির্দেশ দিলেন হাদিস সমূহ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে রাখতে।

ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ্ ৫৮ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ কারেন। এবং ১২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ততক্ষণে অনেক সাহাবি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর তাবেঈগণ, যাদের জন্ম সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে বা তার পরে হয়েছিল, যারা সাহাবিগণের সাহচর্য পুরাপুরি পেয়েছিলেন, তাদের থেকেই হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে বেশি। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তায়া'লার সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার পর, সাহাবা-ই-কিরামগণের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইসলাম বিস্তৃতির কারণে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাদের পূর্বে ছিল না। এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে তাদেরকে ইজতিহাদের দ্বারস্থ হতে হয়। তবে তাদের এ ইজতিহাদ অতটা জটিল ছিল না, কেননা তখনও সাহাবিগণ জীবিত ছিলেন, যা বাস্তবায়নে বা ফিক্বহি সমাধানে ঐকমত্যে পৌছতে সহায়ক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সম্পূর্ণ

বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারায় মতানৈক্য ব্যাপক রুপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়, পরিণতিতে বিষয় সমূহ সংকীর্ণ হয়ে আসে। এর কারণ হল, সাহাবিগণের সময় হাদিসের মধ্যে ত্রুটির কোন উপায় ছিলনা, কিন্তু পরবর্তীতে হাদিসের ইসনাদের মধ্যে বিভিন্ন আকিদার লোকদের অনুপ্রবেশ এবং অনেকের হাদিসের মর্ম সঠিক ভাবে না বুঝার কারণে, মতদ্বৈধতার ক্ষেত্রে প্রকট রুপ ধারণ করে, এবং বিভিন্ন মত সৃষ্টি হয়।

এ বিভিন্নতার আরো একটি কারণ হল, তারা যে হাদিসকে যেভাবে সহিহ্ হিসেবে পেয়েছেন তা তাদের মত প্রতিষ্ঠার মানদন্ড হিসেবে নিয়েছেন। এ পর্যায়ে হাদিসের সাথে সাথে সাহাবিগণের আমলকেও গ্রহণ করেছেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিস হতে মাসআলাহ্ গ্রহণের ক্ষেত্রে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ দিকের আমলের হাদিস সমূহ গ্রহণ করেছেন ও প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ মদিনাবাসীগণের আমলের উপর নিজ মত প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বানিয়েছেন। ইমাম যুহরি হতে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন, যেমন ইমাম আওযায়ী, ইমাম ইবনু উয়ায়না, ইমাম আবু হানিফা ইনারা সকলেই ইমাম যুহরি হতে শুধু হাদিসই গ্রহণ করেছেন, আর তখনও আলাদাভাবে ফিক্বহ্ বিষয়ে আলোচনা লিখিতভাবে হয় নাই। কিন্তু কুফাতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা অবস্থানের কারণে তাদের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে ফিক্বহ্ আলোচনা হতে থাকে, যার নির্যাস ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ পেয়েছেন। তাছাড়া হিজায (মক্কা-মদিনা) ও ইরাক উভয় এলাকার আলেমগণের বর্ণিত হাদিসের সমাবেশ ইমাম আযমের মাধ্যে ঘটেছিল।

অনেকের ধারণা মক্কা-মদিনায় সাহাবিগণ ছিলেন তাই কেবল সেখানেই হাদিসের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। তাদের এ ধারণা ঐতিহাসিক মানদণ্ডে সঠিক নহে। কেননা হাদিসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবিগণের অনেকেই কুফায় চলে যান এবং মৃত্যু অবধি সেখানেই অবস্থান করে হাদিসের দরস দেন।

হাদিসের খিদমতে মক্কা-মদিনার তুলনায় কুফা যে খুব একটা পিছিয়ে ছিল তা বলা যাবে না। বয়স্ক ফক্বিহ্ সাহাবিগণ ইলম বিস্তারে কুফাকেই তাদের

লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলেন, ইতিহাস হল ইলমের ক্বালব, যা জানা থাকলে ইলম আরো নূরানী হবে আর না জানলে আগরতলা ও উগুরতলা সমান হয়ে যাবে। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইরাকের কুফা ও বসরা ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখানকার গুরুত্ব বুঝেই আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফাতে তার খিলাফতের দফতর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংগত কারণেই সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিগণের সন্নিবেশ ঘটেছিল। হযরত আবু মুসা আল আশআরি, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হযরত সালমান আল ফারেসি, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সামুরাহ্ বিন জুনদুব, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, হযরত ওয়ায়িল বিন হুযর, হযরত নুমান বিন বশির প্রমুখ বিজ্ঞ ও হাদিসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবি রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণের মত সাহাবি যেখানে উপস্থিত, সেখানকার তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈ গণের হাদিস জানার ক্ষেত্র কতটা প্রসারিত হতে পারে তা বুঝার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। অনেকে ইমাম আবু হানিফার হাদিস না জানার যে অভিযোগ দিয়ে থাকেন এবং বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন তা কতটা ভিত্তিহীন ভেবে দেখবেন। এছাড়া ইমাম আবু হানিফা তার সত্তর বছর জিন্দেগীর ১৬ বছরই হিজাযে তথা মক্কা আল মুকাররামায় ও মদিনা আল মুনাওওয়ারায় ছিলেন। এর মধ্যে দীর্ঘ সময় বাইতুল্লাহিল হারাম এর অন্যতম আলেম ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌র হাদিসের ও ফিক্বহের মজলিসে অবস্থান করেন।

ইমাম আযম এর হিজাযে ১৬ বছর অবস্থান এর মধ্যে একত্রে ৬ বছর এবং বিচ্ছিন্নভাবে ১০ বছর। ইমাম হাম্মাদ বিন সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ্ এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ৪০০০ (চার হাজার) তাবেঈ মুহাদ্দিস ও ফকিহ হতে হাদিস সংগ্রহ করেছেন। ইমাম আযম এর সর্বদা খেয়াল ছিল হাদিসের ফিক্বহ বিষয়ের উপর, যাতে মানুষ তার যামানায় তো বটেই পরবর্তীতেও বিভিন্ন সমস্যা সমূহের সমাধান খুঁজে পায়। তিনি সনদসহ হাদিস বিতরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন না বরং আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্‌র নির্যাস ফিকাহ্ শিক্ষা দানে ব্যস্ত ছিলেন।

এ কারণে তার ছাত্রদের মাধ্যমে তাঁর গৃহিত হাদিস সমূহ সরাসরি প্রচারিত হয় নাই, যেমনটি ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম সুলাইমান আল আমাশ এর মাধ্যমে হয়েছে। এ বিষয়টিকে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তি এবং ইমাম আমাশ এর উক্তিটি আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, لا نكذب الله في أنفسنا إمامان في الفقه أبو حنيفة و في الحديث سفيان فإذا إتفقا لا أبالي لمن خالفهما.

"আল্লাহ্ তায়ালার নাম নিয়ে বলছি : মিথ্যা বলবো না, আমাদের মাঝে ফিক্বহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা এবং হাদিসে ইমাম সুফিয়ান সাওরি অবদান রেখেছেন, কোন বিষয়ে এ দু'জনের ঐকমত্য পাওয়া গেলে, অন্যরা কি বললো না বললো তার তোয়াক্কা করি না"।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্র কথা আমরা ফিক্বহ শিক্ষা করেছি ইমাম আবু হানিফা হতে, তিনি হাদিস নিয়ে আলোচনা করতেন, হাদিসের মধ্যে কি শিক্ষা পাওয়া গেল তা নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি যখন হাদিস গ্রহণ করেছেন সহিহ সনদ হতে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু একই ধারায় যা শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন না, ঐ হাদিসের মূল উদ্দেশ্য কী, উহার মধ্যে কী কী বিষয় নিহিত আছে তা-ই আলোচনা করতেন, এ দৃষ্টিতেই ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমরা ইমাম আবু হানিফা হতে ফিক্বহ শিক্ষা করেছি। একজন বড় মাপের ফক্বিহ এর অর্থই হল তিনি বড় মাপের হাদিস জাননেওয়ালা। একজন ফক্বিহ এর উদাহরণ হল ফার্মাসিষ্ট বা ডাক্তার এর মত, যে ঔষধ বানাতে জানে এবং কোন রোগের কি ঔষধ তা-ও নির্ণয় করতে জানে, অপর দিকে একজন সনদ নিয়ে আলোচনা কারী মুহাদ্দিস এর উদাহরণ হল একজন ঔষধ বিক্রেতার মত তার দোকানে অনেক ঔষধ আছে ডাক্তার এর পথ্য অনুযায়ী শুধু ঔষধ বিক্রি করে।

অন্য দিকে ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমরা তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছি, অর্থাৎ সনদ সহ হাদিস, কেননা তার

মজলিসে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র মত ফিক্বহ আলোচনা হত না, যা হত তা সীমিত পর্যায়ের, পূর্ণাঙ্গরূপে নয়, বরং তিনি কার কার থেকে হাদিসটি শুনেছেন তা-ই শুনাতেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আমাশ এর উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। ইমাম উকাইলির "কিতাবুদ্ দুআফাইল কাবির" এর চতুর্থ খণ্ডের ২৭১-৭২ পৃষ্ঠায় ড. আব্দুল মুত্বি আমিন কালআজী উক্ত কিতাবের তাহকিকে বলেন, كان أبو حنيفة عند الأعمش إذ سئل عن مسئلة و قيل ما تقول في كذا و كذا ؟ قال الإمام : أقول كذا و كذا فقال الأعمش : من أين لك هذا ؟ قال : حدثتنا عن أبى صالح عن أبى هريرة و عن أبى وائل عن عبدالله و عن أبى إياس عن أبى مسعود الأنصارى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا. و حدثتنا عن أبى مجلز عن حزيفة عنه صلى الله عليه و سلم. و حدثتنا عن يزيد الرقاشى عن أنس عنه صلى الله عليه و سلم كذا. و حدثتنا عن أبى الزبير عن جابر كذا. قال الأعمش : حسبك ما حدثتك فى مائة يوم حدثتنى فى ساعة. ما علمت أنك تعلم بهذه الأحاديث. يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء و نحن الصيدلة و أنت أيها الرجل أخذت بكل الطرفين.

"ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আমাশ হতে হাদিস গ্রহণ করার পর একদা এক মজলিসে একত্রিত হন। ইমাম আমাশ- ইমাম আবু হানিফাকে কোন এক মাসআলা সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী ? এর উত্তরে ইমাম আযম বলেন : আমি এরূপ এরূপ বলে থাকি। ইমাম আমাশ বললেন, যা বললেন তা কোথায় পেয়েছেন ? তিনি বললেন, আপনিই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আপনি আমাকে আবু সালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে, অন্য বর্ণনায় আপনি আবু ওয়ায়িল হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ হতে, আরেক বর্ণনায় আপনি আবু ইয়াস হতে তিনি আবু মাসউদ আল আনসারি হতে ইনারা সকলেই বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-এরূপ। তাছারা আপনি আমাকে আবু মিজলায হতে তিনি হুযাইফা হতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে। আপনি আমাকে আবু যোবায়ের হতে তিনি হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে

এভাবে বর্ণনা করেছেন, আপনি আমাকে ইয়াযিদ আর রাকাশী হতে তিনি হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে-এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইহা শুনে ইমাম আমাশ বললেন, (হে আবু হানিফা যা আপনি শুনালেন) যথেষ্ট হয়েছে আর প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে যা শত দিনে শুনিয়েছি, তা আমাকে এক মূহুর্তে শুনিয়ে দিলেন। বুঝতে পারি নাই এ সমস্ত হাদিসের দ্বারাই আপনি এরুপ মাসআলা দিয়ে থাকেন (আমরা তো শুধু হাদিসই বর্ণনা করেছি, কিন্তু এ সমস্ত হাদিসে যে ফিক্বহের এরুপ সমাধান রয়েছে তা-তো চিন্তা করি নাই!) হে ফক্বিহগণ আপনারা হলেন ডাক্তার আর আমরা সনদ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণ হলাম ঔষধ বিক্রেতা। আর খাছ করে হে আবু হানিফা আপনি ডাক্তার এবং ঔষধ বিক্রেতাও" অর্থাৎ আপনি মুহাদ্দিস এবং ফক্বিহ্ উভয়ই।

ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে ইমাম আমাশ এর উক্ত কথার অর্থ হল আপনি আমাকে সনদ সহ যেভাবে হাদিস শুনিয়ে দিলেন যা আমার থেকে ইতিপূর্বে শুনেছেন, আপনি একজন মুহাদ্দিস তাতে কোন সন্দেহ নাই। আর উক্ত হাদিস সমূহ হতে যেভাবে মাসআলা বের করেছেন, তা তো আমাদের মত শুধু সনদ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের পক্ষে সম্ভব নহে।

প্রিয় পাঠক, ইমাম আমাশ এর উক্ত বক্তব্য হতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ফিক্বহ তত্ত্ববিদ হতে হলে হাদিস তত্ত্ববিদ হওয়া জরুরি। যারা বলেন ইমাম আবু হানিফা ফক্বিহ ছিলেন, হাদিস জানতেন না, তারা শরঈ জ্ঞানহীন। ইমাম আমাশ এর উক্তি অনুসারেই ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফার প্রসঙ্গে বলেছেন তিনি ফিক্বহ বেশি জানতেন।

তবে যারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন তা হয় না জেনে অথবা হিংসার বশবতি হয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃত অর্থে দলিল পেশ করে তারা তাদের অন্তর্দাহ মিটিয়েছে। এগুলোর জওয়াব সামনেই আসছে। মুহাক্কিক আলেমগণের মতে দুই শ্রেণীর লোক ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এর সুখ্যাতি ও মর্যাদায় আঘাত করেছে।
১। হিংসাকারীগণ ২। নির্বোধ জাহিলগণ।

এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইমাম ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ তার "তাহযিবুত্ তাহযিব" কিতাবের ৬ খণ্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- و قال أبو داؤد عن نصر بن على : سمعت الخريبى يقول : الناس فى أبى حنيفة حاسد و جاهل.

"আবু দাউদ- নছর বিন আলি হতে, নছর বিন আলি বলেন, খারিবি হতে শুনেছি তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ব্যাপারে যারা বিভিন্ন অভিযোগ করে থাকে তারা দু'ধরনের।

১। হিংসাকারী ।

২। নির্বোধ জাহিল।

এ নির্বোধ জাহিল ও হিংসুকদের দ্বারা সরবরাহকৃত বিকৃত দলিল পেশ করে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিপক্ষে যে বিষোদ্গার উদ্গিরণ করা হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে তার সঠিক জওয়াব সহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

## প্রথম অভিযোগ ঃ ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন এর জওয়াব

হানাফি বিদ্বেষীগণ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ প্রসঙ্গে করা ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্র তিনটি উক্তির অর্থ বুঝতে না পেরে তা নেতিবাচক ধারায় প্রবাহিত করেছে। অভিযোগ তিনটি নিম্নরূপ ঃ

১। তাদের বক্তব্য হল ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক বলেছেন, كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث. "ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন।"

২। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক বলেছেন إضربوا على حديث أبى حنيفة. ইহা ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত হাদিসে লিখে রাখ।

৩। ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক এর করা তৃতীয় যে উক্তির উল্লেখ করে থাকে তা হলো سأل إبن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين فى الركوع : فقال أبو حنيفة : يريد أن يطير؟ فيرفع يديه قال وكيع :

و كان إبن المبارك رجلا عاقلا فقال إبن المبارك : إن كان طار فى الأولى و إنه يطير فى الثانية فسكت أبو حنيفة و لم يقول شيا.

"ইমাম ইবনুল মুবারক- ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন রুকুর অবস্থায় রফউল ইয়াদাইন করেন না কেন ? ইমাম আবু হানিফা বললেন,আকাশে উড়বে নাকি যে হাত উঠাবে ? ইমাম ওয়াক্বি বলেন, ইবনুল মুবারাক একজন আক্লমান্দ লোক ছিলেন, তিনি বললেন, যদি প্রথম তাকবির (তাকবির তাহরিমাহ্) এর সময় উড়তে পারে তাহলে দ্বিতীয়বারও উড়বে। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা চুপ হয়ে গেলেন,কিছুই বললেন না।"

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক কর্তৃক উল্লিখিত তিনটি মন্তব্যকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিপক্ষে পেশ করে, হাদিস সম্পর্কে তার ইলম হীনতার দাবি করে থাকে, কিন্তু তাদের পেশকৃত উক্ত মন্তব্যের প্রথম দু'টি তাদের পক্ষে নয়,বরং বিপক্ষেই দলিল। আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞানতা বা তাহকিক না থাকার কারণেই তারা আলোকে অন্ধকার বানিয়ে ফেলেছে। নিম্নে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্র বর্ণিত উক্তি সমূহের তাহকিকপূর্ণ আলোচনা এবং সঠিক অর্থ প্রদান করা হল, যাতে হানাফি বিদ্বেষীগণের ইলমি দৈন্যতা প্রমাণিত হবে।

## ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন

ইমাম খতিব বাগদাদি তার "তারিখু মদিনাতুস্ সালাম" (তারিখে বাগদাদ) এর ১৫ খন্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় (তাহকীক বাশ্শার আওয়াদ মারুফ) উল্লেখ করেছেন,

أخبرنا البرقانى قال : قرئ على عمر بن بشران و أنا أسمع : حدثنا على بن الحسين بن حيان قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : سمعت أبا وهب يقول : سمعت عبد الله و هو إبن المبارك يقول : كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث.

"বুরকানি আমাদেরকে বলেন, আলি বিন উমার বিন বুশরান এর নিকট হাদিস পড়া হল আর আমি তা শুনতে পেলাম, আলি বিন হুসাইন বিন হাইয়্যান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ বিন শিবওয়াইহি

আমাদেরকে বলেন, আবু ওয়াহাবকে আমি বলতে শুনেছি, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা হাদিস শাস্ত্রে খুবই বিজ্ঞ ছিলেন"

উক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে আমিরুল মোমিনীন ফিল হাদিস ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ তার উস্তাদ ইমাম আযম, আবুল ফুক্বাহা ইমাম আবু হানিফাকে হাদিসে "ইয়াতিম" বলেছেন। যারা ইমাম আযম এর বিষোদ্‌গারে সর্বদা লিপ্ত তাদের নিকট ইহা নক্ষত্র তুল্য। তবে ইমাম আবু হানিফা বিদ্বেষীগণ তাদের উম্মা প্রকাশের পূর্বে যথাযথ তাহকিক করেননি। মরিচিকার পিছনে দৌড়ে নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত হয়েছেন অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেছেন। কিছু লিখক আছেন, যারা তাদের লেখনীর ক্ষেত্রে কৌম অন্ধত্বের কারণে ইনসাফ রক্ষা করতে পারেননা, তাই যুগে যুগে অসুস্থ অন্তঃকরণের লোকেরা ভেজাল দাওয়াই খেয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পরেছেন বা পরছেন। এর থেকে উত্তরণ এর জন্য ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক এর উক্ত কথাটির মর্ম বুঝা ও জানা জরুরী। তবে ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখে বাগদাদে উক্ত কথাটির তাহকিক না করে, যা শুনলেন তাই লিখে দিলেন এবং তা নেতিবাচক অর্থে প্রকাশ করলেন, তাহকিক না করে কীভাবে এরূপ বর্ণনা উল্লেখ করলেন, তা বোধগম্য হচ্ছে না। এটা দায়িত্বশীলদের কাজ নয়। যারা ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটিকে ইমাম আযম এর বিপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তারা "ইয়াতিম" শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝার কারণেই বা ইহার তাহকিক না থাকার কারণেই সঠিক অর্থ গ্রহণ করতে পারেন নাই। নিম্নে " ইয়াতিম " শব্দটির তাহকিক করে তার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ প্রদান করা হল।

বিখ্যাত অভিধান বিশারদ ইমাম মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল ফিরোজাবাদি তাঁর "আল কামুসুল মুহিত্ব" এর হরফুল ইয়া ( حرف الياء) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন- اليتم بالضم : الإنفراد أو فقدان الأب و فى البهائم فقدان الأم و اليتيم : الفرد و كل شيئ يعز نظيره.

"আল ইউত্‌মু" শব্দটি পেশ দ্বারা হলে এর অর্থ হবে একাকী। অথবা (মানুষের ক্ষেত্রে) পিতৃহীনতা এবং পশুর ক্ষেত্রে যদি ইয়াতিম শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাহলে

অর্থ হবে মাতৃহীনতা। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ও বিষয়ের সাথে ইয়াতিম শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে, কোন কিছুর একক (যার সমকক্ষ অন্য কেহ না থাকা) এবং তার সমকক্ষগণ কর্তৃক তাকে সম্মান করা"।

অনুরুপ ইমাম ইবনু মানযুর তার " লিসানুল আরব " কিতাবের باب الياء (ইয়া অধ্যায়ে) বলেন, اليتم الإنفراد واليتيم : الفرد واليتم واليتم فقدان الأب و قال إبن السكيت : اليتم فى الناس من قبل الأب و فى البهائم من قبل الأم.

"ইউত্‌মু শব্দের অর্থ হলো একক" আর ইয়াতিম যার সাথে অন্য কিছু নেই "ইউতমু ও ইয়াতিমু এর অর্থ হল পিতৃহীন। ইবনু সিক্‌কিত বলেন, ইউতমু শব্দটি যখন মানুষের ক্ষেত্রে আসবে তখন অর্থ হবে পিতৃহীন। আর যখন পশুর ক্ষেত্রে হবে তখন অর্থ হবে মাতৃহীন"।

ইমাম ইবনু মুনযির আরো উল্লেখ করেন, و كل شيئ مفرد بغير نظيره فهو يتيم "প্রত্যেক একক ব্যক্তি/বস্তু যা তার সমকক্ষদের মাঝে নেই উহাই ইয়াতিম হিসেবে ভূষিত হবে"

ইমাম ইবনু মুনযির আরো উল্লেখ করেছেন,ইবনুল আরাবি বলেছেন, اليتيم المفرد من كل شيئ. " প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই ইয়াতিম দ্বারা একক বুঝায় "।

বিখ্যাত আভিধানিক আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি আল ফাইউমি আল মুকরি (মৃত্যু:৭৭০ হিজরি) তার অভিধান "আল মিছবাহুল মুনির" এ বলেন, درة يتيمة أى لا نظيره لها و من هنا أطلق اليتيم على كل فرد يعز نظيره.

"দুররাতুল ইয়াতিমাতুন " অর্থ তার কোন সমকক্ষ নেই এর থেকেই ইয়াতিম বলতে প্রত্যেক একক ব্যক্তিকে বলে যার সমকক্ষগণ তার সম্মান করে"।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ইয়াতিম শব্দটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

১। ইয়াতিম শব্দটি যখন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে তখন অর্থ হবে পিতাকে

হারানো। কেহ যদি মারা যায়, আর ছোট সন্তান থাকে তাহলে ঐ ছোট সন্তানকে ইয়াতিম বলা হয়। মা মারা গেলে ইয়াতিম বলা হয় না, কেননা সন্তানের ভরণপোষণ পিতার উপর, মাতার উপর নয়। তাছাড়া বালিগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াতিম থাকে, বালিগ হওয়ার পর আর ইয়াতিম থাকে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু মুনযির তার বিখ্যাত অভিধান লিসানুল আরব এর 'ইয়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, ইমাম লাইস বলেন اليتيم الذى مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه إسم يتم.

"ইয়াতিম হল যার পিতা মারা গিয়াছে, আর এটা তার বালিগ হওয়া পর্যন্ত চলবে, যখনই বালিগ হয়ে যাবে, তার থেকে ইয়াতিম হওয়ার সর্ম্পক দূর হয়ে যাবে অর্থ্যাৎ তাকে আর ইয়াতিম বলা যাবে না"।

২। পশুর ক্ষেত্রে ইয়াতিম বলে যখন মা পশু মারা যায়। কেননা মা পশুই তার সন্তানদের লালন-পালন করে থাকে এক্ষেত্রে পিতা পশুর কোন ভূমিকা থাকে না। তবে পাখিদের ক্ষেত্রে তা ভিন্ন, কেননা মাতা-পিতা উভয়েই পাখি-ছানাদের খাবারের ব্যবস্থা করে থাকে এক্ষেত্রে যে কোন একজন মারা গেলেই ঐ পাখির ছানা ইয়াতিম হিসাবে ভূষিত হবে।

৩। উক্ত তিন শ্রেণীর বাহিরে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইয়াতিম শব্দটি ব্যাবহৃত হলে, রিক্ত বা শুন্য অর্থে ব্যবহৃত হবে না, বরং জ্ঞান-বুদ্ধি-মেধা ও ক্ষমতায় পারঙ্গম অর্থে আসবে। যেমন আল্লামা ফাইউমি বলেছেন, درة يتيمة "বে-নজির" যার নজির নাই বা যার সমকক্ষ অন্য কিছু নেই। একই অর্থ প্রকাশ করেছেন ইমাম ফিরোজাবাদী তাঁর আল কামুসুল মুহিত্ব কিতাবে এবং ইমাম ইবনু মুনযির তার লিসানুল আরব কিতাবে।

সুতরং যারা ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ সম্পর্কে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক এর উক্তি "হাদিসে তিনি ইয়াতিম ছিলেন" হাদিস না জানার যে অর্থ কতিপয় লোক করে থাকে তা সঠিক নয়। তাদের এ অর্থ অকার্যকর প্রমাণিত হল। তাই উল্লিখিত তৃতীয় প্রকার অর্থেও ইমাম আযম সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক কর্তৃক বর্ণিত كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন এর অর্থ হলো তিনি তার যুগে হাদিসে একক

ছিলেন, তার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কেননা এখানে يَتِيم শব্দটি পিতৃ-মাতৃহীন এর ব্যাপারে আসেনি বরং একটি বিষয়ের ব্যাপারে এসেছে তা হলো হাদিস। যেমন ইমাম ইবনু মুনযির এর বাক্য। ইমাম ইবনু মুনযির আরো উল্লেখ করেন, و كل شيئ مفرد بغير نظيره فهو يتيم "প্রত্যেক একক ব্যক্তি/বস্তু যা তার সমকক্ষদের মাঝে নেই উহাই ইয়াতিম হিসেবে ভূষিত হবে"। আর ইমাম ফিরোজাবাদীর ভাষায়, ইয়াতিম হচ্ছে কোন কিছুর একক এবং প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে ব্যাপারে তার সমকক্ষগণ তার সম্মান করে।

উপরোক্ত আলোচনার হতে প্রমাণিত হল ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আযম আবু হানিফা সম্পর্কে كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث "ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন" এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু হানিফার হাদিস কম জানা নয়। বরং হাদিস বেশী জানারই নির্দেশ দিয়েছেন, আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার জন্যই ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাঠকের বুঝার সুবিধার জন্য বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্নার্থক একটি শব্দ উল্লেখ করছি তাতে খুব সহজেই বিষয়টি বুঝা যাবে। কোন উস্তাদ তার ছাত্রকে বললো, তুমি কি কোন স্বপ্ন দেখেছে এখানে এ স্বপ্ন শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে ছাত্র ঘুম হতে উঠার পর যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে অর্থ হবে ঘুমে স্বপ্ন দেখা, আর যদি কোন বিষয়ের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্ন করা হয় তাহলে স্বপ্নের অর্থ হবে প্রত্যাশা,আকাঙ্খা ইত্যাদি। প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণেই একই শব্দের ভিন্ন অর্থ লক্ষণীয়। সুতরাং ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তি كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث এর অর্থ "ইমাম আবু হানিফা হাদিসে ইয়াতিম ছিলেন" হবে না, বরং এ উক্তির অর্থ হবে **"ইমাম আবু হানিফা হাদিসে খুবই বিজ্ঞ ছিলেন"**।

## ইহা ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত হাদিসে লিখে রাখ।

২। ইমাম আযম আবু হানিফার ব্যাপারে কিছু সংখক লোক বিকৃত ভাবে দলিল পেশ করে দিয়েছে। তাদের এ হীন মানসিকতার বিষোদ্‌গার উদ্‌গিড়ন করে

ইমাম আযমের মর্যাদাকে হেয় করতে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাকের আরো একটি বক্তব্যকে বিকৃতরূপ দিয়ে হানাফি বিদ্ধেষের ষোলকলা পূর্ণ করেছে। ইমাম উকাইলী তার "কিতাবুদ দুআ'ফাই-র রিজালে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মাদ বিন নঈম বিন হাম্মাদ আমাদের বলেন, আবু বকর বিন আয়ান আমাদেরকে বলেন, ইব্রাহিম বিন শামসকে বলতে শুনেছি আমি ইবনু মুবারাক হতে শুনেছি তিনি বলেন, إضربوا على حديث أبى حنيفة. " ইমাম আযম আবু হানিফা হতে বর্ণিত হাদিস সমূহ লিখে রাখ"।

এ উক্তিতে উল্লেখিত إضربوا এর ضرب শব্দটি নিয়েই কুট চালকারীদের যত বিপত্তি। ضرب শব্দের অর্থ আঘাত করা অর্থকেই তারা উক্ত বাক্যে গ্রহণ করেছে। তাদের মনগড়া অর্থের উক্ত বাক্যের অনুবাদ হল, ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত হাদিস ছুড়ে ফেলে দাও। ضرب শব্দের অনেক অর্থ হয় যেমন- আঘাত করা,বর্ণনা করা, ভ্রমন করা,পরিত্যাগ করা, বানানো, উদাহরন দেওয়া, প্রকার, লিখে রাখা ইত্যাদি। ضرب শব্দটি যদি على সংযোগ আসে তাহলে অর্থ হবে, লিখে রাখা, টাইপ করা عن আসলে অর্থ হবে পরিত্যাগ করা فى আসলে অর্থ হবে ঘুড়ে বেরানো। কোন সংযোগকারী হরফ ব্যতীত আসলে অর্থ হবে আঘাত করা।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণিত- إضربوا على حديث أبى حنيفة এ বাক্যটিতে ضرب এর পর على এসেছে তাই এখানে লিখে রাখা বা টাইপ করা" অর্থই বাঞ্চনিয়, আঘাত করা বা ছুড়ে ফেলা অর্থ গ্রহণ হবে মূর্খতার শামিল। তাই প্রমাণিত হল ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক তার উস্তাদ ইমাম আযম সর্ম্পকে যা বলেছেন তা আঘাত বা ছুরে ফেলার অর্থে নয়, বরং ইমাম আযম বর্ণিত কোন মাসআলা বা হাদিস এর সাথে লিখে রাখার ব্যাপারে বলেছেন। ইহা তো আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক হতে ইমাম আযম সর্ম্পকে কদর্যপূর্ণ কথা নয় বরং প্রশংসা সূচক কথা। অথচ ইমাম উকাইলি ও তার অনুসারিগণ উলটা বুঝে, আগর তলা ও উগুর তলাকে এক করে ফেলেছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম সর্ম্পকে করা ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাকের উল্লিখিত উক্তি দু'টির ব্যাপারে হানাফি

বিদ্বেষীগণ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা আরবি ভাষার বিকৃতরুপ যা অভিধান বিশারদগণ কর্তৃক স্বীকৃত নহে। এভাবে কারো উক্তিকে বিকৃত অর্থ করে কিছু উথাপন করা কুৎসারই নামান্তর এবং তোহমত বৈ আর কিছু নয়। মুহাক্কিক আলেমগণ কর্তৃক স্বীকৃত অর্থ হলো كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث " ইমাম আযম আবু হানিফা হাদিসে বিজ্ঞ ছিলেন" এবং إضربوا على حديث أبى حنيفة এর অর্থ হলো "ইহা ইমাম আবু হানিফার বর্ণনার সাথে লিখে রাখ"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যে একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদ ছিলেন এবং তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণের শর্ত যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা যথাস্থানে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

## ইমাম আযম আবু হানিফা চুপ হয়ে গেলেন

৩। ইমাম আযম আবু হানিফার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক হতে বর্ণিত তৃতীয় যে অভিযোগটি করে থাকে তাহলো- ইমাম ইবনুল মুবারাক- ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রুকুর অবস্থায় রফউল ইয়াদাইন করেন না কেন ? ইমাম আবু হানিফা বললেন,আকাশে উড়বে নাকি যে হাত উঠাবে ? ইমাম ওয়াকি বললেন, ইবনুল মুবারাক একজন আকলমান্দ লোক ছিলেন তিনি বললেন,যদি প্রথম তাকবিরের(তাকবিরে তাহরিমা)সময় উড়তে পারে তাহলে দ্বিতীয় বারও উড়বে। অত:পর ইমাম আযম আবু হানিফা চুপ হয়ে গেলেন,কিছুই বললেন না। এটিও হানাফি বিদ্বেষীগণের ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে বিদ্বেষপূর্ণ দলিল উপস্থাপন। এটা কোন দালিলীক আলোচনা ছিলনা, উস্তাদ-ছাত্রের মধ্যে নিছক একটি আলোচনা ছিল। দালিলিক আলোচনা হলে ইবনুল মুবারাক বলতেন,আমি আপনাকে আকাশে উড়া-উড়ির প্রশ্ন করি নাই যে আপনি এভাবে জওয়াব দিবেন, বরং আপনি কেন রফউল ইয়াদাইন করেন না, হাদিস থেকে তার দলিল দেন। ইমাম আবু হানিফা যেমন হাস্যরস মূলক উত্তর দিয়েছেন, ছাত্র হিসেবে যথাযথ সম্মান রেখে ইমাম ইবনুল মুবারাক হাস্যরস মূলক প্রতি উত্তর দিয়ে দেন। এ ধরনের জওয়াব কোন দলিল হতে পারে না বিধায় তিনি কোন বিরোধিতা করেননি এবং ইবনুল মুবারাক হাদিস দিয়েও কোন দলিল পেশ

করেননি। এটা যে উস্তাদ-ছাত্রের হাস্যরস মূলক ছিলো, কোন দালিলিক কথাপকথন ছিলনা তার প্রমাণ একই বিষয়ে ইমাম আওযায়ীর সাথে ইমাম আযমের আলোচনা।

ইমাম মুআফিক বিন আহ্মাদ মক্কী মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেছেন, إجتمع أبو حنيفة و الاوزاعى فى دار الحناطين و قال الاوزاعى لأبى حنيفة ما بالكم لا ترفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة لأجل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه شيئ فقال كيف لم يصح و قد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و عند الركوع و عند الرفع منه.

فقال له أبو حنيفة حدثنا حمادعن إبراهيم عن علقمة و الأسواد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع يديه إلا عندافتتح الصلاة و لا يعود لشئ من ذلك.
فقال الأوزاعى احدثك الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و تقول لى حدثنى حمادعن إبراهيم فقال له أبو حنيفة كان حماد بن أبى سليمان أفقه من الزهرى و كان أبراهيم أفقه من سالم و علقمة ليس بدون أبن عمر رضى الله عنهما فى الفقه و إن كانت لإبن عمر رضى الله عنهما صحبة فله فضل الصحبة والاسواد له فضل كثير و عبد الله عبد الله فسكت الاوزاعى.

"ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আওযায়ী হানাতিন নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন, ইমাম আওযায়ী- ইমাম আবু হানিফাকে বললেন, আপনি সালাতে রুকুতে যেতে ও রুকু হতে উঠতে হাত উঠান না কেন ? তখন ইমাম আবু হানিফা বললেন, এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন সহিহ্ বর্ণনা নেই, তাই। ইহা শুনে ইমাম আওযায়ী বললেন আপনার কথা কী করে সঠিক হবে, অথচ আমার নিকট ইমাম যুহরি বর্ণনা করেছেন তিনি সালিম হতে, তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন উমার হতে তিনি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবিরে তাহরিমা, রুকুতে যেতে এবং রুকু হতে উঠতে হাত উঠাতেন।

এরপর ইমাম আবু হানিফা বললেন, (এবার আমার র্বণনা শুনুন) হাম্মাদ বিন সুলায়মান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্রাহিম নখঈ হতে, তিনি আলকামাহ ও আসাওয়াদ হতে ইনারা উভয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত সালাতের অন্য কোথাও হাত উঠান নাই।

ইহা শুনে ইমাম আওযায়ী বললেন, আমি আপনাকে বর্ণনা করলাম জুহরী হতে তিনি সালিম হতে, তিনি তার পিতা ইবনু উমার হতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে, আর আপনি বলছেন হাম্মাদ বিন সুলায়মান আমার নিকট ইমাম ইব্রাহিম নখঈ হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাকে  ইমাম আবু হানিফা বললেন- হাম্মাদ বিন সুলায়মান জুহরী হতে অধিক ফক্বীহ, ইব্রাহীম নখঈ সালিম হতে অধিক ফিক্বহ জ্ঞান সম্পন্ন, আর আলকামাহ সর্ম্পকে যদি বলি তাহলে সে ফিকহের ক্ষেত্রে ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহ্ আনহুমা হতে কম নয়, তবে সাহাবি হিসেবে তার যে মর্যাদা তা ভিন্ন ব্যাপার। অন্য দিকে আসওয়াদ তারও বহুবিধ গুণ রয়েছে, আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, তার কথা কী বলব, সে তো আব্দুল্লাহ্ (সাহাবীগণের মাঝে যার ফিক্বহী বুঝ অপরিসিম)। এ কথা শুনে ইমাম আওযায়ী চুপ হয়ে গেলেন”।

প্রিয় পাঠক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আওযায়ী এর উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হলো ইমাম ইবনুল মুবারাক এর সাথে যেভাবে রফউল ইয়াদাইন এর বিষয়ে আলোচনা করছেন তা ছিল একেবারেই হাস্যরস মূলক কোন দালিলীক আলোচনা ছিল না, যেভাবে ইমাম আওযায়ীর সাথে হয়েছে। ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে কুৎসাকারিগণ আশা করি এক্ত ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ হতে উল্লিখিত তিনটি বর্ণনার প্রথম দু'টি হিংসুক ও জাহিলগণ না বুঝেই অক্ষেত্রে দলিল পেশ করেছেন। আর তৃতীয়টির হাকিকাত না বুঝে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম

আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুমাল্লাহ্ উভয়ের প্রতিই জুলুম করেছে, যা কোন আলেমের জন্যই ইনসাফপূর্ণ নয়। এ লোকগুলো ইমাম ইবনু মুবারাকের কতিপয় উক্তি না বুঝে এবং তার উস্তাদ ইমাম আযম সম্পর্কে তার স্পষ্ট প্রশংসা সূচক বানী থাকা সত্ত্বেও, তার দিকে না তাকিয়ে নিজেদের অন্তরের বক্রতাকে আরো বক্র করেছে। তাদের এ বক্রতাকে সোজা করার জন্য ইমাম আযম আবু হানিফা সম্পর্কে ইবনুল মুবারকের করা সুখ্যাতিমূলক বক্তব্য গুলো উল্লেখ করা হলো যাতে প্রমাণিত হবে হিংসুকগণ কর্তৃক প্রচারিত উক্তি সমূহ ভিত্তিহীন। এগুলো যে ভিত্তিহীন ইমাম ইবনুল মুবারাক নিজেই তার জওয়াব দিয়েছেন। কুৎসাকারীগণ ইমাম আযম সম্পর্কে, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক এর উক্ত উক্তি দু'টির দলিল দিয়ে ইমাম আযমের হাদিস কম জানার যে প্রয়াস দেখিয়েছেন তা নিতান্তই ভূল।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্‌র উল্লেখিত উক্তি সমূহের যে তাহকিকি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সমর্থনে ইমাম আযম এর প্রতি ইমাম ইবনুল মুবারকের শ্রদ্ধা, প্রশংসা ও সুখ্যাতি মূলক উক্তিরই পরিপূরক। ইমাম আযম এর প্রতি ইবনুল মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্‌র প্রশংসা সূচক উক্তি সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ইমাম মুহাদ্দিস বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ফক্বীহ্ আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলী আস সাইমারি (মৃত্যু-৪৩৬হিজরি) তার "আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু" কিতাবে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল। তিনি উক্ত কিতাবের ১৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

১। আব্বাস বিন আহমাদ বিন ফদ্বল আল হাশেমি আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল ফাতহ আল মানসুরি আমাদেরকে বলেন, ইবনু কা'স আমাদেরকে বলেন, সুলায়মান বিন রবি' আমাদেরকে বলেন, হামিদ বিন আদম আমাদেরকে বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ما رأيت نفسى فى مجلس أذل منها فى مجلس أبى حنيفة "আমি ইমাম আবু হানিফার ইলমি মজলিস ব্যতীত অন্য কারো মজলিসে নিজেকে ছোট মনে করিনি"।

২। আব্বাস বিন আহমাদ বিন ফদ্বল আল হাশেমি আমাদেরকে বলেন, আহমাদ

আমাদেরকে বলেন, আলি আমাদেরকে বলেন, সুলায়মান আমাদেরকে বলেন, আলি বিন হাসান আল শাকিকি আমাদেরকে বলেন, ইবনুল মুবারাককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ما اختلفت إلى سفيان حتى صار علم أبي حنيفة في كفي.

"কোন মাসআলায় যখন সুফিয়ান সাওরির সাথে আমার মতের ভিন্নতা দেখা দিত তখন আমার সামনে আবু হানিফার ইলম বিরাজমান থাকতো"।

৩। আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আল হালওয়ানি আমাদেরকে বলেন, মুকাররাম আমাদেরকে বলেন, আলি বিন সালেহ্ আল বাগাবি আমাদেরকে হাসান বিন আরফান আল আবদি হতে বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক বলেছেন,

لا نكذب الله في أنفسنا إمامان في الفقه أبو حنيفة و في الحديث سفيان ، فإذا إتفقا لا أبالي لمن خالفه .

"মিথ্যা বলবো না, ফিক্বহ শাস্ত্রে আমাদের ইমাম ছিলেন আবু হানিফা এবং হাদিসে ইমাম সুফিআন সাওরি। ইনারা দু'জন যখন কোন মাসআলায় একমত হতেন তখন আমরা অন্য কারো ভিন্ন মতের পরওয়া করতাম না"।

ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ফক্বিহ ছিলেন আবার মুহাদ্দিসও ছিলেন, অন্যদিকে ইমাম সুফিয়ান সাওরিও ফক্বিহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন, তবে দু'জনের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তাদের ছাত্রগণ একই ধরনের ফায়েদা হাসিল করতে পারতেন না। ইমাম আবু হানিফা হতে তাঁর ছাত্রগণ হাদিসের তুলনায় ফিক্বহ বেশি শিক্ষা করতেন। ইমাম আযম আল কুরআন ও সুন্নাহ হতে মাসআলা বের করে তা তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, কারণ ফিক্বহ ভিন্ন কোন বিষয় নয়, ইহা আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্‌রই নির্যাস। আর ইমাম সুফিয়ান সাওরি হতে তাঁর ছাত্রগণ ফিক্বহি মাসআলার চেয়ে সনদসহ সরাসরি হাদিসই বেশি গ্রহণ করতেন। এ কারণে হাদিসের কিতাব সমূহে ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা বেশি দেখা যায়। উভয় শাস্ত্রের দু'জনের নিকট দু'টির একটি করে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। ইমাম আযম এর নিকট ফিকহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরির নিকট সনদসহ হাদিস। তাই ইবনু মুবারাক প্রাধান্যের বিচারে কথাটি বলেছেন।

মূল কথা হলো উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে কোন মন্তব্য করেননি, বরং যারা বিরোধিতা করেছে, বিদ্বেষ পোষণ করেছে তাদের অভিযোগের জওয়াব দিয়েছেন এবং প্রতিবাদ করছেন। ইমাম আওযায়ীর ঘটনাটি তার প্রমাণ। ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে অভিযোগকারীদের যে জওয়াব ইমাম ইবনুল মুবারাক দিয়েছেন তার প্রতিটির পরিপূর্ণ বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

# ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে অভিযোগকারীদের ইমাম ইবনুল মুবারাকের জওয়াব।

ইমাম সাইমারি রাহিমাহুল্লাহ তার "আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবুহু" কিতাবের ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল হালওয়ানি আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল হাম্মানি আমাদের বলেন, ইবনু মুকাতিল বলেন, ইবনুল মুবারাককে বলতে শুনেছি, كتبت كتب ابي حنيفة غيرمرة، فكانت تقع فيها زيادات فاكتبها. قال إبن المبارك إذا رأيت الرجل يقع في إبي حنيفة ويذكره بالسوء فانه ضيق العلم. تعبأ به ، قال: وكان إبن المبارك إذا ذكر ابا حنيفة بكي لحبه له.

"আমি ইমাম আবু হানিফার গৃহিত মাসআলা অনেকবার লিখেছি, কিন্তু প্রতিবারই তার দলিলের আধিক্যতা পেয়েছি উহা আবার লিখেছি। ইবনুল মুবারাক আরো বলেন, যখন দেখতাম কোন লোক ইমাম আবু হানিফার মাসআলার উপর খারাপ মনোভাব পোষণ করছে, দেখতাম তা ইলমি দৈন্যতা ও সংকীর্ণতার কারণেই করেছে, তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ইবনু মুবারাক যখনই ইমাম আবু হানিফার নাম স্মরণ করতেন তার মহব্বতে কেঁদে ফেলতেন"।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি ইমাম আওযায়ীর ধারণা পরিষ্কার ছিলনা, কিছু মিথ্যুকের সরবরাহকৃত সংবাদের কারণে তিনি ইমাম আযমের প্রতি বিরাগ ভাজন ছিলেন, ইমাম ইবনুল মুবারাক তাযিম ও হিকমতের সাথে ইমাম আওযায়ীর অভিযোগের যে জওয়াব দিয়েছেন তা কী ইমাম আযমের প্রতি তার হেয় প্রতিপন্নতা প্রমাণ করে ? ইমাম আবু হানিফা হাদীস কম জানতেন! তার বর্ণিত হাদিসকে নিক্ষেপ কর! এ ধরনের

কথা আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক তার উস্তাদ ইমাম আযম সম্পর্কে কী করে বলতে পারেন, আর এ ধরনের কথা তো কোন মানুষের হেয় প্রতিপন্নতাই প্রমাণ করে! আব্দুল্লাহ বিন মুবারাকের নামে চালিয়ে দেওয়া কথাগুলো যে ভিত্তিহীন ও বিকৃত অর্থ উপস্থাপন তার প্রমাণ হলো ইমাম আযমের পক্ষে ইমাম আওযায়ীর অভিযোগের জওয়াব দেওয়া। ইবনুল মুবারাক এর দৃষ্টিতে, ইমাম আযম যদি হেয় বা এ ধরনের কোন বিশেষণে বিশেষায়িত হবেন তাহলে নিজ উস্তাদের জন্য আদবের সাথে ইমাম আওযায়ীর প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। ইমাম আযম হতে বর্ণিত মাসআলা গুলো যত্নের সাথে লিখে রাখতেন না। তিন দিন আগে যে ইমাম আওযায়ী ইমাম আযমকে বিদআতি বললেন, তিনি আবার তিন দিন পর তার মাসআলা পাওয়ার পর, দেখার পর মুহাক্কিক-মুদাক্কিক আলেম হয়ে গেলেন, শুধু তাই নয় বিদআতের কারণে যাকে ত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন, সে একই ব্যাক্তি বলে দিলেন, তাকে আকঁড়িয়ে ধরে রাখবে কখনই তার সংগ ত্যাগ করবে না। এটা কী কুৎসাকারীগণ কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্‌র কথাকে বিকৃত ভাবে বা মিথ্যাভাবে গৃহিত অর্থের নমুনা নয়?

আবার ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহর মত সর্বজনমান্য ব্যাক্তিত্ব যার কথা শুনে দাঁড়িয়ে মুআনাকা করলেন কপালে চুমো দিলেন, এ সম্মান বোধের অর্থ কী তার জানা ছিলো না? তিনি নিজেই তো এ ঘটনার সাক্ষী ও বর্ণনাকারী।

কুৎসাকারী, জাহিল-নির্বোধদের জ্ঞান এতটাই হীনতার পর্যায়ে পৌছেছে যে, আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্-র কথার মর্ম না বুঝে বা ইমাম আযম সর্ম্পকে করা তাঁর অন্যান্য উক্তি সমূহ নিরিক্ষণ না করেই তা দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। হাদিসের মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার জ্ঞান ছিল অদ্বিতীয়। হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেহ কেহ এ অর্ন্তজালায় এতটাই ভারাক্রান্ত ছিল যে, ইমাম আযমের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ বা তোহমত দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই, বরং তা প্রচার-প্রসারে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনা দু'টি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১। ইমাম হাফিজ উদ্দিন আল কারদারি "মানাকিব আবু হানিফা" কিতাবের ৪৫

পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, ইমাম ইবনুল মুবারাক বলেছেন, قدمت الشام على الأوزاعى فرأيته ببلدة بيروت فقال من هذا المبتدع الخارج بالكوفة يكنى بأبى حنيفة فرجعت إلى بيتى فاخرجت من مسائله شيئا فى ثلاثة أيام فاتيته فى اليوم الثالث و كان إمام مسجدهم و مؤذنهم فناولته فنظر فى مسئلة كتبت فيها قال النعمان بن ثابت فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا منه ثم أقام و صلى ثم أتى على الكتاب كله و قال لى من النعمان قلت أبو حنيفة الذى ذكرته. وزاد فى رواية ثم التقينا بمكة فرأيت الأوزاعى يجارى ابا حنيفة فى تلك المسائل والإمام يكشف له أكثر ما كتبت ثمة فلما افترقنا قلت للاوزاعى كيف رأيته قال غبطت الرجل لكثرة علمه ووفور عقله أستغفر الله لقد كنت فى غلط ظاهر الزمه فإنه بخلاف ما بلغنى عنه .

فانظر الى إنصافه و إلى حسن أدب الإمام عبد الله بن المبارك كيف رد عن أستاذه.

"আমি সিরিয়ায় আসলাম তারপর বৈরুতে অবস্থানকারী ইমাম আওযায়ির সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি আমাকে বললেন, কুফাতে একজন বিদআতির প্রকাশ ঘটেছে, তার কুনিয়াত নাম হচ্ছে আবু হানিফা, (তুমি তাকে চিন) এরপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম অতঃপর তিনদিন ধরে ইমাম আবু হানিফা হতে শ্রবণকৃত ও গৃহিত কিছু মাসআলা একত্রিত করলাম, প্রথমেই উহাতে লিখেছিলাম নুমাম বিন সাবিত বলেছেন। তারপর তৃতীয় দিন উহা নিয়ে ইমাম আওযায়ির নিকট আসলাম। তিনি মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাকে ওগুলো দেওয়ার পর সালাত শুরুর আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেই প্রধান প্রধান অংশগুলো দেখে নিলেন আর বললেন নুমান বিন সাবিতকৃত! এরপর সালাত শেষে পুরাটাই পড়ে ফেললেন এবং আমাকে বললেন কে এ নুমান! আমি বললাম, ইনি আবু হানিফা যাকে ইতিপূর্বে আপনি ভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষণ করেছেন, মুবতাদি বলেছেন।

অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ইমাম ইবনু মুবারাক বলেন, একবার মক্কা আল মুকাররামায় তাকে দেখতে পাই, তিনি ইমাম আবু হানিফার সাথে ইতিপূর্বে পেশকৃত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো একইমাসআলা যা আমি ইমাম আযম হতে ইতিপূর্বে শুনেছি, ইমাম আওযায়ির সাথে আলোচনার সময় তা ছিল আরো বিশ্লেষণধর্মি। আলোচনা শেষে উভয়েই

পৃথক হওয়ার পর ইমাম আওযায়িকে জিজ্ঞেস করলাম তাকে কেমন দেখলেন, জওয়াবে বললেন, তার অধিক ইলম ও পরিপূর্ণ আকল দেখে আমার হিংসা হচ্ছিল। তাঁর সম্পর্কে না জেনে ইতিপূর্বে আমি স্পষ্ট ভুলে ছিলাম। এজন্য আমি আল্লাহ্ তায়া'লার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কারণ আমি তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা শুনেছি তিনি তার সম্পূর্ণ বিপরিত। তবে হ্যাঁ, তুমি কিন্তু তাকে হাত ছাড়া করবে না, আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে।

(ইমাম কারদারি বলেন) উক্ত বর্ণনায় দেখুন, ইমাম আওযায়ি কীভাবে তার ইলমি ইনসাফ প্রকাশ করলেন এবং ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক তার উসতাদ ইমাম আবু হানিফার হয়ে আদবের সাথে ইমাম আওযায়ির মতকে খণ্ডণ করে দিলেন"।

২। ইমাম হাফিজ উদ্দিন আল কারদারি "মানাকিব আবু হানিফা" কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- قال حبان بن موسى كان عبد الله بن المبارك يحدث الناس ، فقال : حدثني النعمان ، فقال بعضهم من اردت ، فقال مخ العلم أبا حنيفة ، فسكت بعضهم عن الكتابة ، فقال ابن المبارك ما اسوأ ادبكم و اجهلكم بالمشائخ و اقل معرفتكم بالعلم و اهله ليس احد احق ان يقتدى به منه . كان اماما تقيا نقيا ورعا عالما فقيها كشف العلم كشفا لم يكشفه احد ببصر و فهم وفطنة و تقي فمن ابتغى العلم في غير طريقه ضل ثم حلف ان لا يحدثهم شهرا .

"হিব্বান বিন মুসা বলেন বলেন আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক লোকদেরকে হাদিস শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তারপর বললেন নুমান (আবু হানিফা) আমাকে বলেছেন, ইহা শুনে কতিপয় লোক বললো নুমান বলতে আপনি কাকে বুঝাচ্ছেন ? তিনি বললেন ইলমের মগজ আবু হানিফা, ইহা শুনে কেহ কেহ হাদিস লিখা হতে বিরত রইলো। ইহা দেখে তিনি বললেন আলেমগণ এর ব্যাপারে তোমাদের আদব এত হীন! প্রকৃত আলেম ও তাদের ইলম সর্ম্পকে তোমাদের তো খবরই নাই। আবু হানিফা হতে সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ আলেম আর কেহ নাই। তিনি তাকওয়া-পরহেজগারিতে যেমন সর্বাগ্রে ফিকহের ক্ষেত্রেও অনুরুপ। কুরআন-হাদিসের ইলমের নিগুঢ় তত্ত্ব তার দ্বারা যতটা উম্মোচিত হয়েছে অন্যের দ্বারা তা হয়

নাই। তিনি ছিলেন অর্ন্তচোখ সম্পন্ন সমঝদার। ইলমের যে পথ তিনি উম্মোচন করেছেন তাতেই সফলতা বেশি। ইবনুল মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ তাদের আচরণে ব্যথিত হয়ে এক মাস দরস না দেওয়ার শপথ করলেন"।

**৩। ইমাম আল মুআফিক আহমাদ মাক্কি মানাকিবু আবু হানিফা কিতাবের ১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-**

وباسناده إلى ابن المبارك رحمه الله قال: إنطلق ابو حنيفة إلى الحج فلما إنتهى إلى المدينة استقبله محمد بن على بن حسين بن على رضى الله عنهم فقال لأبى حنيفة انت الذى حولت دين جدى و احاديثه بالقياس فقال ابو حنيفة معاذ الله أن افعل ذلك فقال له ابو جعفر بل حولته فقال ابو حنيفة لابى جعفر اجلس مكانك كما يحق لك حتى اجلس كما يحق لى فإن لك عندى حرمة كحرمة جدك صلى الله عليه و سلم فى حياته على اصحابه. فجلس ابو جعفر ثم جث ابو حنيفة بين يديه ثم قال لابى جعفر أنى سائلك ثلاث كلمات فأجبنى فقا ل ابو حنيفة:

الرجل اضعف ام المرأة فقال بل المرأة فقال ابو حنيفة كم سهم الرجل و كم سهم المرأة فقال ابو جعفر للرجل سهمان وللمرأة سهم فقال ابو حنيفة هذا قول جدك ولو حولت دين جدك لكان ينبغى فى القياس ان يكون للرجل سهم و للمرأة سهمان لأن المرأة اضعف من الرجل.

ثم قال الصلاة افضل ام الصوم فقال الصلاة افضل من الصوم قال قول جدك و لو حولت دين جدك فالقياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضى الصلاة ولا تقضى الصوم.

ثم قال البول أنجس أم النطفة قال ابو جعفر البول أنجس قال فلو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول و يتوضأ من النطفة لأن البول اقذر من النطفة و لكن معاذ الله أن احول دين جدك بالقياس فقام ابو جعفر معانقه و الطفه وأكرمه و قبل وجهه.

"আমিরুল মোমিনীন ফিল হাদিস আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) হজ্জের কাজ শেষ করে আল মদিনা আল মুনাওয়ারাতে যান, সেখানে ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বাকের বিন আলি

জয়নুল আবেদিন বিন হুসাইন বিন আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এর সাথে দেখা হয়। ইমাম বাকের রাহিমাহুল্লাহ- ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন আপনিই কি আমার নানার দীনকে ও হাদিস সমূহকে কিয়াস দ্বারা পরিবর্তন করে দিচ্ছেন, ইমাম আবু হানিফা বললেন, ঐ সমস্ত কাজ হতে আল্লাহ তায়া'লার আশ্রয় চাচ্ছি, ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন শুধু তাই নয় বরং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছেন, অত:পর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনি বসুন, আপনার প্রতি যেমন হক রয়েছে, অনুরুপ আমারও, আপনাকে আমি ততটাই সম্মান করি, যেমন রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিবদ্দশায় সাহাবা-ই-কিরামগণ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিলেন, তারপর ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বসলেন, আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হাঁটু গেড়ে ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ্র কাছে বসলেন, অতঃপর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনার নিকট আমার তিনটি প্রশ্ন দয়া করে উত্তর দিবেন।

## ১। পুরুষ দুর্বল না মহিলা ?

ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে বললেন, মহিলা। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারিশ হিসেবে পুরুষ কতটুকু পাবে আর মহিলা কতটুকু ? ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, পুরুষ পাবে দুই অংশ, আর মহিলা এক অংশ। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, ইহা হাদিসেরই কথা, যদি আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসের খিলাফ করে কিয়াস অনুযায়ী চলতাম, তাহলে বলতাম পুরুষের জন্য এক অংশ আর মহিলার জন্য দুই অংশ। কেননা কিয়াসের চাহিদাও এটাই দুর্বল বেশি পাবে সবলের চেয়ে।

## ২। সালাত এর গুরুত্ব বেশী না রোজার ?

ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, সালাত এর। ইমাম আবু হানিফা বললেন ইহা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস বা কথা, আমি যদি দীনকে পরিবর্তনই করতাম আর কিয়াস করে কথা বলতাম তাহলে মেয়েদের

হায়জ হতে পবিত্র হওয়ার পর সালাত কাজা করতে বলতাম রোজা নয়, কেননা যেটার গুরুত্ব বেশি তাই তো কাযা করা উচিত, কিন্তু তা বলি না বরং আমি তাই বলি যা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অর্থাৎ রোজা কাযা করতে হবে

## ৩। প্রস্রাব বেশি নাপাকি, নাকি নুৎফা (মনি)?

ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন, প্রস্রাব অধিক নাপাকি। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমি যদি কিয়াস দ্বারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীনকে বা হাদিসকে পরিবর্তন করতাম তাহলে প্রসাবের কারণে গোসলের হুকুম দিতাম, এবং মনি বের হওয়ার জন্য ওযু করার হুকুম দিতাম, কেননা নুৎফা হতে প্রসাব অধিক নাপাকি, আর মনির জন্য ওযুর হুকুম দিতাম কারণ মনি কম নাপাকি, সর্বোপরি আমি কিয়াসের দ্বারা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বিনকে পরিবর্তন হতে আল্লাহ তায়া'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এসমস্ত কথা শোনার পর ইমাম বাকির রাহিমাহুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে ইমাম আযমের সাথে মুআ'নাকা করলেন ও কপালে চুমা দিলেন"।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণিত উল্লিখিত আলোচনা হতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হলো।

ক) ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র বিপক্ষে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক দোষারোপ করেছেন বলে যে অভিযোগ করা হয় তা অমূলক ও ভিত্তিহীন।

খ) ইমাম আওযায়ি ও ইমাম বাকির রাহিমাহুমাল্লাহ্‌র বক্তব্য হতে বোঝা যাচ্ছে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ও হানাফি ফিক্বহ এর ব্যাপারে কিছু লোক কুৎসা রটিয়েছে এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে।

গ) হিব্বান বিন মুসা বর্ণিত ঘটনা হতে বুঝা যাচ্ছে ইমাম আযম এর বিপক্ষে কুৎসাকারীরা অপপ্রচার চালিয়েছিল। ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক তাদের সাবধান করে বললেন তোমরা যা বলছ ও করছ জাহেলি ছাড়া আর কিছুই নয়, আর হাকিকাত অনুধাবন করতে পার নাই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা যাকে পছন্দ করেন তাকে এ সমস্ত মিথ্যা রটনা হতে হেফাজত করেন।

ইমাম ইবনু কাসির আলবিদায়া ওয়ান নিহায়য়া কিতাবের ১৩ খন্ডের ৪-৮ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম ইবনু হাযার আল আসকালানি তাহ্যিবুল তাহযিব এর ৬ খন্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, : قال أبو وهب و محمد بن مزاحم : سمعت لإبن المبارك يقول : أفقه الناس أبو حنيفة و ما رأيت فى الفقه مثله و قال أيضا : لو لا أن الله تعالى أغاثنى بأبى حنيفة و سفيان الثورى كنت كسائر الناس.

"আব্দুল ওয়াহাব ও মুহাম্মাদ বিন মাযাহিম বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন ফিক্বহ শাস্ত্রে, ইমাম আবু হানিফা হতে বেশি জাননে ওয়ালা আর কেহ ছিলো না। ফিক্বহ শাস্ত্রে তার মত আর কাউকে দেখি নাই। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লা আমাকে যদি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরি দ্বারা সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি সাধারণ মানুষের কাতারেই থাকতাম"।

ফক্বিহ কাকে বলে ? কুরআন-হাদিস না জেনে কী ফক্বিহ্ হওয়া যায়!? তার মধ্যে আবার সবার উপরে স্থান দিলেন, তিনি যেমন আল কুরআন আল কারিমের হাফিজ ছিলেন আবার সুন্নাহ্রও হাফিজ ছিলেন, তাই তিনি শরঈ মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। ما رأيت فى الفقه مثله "ফিক্বহ শাস্ত্রে তার মত আর কাউকে দেখি নাই" এ বাক্যটি كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث "হাদিসে আবু হানিফার সমকক্ষ কেহ ছিলো না" এ অর্থই প্রকাশ করে।

ফিক্বহের সাথে হাদিসের সম্পর্ক ওতপ্রোত। হাদিস না জেনে ফকিহ হওয়ার দাবি করা পাগল ছারা আর কিছুই নয়, বড় মাপের ফিকহ্ তত্ত্ববিদ অর্থই হল বড় মাপের মুহাদ্দিস। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাফিজ ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যাহ্ তার ইলামুল মুআক্কিঈন কিতাবে বলেন, لا يخفى أن الفقه و الإجتهاد لا يتيسر بدون حفظ الأحاديث و الأثار و أقوال الصحابة و التابعين و إختلافهم و معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. "কোন আলেমের যদি হাদিস মুখস্ত না থাকে, সাহাবি ও তাবেইগণের মতামত এবং তাদের মত পার্থক্য সমূহ, আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র নাসিখ-মানসুখ

জানা না থাকে তাহলে তার পক্ষে ফক্বিহ ও মুজতাহিদ হওয়া যে সম্ভব নয়, তা তো স্পষ্ট।"

এ প্রেক্ষাপটেই ড. আব্দুল মুত্বি' আমিন কালআজি তার কিতাবুল দুআ'ফা আল কাবির এর তাহকিকে চতুর্থ খন্ডের ২৬৯ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনু কাইয়্যেম এর উক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলেন, فإذا اعترف المحدثون بكون أبى حنيفة أفقه الناس واعترفوا بكونه مجتهدا من أئمة المسلمين فقد التزموا كونه حافظا للأحاديث متقنا فيها.
"ইমাম আবু হানিফা যে, সব চেয়ে বড় ফিক্বহ তত্ত্ববিদ ও মুজতাহিদ ছিলেন তা মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি হাদিসের হাফিজ ও এই শাস্ত্রে দৃঢ় ছিলেন"।

উল্লিখিত ইবারাত দু'টির আলোকে বোঝা গেল ফক্বিহ হওয়ার জন্য আল কুরআন ও আল হাদিসের হাফিজ হওয়া আবশ্যক। যেহেতু সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন ইমাম আযম সব চেয়ে বড় মাপের ফক্বিহ ছিলেন, ইহাতে সহজেই প্রমাণিত হয় তিনি আল কুরআন ও আল হাদিসের বড় মাপের হাফিজ ছিলেন। এটা একটি সহজ ও সরল সমিকরণ, যা বুঝার জন্য মেধা খরচ করার প্রয়োজন নাই।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ ইলমুল ফিক্বহ এ যে অদ্বিতীয় এবং ইজতিহাদের ময়দানে অগ্রণী ছিলেন এ ব্যাপারে আলমে ইসলামির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মুহাক্কিক ইমামগণই স্বীকার করে নিয়েছেন। আল কুরআন ও আস সুন্নাহ শোনা ও একই ভাবে অন্যের নিকট পৌছে দেওয়ার মধ্যে শরঈ বিধান পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে যতটা জরুরী, তার চেয়ে বেশি জরুরী হল ঐ ব্যাপারে গবেষণা ও ফিকিরের ক্ষেত্রে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বারবার তাকিদ দিয়েছেন কুরআন সুন্নাহর বিভিন্ন হুকুম এর ব্যাপারে চিন্তা করতে, ফিকির করতে। কুরআন সুন্নাহ্র বিভিন্ন হুকুমের গবেষণার ক্ষেত্রে ইমাম আযমের পারদর্শিতা ছিল অপরিসীম, যার অপর নাম ফিক্বহ। আর এ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন أفقه الناس "সমস্ত আলেমগণের মধ্যে অধিক ফিক্বহ জ্ঞান সম্পন্ন"। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন সমস্ত আলেমগণ ফিক্বহ শাস্ত্রে

ইমাম আবু হানিফার সন্তানতুল্য।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সহিহ্ সনদে হাদিস গ্রহণ করার পর তা একই ভাবে অন্যের নিকট বর্ণনা করেন নাই। এ কারণে তার থেকে সনদ সহকারে বেশি হাদিস বর্ণিত হয় নাই, বরং হাদিস সমূহ হতে গবেষণা করে বিভিন্ন মাসআলা বের করেছেন। তিনি যা করেছেন, এটাই আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন। তাই আল কুরআন ও আস সুন্নাহ বর্ণিত ফিক্বহ এর গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

# ফিক্বহির গুরুত্ব ও ফজিলত

## আল কুরআনে ফিক্বহের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে পাঠিয়ে তার বিধান বুঝার জন্য আকল ও দূরদৃষ্টি দিয়েছেন, এটা এক মহা নিয়ামত। আল কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার জন্য সঠিক বুঝ ও আকল থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় শরঈ হুকুমের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা- সূরা রুম এর ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "নিশ্চয়ই আল কুরআনে আকলমান্দ দের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "আল কুরআনে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন"।

সুরা হাশরের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "উদাহরণ সমূহ আল কুরআনে এজন্য উল্লেখ করেছি যে, তারা এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখবে"।

সূরা আনআম এর ৯৮ নং আয়াতে বলেন, قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ "সমঝদার লোকদের জন্য আমি তো নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।"

উক্ত আয়াত সমূহ হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ তায়া'লার বিধান ও বিভিন্ন নিদর্শন সমূহ বোঝার জন্য ফিক্বহ্ তথা সঠিক বুঝ থাকা

আবশ্যক। আল কুরআন শুধু পড়া ও পড়ানোর মধ্যে আসল উদ্দেশ্য নিহিত নয় বরং তার থেকে হুকুম আহ্কাম বের করে তার মাধ্যমে বাস্তবায়নই হল মূল উদ্দেশ্য। এ আকল ও সঠিক সমঝ যে, এক মহা নিয়ামত এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়া'লা সূরা বাকারা ২৬৯ নং আয়াত বলেন, يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا "তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত (প্রজ্ঞা)প্রদান করেন, আর যাকে হিকমত দেওয়া হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়"।

এ আয়াতে حِكْمَةٌ শব্দটি প্রসঙ্গে আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান আল কিন্নাওজী তার "তাফসির ফতহুল বয়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন"এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, الحكمة هى العلم و قيل الفهم و قيل الإصابة فى القول ولا مانع من الحمل على الجميع شمولا أو بدلا و قيل إنها النبوة و قيل الخشية و قيل قيل العقل و قيل الورع و قيل المعرفة بالقرأن و قيل الفقه فى الدين و التفكر فى أمر الله و قيل طاعة و العمل بها.

"হিকমাহ হচ্ছে ইলম, আরো বলা হয় হিকমাহ হচ্ছে সমঝ, সঠিক বক্তব্য এ সমস্ত অর্থই হিকমাহ্র অর্ন্তভুক্ত কোন অর্থ গ্রহণেই বাধা নেই। আরো বলা হয় হিকমাহ অর্থ হচ্ছে নুবুওয়া, অথবা ভয়, আকল, ধর্মভিরুতা, আল কুরআনের প্রকৃত পরিচয় লাভ, দীনের ফিক্বহ জ্ঞান, আল্লাহ তায়ালার বিধান সর্ম্পকে ফিকির করা বা হুকুম পালন করা, এবং এর উপর অবিচল থাকা"।

শায়খ সিদ্দিক হাসান তার উক্ত কিতাবে আরো বলেন, উল্লিখিত সমস্ত অর্থই পরস্পর সংযুক্ত কোনটিই কোনটির বিপরীত নহে। কেননা حِكْمَةٌ শব্দটির মূল হল أحكام যার অর্থ কথা ও কাজের মধ্যে সম্মিলন। এখানে যা কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে সবই حِكْمَةٌ এর অর্ন্তভুক্ত, তাই আল কুরআন হিকমাহ, সুন্নাহও হিকমাহ। হিকমাহ্র মূল হচ্ছে স্থূলতা হতে রক্ষা করা"।

শায়খ সিদ্দিক হাসান আরো বলেন, و عن إبن عباس قال : الحكمة المعرفة بالقرأن ناسخه و منسوخه و محكمه ومتاشبهه و مقدمه و مؤخره وحلاله و حرامه و أمثله.

و عنه قال : إنها القرأن يعنى تفسيره و عنه : أنها الفقه فى القرلأن

"হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল

কুরআনের নাসিখ-মানসুখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ শুরু-শেষ হালাল-হারাম এবং অনুরুপ হুকুম আহকাম সর্ম্পকিত জ্ঞান"।

ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ আনহুমা হতে আরো বর্ণিত আছে, হিকমাহ হচ্ছে আল কুরআন অর্থাৎ ইহার তাফসির। আরো বলেছেন, হিকমাহ হচ্ছে আল কুরআনের ফিক্বহ্ লব্ধ জ্ঞান।

ইমাম আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী তার তাফসির বাহরুল মুহিত এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায়, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি তার তাফসির আল ফখরুল রাজি এর সপ্তম খণ্ডের ৭১-৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত অর্থ সমূহের বিষদ আলোচনা করেছেন।

আল্লামা শাওকানি তার তাফসির ফাতহুল কাদির এর প্রথম খণ্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন أنها الفقه فی القرآن "হিকমাহ হচ্ছে আল কুরআনের ফিক্বহ সর্ম্পকিত জ্ঞান"।

মাকাসিদুস শরীয়াহ্র অন্যতম পূরোধা ইমাম মুহাম্মাদ তাহির বিন আশুর তার তাফসির আত তাহ্রির ওয়াত তানবির এর তৃতীয় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় حِكْمَةٌ প্রসঙ্গে বলেন, و الحكمة أتقه العلم و إجراء الفعل على وفق ذلك، فلذلك قيل : نزلة الحكمة على ألسنة العرب، و عقول اليونان، وأيدى الصينيين، وهى مشتقة من الحكم وهو المنع، لأنه تمنع صاحبها من الوقوع فى الغلط و الضلال.

"হিকমাহ হচ্ছে ইলমের দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণ স্তর এবং সে মোতাবেক কোন কিছু সম্পাদন করা। আর এ করণেই বলা হয় আরবদের হিকমাহ্ তাদের জবানে, গ্রীকদের হিকমাহ আকলে এবং চিনাদের হিকমাহ্ হাতের মধ্যে। ইহা হিকাম হতে নির্গত যার অর্থ বাধা দেওয়া। কেননা হিকমাহ প্রজ্ঞাবান ব্যাক্তিকে ভূল ও ভ্রান্তিতে নিপাতিত হতে বাধা দেয়"

এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহির বিন আশুর আরো বলেন, و من شا الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذى يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله و اعتدال قواه حتى يكون قابلا لفهم الحقائق.

"আর আল্লাহ তায়া'লা যাকে ইচ্ছা করেন হিকমাত দান করেন, তিনিই ইহা সৃষ্টি

করেছেন আকলকে নিরাপদ ও শানদার রাখার জন্য। যাতে হাকিকাত বুঝতে সক্ষম হয়"।

ইমাম আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী বাহরুল মুহিত এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় এবং ড.ওয়াহ্বাহ আল জুহাইলি তাঁর আত্ তাফসিরুল মুনির ফিল আকিদাহ্ ওয়াল শরিয়াহ ওয়াল মানহাজ এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেনঃ وقال إبن عباس : هى المعرفة بالقرأن فقهه و نسخه و محكمه ومتاشبهه وغريبه مقدمه و مؤخره (اى العلم باصول الفقه) و قال قتادة و مجاهد : الحكمة : هى الفقه فى القرأن و قال مالك بن أنس : الحكمة التفكر فى أمر الله و الإتباع له أو هى طاعة الله و الفقه فى الدين و العمل به. وكل هذه الأقوال تشترك فى أن الحكمة : هى الفهم الصحيح والعلم النافع و إتباع المعلوم المؤدى إلى سعادة الدنيا والأخرة.

"ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, হিকমাহ হচ্ছে আল কুরআনের ফিক্বহি হুকুম লব্দ জ্ঞান, নাসিখ-মানসুখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ শাব্দিক বিশ্লেষণের শুরু-শেষ ইত্যাদি সর্ম্পকে জানা (অর্থাৎ উসুলে ফিক্বহ্ সংক্রান্ত জ্ঞান) ইমাম কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, হিকমাহ হচ্ছে আল কুরআন এর ফিক্বহি জ্ঞান। ইমাম মালিক বিন আনাস বলেন, হিকমাহ হলো আল কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ এর ব্যাপারে চিন্তা করা, ফিকির করা এবং পালন করা। অথবা আল্লাহ তায়া'লার হুকুম মানা এবং দীনের ফিকাহ্ বিষয়ে বিশ্লেষণ ও আমল করা। উল্লিখিত প্রতিটি বক্তব্য প্রমাণ করে হিকমাহ হচ্ছে সহিহ সমঝ এবং জ্ঞান যা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে আহবান করে।"

ড. জুহাইলি আরো বলেন, و ألة الحكمة : العقل فمن عرف ما فى القرأن من أحكام و أسرار.

"হিকমাহ্‌র উপকরণ হলো আকল, তাই যে আল কুরআনের হুকুম আহকাম সমূহ জানতে পারবে এবং উহার সুক্ষ বিষয় বুঝতে সক্ষম হবে সে কোন ভাবেই দীনের বুঝ হতে বিচ্যুত হবে না"।

ইমাম আব্দুস সালাম বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন বাররাজান আত তামিমি (মৃত্যু ৫৩২ হিজরি) আল ইশবিলি তাঁর "তাফসির তানবিহুল

ইফহাম ইলা তাদাব্বুরিল কিতাবিল হাকিম ওয়া তাআর্‌রুফিল আয়াতে ওয়ান নাবায়িল আযিম"এর প্রথম খণ্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন, الحكمة هو الصواب فى القول والعمل وعلى التحقيق فالحكمة إصابة الحق بين المتشابة و فعل ما هو الأولى و الأفضل مع وجود الموانع و الحكمة أيضا : فهم القرأن الحكيم هو من أخرج معانى الشمال من معانى اليمين و قوم نفسه عن عوجها

"কথায় ও কাজে সঠিক মানদণ্ডে উপনীত হতে পারাই হচ্ছে হিকমাহ্, তাহকিক মতে হিকমাহ হচ্ছে সাদৃশ্য বিষয় সমুহে ও কাজের প্রতিভাত করার ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম ও অধিক ভাল তার ব্যাপারে সঠিক অবস্থানে পৌছা। তাছাড়া আল কুরআন (ও আস সুন্নাহ্ ) সঠিক ভাবে বুঝতে পারাও হিকমাহ্র অর্ন্তভূক্ত আর তা হলো সঠিকটাকে বেঠিক হতে বের করতে পারা এবং নিজেকে বক্রতা হতে সঠিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠা করা"।

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন আত তাবা তাবায়ি তার তাফসিরুল বয়ান ফিল মুআফিকাতি বাইনাল হাদিসে ওয়াল কুরআন এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমামুল উম্মাহ্ ওয়াল মুসলিমিন, ইমাম জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন إن الحكمة : المعرفة و التفقه فى الدين হিকমাহ অর্থ হল দীনের বিষয়ে জানা ও ফিক্বহ্ তত্ত্ব হাসিল করা।

উক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল হিকমাহ অর্থ হল শরীয়াত তথা আল কুরআন ও আল হাদিসের হুকুম আহকামের সুক্ষ্ণ তত্ত্বিয় বিষয়ের জ্ঞান হাসিল হওয়া। এটা যার হাসিল হল আল্লাহ তায়া'লা বলেন, তার উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়ই হাসিল হল। আর যার ইহা হাসিল হল সে হাকিম, এর পরিপূরক শব্দ হলো ফক্বিহ্। সুতরাং যিনি ফক্বিহ্ হবেন তিনি অবশ্যই কুরআন হাদিস বেশি জানবেন ও বুঝবেন। ইহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আবু হানিফার মধ্যে রফউল ইয়াদাইন সর্ম্পকে সংঘঠিত মুনাজারা (বির্তক) হতেও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। ফক্বিহ্ রাবির বর্ণনাকৃত হাদিস অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, আর ইমাম আওযায়ী ইহা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইমাম আবু হানিফার দলিলই অধিক যৌক্তিক।

যাকে হিকমাত দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে আল্লাহ তায়া'লার এ হুকুমের সাথে সামঞ্জস্যশীল একই অর্থবোধক ভিন্ন বাক্যে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম বিদ্যমান।

ইমাম তিরমিযি আল জামি আত তিরমিযির "কিতাবুল ইলম এ উল্লেখ করেছেন حدثنا على بن حجرقال : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : حدثنى عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.
"আলি বিন হুযর আমাদের নিকট বর্ণনা করে বলেন, ইসমাইল বিন জাফর আমাদেরকে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবু হিন্দ আমাকে তার পিতা হতে বলেন, তার পিতা ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ আনহুমা হতে, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়া'লা যার ভাল চান তাকে দ্বিনের ফিকাহ্ তথা কুরআন-হাদিস বুঝার সঠিক তত্ত্বিয় জ্ঞান দান করেন"।

এই হাদিসটি ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল মুসনাদ আহ্মাদ" এ, ইমাম দারেমি সুনান আদ্ দারেমিতে, এবং ইমাম তাবারানি তার আল মু'জামুল কাবির এ উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আলবানি সহিহ্ জামি আত তিরমিযিতে এবং সিলসিলাহ্ আহাদিসিল সহিহাহ্ এর তৃতীয় খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় ১১৯ নং হাদিসে উল্লেখ করে বলেন, এ হাদিসটি মরফু এবং ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ। অনুরূপ ইমাম ইবনু মাযাহ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহ আনহু এর সুত্রে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ব বলেছেন হাদিসটি সহিহ্ ।

তবে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা সুত্রে উক্ত হাদিসটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছেন। সহিহ্ আল বুখারির কিতাবুল ইলম এ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين. অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول :

سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين و إنما أنا قاسم والله يعطى و لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله.

"সাঈদ বিন উফাইর আমাদেরকে বলেন, ইবনু ওয়াহাব আমাদেরকে ইউনুস হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে তিনি হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান হতে, হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বলেন, আমি মুয়াবিয়া (বিন আবু সুফিয়ান) রাদ্বিআল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি- আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের ফিকাহ্ দান করেন। আল্লাহ তায়া'লা (তার বান্দাকে) দান করেন, আর আমি তার বন্টন কারী। এই উম্মাতের একটি অংশ সর্বদাই দীনের উপর সঠিক পথে থাকবে কোন বিরোধীরাই তাদের সে সঠিক পথ হতে কিয়ামত পর্যন্ত সরাতে পারবে না।"

উক্ত হাদিসের يُفَقِّهه বা فقه সর্ম্পকে ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানি তার ফাতহুল বারি বিশারহি সহিহিল বুখারির প্রথম খণ্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় বলেন, ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه فى الدين أى يتعلم قواعد الإسلام ما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير.

"এই হাদিসের শিক্ষা হলো, যে দ্বিনের বিষয় সমূহ বুঝবে না, অর্থ্যাৎ ইসলামের ভিত্তি সমূহ (আল কুরআন-আল হাদিস) এবং ইহা হতে যত প্রকার ফরঈ মাসআলা (শাখাগত মাসআলা) অবস্থাভেদে বের করতে পারবে না সে কল্যাণ হতে বঞ্চিত"।

হাফিজ ইবনু হাযারের উক্ত ইবারতটি সম্পূর্ণরুপেই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ফিক্বহী কার্যক্রমের মুআফিক। তিনি কুরআন হাদিস হতে হাজার হাজার ফরঈ মাসআলা বের করেছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত ইমাম আমাশ হতে বর্ণিত, তিনি ইমাম আযমকে বলেছেন, يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء و نحن الصيدلة و أنت أيها الرجل أخذت بكل الطرفين.

"হে ফক্বিহগণ আপনারা হলেন ডাক্তার সদৃস, আর আমরা মুহাদ্দিসগণ হলাম ঔষধ বিক্রেতা সদৃস। তবে হে আবু হানিফা আপনি উভয় দিকই গ্রহণ করেছেন" অর্থ্যাৎ আপনি একদিকে যেমন ডাক্তার (ফক্বিহ) অন্যদিকে ঔষধ

বিক্রেতা (মুহাদ্দিস)।

কুরআন হাদিস হতে গবেষণা করে ইমাম আযম আবু হানিফা যতবেশী ফরঈ মাসআলা বের করতে পেরেছেন, আল্লাহ তায়া'লার জমিনে অন্য ফক্বিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ তা করেননি। এ দৃষ্টি কোন থেকেই আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন كان أبو حنيفة افقه الناس ইমাম আবু হানিফা ছিলেন সবচাইতে বড় ফকিহ। এবং ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি الناس عيال أبى حنيفة فى الفقه "সমস্ত আলেমগণ ফিক্বহ্ শাস্ত্রে ইমাম আযম আবু হানিফার সন্তান তুল্য"।

শায়খ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ্ আল রাজিহি,মিনহাতুল মিলক আল জামিল শরহি সহিহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল" কিতাবে উক্ত হাদিসের ব্যাপারে বলেন من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين. و هذا الحديث له منطوق و له مفهوم.

أما منطوقه : فإنه من فقهه الله فى الدين فقد أراد به خيرا.

و أما مفهومه : فإنه من لم يتفقهه الله فى الدين لم يرد به خيرا.

و الفقه فى الدين مفهوم شامل ؛ فالدين يشمل : الإيمان والإسلام و الإحسان، كما فى حديث جبريل عليه السلام لما سأل عن : الإيمان والإسلام و الإحسان و الساعة و أماراتها، ثم قال النبى صلى الله عليه و سلم : أتدرون من السائل؟ قالوا : الله و رسوله أعلم، قال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" فسماه النبى صلى الله عليه و سلم دينا فالعلم بالله و أسمائه و صفاته و أفعاله و العلم بالشريعة و أحكامها من الأوامر والنواهى، والعلم بالجزاء و أحوال الأخرة كل هذا هو الدين ، و أيضا العلم بأسرار الشريعة و حكمها، و هذا فيه الحث على التفقه و ذلك من عنده تفقه فى الدين عبد الله على بصيرة ، و أنقذ نفسه و غيره من الجهل.

"আল্লাহ তায়ালা যার ভাল চান,তাকে দীনের সঠিক বুঝ দান করেন। এ হাদিসে দু'টি বিষয় উল্লিখিত।

১। মানতুক : এর অর্থ হল আল্লাহ তায়া'লা যাকে ফিকহি জ্ঞান দান করেন, উত্তমটাই দান করলেন।

২। মাফহুম : দীন সম্পর্কে ফিক্বহ্ তথা সুক্ষ্ম তত্ত্বিয় জ্ঞান যার নাই, সে উত্তম বা কল্যাণের কিছু পেল না। দীনের কল্যাণকর এ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যাবহৃত। সুতরাং দীন বলতে ইমান, ইসলাম, ইহসান, প্রত্যেকটিকেই অর্ন্তভূক্ত করে। যেমন হাদিসে জিব্রিল আলাইহিস সালামের উল্লেখ আছে। সাইয়্যিদুল মালাইক আলাইহিস সাল্লাম যখন সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইমান, ইসলাম, ইহসান, কিয়ামত ও ইহার আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কী জান প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে ? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ তায়া'লা এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইনি হলেন জিব্রিল, তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছেন। উক্ত বিষয় গুলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইহা হতে বুঝা গেল আল্লাহ তায়া'লার জাত সিফাত শরিয়াহ এবং এর আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আহকাম সমূহ, কিয়ামত এবং আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা সমূহ এর প্রতিটি বিষয়ই দীনের অর্ন্তভূক্ত, তাছাড়া শরিয়াতের হাকিকাত ও এর হুকুমও এর অর্ন্তভূক্ত, এ সমস্ত ক্ষেত্রেই ফিকহি পারঙ্গমতা হাসিলের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে"।

উপমহাদেশে অন্যতম আলেম, মুহাদ্দিস ইমাম আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ তার ফায়দুল বারী আলা সহিহিল বুখারি কিতাবে প্রথম খণ্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন, الفقه والفهم و الفكر والعلم و المعرفة و التصديق كلها ألفاظ متقاربة لا مترادفة فالفقه : أن يفهم عرض المتكلم صحيحا.

"ফিকহ, ফহম, ফিকির, ইলম, মারিফাহ্ এবং তাছদিক এ সমস্ত শব্দের সব গুলো অর্থই কাছাকাছি, প্রতিশব্দ, ফিকহ্ শব্দের অর্থ বক্তার বক্তব্যের (কুরআন-হাদিসকে) উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারা।"

আল্লামা কাশমিরি রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তা আমি আমার ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম" বইয়ের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। সেখানে বলা হয়েছে কোন মাসআলা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হাদিসের দলিল দিতে হলে হাদিসটি খালি সহিহ হলে হবে না বরং হাদিসটি ঐ বিষয়ের

সাথে কতটুকু সম্পর্কযুক্ত তা-ও অনুধাবন করতে হবে। যাকে বলা হয় فهم الحديث। মুহাদ্দিসগণ শুধু হাদিস বর্ণনা করে যান, কিন্তু ফক্বিগণ ? তারা হাদিস জানেন, বোঝেন এবং তার থেকে মাসআলা বের করেন।

কোন ডাক্তার ঔষধের গুনাগুন সম্পর্কে না জেনে কী রোগির জন্য পেসক্রিপশান লিখতে পারবে ?

কোন বিচারক আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা না জেনে কী রায় লিখতে পারবে ?

কোন প্রকৌশলি (ইঞ্জিনিয়ার) মাটির গুনাগুন সম্পর্কে না জেনে কী ইমারত তৈরির নকশা করতে পারবে ?

এ সমস্ত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হবে, না সম্ভব নয়। তাহলে হাদিস জানা না থাকলে সে ফক্বিহ হয় কী করে, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে أفقه الناس ফক্বিহগণের ফক্বিহ বললেন কী করে, সাঈদ বিন কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ্র মত মুহাদ্দিস, ফক্বিহ এবং হাদিস বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কী করে বলেন, আমরা ইমাম আযম আবু হানিফার মাসআলা ও রায় মেনে নিয়েছি এবং সে অনুযায়ী ফাতাওয়া দিচ্ছি। ইহা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সম্পর্কে তৎকালীন সময়ের কোন আলিম এর-ই নেতিবাচক ধারণা ছিল না, বরং প্রত্যেকেই হাদিস বিশারদ ও শীর্ষস্থানিয় ফক্বিহ হিসেবে গণ্য ও মান্য করতেন, কেবল মাত্র হিংসুক ও জাহেলগন ব্যতীত। আর এটা হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা "মানিকে রতন চিনে শকুনে ভাগার।" এ সমস্ত লোকগুলোর জন্যই বিশেষ-বিশেষ প্রবাদ গুলোর উদ্ভব ঘটেছে।

কিছু লোকের উদ্ভব হয়েছে যারা আহ্লুল হাদিস নাম ধারণ করে ফিক্বহ শাস্ত্রকে অপ্রয়োজণীয় মনে করছে। তাদের সাফ জওয়াব আমরা হাদিস মানি এবং হাদিস অনুযায়ি আমল করি। এমন এক অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবিগণের মতামতও মানতে নারাজ। হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেও রাজি নয়। তারা হাদিসের শাব্দিক অর্থকে গ্রহণ করাই যথেষ্ট মনে করে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে মনে হয় তারা সাহাবিগণ হতেও হাদিস

বেশি বোঝে। এ লোকগুলোর ভাবখানা এরূপ যে তারা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবিগণ হতে বেশি মহব্বত ও তাজিম করে!

# মুহাম্মাদ বিন কাসির এর বিদআতি কথা ও আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস এর হিংসাত্বক অভিযোগের জওয়াব

হানাফি বিদ্বেষীগণ তাদের জিহ্বাকে এতটাই প্রলম্বিত ও তাদের কলমকে এতটাই উম্মুক্ত করেছে যে, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করতে নিজেদের শালিনতাকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। আর আবু জাফর আল উকাইলির মত একচোখা লিখকগণ ঐ সমস্ত মিথ্যা তথ্য গ্রহণ করে মিথ্যাবাদি হিংসুক-জাহিলদের অনলে ঘৃত ঢেলে তা আরো প্রজ্বলিত করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরগাছা শিকড়হীন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা অসংলগ্ন ও অসত্য কথাগুলো প্রচার করে ইমাম আযমকে হেয় করার নামে নিজেরাই যে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে, তা তাদের স্থুল বুদ্ধি ও বিবেক মোটেই অনুধাবন করতে পারছে না। এ ধরনের একটি অসত্য ও অসংলগ্ন উক্তি হলো নিম্নরুপ-

ক) আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন উকাইলি তার কিতাবুল দুআ'ফা আল কাবির এর চতুর্থ খণ্ডের নুমান বিন সাবিত" অধ্যায়ে ২৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

حدثنا محمد بن أحمد الأنطاكى قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى قال : قال سلمة بن حكيم لما مات أبو حنيفة : الحمد لله إن كانت لينقض الإسلام عروة عروة.

"মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ আল আনত্বকি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন কাসির আমাদেরকে আওযাঈ হতে আওযাঈ বলেন, ইমাম আবু হানিফা যখন মারা যান তখন সালামাহ্ বিন হাকিম বলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বলছি, ইসলাম এভাবে এক এক করে এদের বন্ধন ছিন্ন করবে।"

আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন উকাইলি কৃত উক্ত বর্ণনাটি দু'টি কারণে শরিআ' হুকুম বর্হিভূত ও অগ্রহণযোগ্য।

**প্রথমত :** মুহাম্মাদ বিন কাসির সকল রিজালবিদ ইমামগণের মতেই পরিত্যাজ্য। এ ব্যাপারে ইমাম জামালুদ্দিন মিয্যি তার "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল" এর ২৬ খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম হাফিজ ইবনু হাযার আল আসকালানি তাহযিবুত্ তাহযিব কিতাবের ৬ খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায়, ইবনু উকাইলি স্বয়ং তার কিতাবুদ্ দুআফা আল কাবির এর চতুর্থ খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ذكر أبى محمد بن كثير فضعفه جدا و ضعف حديثه عن معمر جدا و قال : هو منكر الحديث.

"আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্মাদ বিন হাম্বল বলেন, আমার পিতা মুহাম্মাদ বিন কাসির এর নাম উল্লেখ করেন, এরপর জোরালো ভাবে তাকে দ্বঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মা'মার এর সুত্রে তার বর্ণিত সমস্ত বর্ণনাই দুর্বল, ইহাও বলেন যে, সে মুনকিরুল হাদিস"।

সালিহ বিন মুহাম্মাদ হাফিজ বলেন, সত্যবাদি, প্রচুর ভূল করেছেন, তাছারা ইমাম বুখারি বলেছেন, বর্ণনার ক্ষেত্রে সে খুবই দুর্বল।"

ইবনু আদি আল কামিল কিতাবে বলেছেন, ইমাম মা'মার ও ইমাম আওযাঈ হতে তার অনেক বর্ণনা বিদ্যমান, এ সমস্ত বর্ণনায় তার সাথে অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই।

ইমাম ইবনু হিব্বান তার সিকাত কিতাবে বলেছেন, সে বর্ণনায় ভূলে ভরপুর।

ইবনু হাযার আল আসকালানি বলেন, ইমাম নাসাই বলেছেন, ليس بالقوى، كثير الخطا . "মুহাম্মাদ বিন কাসির হাদিস বর্ণনায় শক্তিশালি নয়, তার বর্ণনায় প্রচুর ভূল রয়েছে।"

**দ্বিতীয়ত :** উক্ত বর্ণনাটি যে বানোয়াট তার প্রমাণ হল একজন লোক মারা গেলে ইন্নালিল্লাহ্----- পড়তে হয়, এটাই রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা। এর পরিবর্তে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা সুন্নাহ্র খিলাফ এবং

বিদআত।

ইমাম আযম এর বিরুদ্ধে করা উক্ত বর্ণনাটি খুবই দুর্বল, মিথ্যা এবং ইসলামি শরিয়া'র নীতিমালা পরিপন্থি বিদআ'ত, তাই ইহা পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণীয়।

খ) ইমাম আযমের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারীদের মধ্যে আর একজন হলো আব্দুল্লাহ বিন ইদ্রীস। যে নির্লজ্জভাবে ইমাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আস সাওরির সামনে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে, কিন্তু ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি রাহিমাহুল্লাহ্ তার কদর্য মনোভাবে কালি নিক্ষেপ করে ইমাম আযম এর মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছেন। আর এটাই হল একজন ইনসাফপূর্ণ আলেমের কাজ।

এ ব্যাপারে ইমাম জালালুদ্দিন সুইউতি রাহিমাহুল্লাহ্ তাবয়িদুস সহিফা ফি মানাকিবে আবু হানিফা কিতাবের ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قال ابو بكر بن عياش مات عمر بن سعيد اخو سفيان فاتينه نعريه فإذا المجلس غاص بأهله وفيهم عبد الله بن إدريس إذا أقبل أبو حنيفة في جماعة معه فلما رأه سفيان تحول له من مجلسه ثم قام فاعتنقه وأجلسه في موضعه وقعد بين يديه فقلت له يا أبا عبد الله! رأيتك اليوم فعلت شيأ انكرته وانكره أصحابنا عليك قال: وما هو؟ قلت جاءك ابو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في موضعك وصنعت به صنيعا بليغا فقال: وما أنكرت من ذاك؟ هذا رجل من العلم أقم بمكان فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه وإن لم لفقهه قمت لورعه فامحمني فلم يكف عندي جواب.

"আবু বকর বিন আয়াশ বলেন, সুফিয়ান সাওরির ভাই মারা গেলেন, অত:পর আমরা সান্তনা দেওয়ার জন্য তার বাড়িতে আসলাম পরিবারের লোকজন মিলে মজলিসটি পরিপূর্ণ হয়ে গেলো, সেখনে আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিসও ছিলেন। এমন সময় ইমাম আবু হানিফা তার ছাত্রদের নিয়ে সেখানে আসলেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরি যখন তাকে দেখতে পেলেন, অতঃপর দারিয়ে মুয়া'নাকা করলেন আর তাজিমের সাথে তাকে বসালেন, এবং তিনি ইমাম আবু হানিফার সামনে বসে পড়লেন। ( আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস)বলেন হে আব্দুল্লাহ্ আমি আপনার মাঝে এমন

একটি জিনিস দেখতে পেলাম যার কারণে আমি এবং আমাদের লোকজন অসন্তুষ্ট, সুফিয়ান সাওরি বললেন সেটা কি ? আমি বললাম আপনার এখানে আবু হানিফা আসলেন, তাকে দেখে দাঁরিয়ে গেলেন এবং নিজস্থানে তাকে বসালেন, আর সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করলেন। সুফিয়ান সাওরি বললেন, তুমি এ সম্মান প্রদর্শনে অসম্মতি জানাচ্ছ ? তুমি কী ইমাম আবু হানিফাকে চিন ? সে তো এমন এক ব্যাক্তি, ইলমের জগতে এক মহিরুহ্ তার ইলমের জন্য যদি না-ও দাঁড়াই, বয়সের কারণে দাড়াতে হবে, বয়সের ব্যাপারটা যদি বাদ দেই, তাহলে ফিক্বহের ক্ষেত্রে তার যে বুৎপত্তি তার জন্য দাঁড়াতে হবে, এটাকে যদি বাদ দেই তাহলে তার তাকওয়া পরহেজগারীর কারণে দাঁড়াতে হবে, একথা শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম আমার আর জওয়াব রাইলো না"।

কারো বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে আদ্যোপান্ত না জেনে কলম চালালে লজ্জার ঝুড়ি বহন করতে হবে, আর এটা মনে রাখতে হবে সত্য মাথা তুলে দাঁড়াবেই যতই চাপিয়ে রাখা হোক না কেন ? এক শ্রেণীর লোক আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস, মুহাম্মাদ বিন কাসির প্রমূখ বর্ণনাকারির মিথ্যা বর্ণনাকে গ্রহণ করে সত্যকে শুধু বিবর্জিতই করে নাই, ইসলামি শরিয়াতকেই বিকৃত রুপে উপস্থাপন করেছে। তাই এ সমস্ত লোকের বর্ণনা গ্রহণ হতে বিরত থাকাই বাঞ্চনিয়।

# ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইমাম হুমাইদির অভিযোগ ও তার জওয়াব

যারা ইমাম ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে কুৎসা রটিয়েছে তাদের অন্যতম হলেন আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস এবং ইমাম হুমাইদি। এ দু'জনেই তাদের ইলমি ইনসাফ রক্ষা করতে পারেন নাই। ইমাম আবু হানিফার একটি সরল সত্য উক্তি যা তার জীবনের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাঁর ইলমের সাথে সামঞ্জস্যশীল কোন বিষয় নয়, তাকে বিচার বিচার-বিশ্লেষণ না করে সংকীর্নভাবে ব্যাখ্যা করে নিজেই কদর্যতার পরিচয় দিয়েছেন, যা ইমাম হুমাইদির মত আলেমের জন্য শোভনীয় নয়। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস মিথ্যা ও অহেতুক বাক্য দিয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র প্রতি অপপ্রচার করেছে। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস ও মুহাম্মাদ বিন কাসির ভ্রান্ত মতের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। নিম্নে ইমাম হুমাইদির অপপ্রচারের নমুনা উল্লেখ করা হল।

ইমাম বুখারি তারিখুল সাগির এর ১৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন سمعت الحميدى يقول : قال ابو حنيفة : قدمت مكة فأخذت من الحجام ثلاث سنن لما قعدت بين يديه قال لى : استقبل القبلة فبدأ بشق رأسى الأيمن و بلغ ألى العظمين. قال الحميدى : فرجل ليس عنده سنن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا اصحابه فى المناسك و غيرها كيف يقلد أحكام الله فى المو ارث و الفرائض و الزكاة و أمور الإسلام.

"আমি ইমাম হুমাইদিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন (ইমাম) আবু হানিফা বলেছেন, আমি মক্কায় এসে ক্ষৌরকারের কাছ থেকে তিনটি সুন্নাত শিখেছি, যখন তার সামনে বসলাম সে আমাকে বললো কিবলার দিক মুখ করে বস, এর পর মাথার ডান দিক থেকে শুরু করল এবং মাথার দু'দিকের হাড় পর্যন্ত পৌঁছল

হুমাইদি বলেন, হজ্জ ও অন্যান্য ব্যাপারে যিনি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত কি তা জানেন না ,সাহাবিগণের আমলই বা কি তা যিনি জানেন না, তার পক্ষে শরিয়াতের হুকুম আহ্কাম, মিরাস, ফারাইজ, যাকাত ও ইসলামের অন্যান্য জটিল বিষয় কীভাবে আশা করা যায়"।

আমি ইমাম হুমাইদির উক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলব, তিনি তার ইলমের প্রতি ইনসাফ করতে পারেননি, তার আকল ও বুদ্ধি তার সাথে প্রতারণা করেছে। নইলে এতটা বালক সূলভ কথা তার মত হাদিস বিশেষজ্ঞের শোভা পায় না। ইমাম আযম ইন্তেকাল করেছেন ১৫০ হিজরিতে, আর ইমাম হুমাইদির মৃত্যু ২১৯ মতান্তরে ২২০ হিজরিতে। ইমাম আযমের সম্পূর্ণ জীবনের কার্যাবলি যেখানে শেষ ইমাম হুমাইদির সেখান থেকে শুরু।

ইমাম হুমাইদি কি জানেন না যে, ইমাম আবু হানিফা ৭০ বছর বয়সে ৫৫ বার হজ্জ করেছেন, তার প্রথম হজ্জ যদি ১৬ বছর বয়সে শুরু হয় তাহলে ১৫০ হিজরিতে ৫৫ বার হজ্জ পূর্ণ হয়, আর এটাতো ঐতিহাসিক সত্য কথা যে, তিনি প্রথম হজ্জ করেন তার পিতার সাথে ১৬ বছর বয়সে। এ বয়সে হজে গিয়ে ক্ষৌরকারের কাছে মাথা কামানোর নিয়ম জানা অমূলক নয়। ইমাম আযম বিখ্যাত আলেম ফক্বিহ্ হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত একজন ব্যাক্তির কাছে এত কম বয়সে একটা বিষয় শিক্ষা করে তা মনে রাখা এবং পরিণত বয়সে ইলমের চূড়ায় উঠেও তা স্বীকার করা চরম উদারতা ও বিনয়েরই প্রকাশ। আর এটা হলো প্রাসঙ্গিক কথা যা আমরা অনেক সময় বলে থাকি। এতে কী ইলম না থাকা বুঝায় ? ইমাম হুমাইদির অনুসরণকারী যেমন উকাইলি, ইবনু আদি, খতিব বাগদাদি প্রমূখ আলেমগণ অন্ধকার থেকে সুই বের করে আনলেন, আর আলোর মধ্যে হাতটা দেখলেন না! উনার উস্তাদদ্বয় যাদের কাছে হাদিস ও ফিক্বহ্ শিক্ষা করেছেন তাদের কথাও কি তার গোচর থেকে বাস্পের মত উবে গেল ? ইমাম শাফেঈ যিনি তার অন্যতম উস্তাদ বলেছেন, الناس عيال أبى حنيفة فى الفقه "সমস্ত আলেমগণ ফিক্বহির ক্ষেত্রে তাঁর সন্তান তুল্য"। সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার কারণে আমি হাদিস শিখেছি, এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আসলে বুঝতে পারছি না ইমাম হুমাইদি কি কারণে ইমাম আযম সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করতে পারলেন। তবে যারা সঠিক তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর আজও ইমাম হুমাইদি, আব্দুল্লাহ্ বিন ইদ্রিস, উকাইলি, ইবনু আদির কথা অন্ধের মত অনুসরণ করে থাকে, কোন তাহকিক করে না, তাদের জন্য আফসোস!

# ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইমাম বুখারির অসত্য অভিযোগের জওয়াব

ইমাম বুখারি তারিখুল কাবির এর অষ্টম খণ্ডের ৮১ পৃষ্ঠায় ২২৫৩ নং তরজমায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, - نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفى مولى بنى تيم الله بن ثعلبة روى عنه عباد بن العوام و إبن المبارك و هشيم و وكيع و مسلم بن خالد و أبو معاوية والمقرى كان مرجئا سكتوا (عنه) عن رأيه و عن حديثه.

"নুমান বিন সাবিত আবু হানিফা কুফি বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ এর প্রশ্রয়ে ছিলেন। আব্বাদ বিন আওয়াম, ইবনুল মুবারক, হুশাইম, ওয়াকি, মুসলিম বিন খালিদ, আবু মুআবিয়া এবং মুকরি তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। তিনি মুরজিয়া আকিদার অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। তার বর্ণিত রায় ও হাদিস হতে সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে"।

ইমাম আযম আবু হানিফা সম্পর্কে ইমাম বুখারি উক্ত মন্তব্যটি-তে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, ইহার প্রতিটি-ই অসত্য ও ইতিহাসের নিরীখে অপ্রমাণিত, প্রকৃত সত্যের খিলাফ। ইমাম বুখারি তাঁর লিখিত কিতাব তারিখুল কবির-এ কীভাবে ইমাম আযম আবু হানিফা সম্পর্কে এ ধরণের অসত্য, ইতিহাস বিবর্জিত, তথ্যবিহীন বিষযের আলোচনা করলেন তা বোদ্ধাগণের বোধগম্য নহে। তাঁর উক্ত মন্তব্যে যে তিনটি অসত্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা হলো-

১। নুমান বিন সাবিত আবু হানিফা কুফি বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ এর প্রশ্রয়ে ছিলেন।

২। তিনি মুরজিয়া আকিদার অর্ন্তভূক্ত ছিলেন।

৩। তার বর্ণিত রায় ও হাদিস হতে সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

নিম্নে ইমাম বুখারিকৃত উক্ত অসত্য বিষয় সমূহের সঠিক ও দালিলীক জওয়াব প্রদান করা হলো।

**১। আবু হানিফা কুফি বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সা'লাবাহ্ এর প্রশ্রয়ে ছিলেন।**

উক্ত কথাটি যে সম্পূর্ণ ভুল তা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র পূর্ব পুরুষগণ স্বাধীন ছিলেন বনি তাইমুল্লাহ্ বিন সালাবাহ্ এর অধিনে বা প্রশ্রয়ে ছিলেন না। ইমাম আবু হানিফার নাতি ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইতিহাসবিদ, ফক্বীহ আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলী আস সাইমারি (মৃত্যু ৪৩৬ হি:) তার আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় বলেন: أخبرنا أبو حفص عمر بن ابراهيم المقري قال مكرم بن أحمد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن شذان المروزي قال حدثنا ابي عن جدي عن جدي قال سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الإحرار والله ما وقع علينا رق قط ولد جدي في سنة ثمانين، وذهب ثابت إلي علي بن ابي طالب رضي الله وهو صغير ودعا له بالبركة فيه و في ذريته. ونحن نرجو من الله ان يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فينا. قال: والنعمان بن المرزبان ابو ثابت هو الذي أهدي الي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الفالوذج في يوم الفيروز فقال: نوروزنا كل يوم.

"ইমাম সাইমারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আবু হাফস উমার বিন ইব্রাহিম আল মুকরি আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন উবাইদুল্লাহ্ বিন শাজান আল মুরুজি আমাদেরকে বলেন, আমার পিতা আমার দাদা হতে বলেন : ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা-কে বলতে শুনেছি, আমি ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন নুমান বিন সাবিত বিন নুমান বিন মারজুবান পারস্যের সন্তান আমরা সর্বদাই স্বাধীন, আল্লাহ তায়ালার কসম করে বলছি কখনই আমাদের মধ্যে দাসত্বের

জিঞ্জির বাধা ছিল না। আমার দাদা (ইমাম আবু হানিফা) ৮০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন। (আমার দাদার পিতা) সাবিত ছোট বয়সে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিকট যান, তিনি তাকে তার অধস্তনদের জন্য দোয়া করেন। আমরা আশা করি সে দোয়া আল্লাহ তায়া'লা কবুল করেছেন। তিনি (ইসমাঈল) আরো বলেন, নুমান বিন মারজুবান যিনি সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্‌র পিতা, তিনিই হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিকট নববর্ষের দিন ফালুযাজ নামক মিষ্টান্ন হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আমাদের নিকট প্রতিদিনই নববর্ষের সমান"।

তৎকালীন সময়ে হয়তো পারস্যবাসীদের নিকট এটা প্রচলন ছিল বিধায় নুমান বিন মারজুবান তা করেছিলেন। এ বর্ণনায় দেখা যায় ইমাম আবু হানিফার দাদার নামও নুমান ছিল অন্য বর্ণনায় দেখা যায় উমার বিন হাম্মাদ বিন আবু হানিফা বলেছেন, আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বা। ইসমাঈল বিন হাম্মাদ ও উমার বিন হাম্মাদ দুই ভাই। উভয়ের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসমাইল বিন হাম্মাদ এর মতে নুমান বিন সাবিত বিন নুমান, আর উমার বিন হাম্মাদ এর মতে নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বা। আর একটি পার্থক্য হলো উমার বিন হাম্মাদ এর মতে যুত্বা কাবুলের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানে স্বাধীন ছিলেন না। ইতিহাসের নিরিখে চিন্তা করলে উমার বিন হাম্মাদ এর বর্ণনাটি ইসমাঈল বিন হাম্মাদ এর বর্ণনা অনুযায়ী সঠিক নয়। কারণ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এর পিতা সাবিত ছোট সময়ে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, এ বয়সে একাকী নিশ্চই যাননি, তার পিতা নুমান তথা যুত্বা নিয়ে গেছেন। উমার বিন হাম্মাদ এর বর্ণনায় বুঝা যায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র দাদাও মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তার বর্ণনায় যুত্বা তথা নুমান এর হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিকট যাওয়া এবং তার নিকট হাদিয়া পাঠানোর কোন উল্লেখ নেই যা ইসমাইল বিন হাম্মাদ এর বর্ণনায় উল্লেখ। ইসমাইল বিন হাম্মাদ এর বর্ণনা অনুসারে এটাও প্রমাণিত যে, যুত্বা বা নুমান বিন মারজুবান একজন ধনি ব্যাক্তি ছিলেন। যার ফলে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর নিকট হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন । ইমাম আবু হানিফা

রাহিমাহুল্লাহ্ ছোট বেলা থেকেই ঐশ্বর্যের উপর লালিত-পালিত যা তাঁর দাদা নুমান বিন মারজুবান হতে চলে এসেছে, তাছাড়া ইসমাইল বিন হাম্মাদ এর বর্ণনাটিই সঠিক এ কারণে যে, তিনি আল্লাহ্র কসম করে বলেছেন والله ما وقع علينا رق قط "কখনই আমাদের উপর দাসত্বের জিঞ্জির ছিল না"। দাসত্বের মধ্যে থাকলে সে ধনি হয় কী করে ? ইহা হতে বুঝা গেল যে, উক্ত দুই বর্ণনার মধ্যে ইসমাইল বিন হাম্মাদ এর বর্ণনাই সঠিক।

উক্ত দুই বর্ণনার মধ্যে আর একটি পার্থক্য হল ইমাম আবু হানিফার দাদার নামের বিভ্রাট, এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি তার খাইরাতুল হিসান কিতাবে বলেছেন এটা হতে পারে যুত্বা ও নুমান একই ব্যাক্তির দু'টি নাম এবং মারজুবান ও মাহ একইভাবে একই ব্যাক্তির দু'টি নাম, সুতরাং এটা কোন বিভ্রান্তির বিষয় নয়।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আবু হানিফার নামের সাথে যেভাবে مولى بنى تيم الله "আবু হানিফা বনি তাইমুল্লাহ্ গোত্রের আশ্রিত ছিলেন" বলেছেন, এটি বিকৃত উপস্থাপন। প্রকৃত সত্য হলো, ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন নুমান বিন মারজুবান পর্যন্ত যে পারিবারিক নসব নামা দেখা যায় তাতে মারজুবান ব্যতীত সকলের মুসলমান হওয়া প্রমাণিত। আর পূর্ব হতেই তারা ধনি ছিলেন। ইহা হতে তাদের স্বাধীন হওয়া প্রমাণিত, কেননা ইসমাইল বিন হাম্মাদ এর বর্ণনা من أبناء فارس الإحرار "পারস্যের স্বাধীন অধিবাসীই সঠিক।

## ২। তিনি মুরজিয়া আকিদার অর্ন্তভূক্ত ছিলেন।

ইমাম বুখারি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা মুরজিয়া ফিরকার অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। তার এ মন্তব্যটি পুরাপুরি অসত্য। আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত মন্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে হলে বিভিন্ন আকিদাগত মাসআলার পর্যালোচনা জরুরী, আর তা হল ইমান সম্পর্কিত। ইমামুল আয়েম্মা ওয়াল মুসলিমিন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন,
الإيمان لا يزيد و لا ينقص "ইমান বাড়ে না কমেও না" অপরদিকে ইমাম

বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন الإيمان يزيد و ينقص "ইমান বাড়ে এবং কমে"। কাকতালিয় ভাবেই দেখা যায় ভ্রান্ত মুরজিয়া আকিদার লোকেরাও তাদের ভ্রান্ত আকিদার সাথে যোগ করে বলে থাকে "ইমান বাড়ে না কমেও না"। ইমাম বুখারির মতের অনুকূল না হওয়ার কারণে এবং মুরজিয়াদের আকিদার সাথে ইমাম আযমের মতের কিয়দংশের মিলে যাওয়ার কারণে তিনি ইমাম আযম তথা হানাফিগণকেও মুরজিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আযমের আল ফিকহুল আকবার কিতাবটি ইমাম বুখারি পড়েছেন কী না বা পড়ে থাকলে তার প্রতিটি ছত্র নিয়ে ভেবেছেন কী না জানি না, তাঁর পড়া থাকলে হয়তো ইমাম আযমকে মুরজিয়া বলতেন না।

মুরজিয়া বা ইরজাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে "ইমান বাড়ে না কমেও না" ইমাম আযমের এ উক্তির তাহকিক ও পর্যালোচনা করা জরুরী। কেননা এ ব্যাপারে ইমাম আযম এর তাৎপর্যপূর্ণ মত না জেনেই অনেকে তাঁর সমালোচনা করেছেন। তাই হাকিকাত জানতে হলে ইমান এর প্রকার সর্ম্পকে জানতে হবে, কারণ আল কুরআনুল কারিম ও হাদিসে ইমান শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই নির্দ্দিষ্ট একটি অর্থে ইমান শব্দটির প্রয়োগ করা হবে উসুলের খিলাফ। নিম্নে ইহার প্রকার এবং ক্ষেত্র ভেদে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ সর্ম্পকে আলোচনা করা হল।

## ইমান এর প্রকার

ইমান দু রকমের الإِيْمَانُ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ এবং الإِيْمَانُ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ, এবং الإيمان بالله , الإيمان للرسول ও الإيمان بالرسول। الإيمان بالله হল আল্লাহ তায়া'লাকে এককভাবে মেনে নেওয়া তিনি ব্যতীত আর কেহ ইবাদাতের উপযুক্ত নয় তা মনে প্রাণে স্বীকার করে নেয়া। আর الإيمان بالرسول হচ্ছে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত ও রিসালাত মনে প্রাণে স্বীকার করা ও মেনে নেয়া الإيمان بالرسول ও الإيمان بالله হচ্ছে মূল ইমান।

অপরদিকে الإِيْمَانُ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার হুকুমের পায়রবি করা এবং الإيمان للرسول এর অর্থ হচ্ছে

সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ মোতাবেক জীবন-যাপন করা। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়া'লাকে সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র মালিক মনে করা এবং তার হুকুম মেনে নেয়া এক জিনিস নয়। অনুরুপভাবে হাবিবুল্লাহ্ রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী ও সমস্ত নবী-রাসুলগণের প্রধান স্বীকার ও মেনে নেয়া এবং তার প্রদর্শিত সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-জাপন করা এক বিষয় নয়। الإيمان بالله عَزَّ وَ جَلَّ ও الإيمان بالرسول হচ্ছে মূল, আর الإيمان لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ও الإيمان للرسول হচ্ছে শাখা। দু'টি বিষয় সম্পূর্ন ভিন্ন এবং একটির উপর অপরটি নির্ভরশীল। প্রথমটি মূল ইমান, ইহা "কমেও না বাড়েও না" আর দ্বিতীয়টি শাখা ইমান, ইহা বাড়ে ও কমে।

ইমামুল আয়েম্মা ওয়াল মুসলিমিন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন الإيمان لا يزيد و لا ينقص " ইমান বাড়ে না কমেও না" এটা হচ্ছে মূল ইমান প্রসঙ্গে, যে মানদণ্ডের কারণে একজন লোক হয় ইমানদার হবে নয় কাফের হবে। الإيمان بالله ও الإيمان بالرسول যে মূল ইমান তার দলিল সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ তার" সহিহ আল বুখারির কিতাবুল জানাইয এর إذا اسلم الصبي فمات অধ্যোয়ে উল্লেখ করেছেন حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد ، وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ، كان غلام يهودي يخدم النبي صلي الله عليه وسلم فمرض فأفات النبي صلي الله عليه وسلم يعوده فقعد عنه رأسه فقال له : اسلم فنظر إلي أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم صلي الله عليه وسلم : فأسلم ، فخرج النبي صلي الله عليه وسلم وهو يقول : "الحمد لله الذي أنقذه من النار".
"হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ইয়াহুদি ছেলে ছিল, যে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমাত করত। সে অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন এবং তার মাথার পাশে বসলেন তারপর বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর। তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকালো যে তার পাশেই ছিল, তার পিতা

বললো মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলছে তা মেনে নাও, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে বের হওয়ার পর বললেন, মহান আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসা করছি যিনি এ ছেলেটিকে আগুন থেকে মুক্তি দিলেন"।

২। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ সহিহ আল বুখারির কিতাবুল ইমান এর قول النبى صلى الله عليه و سلم بنى الإسلام على خمس অধ্যোয়ে উল্লেখ করেছেন,

عن إبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة والحج ، و صوم رمضان .

"হযরত ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

১। আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসুল এ সাক্ষ্য দেওয়া,

২। সালাত কায়েম করা,

৩। যাকাত আদায় করা,

৪। হজ্জ করা,

৫। এবং রামাদ্বান মাসে সাওম পালন করা"।

সহিহ আল বুখারিতে উল্লেখিত প্রথম হাদিস দ্বারা الإِيْمَانُ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ এবং الإيمان بالرسول এর দলিল সাবিত। আর দ্বিতীয় হাদিসে الإِيْمَانُ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ এবং الإِيْمَانُ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ উভয়টিই সাবিত। প্রথম হাদিস অনুসারে দ্বিতীয় হাদিসের প্রথম ভিত্তি "আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসুল এ সাক্ষ্য দেওয়া" মূল ইমান সর্ম্পকে বলা হয়েছে, যা বাড়ে না কমেও না সাবিত করে। আর সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা,এবং রামাদ্বান মাসে সাওম পালন করা" এ সমস্ত আমল প্রথমটির মত নয়, ইহা বাড়ে ও কমে। ইহা হাসিল হয় الإِيْمَانُ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুমের

পায়রবি করা" এবং الإيمان للرسول এর অর্থ হচ্ছে "সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ মোতাবেক জীবন-যাপন করা" দ্বারা।

উক্ত দু'টি হাদিসেই আমলকে ইমানের জুয বা অংশ বলা হয় নাই, বরং ইমানকে আলাদাভাবে দেখা হয়েছে যা বৃদ্ধি-হ্রাসকে গ্রহণ করে না। ইমান আমলের বিষয় নয়, ইহা অন্তরের বিষয় যা মুখেও প্রকাশ করবে । শুধু অন্তর বা শুধু জবান ইমানদার হওয়ার মানদণ্ড নয়। ইমানদার হওয়ার জন্য অন্তরে বিশ্বাস ও জবানে প্রকাশ উভই লাগবে। এ কারণে মুনাফিক ও ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানগণ ইমানদার নয়, কেননা মুনাফিকরা মুখে স্বীকার করলেও অন্তরে বিশ্বাস করে না, তাই তারা ইমানদার নয়। আবার ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানগণ অন্তরে আল্লাহ তায়ালাকে মানে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসাবে জানে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসুল হিসেবে সত্য বলে জানে কিন্তু জবানে তা প্রকাশ করে না, তাই তারা ইমানদার নয়। কেহ লা ইলাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলল, রাসুল, আসমানি কিতাব, ফিরিস্তা, জান্নাত-জাহান্নাম ও আখিরাত এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল সে ইমানদার হয়ে গেল। আল কুরআন ও সুন্নাহর সমস্ত হুকুম আহ্কামকে স্বীকার করল কিন্তু আমল করল না, এ কাজটা অপরাধ এটাও স্বীকার করল, তাহলে কি তাকে কাফির বলা যাবে ?

মূল ইমান (অর্থ্যাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস, ফিরিস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস ও আখিরাত এর প্রতি বিশ্বাস) বেশি কমের কোন সুযোগ নাই। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানের ইমান সমান। এ প্রসঙ্গেই ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "আল ফিকহুল আকবার" কিতাবে বলেছেন, الإيمان هو الإقرار و التصديق ، وإيمان أهل السماء و الأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ، ويزيد و ينقص من جهة اليقين و التصديق ، و المؤمنون مستوون فى الإيمان و التوحيد ، متفاضلون فى الأعمال.

"অন্তরে বিশ্বাস করা ও জবানে স্বীকার করার নামই হচ্ছে ইমান। আসমানবাসী (জ্বিন) ও জমিনবাসীর (ইনসান) ইমান পূর্ণভাবে আনা হিসেবে বাড়ে না কমেও না। তবে ইয়াক্বিন বাড়তে পারে কমতেও পারে। বিশ্বাস ও একত্ববাদ প্রকাশের

ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তবে আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে ইমান কম-বেশি হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে যে বিতর্ক রয়েছে তার নিরসন হবে এবং ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র বক্তব্যই যে সঠিক তা বুঝা যাবে। অনেকে প্রেক্ষাপট না জেনেই এবং উদ্দেশ্য না বুঝেই ইমান কমা-বাড়ার ব্যাপারে আল কুরআন হতে দলিল দিয়ে থাকে। বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে তাদের এ দলিল পেশ যর্থাথ নহে।

ইমাম আযম তাঁর উল্লেখিত বক্তব্যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

**১। মূল ইমান বাড়ে না কমেও না।**

**২। অমল বাড়তে ও কমতে পারে।**

**৩। ইয়াক্বিন অর্থাৎ দৃঢ়তা বাড়তে ও কমতে পারে।**

## ১। মূল ইমান বাড়ে না কমেও না

আল্লাহ তায়া'লাকে একক মেনে নেওয়া, তিনি ব্যতীত আর কেহ ইবাদাতের উপযুক্ত নয় তা মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়া। আর সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত ও রিসালাত মনে-প্রাণে স্বীকার করা ও মেনে নেয়া হচ্ছে মূল ইমান। এ ক্ষেত্রে ইমান কম-বেশ হওয়ার সুযোগ নেই। সহিহ্ আল বুখারিতে উল্লেখিত হাদিস হতে বুঝা যাচ্ছে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইয়াহুদি ছেলেটিকে বললেন, أَسْلِمْ "ইসলাম গ্রহণ কর" তখন সে বললো, اشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسو لالله. "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল"। সে ইমানদার হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি যিনি এ ছেলেটিকে আগুন থেকে মুক্তি দিলেন"। এখানে আরো ইমান বৃদ্ধির

প্রয়োজন আছে কী ? বা তার ইমান হতে ইমান কমানোর কোন সুযোগ আছে কী ? বেশি ইমানদার কম ইমানদার বলার কোন সুযোগ আছে কী ?

অন্যদিকে বেশি আমলদার কম আমলদার হতে পারে, বেশি নেককার কম নেককার হতে পারে, তাই আমলের ক্ষেত্রে يزيد و ينقص " কম-বেশ" হতে পারে, তাকওয়া কম-বেশ হতে পারে। কিন্তু ইমান কম হবে কী করে, যে বাড়বে ? কম হলে তো আর মুসলমান বা ইমানদার রইলো না, কাফির হয়ে গেল। অথবা বেশি হবে কী করে, পূর্ণ এক গ্লাস পানির ভিতর কি আরো পানি রাখা যাবে ? পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ এখানে ১১০ কি কোন ছাত্রকে দেওয়া যাবে, ১০০ মানের সাথে আর ১০ যোগ করলে কি তার মান থাকবে ? পূর্ণ এক গ্লাস পানির ভিতর যেমন আরো পানি প্রবেশ করানো সম্ভব নয়, ১০০ মানের মধ্যে যেমন মান বাড়ানো সম্ভব নয়, অনুরূপ মূল ইমানের সাথে আরো ইমান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আরাফাহ্ ( মৃত্যু ৮০৩ হিজরি) তার "তাফসির ইবনু আরাফার" চতুর্থ খণ্ডের ৩১৯-২০ পৃষ্ঠায় সুরা আল মুদ্দাসসির এর وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, إختلفوا فى زيادة الإيمان و نقصه على ثلاثة أقوال : والثالث أنه لا يقبل الزيادة دون النفس و هو ظاهر. و هو مشكل على قواعد الأصوليين ؛ لأن الزائد على الإيمان إما أن يكون مثله أو غيره . فإن كان غيره فليس ـــقالوا : إيمانا ، و إن كان مثله فيلزم عليه إجتماع المثلين فى المحل الواحد و هو باطل . لأن الصفة إن قامت بمحل أوجبت له الإتصاف بها ؛ فذلك القدر الذى أزداد هذا إيمانا إن كان بحيث لو زال عنه ثبت له ضده و هو الكفر و هو إيمان . و يمتنع إجتماعه مع مثله إذ لا يقبله المحل ؛ لأنا إن قلنا : الإيمان محله العقل ، فنقول الإيمان الأول قد تلا العقل وعيه ، و عبر جميعه فلا يجد الإيمان الثانى فى العقل محلا يكون فيه إلا لو كانالإيمان الأول قام نصفه العقل فيقوم الثانى بنصفه الأخر الذى هو فارغ منه . و مثاله الشئ الأحمر لا يقبل أن يقوم به حمرة أخرى إلا إذا أتى فيه جزء لم تقيم به الحمرة . فإن قلت : إنه يزيد بإعتبار المتعلقات فمن ظهرت

له أزداد تسبيحا و ترنما تنزيها و تعظيما لله عز و جل كهذه الأية ؛ لأن من أمن من أهل الكتاب وجدوا هذه الأية موافقة لما فى كتبهم ، فازدادوا إيمانا مع إيمانهم ؛ قلت : ألذى سطلب من المؤمن حين الإيمان و ممن يعلمه زيادة ؛ و إنما الجواب أن يقال : إن تلك الزيادة تكميل مجازى راجع إلى قوة الإيمان و ضعفه بإعتبار الظهور و الجلاء .

"ইমানের বৃদ্ধি ও কমের ব্যাপারে তিন ধরনের মত পরিলক্ষিত। তৃতীয় যে মতটি দেখা যায়, তাহল মূল ইমান ব্যতীত অতিরিক্তকে গ্রহণ করে না, ইহাতো প্রকাশ্য। উসুলুলবিদগণের নীতিমালা অনুযায়ী এটা একটি সংকটপূর্ণ বিষয় ? কেননা মূল ইমানের সাথে আরো কিছু বৃদ্ধি করা হলে এর দু'টি অবস্থা হতে পারে, ১। হয় অনুরুপ হবে ২। নয়তো ভিন্ন হবে। অন্যান্য সংযোজন-বিয়োজন তা আলোচ্য বিষয় নয়। মূল ইমানের মত অনুরুপ যদি হয়, তাহলে তো দু'টি পূর্ণ জিনিসকে একই স্থানে রাখার মত, যা বাতিল যোগ্য। কেননা সিফাতটি যদি একই স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহলে তো দু'টি জিনিস একই রুপ ধারণ করাটা আবশ্যক হয়ে যায় (যা অসম্ভব)। মূল ইমানের সাথে আরো যে পরিমান ইমান বৃদ্ধি করা হবে তা যদি মূল হতে সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তার বিপরীতটা সাবিত হবে, আর উহা হল কুফর। আর একটি ইমান সম পরিমানের সাথে মিশ্রনের ক্ষেত্রে তা বাধার সৃষ্টি করে, ফলে তা একই স্থানে গ্রহণ কবুল করে না। আমাদের যদি বলা হয় ইমানের কেন্দ্র হচ্ছে আকল, তাহলে আমরা বলব প্রথম ইমানটিই তো আকলকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করে আছে, দ্বিতীয়টি গ্রহণ করার স্থান কোথায়। (যারা বলে ইমান বাড়ে, তাদের কথা গ্রহণ করলে মেনে নিতে হবে) ইমানের প্রথম অংশটি আকলের অর্ধেক ধারণ করে আছে, আর দ্বিতীয়টি বাকি অর্ধেক ধারণ করে আছে। ইহার উদাহরণ হল একটি লাল জিনিসের মত যা আরও লাল রংকে গ্রহণ করবে না, যতক্ষন উহার সাথে (আরো একটি সাদা) অংশকে না আনা হয়। যদি বলা হয় ইমান বৃদ্ধি পাওয়াটা হচ্ছে সম্পৃক্ততা অনুসারে তাহলে বলব আল্লাহ্ তায়া'লার তাজিম এর ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধিটা তাসবিহ্ পড়ার মতই জাহির হবে। যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে। কেননা ইয়াহুদিদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে, এ আয়াতটিতে তারা তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের মতই

পেয়েছে, তাদের পূর্ববর্তী ইমানের সাথেই এ ইমান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি বলব এ আয়াতে ইমান বলতে মুমিন হতে ইমানের কথা বলা হয়েছে, এবং ইমানের বৃদ্ধির ব্যাপারে যা জানা যায়, এর অর্থ হল ঐ বৃদ্ধিটা রুপক অর্থে পূর্ণতা, যা ইমানকে শক্তিশালী হওয়ার দিকেই ফিরে। অর্থাৎ একটি পরিপূর্ণ ইমানের সাথে আর একটি পরিপূর্ণ ইমান নয়, বরং একটি পূর্ণ ইমানকে আমল দ্বারা শক্তিশালী করা ও দুর্বল করা"।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আরাফাহ্ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র মতকে পুরাপুরি সমর্থন করে। অর্থাৎ মূল ইমান বাড়ে না কমেও না, এ ক্ষেত্রে সকলেই সমান, কিন্তু আমলের কম-বেশ আছে, এ কারণে একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভ বা আল্লাহ্ ও রাসুলের নেকট্য হাসিল করে থাকে। এ কথাটিকেই ইমাম আযম বলেছেন এভাবে-

المؤمنون مستوون فى الإيمان و التوحيد، متفاضلون فى الأعمال.

"বিশ্বাস ও একত্ববাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তবে আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

যারা বলেন, الإيمان يزيد و ينقص " ইমান বাড়ে ও কমে " তাদের মতে আমল ইমানের অংশ। ইমানের সাথে আমল বৃদ্ধি পেলে ইমান বাড়ে এবং আমল কমলে ইমান কমে। অর্থাৎ তারা ইমানের সাথে আমলকে একিভূত করে ফেলেছেন। এ কথা মেনে নিলে, একজন ফাসিক যে আমল ঠিক মত করে না, অথচ সে আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি ইমান, রসুল এর প্রতি ইমান, কিতাবের প্রতি ইমান, ফিরিশতাগণের প্রতি ইমান, আখিরাতের প্রতি ইমান রাখে সে কাফির হয়ে যায়, কেননা সে নামাজ পরছে না, রোজা রাখছে না, যাকাত দিচ্ছে না, এ আমল গুলো করা উচিত তা মানসে, ইহার কোনটিই অস্বীকার করছে না, আমল ইমানের অংশ মনে করা হলে এবং এ আমলের কারণে ইমান বৃদ্ধি পায় বা কমে যায় মানা হলে ঐ ফাসিক ব্যক্তিকে কাফির গণ্য করতে হবে।

ইমান দেখার বিষয় নয়, অনুভূতির বিষয়। আর আমল হচ্ছে দেখার

বিষয়, অনভূতির বিষয় নয়। ইতিপূর্বে বলেছি, ইমান দু'প্রকার :

১। আল্লাহ্ তায়া'লাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মানা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মানা।

২। আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম পালন করা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করা।

**এতক্ষণ ইমানের প্রথম প্রকার الإيمان بالله عز و جل ও الإيمان بالرسول অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়া'লাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মানা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মানা সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে, এখন দ্বিতীয়টি সর্ম্পকে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।**

## ২। অমল বাড়তে ও কমতে পারে।

**ইমানের দ্বিতীয় প্রকার হলো الإيمان لله ও الإيمان للرسول অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম পালন করা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্-র অনুসরন করা। আর এ প্রসঙ্গেই ইমাম আযম এর বক্তব্য হচ্ছে** متفاضلون فى الأعمال "তবে আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার সূরা আনফালের ২-৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, إِنَّمَا الْمُؤمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا .

"মুমিন তো তারাই আল্লাহ্ তায়া'লার নাম উল্লেখ করা হলে যাদের অন্তর কেপে উঠে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন উহা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে যারা সালাত আদায় করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়া'লা প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, ভীত সন্ত্রস্ত অন্তর, তিলাওয়াতুল কুরআন, আল্লাহ্ তায়া'লার উপর তাওয়াক্কুল, সালাত কায়েম, আল্লাহ্ তায়া'লার রাস্তায় ব্যয় করা এ সবই হুকুম পালন। এ হুকুম পালণের দ্বারা ইমান শক্তিশালী হয়, পরিপূর্ণ হয়, আর যারা এ হুকুম পালন করবে না, তারা মুমিন কিন্তু প্রকৃত মুমিন নয়। আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন আমলকে ইমান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন সালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ . "আর আল্লাহ্ তায়া'লা এমন নন যে, তিনি তোমাদের ইমানকে (সালাত) বিনষ্ট করে দিবেন।" এ আয়াতে সালাতকে ইমান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ উক্ত আয়াতের প্রসঙ্গটি হচ্ছে সালাত সর্ম্পকে, সাহাবিগণের ইমান সর্ম্পকে নয়।

উক্ত আয়াতটি ক্বিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। মদিনায় হিজরতের পর বায়তুল মুকাদ্দাস এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মন চাচ্ছিল মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার, তাই তিনি বার বার উপরের দিকে তাকাতেন, যাতে আল্লাহ্ তায়া'লা ক্বাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেন। বিষয়টি কোন সাহাবিই বুঝতে পারেননি, কেননা হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। আল্লাহ্ তায়া'লাই তাঁর হাবিবের মনের অবস্থা বুঝে নুতুন হুকুম জারি করলেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সুরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে বলেন, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا . "আসমানের দিকে তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছি, তা আপনার পছন্দনীয় ক্বিবলার দিকেই আপনার জন্য ক্বিবলা নির্ধারণ করে দিলাম। অতএব মসজিদুল হারামের দিকে আপনি মুখ ফিরান" .

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ "আর আল্লাহ্ তায়া'লা এমন নন যে, তোমাদের সালাতকে বিনষ্ট করে দিবেন" এ আয়াতে إِيْمَانٌ শব্দটি যে সালাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রমাণ তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে। ইমাম

তিরমিযি হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ আনহুমা সূত্রে বর্ণনা করেন, لما وجه النبى إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بأخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله " وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ "

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ক্বাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে লাগলেন, তখন সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ্ তায়া'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে সমস্ত ভাইগণ বায়তুল মুকাদ্দাস এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন, অথচ তারা আজ দুনিয়াতে নেই (মারা গেছেন), ক্বিবলা পরিবর্তন এর কারণে তাদের সালাতের কি অবস্থা হবে, (তাদের সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে)। তখনই আল্লাহ তায়া'লা বলেন,. وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ "আর আল্লাহ্ তায়া'লা এমন নন যে, তিনি তোমাদের ইমানকে (সালাত) বিনষ্ট করে দিবেন।"

হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ আনহুমার উক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল এখানে إِيْمَان শব্দকে সালাত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুরুপ তাহারাতকেও ইমান শব্দে ব্যাবহার করা হয়েছে। যেমন সহিহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَان "পবিত্রতা ইমানের অংশ"।

কাউকে ভালোবাসা, কারো সাথে রাগ করা, কাউকে কিছু দেওয়া এর সবই যখন আল্লাহ তায়াল কে সন্তুষ্ট করার জন্য হবে, তা-ও ইমান শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল জামে' আত তিরমিযিতে বর্ণিত আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন مَنْ أَعْطَى لله وَ مَنَعَ لله وَ أَحَبَّ لله وَ أَبْغَضَ لله وَ أَنْكَحَ لله فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ .

"যে আল্লাহ্ তায়া'লার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে দান,এবং যে দান হতে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তায়া'লার সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে রাগ করে ও ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ তায়া'লার সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করে, তাহলে তার ইমান পূর্ণ।"

এ হাদিসের প্রত্যেকটি বিষয়ই ইমান শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো প্রতি

ভালোবাসা বাড়ে-কমে, রাগ বাড়ে-কমে, দান বাড়ে-কমে ইহা হতে বুঝা গেল এগুলো الإيمان بالله নয়, বরং الْإِيْمَانُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ আর ইহা বাড়ে এবং কমেও। আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ইমান আনলাম এর অর্থই হল পরিপূর্ণভাবে ১০০ পারসেন্ট ইমান আনলাম এর মধ্যে বিন্দু পরিমান কম বেশির সুযোগ নেই, কেননা পূর্ণমান ১০০ এর বেশ-কম হলে তা অর্থহীন ১০০ এর বিন্দু পরিমান কম হলেও সে আর ইমানদার থাকবে না সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তি الإيمان لا يزيد و لا ينقص ইমান বাড়ে না কমেও না' তা الإيمان بالله ও الإيمان بالرسول এর ক্ষেত্রে যা মূল বা আসল ইমান। যারা এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সমালোচনা করেন তারা হাকিকাত না বুঝেই সমালোচনা করেছেন বা করছেন।

অপরদিকে الإيمان لله ও الإيمان للرسول কে যারা الإيمان بالله ও الإيمان بالرسول এর সাথে মিলিয়ে উভয়টিকে এক করে ফেলেছেন তা শরঈ বিধানের মুআফিক নয়। যেমন আল্লাহ্ তায়া'লা সুরা আল কাহাফ এ বলেছে إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.

"যারা ইমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস" এ আয়াতের অর্থ হল "যারা ইমান এনেছে তাদেরকে কুফুর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে এটাই হল ইমান বিল্লাহ্ অতঃপর ইমান আনার পর আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম অনুযায়ী আমল করবে যা الإيمان لله ও الإيمان للرسول হিসেবে পরিগণিত। ইহা বাড়তে পারে কমতেও পারে এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, المؤمنون مستوون فى الإيمان والتوحيد، متفاضلون فى الأعمال.

"বিশ্বাস ও একত্ববাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তবে আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

**ইমান এর মূল ঃ** ইমান এর মূল হচ্ছে ক্বলব (অন্তর) এবং জবান দ্বারা তা প্রকাশ করা। জবানে মাধ্যেমেই কুফরি হতে ইমানের দিকে নিজেকে সোপর্দ করা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা সূরা বাকারা এর ১৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْمَاعِيْلَ وَ إِسْحَاقَ .

"তোমরা বল আমরা আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি, এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ"। এ আয়াতে জবানে ইমান আনয়নের ঘোষনা দেওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুরা হুজুরাতের ১৪ নং আয়াতে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা না হলে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে ধমক দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, قَالَتِ الأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا لَكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلُ الإِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ .

"বেদুইনরা বলে, আমরা ইমান আনলাম (হে রাসূল) আপনি বলুন, তোমরা ইমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ ইমান কখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।"

প্রথম আয়াতে মৌখিক ইমান এবং দ্বিতীয় আয়াতে অন্তরের ইমান এর কথা বলা হয়েছে। উভয়টি ইমানের জন্য শর্ত, এ ইমান বাড়ে না কমেও না।

সহিহ্ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে বর্ণিত হাদিস এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছে। ইমাম মুসলিম তার সহিহ্ মুসলিমের কিতাবুল ইমান এর بيان الإيمان و الإسلام অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث الأخر، قال : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله و لا تشرك به شيئا ، و تقيم الصلاة المكتوبة، و تؤدى الزكاة المفروضة، و تصوم رمضان .

"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় একজন লোকের আগমন ঘটল অতঃপর লোকটি এসেই প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইমান কী ? জবাবে বললেন, ইমান হল তুমি আল্লাহ তা'য়ালা, তার ফিরিশতা, সকল নাজিল কৃত কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত এবং রাসূলগণের প্রতি ইমান রাখবে। কিয়ামত দিবসের প্রতিও ইমান রাখতে হবে। এর পর লোকটি আরো প্রশ্ন করল ইয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম কী ? জবাবে বললেন, ইসলাম হল আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক না করা। আর ফরজ সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং রামাদান মাসে রোজা রাখা।"

উক্ত হাদিস থেকে স্পষ্টরুপেই বোঝা যাচ্ছে ইবাদাত ইমানের অংশ নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন আমল বাড়ে ও কমে কিন্তু ইমান বাড়ে না কমেও না। তবে যারা ইমান ও আমলকে একিভূত করে বলেন, ইমান বাড়ে ও কমে তা দু'টি কারণে পরিত্যাজ্য।

**১। ইমান নিশ্চয়তার বিষয় এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অপরদিকে আমল অনিশ্চিত বিষয়।**

**২। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আল্লাহওয়ালা-সাধারণ লোক প্রত্যেকর ইমানই সমান, কিন্তু সকলের আমল ও ইখলাস সমান নয়। ইখলাস অনুযায়ি ইবাদাতের তারতম্য হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা সুরা হুজুরাত এর ১৩ নং আয়াতে বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ "নিশ্চয়-ই আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট সে-ই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি"** দু'জন মুসলমানের ইমান সমান, দু'জনই আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, কিতাবের প্রতি, ফিরিশতার প্রতি, আখিরাতে বিশ্বাসি এ ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। কিন্তু তাকওয়া-পরহেজগারি, ইবাদাতে কম-বেশ এর কারণে একজনের তুলনায় অন্যজন আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর তারিখুল কবির এ ইমাম আযমকে كان مرجئا "তিনি মুরজিয়া ছিলেন" বলে যে মন্তব্য করেছেন তা হানাফি মাযহাব সর্ম্পকে তাঁর সচ্ছ ধারণা না থাকার কারণেই করেছেন। কেননা ভ্রান্ত মুরজিয়াদের আকিদা ও ইমাম আযম এর বক্তব্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নিরুপণ করতে পারেন নাই। বরং ইমান এর কম-বেশ হওয়ার মাসআলায় ইমাম বুখারি ও সম মতের অধিকারীগণের নীতিমালা ও মুরজিয়াগণের নীতিমালার মধ্যে আল কুরআন-আস সুন্নাহ্র হুকুমের সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষণীয়। ইমাম বুখারির আকিদা হচ্ছে العمل جزء من الإيمان " আমল ইমান এর অংশ" এ কারণে আমল বাড়লে ইমান বাড়ে এবং আমল কমলে ইমান কমে।

মুরজিয়াগণের আকিদা হল আমল ইমান হতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ইমান আনার পর আমল না করলেও সে জান্নাতে যাবে। অন্যদিকে ইমাম আযম তথা হানাফিগণের আকিদা হল, ইমান যেমন আমলের অংশ নয়, আবার আমল হতে বিচ্ছিন্নও নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

উল্লেখিত আলোচনা পর্যালোচনা হতে প্রমাণিত হল মূল ইমান কমে না বাড়েও না, আমল ইখলাস অনুযায়ী বাড়ে ও কমে। তবে আল কুরআন আল কারিমের যে সমস্ত যায়গায় ইমান বৃদ্ধির উল্লেখ আছে, তা ইমান অর্থে নয় বরং ইবাদাত অর্থে। নিম্নে এ সংক্রান্ত আয়াত সমূহের উল্লেখ ও এর পর্যালোচনা করা হলো।

সুরা আল ইমরানের ১৭৩ নং আয়াতে বর্ণিত, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ইরশাদ করেন, الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا .

"যারা লোকদেরকে (সাহাবিগণকে) বলেছিল, আপনাদের বিরুদ্ধে লোকেরা (কুরাইশগণ) একত্রিত হচ্ছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করুণ। (তাদের কথা শোনার পর সাহাবিগণের) ইমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে"

এ আয়াতের فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا এর ইমান শব্দটির অর্থ যদি ইমান অর্থে করা হয় তাহলে প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এ আয়াতের ইমান শব্দটি عزم

অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হল দৃঢ় ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত, সংকল্প ইত্যাদি।

উক্ত আয়াতে কারিমার মূল উদ্দেশ্য হল কাফিরগণ কর্তৃক সাহাবিগণকে ভীতি প্রদর্শন করে তাঁদের মনোবলকে দূর্বল করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা-তো হয়-ই নি, বরং তা ৩৬০ ডিগ্রি টর্ণ নিয়ে মনোবল আরো দৃঢ় হয়েছে। সুতরাং فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا এর অর্থ " তাদের ইমান বেড়ে গিয়েছে" নয়, বরং এর অর্থ হবে ইহা তাদের মনোবলকে আরো দৃঢ় করেছে"। পূর্বোক্ত ১৭২ নং আয়াতটি দৃঢ়তার বিষয়টি ইঙ্গিত প্রদান করে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, اَلَّذِيْنَ إِسْتَجَبُوْا لله وَ الرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সারা দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরষ্কার।"

যুদ্ধে যখম হওয়ার পরও যাদের মনোবল ভাঙ্গেনি, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহবানে সারা দিয়ে সৎ কাজে দীনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে, তাকওয়া-পরহেজগারিতে আরো বেশি মনোযোগ দিয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ কাজে খুশি হয়ে অপরিসীম পুরষ্কারের কথা জানিয়েছেন, এরপর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিতে তাঁদের দৃঢ়তা বাড়বে না-তো কমবে ? আল্লাহ্ তায়া'লা নিজেই জানিয়ে দিলেন, তোমরা যারা ভয় দেখিয়ে কৌশলে সাহাবিগণের মনোবল দূর্বল করতে চেয়েছ, তাতে কোন কাজ হবে না, কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও তাঁর রাসুলের হুকুম পালনে তাঁরা সর্বদা সাগ্রহে রত, তাই তোমাদের এ ভীতি প্রর্দশন তাঁদেরকে সত্যের পথ হতে বিচ্যুত করতে পারবে না, বরং এ ভয় দেখানোটা শক্তিতে পরিণত হয়ে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হলো এ আয়াতের প্রেক্ষাপট। তাই এ আয়াত দিয়ে الإيمان لا يزيد و لا ينقص " ইমান বাড়ে না কমেও না" দলিল দেওয়া সংগত নহে। কেননা ইহা ইমান সর্ম্পকিত নয়। নিজেদের ক্লান্ত-শ্রান্ত পরিস্থিতিতেও কাফিরদের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন ও অটল থাকা প্রমাণ করে।

উক্ত আয়াতের হুকুম ইমান বৃদ্ধি পাওয়া বা কমার ব্যাপারে নয়, বরং

সাহস ও শক্তির ব্যাপারে এসেছে। এখন দেখা যাক মুফাস্সিরগণ উক্ত আয়াতের فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا প্রসঙ্গে কী বলেন।

মাকাসিদুশ শরীয়ার ইমাম, বিখ্যাত আলেম ইমাম মুহাম্মাদ তাহের বিন আশুর তার" তাফসির আত্তাহরির ওয়াত তানবির" এর চতুর্থ খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন, وقوله : فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا أى زادهم قول الناس فضمير الرفع المستتر فى زادهم إلى القول المستفاد من فعل " قال لهم الناس " أو عائد إلى الناس و لما ذلك القول مراداً به تخويف المسلمين و رُجوعهم عن قصدهم . و حصل منه خلاف ما أراد ره المشركون جعل ما حصل به زائدا فى إيمان المسلمين، فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل أى العزم على النصر و الجهاد و هو بهذا المعنى يزيد و ينقص . و مسئلة زيادة الإيمان و نقصه مسئلة قديمة و الخلاف فيها مبنى على أن الأعمال يطلق عليها إسم الإيمان كما قال تعالى : وَ مَا كَانَ اللهُ لِيَزِيْدَ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ. يعنى صلاتكم .

أما التصديق القلبى و هو عقد القلب على إثبات وجود الله و صفاته وبعثة الرسل و صدق الرسول فلا يقبل النقص و لا يقبل الزيادة ، و لذلك لا خلاف بين المسلمين فى هذا المعنى ، و إنما هو خلاف مبنى على اللفظ

"তাদের ইমানকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে: এর অর্থ হল মানুষের কথাই উহা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। زادهم এর মধ্যে লুকায়িত রফা' যুক্ত যে দ্বমির ( সর্বনাম ) রয়েছে তা " قال لهم الناس " এর قال ফেল ( ক্রিয়া ) এর দিকে ফিরবে অথবা الناس এর দিকে ফিরবে। ঐ কথাটির উদ্দেশ্য যদি মুসলমানগণকে ভয় দেখানোর জন্য হয়ে থাকে এবং তাঁদের কাঙ্খিত লক্ষ্য হতে ফিরানো উদ্দেশ্য হয়, আর মুশরিকগণ যে উদ্দেশ্যে কথাটি বলেছে সাহাবিগণ হতে তার বিপরীতটা হাসিল হয়, ইহা দ্বারা মুসলমানগণের ইমান বৃদ্ধি পেয়েছে বলা হয়েছে। ইমান শব্দটি দ্বারা এখানে আমল এর অর্থ গ্রহণীয় হবে, অর্থাৎ বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও দীনের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ় মনোবল ও শক্তির অর্থ বহন করবে। এ অর্থেই এখানে ইমান বৃদ্ধি ও কম হওয়া বলা হয়েছে। ইমান বৃদ্ধি হওয়া না হওয়া একটি পুরাতন বিষয়, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে

এ ইমান শব্দটি তার নিজস্ব অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থের সাথে সম্পৃক্ত হবে বা প্রকাশ করবে, তখন শাব্দিক অর্থ গ্রহণ জায়েয হবে না। যেমন আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ . "আর আল্লাহ্ তায়া'লা এমন নন যে, তোমাদের সালাতকে বিনষ্ট করে দিবেন" এ আয়াতে إِيمَانٌ শব্দটি যে সালাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই ইমান নষ্ট করবেন না অর্থ হল, তোমাদের সালাতকে নষ্ট করবেন না।

অন্যদিকে অন্তরের বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের সাথে। আল্লাহ্ তায়া'লার জাত-সিফাত, রসুল প্রেরণ ও তাঁর প্রতি ইমান রাখা এ সমস্ত বেশ-কম হওয়া গ্রহণ করে না, কেননা কম হলে ইমানই থাকবে না কাফির হয়ে যাবে। তাই মুহাক্কিক আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই, বরং মতানৈক্য হচ্ছে ইমান শব্দটি কোন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে কি না, তাঁর ব্যাবহারের ক্ষেত্রে"।

**ইমাম তাহির বিন আশুর এর উক্ত উক্তিটি দু'টি পর্যায়ে বিশ্লেষানাত্বক। একটি فَزَادَهُمْ إِيمَانًا এ আয়াতের ব্যাকরণগত বিশ্লেষন যা তিনি করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো ইমান শব্দটি শাব্দিক অর্থ গ্রহণে বাধা। নিম্নে বিষয় দু'টির আলোচনা করা হলো।**

**১। আয়াতের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ :** এ বিষয়টি বুঝতে হলে আয়াতের শানে নুযুলের দিকে ফিরতে হবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট জানতে হবে। প্রেক্ষাপটটি হলো, মক্কার কাফিররা যখন ওহুদের যুদ্ধ শেষে ফিরে এলো, তখন মাঝ পথে এসে তাদের মনে উদয় হলো আমরা চূড়ান্ত বিজয় শেষ না করে ফিরে এলাম কেন ? সকলে মিলে আরো কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুললে হয়তো মুসলমানদেরকে শেষ করে দেওয়া যেত। এ পরিকল্পণা মতে পূণরায় মদিনায় ফিরে যেতে চাইলো কিন্তু আল্লাহ্ তায়া'লা তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, ফলে তারা মক্কা আল মুকাররমার দিকেই ফিরে গেল। কিন্তু যেতে-যেতেই একটি ষড়যন্ত্র আঁটলো, তা হলো মদিনায় যাওয়া কোন যাত্রিকে বলে দিল, মুসলমানদের সাথে দেখা হলে তাদেরকে বলবে, আমরা আবার ফিরে

আসছি, এতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়া'লা কাফিরদের পরিকল্পণা ওয়াহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। যে লোকটির মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে ভীতি ছড়ানোর সংবাদটি পাঠিয়েছিল, তার নাম হল নুআইম বিন মাসউদ। কিন্তু এ সংবাদ শুনে মুসলমানগণের মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়া তো দূরের কথা, এর বিপরীতে তাঁদের দৃঢ়চেতা মণোবল আরো বেড়ে গেল এবং তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহবানে সারা দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে পড়লেন। এ বিষয়টিকেই আল্লাহ্ তায়া'লা إيمان শব্দ দ্বারা বলেছেন فَزَادَهُمْ إِيْمَنًا "তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করেছেন।

খোলাফা-ই রাশিদিন, আশারা-ই মুবাশ্শরা হতে শুরু করে ইমানের বলে বলিয়ান বয়োজ্যেষ্ঠ্য সাহাবিগণ আল্লাহ্ তায়া'লার এ হুকুমের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন, ইনাদের ইমান বৃদ্ধি পাওয়ার কিছু আছে কী ? মোটেই নয়, তা হলে এ আয়াত দ্বারা, الإيمان يزيد و ينقص দলিল গ্রহণ করা সঠিক হয় কী করে ?

ইমাম তাহির বিন আশুর বলেছেন, زادهم قول الناس এ বাক্যটির زاد হচ্ছে فعل এর মধ্যে فاعل লুকায়িত هم হল مفعول به এবং إيمان হচ্ছে تمييز এখন زاد فعل এর هو দ্বমিরটি হয় قال এর দিকে ফিরবে অথবা الناس এর দিকে ফিরবে, তবে الناس এর দিকে ফিরাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। الناس শব্দটি যদিও বহুবচন কিন্তু উদ্দেশ্য একবচন আর তা হল নুআইম বিন মাসউদ। অর্থাৎ নুআইম বিন মাসউদ এর ভীতি সঞ্চারিত কথাটি ভীতির পরিবর্তে সাহাবিগণের মনোবলকে আরো উজ্জিবিত করে দিয়েছে যা আল্লাহ্ তায়া'লা ইমান শব্দটি দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন।

২। **ইমান শব্দটি শাব্দিক অর্থ গ্রহণে বাধা** : ইমাম তাহির বিন আশুর বলেছেন, ইমান বৃদ্ধির বিষয়টি যদি আমলের ক্ষেত্রে হয়, যেমন- জিহাদ, সালাত ইত্যাদি তাহলে এ আয়াত দ্বারা, الإيمان يزيد و ينقص দলিল গ্রহণ করা সঠিক। কিন্তু ইমান শব্দটি যদি অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে ইমান কম হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, কেননা এ ক্ষেত্রে ইমান কম হলে কাফির হয়ে যাবে। আর ইমান বৃদ্ধিরও বিষয় নয়, কেননা একটি পরিপূর্ণ বিষয়ের অন্য

কিছু গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ইমানের ক্ষেত্রে الإيمان يزيد و ينقص দলিল গ্রহণ করা বাতিল প্রমাণিত। তাই ইমাম আযম এর কথাই সঠিক, তিনি বলেছেন, المؤمنون مستوون فى الإيمان و التوحيد، متفاضلون فى الأعمال.

"বিশ্বাস ও একত্ববাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তবে আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

ইমাম ইবনু আত্বিয়া আল আন্দালুসি তাঁর তাফসির আল মুহাররার আল ওয়াযিয এর ১ খণ্ডের ৫৪২ পৃষ্ঠায় বলেন, و قوله تعالى : فَزَادَهُمْ إِيمَانًا اى ثبوتا و إستعدادا ، فزيادة الإيمان فى هذا هى فى الأعمال ، و أطلق العلماء عبارة : أن الإيمان يزيد و ينقص ، و العقيدة فى هذا أن نفس الإيمان الذى هو تصديق واحد بشئ ما إنما هو معنى فرد لا تدخله زيادة إذا حصل ، و لا يبقى منه شئ إذا زال .

"আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম " فَزَادَهُمْ إِيمَنا " ইহা তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে" এর অর্থ হলো (যুদ্ধের ব্যাপারে ) তাদের দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি। তাই এখানে ইমানের বৃদ্ধি বলতে আমলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কোন কোন আলেম যদিও বিষয়টিকে ইমান বাড়ে ও কমে আখ্যা দিয়েছেন , কিন্তু আকিদার মাসআলা অনুযায়ি এখানে মূল ইমান উদ্দেশ্য, যা অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, ইহা যে কোন জিনিসের একক, ইহা হাসিল হওয়ার পর তার মধ্যে কোন কিছুই সংযোজিত হবে না, আর এর থেকে কিছু বের হয়ে যায় তাহলে কিছুই বাকি থাকবে না"।

ড. ওহ্বাহ্ আল জুহাইলি তার "আল তাফসিরুল মুনির ফিল আকিদাহ্ ওয়াল শরিয়াহ্ ওয়াল মানহাজ" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০২ পৃষ্ঠায় বলেন, وقوله تعالى : فَزَادَهُمْ إِيمَانًا اى فزادهم قول الناس إيمانا أى تصديقا و يقينا فى دينهم و قوة و جراة و إستعدادا، يومئ إلى أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحات.

و يرى العلماء فى زيادة الإيمان و نقصه : ان أصل الإيمان و جوهره،

و هو التصديق شئ واحد لا تدخل فيه زيادة إذا حصل ، و لا يبقى منه شئ إذا زال . وأما الزيادة و النقصان ففى متعلقته دون ذاته .

"আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন, ইহা তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে এর অর্থ মানুষের কথাই তাদের ইমানকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইমান বলতে এখানে দীনের ব্যাপারে আন্তরিকতা, বিশ্বাস, শক্তি, সাহসিকতা এবং এ ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুতিই উদ্দেশ্য। নেক কাজের দ্বারা ইমান বাড়ে এ ইশারাই এখানে করা হয়েছে।

ইমান বৃদ্ধি ও কম এর ব্যাপারে আলেমগণের মত হচ্ছে, মূল ইমান একক তাহলো অন্তরে বিশ্বাস, যার মধ্যে কিছু প্রবেশ করানো যায় না আবার উহা হতে কিছু বেরও করা যায় না বা উহা হতে কিছু কমানো হলে কিছুই বাকি থাকে না। তবে ইমান বৃদ্ধি-কম এর বিষয়টি মূল ইমান ব্যতীত অন্য আমলের সাথে সম্পৃক্ত"

মূল ইমানের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা এবং উহা হতে কিছু কমে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, অথচ আমলের ক্ষেত্রে এ কম-বেশ এর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ১০০ হতে যদি ১ কমে যায় ৯৯ বাকি থাকে তাহলে পূরোটাই না থাকার শামিল। অর্থাৎ সে কাফির যেমন-ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টাণ, তারা আল্লাহ্ তায়া'লাকে মানে, ফিরিশতা, আখিরাত, ইন্‌জিল-তাওরাত এ সব কিছুই মানে, ইমান রাখে, কিন্তু শেষ নবির প্রতি ইমান রাখে না, এ কারণে তারা কাফির। ইমান বাড়ে ও কমে এর বিষয়টি যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টাণগণ মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু আসলে কী তাই ?

হে প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন বিশেষ করে যারা ইমান বাড়ে ও কমে এ মতকে সমর্থন করেন, উক্ত আয়াত দিয়ে ইমান বৃদ্ধি-কম এর দলিল দেওয়া যর্থাথ কি না। তাছাড়া নিম্নোক্ত হাদিসটিও উল্লিখিত মর্মকে সমর্থন করে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ্ মুসলিম এর কিতাবুল ইমান এর " ইমান এর শাখা সমূহের সংখ্যার বর্ণনা" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : " الإيمان بضع و سبعون شعبة "

"হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে"

ইমাম হাফিজ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন উমার বিন ইব্রাহিম আল কুরতুবি তার আল মুফহাম লিমা আশকালা মিন তালখিছে মুসলিম” কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قوله : "والإيمان بضع و سبعون شعبة " الإيمان فى هذا الحديث يراد به الأعمال بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال و هو قول لا إله إلا الله و أدناها أى أقربها و هو إماطة الأذى و هما عملان.

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে” এ হাদিসে ইমান এর অর্থ হল মূল ইমান ব্যতীত অন্যান্য আমল সমূহ। এর দলিল হল, এখানে সর্বোত্তম আমল এর কথা বলা হয়েছে আর তা হল “ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্”। আর সর্ব নিম্ন আমল হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, এ দু'টোই হচ্ছে আমল”।

যদি প্রশ্ন করা হয় উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত ইমান এর উদ্দেশ্য যে আমল তার প্রমাণ কী, এর উত্তরে আমাদের দলিল হল সহিহ্ আল বুখারি ও সহিহ্ মুসলিমে বর্ণিত হাদিস।

ইমাম মুসলিম সহিহ্ মুসলিম সহিহ্ মুসলিম এ কিতাবুল ইমান এর كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال অধ্যায়ে, এবং ইমাম বুখারি সহিহ্ আল বুখারির কিতাবুল ইমান এর “ইমানের বিষয় সমূহ” অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : " الإيمان بالله ". قال : ثم ما ذا ؟ قال : " الجهاد فى سبيل الله ". قال : ثم ما ذا ؟ قال : " حج مبرور ".

“হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল উত্তম ? বললেন, “আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি ইমান রাখা”। আবার জিজ্ঞেস করলেন তারপর কোনটি ? বললেন, “আল্লাহ্ তায়া'লার পথে জিহাদ করা”। আবার জিজ্ঞেস করলেন তারপর কোনটি ? বললেন, “কবুলকৃত হজ্জ”। এ হাদিসে আমলকে ইমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপ জিহাদ একটি আমল, হজ্জ করা একটি আমল। সুতরাং প্রথম হাদিসে “ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” উত্তম

আমল অর্থ হলো لا إله إلا الله জিকির করা। যেমন "আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন, "তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তায়া'লা-র জিকির কর"। এ জিকির "আল্লাহ্ আল্লাহ্" বলে হতে পারে, আবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেও হতে পারে। ইহা কোন ওয়াজিব আমল নয় বরং নফল, কেননা এখানে কারো প্রতি আবশ্যক করা হয় নাই। إماطة الأذى "রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, এটা মানব কল্যাণের জন্য, الحياء شطر الإيمان "লজ্জা ইমানের অংশ" ইহা নিজের শালিনতার জন্য, الطهور شطر الإيمان "পবিত্রতা ইমানের অংশ" এ সমস্ত বাক্যই আমল সংক্রান্ত, আর এগুলো কারো থেকে কারো বেশি হতে পারে কমও হতে পারে, আবার কারো নাও থাকতে পারে। এ সমস্ত আমল যে যতটা করতে পারবে সে ততটা আল্লাহ্ তায়া'লা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য হাসিল করতে পারবে। তাই উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসে ইমান শব্দ দিয়ে ইমান বাড়ে-কমে দলিল দেওয়া শরঈ বিধানের খিলাফ। হাকিকাত সর্ম্পকে আল্লাহ্ তায়া'লা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।

ইমান বাড়ে-কমে এ মত পোষণকারীগণ ইমানের প্রকারের মধ্যে কোন পার্থক্য না করেই বলেন ইমান বাড়ে ও কমে, তাদের মত যে সঠিক নয় তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের প্রথম দলিলের জওয়াব দেওয়ার পর এখন দ্বিতীয় দলিলের জওয়াব নিম্নে প্রদান করা হলো।

## ইমান বাড়ে ও কমে এ মত পোষণকারীগণের দ্বিতীয় দলিলের জওয়াব

ইমান বাড়ে-কমে এ মত পোষণকারীগণ "ইমান বাড়ে ও কমে" ইহার প্রমাণ হিসেবে আল কুরআন হতে নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বলেন, هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ .

"তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যাতে তারা তাদের ইমানের সাথে আমলকে অটুট রাখতে পারে" সুরা ফাতহ্ , আয়াত-৪।

আমলকে অটুট রাখতে পারে” সুরা ফাতহ্ , আয়াত-৪।

এ আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শব্দ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ১। السَّكِيْنَةَ ( প্রশান্তি) ২। إِيْمَانًا (প্রথম ইমান)। এর মধ্যে السَّكِيْنَةَ এর অর্থ ও মর্ম স্পষ্ট, তবে . إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ এর প্রথম ইমান (إِيْمَانًا) ইমান এর অর্থে নয়, বরং আমলের অর্থে এসেছে। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়া'লার ইরশাদ, . وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ এ আয়াতের সাধারণ অর্থ করলে হবে এরুপ “বিশ্বাস আসা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত কর”। এ এ আয়াতের يَقِيْنُ শব্দের সাধারণ অর্থ হল দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু এ আয়াতে এ অর্থ প্রযোজ্য নহে, কেননা এ অর্থ শরঈ উসুলের খিলাফ। এখানে يَقِيْنُ শব্দের অর্থ হল মৃত্যু। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে “ মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত কর ”

অনুরুপ إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ এর অর্থ ইমানের সাথে ইমানের সংযোগ নয়, বরং ইমানের সাথে আমলের সংযোগ, ধৈর্য্যের সংযোগ, দৃঢ়তার সংযোগ যথাযথ। তাছাড়া আয়াতের প্রথম অংশ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ “মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন” দ্বারা আমল অর্থই যর্থাথিতা প্রদান করে। কারণ পরিপূর্ণ ইমান আনার পর আরো ইমান নাকি আমল কোনটির দাবি রাখে ? ইমান আনার পর আল্লাহ্ তায়া'লা মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন যাতে আন্তরিকতার সাথে ইবাদাত করতে পারে, এটাই আয়াতের চাহিদা। এ প্রসঙ্গে ইমাম মাওয়ার্দি তার তাফসির আল মাওয়ারদি-র প্রথম খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় বলেন, لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ. يحتمل ثلاثة اوجه :

احدها : ليزدادوا عملا مع تصديقهم .

الثانى : ليزدادوا صبرا مع إجتهادهم.

الثالث : ليزدادوا واثقة بالنصر مع إيمانهم بالجزاء .

“যাতে তাদের ইমানের সাথে ইমান বৃদ্ধি পায়” ইহার তিনটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথমত : যাতে তাদের ইমানের সাথে আমল বৃদ্ধি পায়”

দ্বিতীয়ত : যাতে তাদের প্রচেষ্টার সাথে ধৈর্য্য বৃদ্ধি পায়”

তৃতীয়ত : যাতে তাদের ইমানের সাথে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়"

উক্ত তিনটি অবস্থাই যথোপযুক্ত, কিন্তু আয়াতের প্রাসঙ্গিকতার সাথে প্রথমটি অধিক উপযুক্ত।

ইমাম সা'লাবি (মৃত্যু-৪২৭ হিজরি) তাঁর "আল কাশফুল বয়ান আ'ন তাফসিরিল কুরআন" এর ২৪ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ" قال إبن عباس رضى الله عنهما : بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة فلما صدقوه زادهم الزكاة فلما صدقوه زادهم الصيام فلما صدقوه زادهم الحج ثم زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فذلك قوله تعالى : لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ أى تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان .

"যাতে তাদের ইমানের সাথে আমলকে (ইমান) অটুট রাখতে পারে" হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লা তার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই" ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। ইহা গ্রহণ করার পর তাদের জন্য সালাত বৃদ্ধি করলেন, ইহার পর তাদের জন্য যাকাত বৃদ্ধি করলেন, ইহার পর তাদের জন্য সিয়াম বৃদ্ধি করলেন, ইহার পর তাদের জন্য হজ্জ বৃদ্ধি করলেন, ইহার পর তাদের জন্য জিহাদ বৃদ্ধি করলেন, এভাবে ধর্মকে তাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলেন, আর এ কারণেই আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ অর্থাৎ ইমান আনয়নের পর সাথে শরিয়তের ইমান এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন"। এখানে . بالإيمان (বিল ইমান) হলো মূল ইমান, যা বাড়ে না কমেও না এবং شرائع الإيمان (শারাইউল ইমান) হলো আমল, যা বাড়ে ও কমে।

অনুরূপ ইমাম জালালুদ্দিন সুইউতি তার আদ্ দুররুল মানসুর ফিত তাফসির বিল মাসুর" এর ১৩ খণ্ডের ৪৬৯ পৃষ্ঠায়, ইমাম জরির তাবারি "তাফসির তাবারি"-র ২১ খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম কুরতুবি "আল জামে' লি আহকামিল কুরআন" এর ১৩ খণ্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তাবারানি আল মু'জামুল কবির এর ১২ খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ

করেছেন, حدثنا بكر ثنا عبدالله حدثني معاوية عن على عن ابن عباس فى قوله ( لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِم ) قال إن الله عز و جل بعث الله نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فقال ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ) قال ابن عباس فأوثق إيمان أهل السماوات و أهل الأرض و أصدقه و أكمله شهادة أن لا إله إلا الله.

"বকর আমাদেরকে বলেন, আব্দুল্লাহ্ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া আমাকে আলি হতে তিনি ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লার কালাম "যাতে তাদের ইমানের সাথে আমলকে (ইমান) অটুট রাখতে পারে" এর অর্থ হলো আল্লাহু আয্যা ওয়া জাল্লা তার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই" ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। ইহা গ্রহণ করার পর তাদের জন্য হজ্জ বৃদ্ধি করেছেন, ইহা গ্রহণ করার পর তাদের জন্য জিহাদ বৃদ্ধি করেছেন, অতঃপর ধর্মকে তাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়ে বললেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামাত তোমাদের উপর পূর্ণ করলাম" ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, এর পর আসমান বাসি ও জমিনবাসিদের ইমানকে দৃঢ় করে দিলেন এবং এর পূর্ণরূপ হলো "شهادة أن لا إله إلا الله."

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত প্রথম উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِم এ আয়াতের প্রথম إيمان শব্দটি ইমান অর্থে নয়, বরং সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ, জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং দ্বিতীয় إيمان শব্দটি যা مَعَ إِيْمَانِهِمْ হলো মূল ইমান, ইহা বাড়ে না কমারও কোন উপায় নাই, ইহা কম হলেই ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং মুল ইমানের ক্ষেত্রে الإيمان يزيد و ينقص তত্ত্ব ভূল। আল কুরআনুল কারিম এর যেখানেই ইমানের সাথে ইমান বৃদ্ধির আলোচনা এসেছে, তা মূল ইমানের ক্ষেত্রে নয়, বরং আল্লাহ্ তায়া'লা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে।

ইমামুল আয়েম্মা ওয়াল মুসলিমিন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্-র প্রদেয় তত্ত্ব-ই পুরোপুরিভাবে আল কুরআন, আস সুন্নাহ্-র বিধান ও সাহাবা-ই কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম গণের বর্ণনার মুআফিক। তার প্রমাণ আল মু'জামুল কাবির এ উল্লিখিত হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার বর্ণনা। কুরআন-হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে এবং ইহা হতে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে সাহাবিগণ-ই হলেন অধিক গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড, আর এ কারণেই ইমাম আযম বলেছেন, "আল কুরআন আমার মাথার উপর, আস সুন্নাহ্ আমার মাথার উপর, সাহাবিগণের রায় আমার মাথার উপর"। এটা যার মাসআলা গ্রহণের মানহাজ (নীতিমালা), এরপরও তাঁকে নিজ মতানুযায়ি মাসআলা বলার দিকে সম্বন্ধ করা তোহমত দেওয়ার-ই শামিল। ইমাম আযম তার "আল ফিকহুল আকবার" এ বলেছেন, "অন্তরে বিশ্বাস করা ও জবানে স্বীকার করার নাম-ই হচ্ছে ইমান। আসমানবাসী (জ্বিন), ও জমিনবাসীর (ইনসান) ইমান পূর্ণভাবে আনা হিসেবে বাড়ে না কমেও না। তবে ইয়াক্বিন বাড়তে পারে কমতেও পারে। বিশ্বাস ও একত্ববাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তবে আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

এ কথাটি কী হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার উপরোক্ত উক্তির মতই নয় ? হতে পারে ইহা তিনি হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে পেয়েছেন। আর এ হতে পারাটা একেবারেই স্বাভাবিক, কারণ হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ছাত্র ছিলেন ইমাম আবুয যোবায়ের মক্কি, ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ্, ইমাম ইকরিমাহ্ প্রমূখ। ইনাদের প্রত্যেকের-ই ছাত্র ছিলেন ইমাম আবু হানিফা, ইনাদের মাধ্যমে-ই মক্কা আল মুকাররামায় অবস্থানকারী সাহাবিগণের হাদিসের ইলম ইমাম আযম গ্রহণ করেছেন। আল ফিকহুল আকবারে উল্লিখিত ইমাম আযম এর উক্তিটি আল কুরআন, আস সুন্নাহ্-র বিধান ও সাহাবা-ই কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম গণের বর্ণনার মুআফিক, তাই ইহাই দলিল সম্মত ও গ্রহণীয়। শরিয়তের সমস্ত হুকুম আহকাম ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়া'লার বান্দাদের মধ্যে একেক জনের আমল একেক রকম, আবার ইখলাসের তারতম্যের কারণে আমল-তাকওয়া কম-বেশ হয়ে

থাকে। একজন আমলহীন বা কম আমল সম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কী মুসলমান ? সে বলবে জি হ্যাঁ, আবার একজন আমলওয়ালা বা বেশি আমল সম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কী মুসলমান ? সে বলবে জি হ্যাঁ, এখানে ইমাম আযমের বক্তব্য হল, المؤمنون مستوون فى الإيمان و التوحيد "বিশ্বাস ও একত্ববাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেই সমান"। উভয়কে প্রশ্ন করার পর সমান উত্তর পাওয়া গেল, হ্যাঁ আমি মুসলমান। উভয়ের সমান উত্তর আসার কারণ হল ইমান মৌখিকভাবে প্রকাশের বিষয়, কিন্তু আমল, ইখলাস প্রকাশের বিষয় নয়, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ইখলাস সম্পন্ন আমল ওয়ালা ব্যক্তি কোন জওয়াব দিবে না বা মুখে প্রকাশ করবে না, তাহলে উভয়টিকে একই সমান্তরালে মিলানো যৌক্তিক হয় কী করে ?

এখানে ইমাম আযম এর বক্তব্য হল متفاضلون فى الأعمال "আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

কোন কোন আলেম মূল ইমান না বাড়া ও না কমার স্পষ্ট দলিল থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মত সাবিত রাখার জন্য কুরআন-হাদিসের তা'বিল বা ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বিভিন্ন দলিলের মধ্যে জোড়া-তালি লাগানোর চেষ্টা করেন। বিভিন্ন দলিল বুঝার ক্ষেত্রে ইহা তাদের আকলহীনতাই প্রমাণ করে, ফলে তারা তাদের আলোচনায় বা লিখনীতে সমন্বয় করতে সক্ষম হন না। যেমন- ড. ওয়াহ্বাহ্ আল জুহাইলি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর তাফসির আল মুনির এর ১৩ খণ্ডের ৪৮০ পৃষ্ঠায় বলেন و قد إستدل البخارى و غيره من الأئمة بالآية على زيادة الإيمان و تفاضله فى القلوب و يصح تأويل زيادة الإيمان بأنه الإيمان بالشرائع بعد إيمانهم بالله . " قال إبن عباس رضى الله عنهما : إن اول ما أتاهم به النبى صلى الله عليه و سلم التوحيد ، فلما أمنوا بالله وحده أنزل الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الجهاد.

"ইমাম বুখারি ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম ( لِيَزْدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمِ ) এ আয়াত দ্বারা অন্তরে ইমান বৃদ্ধির দলিল দিয়েছেন। এ আয়াত এর মধ্যে ইমান বৃদ্ধির তা'বিল বা ব্যাখ্যা করা সহিহ্, কেননা এখানে মূল ইমানের পরেই

শরঈ বিধান সংক্রান্ত ( আমল ) ইমান এর কথা এসেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেছেন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে জিনিসটি তার উম্মাতের জন্য এনেছেন তা হল তাওহিদ। যখন আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি ইমান আনা হয়ে গেল তারপর সালাত আদায়ের হুকুম দিলেন, তারপর যাকাত, তারপর হজ্জ, তারপর জিহাদ"।

ড. ওয়াহ্বাহ্ আল জুহাইলির উক্ত বক্তব্য দ্বিধান্বিত, তিনি ইমাম বুখারির দলিল সাবিত করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ ইমাম বুখারি তার মতামতের কোথায়ও الإيمان يزيد و ينقص এ মাসআলায় الإيمان بالله ও الإيمَانُ لِلّٰهِ ( আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি ইমান আনা ও আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম পালন করা ) এ দু'টি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই, তার প্রমাণ তিনি এভাবে দিলেন و قد إستدل البخارى و غيره من الأئمة بالأية على زيادة الإيمان و تفاضله فى القلوب এখানে قلوب (অন্তর) বলেই তো অন্তরের ইমান এ ব্যাপারে সিল মেরে দিলেন। আল কুরআন সত্য, আস সুন্নাহ্ সত্য এর উপর ইমান আনা হলো অন্তরে বিশ্বাস করা ও জবানে স্বীকার করা। শরঈ বিধানের আমল করা ক্বলবি নয়, বরং শারিরীক। তাই শরঈ বিধান ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই।

ড. ওয়াহ্বাহ্ আল জুহাইলি যেভাবে ইমাম বুখারির মতকে পেশ করলেন, তা-তো ইমাম আবু হানিফারই মত। ইমাম বুখারি যা বলেছেন তা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার বক্তব্যের বিপরীত, তা হলে তিনি দলিল হিসেবে ইহা পেশ করলেন কীভাবে। আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার উক্তিতে الإيمان بالله ও الإيمَانُ لِلّٰهِ কে স্ব-স্ব স্থানে রাখা হয়েছে, ব্যাখ্যা করে একটির সাথে আর একটিকে যুক্ত করা হয় নাই। ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা স্পষ্ট বলেছেন فلما أمنوا بالله وحده " যখন আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি ইমান আনা হয়ে গেল" এর সাথে কী আরো ইমান আনার ক্ষেত্র আছে এরপর তো হল আমল, যা হলো أنزل الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الجهاد "তারপর সালাত আদায়ের হুকুম দিলেন, তারপর যাকাত, তারপর হজ্জ,

তারপর জিহাদ"।

সালাত, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ কী ক্বালবি ইমান ? অথবা আল কুরআন সত্য, আস সুন্নাহ্ সত্য ইহা কী দৈনন্দিন আমল ? আল কুরআন সত্য জীবনে একবার বললেই হয়ে গেল। সালাত, সাওম কী অনুরূপ ? যা হোক ড. জুহাইলি যা উল্লেখ করেছেন তাতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ এর মতই সাবিত হয়, মূল ইমান বাড়ে না কমেও না, কিন্তু শাখা ইমান অর্থাৎ আমল বাড়ে ও কমে।

## ইমান বাড়ে ও কমে এ মত পোষণকারীগণের তৃতীয় দলিলের জওয়াব

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ لِلَّذِيْنَ أُتُوْا الْكِتَابَ وَ يَزْدَادَ الَّذِي أَمَنُوْا إِيْمَاناً وَ لاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُتُوْا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"আমি ফিরিশতাদেরকে জাহান্নামের প্রহরি করেছি। কাফিরদের পরিক্ষা করার জন্যই আমি উহাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে কিতাবিদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর ইমানদারদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এবং মুমিন ও কিতাবিগণ সন্দেহ পোষন না করে"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাহির বিন আশুর তাঁর তাফসির আত্ তাহরির ওয়াত তানবির" এর ২৯ খণ্ডের ৩১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, و معنى " يَزْدَادَ الَّذِين أَمَنُوْا إِيْمَاناً " أنهم يؤمنون به فى جملة ما يؤمنون به من الغيب فيزداد فى عقولهم جزئ فى جزئيات حقيقة إيمانهم بالغيب فهى زيادة كمية لا كيفية لأن حقيقة الإيمان التصديق و الجزم و ذلك لا يقبل الزيادة . و بمثل هذا يكون تأويل كل ما ورد فى زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة و أقوال السلف الأمة.

"যারা ইমানদার তাদের ইমান আরো বৃদ্ধি পায়" ইহার অর্থ হলো,সামগ্রীকভাবে গায়েবি বিষয়ের উপর যে ইমান আনার কথা সে ব্যাপারে তারা বিশ্বাসি। এরপর

গায়েবি ব্যাপারে হাকিকাত ইমানের আংশিক কিছু যদি তাদের আকলে বৃদ্ধি পায় তা পরিমাণগত, পদ্ধতিগত নয়, কেননা হাকিকাত ইমান হচ্ছে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আর ইহা বৃদ্ধিকে কবুল করে না। সুতরাং আল কুরআন, আস সুন্নাহ্ ও সলফে সালেহিনগণের উক্তিতে ইমান বৃদ্ধির ব্যাপারে যে সমস্ত বাক্য এসেছে তা প্রকৃত নয়, বরং ব্যাখ্যা সম্মত"।

শায়খ সিদ্দিক হাসান তার তাফসির " ফাতহুল বয়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন " এর ১৪ খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, وَ يَزْدَادَ الَّذِين آمَنُوْا من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام، و قيل اراد المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه و سلم إيمانا أى ليزدادوا يقينا إلى يقينهم لما راوو من موافقة أهل الكتاب لهم.

وجملة " وَ لاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُتُوْا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ." مقررة لما تقدم من إستيقان وإزدياد الإيمان و المعنى نفى الإرتياب عنهم فى الدين أو فى أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر ، و لا إرتياب فى الحقيقة من المؤمنين و لكنه من باب تعريض لغيرهم ممن فى قلبه شك من المنافقين.

وَ يَزْدَادَ الَّذِين آمَنُوْا বলতে আহলুল কিতাব গণকে বুঝানো হয়েছে, যেমন আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম, অথবা বলা হয় এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতে মুহাম্মাদি। আর ইমান (إِيْمَانًا) দ্বারা ইদ্দেশ্য হল যখন তারা দেখতে পেল তাদের ইমান আনয়ন আহলুল কিতাবগণের ইমানের মুআফিক তখন তাদের ইয়াক্বিনের সাথে আরো ইয়াক্বিন অর্থাৎ দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেল।

আর "যারা আহলুল কিতাব ও মুমিন তাদের মধ্যে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে" এখানে উল্লিখিত إِيْمَانَ বৃদ্ধি পূর্বোল্লোখিত إستيقان এরই পূণঃল্লেখ একই অর্থবোধক, এর অর্থ হল দ্বিনের ব্যাপারে তাদের থেকে সন্দেহের নিরসন, অথবা জাহান্নামের প্রহরিগণের সংখ্যা যে ১৯ সে ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে (সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত ) মুমিনগণের মনে গায়ব এর কোন বিষয়েই সন্দেহ নেই। তবে এ ধরনের উক্তি করা হয়েছে অন্যদের বিষয়ে খেয়াল রেখে, যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে যেমন মুনাফিকগণ।

উক্ত আয়াত দ্বারা ইমান বৃদ্ধির দলিল দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক। কেননা

আয়াতের আনুপূর্বিক নির্দেশনা মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে নয়, বরং তৎকালীন ইয়াহুদি-খ্রীষ্টানগণকে লক্ষ্য করে, যারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজিলে উল্লেখিত গায়ব এর বিষয়ে জানত, এতে তাদের ইমান বলবৎ ছিল। মুসলমান হওয়ার পর আল কুরআনেও তা পেল, এ কারণে তাদের পুর্ব বিশ্বাস এর সাথে আরো বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল ও দৃঢ় হল। শায়খ সিদ্দিক হাসান তার তাফসিরে বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন- و المعنى ان الله سبحانه جعل عدة خزنة جهنم هذه العدة ليحصل اليقين لليهود و النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم لموافقة ما فى القرأن لما في كتبهم .
"আল্লাহ্ তাআ'লা আল কুরআনুল কারিমে জাহান্নামের প্রহরিদের ব্যাপারে ফিরিশতাগণের সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ হল যাতে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওওয়াত এর উপর ইয়াহুদি-খ্রীস্টানগণের ইয়াক্বিন হাসিল হয়। কেননা আল কুরআনে যা আছে তা তাদের পূর্বে অনুসৃত কিতাব অনুযায়ীই"

পূর্বে তাদের যে ইমান ছিল কুরআনে তা পাওয়ার পর এ বিষয়ে তাদের ইমান আরো বেড়ে গিয়েছে। সে সময়ের জন্য বা বর্তমানেও কোন ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান যদি মুসলমান হয় তাহলেও তাদের প্রসঙ্গে এ বিষয়টি প্রযোজ্য। তাই এ আয়াত দিয়ে الإيمان يزيد و ينقص বলা বা এ তত্ত্ব প্রচার করা ইলমি নীতিমালা অনুযায়ি গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো ইমান বৃদ্ধি ও কম এর ব্যাপারে আল কুরআনের যে সমস্ত আয়াত দ্বারা দলিল দেওয়া হয় তার কোনটিই ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তার প্রতিটিই আমলের সাথে অর্থাৎ إيمان শব্দটি দ্বারা শরঈ বিধান উদ্দেশ্য। ইহাকে ইমান হিসেবে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা কলবি ইমান নয়, বরং শরঈ আমলের সাথে সম্পৃক্ত। ইহাকে ইমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও ইহা দ্বিতীয় প্রকারের ইমান অর্থাৎ الإيمان للرسول صلى الله عليه و سلم ও الإِيْمَانُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ যা বাড়ে ও কমে। এ বিষয়টিকে অন্যকেহ স্পষ্ট করে না বললেও ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তার ফিকহুল আকবার কিতাবে খোলাছা করে দিয়েছেন, অথচ

অনেকেই ইমাম এর কথা না বুঝে তাঁর বিরুদ্ধে তোহমত ছড়াতে অহেতুক সময় ব্যয় করেছে। অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করার পর যদি বলা হয় তোমার উপর এ সমস্ত বিষয়গুলো আমল করা ফরজ, আর ইহা হারাম, এরপর সে যদি এগুলো মেনে নেয় এবং আমল করে তাহলে ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি শরঈ বিধান অস্বীকার করে তাহলে কাফির। কেননা ইহা আল কুরআন, আস সুন্নাহ্ দ্বারা সাবিত।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। কেহ হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত পড়ল না, চার বা তিন ওয়াক্ত পড়ল অথবা কেহ শুধু ফরজ পড়ল সুন্নাত ও নফল পড়ল না, আবার কেহ পাঁচ ওয়াক্ত পড়ল সাথে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আওয়াবিন এর সালাত আদায় করল, এখন যে পাঁচ ওয়াক্তের কম পড়ল তার ইমান কমল বলা যাবে কী ? বা যে পাঁচ ওয়াক্তের বেশি পড়ল তার ইমান বাড়র বলা যাবে কী ? মোটেই নয়। কিন্তু আমল কমল-বাড়ল বলা যাবে। এ প্রসঙ্গেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন متفاضلون فى الأعمال "আমলের ক্ষেত্রে একজন আর একজনের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অর্থাৎ আমল বাড়তে পারে কমতেও পারে"।

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ তথা হানাফি মাযহাবের আকিদা হল আমল ইমানের অংশ নয়, আবার বিচ্ছিন্নও নয় উভয়টিই পরিপূর্ণ, তবে একটির সাথে আরেকটি সর্ম্পকযুক্ত। এর দলিল হল আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً.

"যারা ইমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস" সুরা কাহাফ, আয়াত-১০৭।

আরো ইরশাদ করেন, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُوْلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

"আর যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, তাঁরা সেখানে স্থায়ী হবে" সুরা বাকারা, আয়াত-৮২।

উক্ত আয়াত সমূহে ইমান এবং আমল সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমলকে ইমানের

অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নাই, তবে ইমান আনার পর আল্লাহ্ তাআ'লার হুকুম পালন করা জরুরী, তাই ইমান অনার পর আমল করলে ইমান বাড়ে না, বরং শক্তিশালী হয়। আর আমল না করলে ইমান কমে না, বরং দূর্বল হয়। ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্ এ মতই পোষণ করেন।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই সঠিক জানেন।

# ইমাম আবু হানিফা কী মুরজিয়া ছিলেন ?

কেহ কেহ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে মুরজিয়া আকিদাভূক্ত মনে করে থাকে, ইহা সম্পূর্ণ ভূল। ইমাম আযম এর কথা না বুঝে বা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকারীদের মত অনুসরণ করেই তাঁকে এ হীন আকিদায় ভূষিত করা হয়েছে। ইমাম আযম মুরজিয়া ছিলেন কী না, বা কারা তাঁকে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করত, মুরজিয়া কাকে বলে, মুরজিয়া অর্থ কী তা নিম্নের আলোচনা হতে বুঝা যাবে।

মুরজিয়া অর্থ : মুরজিয়া শব্দটি إِرْجَاءٌ (ইরজাউন) হতে, এর শাব্দিক অর্থ হলো التأخير অবকাশ দেওয়া, সময় দেওয়া, বিলম্ব করা।

মুরজিয়াদের আকিদা : মুরজিয়াদের আকিদা হলো ইমানের সাথে আমলের কোন সম্পর্ক নাই। অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করলেই সে মুমিন হয়ে গেল। শায়খ সালিহ্ বিন ইব্রাহিম আল বালিহি " আকিদাতুল মুসলিমিন ওয়ার রদ্দু আ'লাল মুলহিদিন ওয়াল মুবতাদিয়ি'ন " কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায় বলেন المؤمن يستحق الجنة بالإيمان دون بقية الطاعات ، و الكافر يستحق النار بالكفر دون بقية المعاصى . فعلى القول المرجئ لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة .

"( মুরজিয়াগণ বলে ) একজন লোক আমল ব্যতীত শুধু ইমান দ্বারাই জান্নাত লাভ করতে পারবে, এবং একজন কাফির গুণাহের কাজ ছাড়াই কুফরির কারণে জাহান্নামি হবে। তাই মুরজিয়াদের মত হচ্ছে, ইমান থাকলে কোন গুণাহই ইমানের কোন ক্ষতি করতে পারে না সে জান্নাতে যাবে, যেরুপ কাফির অবস্থায় সে যত নেক আমলই করুক না কেন তার কোন উপকার আসবে না"।

মুরজিয়াদের মতে কেহ আল্লাহ্ ও রাসূল এর প্রতি ইমান আনলেই নাজাত পাবে, আর যদি আমল করে তাহলে সে কামিল ইমানদার, কিন্তু আমল না করলে তার নাজাতের পথে অন্তরায় হবে না। তারা আমলকে ইমান হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাদের এ মত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার হুকুম এর সম্পূর্ন খিলাফ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً.

"যারা ইমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস" সুরা কাহাফ, আয়াত-১০৭।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার এ হুকুম হতে প্রমাণিত হচ্ছে শুধু ইমান আনয়নই যথেষ্ট নয়, বরং আমল করা জরুরী। সুতরাং কামিয়াবির শর্ত হলো শরঈ বিধান অনুযায়ী আমল করা। একটি উঁচু ভবন বানানো হলো, অথচ সিড়ি দেওয়া হলো না তাতে কোন ফল হবে না, আবার শুধু সিঁড়ি দেওয়া হল ঘর বানানো হলো না, তাতেও কোন ফল হবে না। একটির বিহীন আর একটির অস্তিত্ব নিস্ফল। অনুরূপ ইমান বিহীন আমল ও আমল বিহীন ইমান এর কোন মূল্য নেই, যেমনটি মুরজিয়াগণ মনে করে। মুরজিয়াদের আকিদা হল ইমান আনার পর পাপ কাজ তার কোন ক্ষতি করবে না। অথচ আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন, . وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে"। সুরা জিন্ন, আয়াত-২৩।

আল্লাহ্ তাআ'লা আরো বলেন, وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ط هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

"আর যে কেহ পাপকার্য নিয়ে আসবে তাকে উল্টোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা করেছ তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে"। সুরা নমল, আয়াত-৯০।

আরো বলেন,. وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُبِيْنًا

"আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করবে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে"। সুরা আহ্যাব, আয়াত-৩৬।

আরো বলেন, وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاتُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَ مَكْرُ أُوْلآءِكَ هُوَ يَبُوْرُ .

"যারা খারাপ কাজের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই"। সুরা ফাতির, আয়াত- ১০।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ হতে প্রমাণিত হচ্ছে মুরজিয়াগণ যে মত পোষণ করে থাকে তা স্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ্‌র হুকুমের খিলাফ ও আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জমাআ'তের আকিদা বর্হিভূত। তাছাড়া আমল করা না করার স্বাধীনতাই যদি বান্দার থাকে, বাধ্যবাদকতা না থাকে, তাহলে ইমান আনার অর্থ কী ? ইহা কী সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকা ? উপরোক্ত আয়াত সমূহের অনুরুপ হাদিস শরিফে আছে, مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ . "যে সালাত ছেড়ে দিয়েছে সে কাফির হয়ে গেছে"। খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষনা করেছেন। ইমান আনা হবে কেন ? আমল করার জন্যই তো ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের হুকুম পালন করার জন্যই তো ! একজন লোক ইমান আনার পর যদি আমল না করে তাকে ফাসিক বলা যাবে না, সে কবিরা গুণাহ্ করলেও এই হচ্ছে মুরজিয়াদের আকিদা।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীগণ কী প্রমাণ করতে পারবেন, ইমাম আযম মুরজিয়াদের উপরোক্ত আকিদা ধারণ করতেন ? মোটেই নয়। তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে মুরজিয়া বলা হচ্ছে কেন ? এ প্রশ্ন সমূহের উত্তরে ইমাম শাহ্‌রাস্তানি তার "আল মিলাল ওয়ান নিহাল" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় বলেন, و هو أنه كان يخالف القدرية، و المعتزلة الذين ظهروا فى الصدر الأول و المعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم فى القدر مرجئا و كذالك الوعيدية من الخوارج. فلا بعيد أن اللقب إنما لزمه من فريقى المعتزلة و الخوارج .

"ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌কে মুরজিয়া বলার কারণ হল, তিনি ইসলামের প্রথম যুগে প্রকাশ হওয়া ভ্রান্ত কাদরিয়া ও মুতাজিলাদের মতের বিরোধিতা করতেন। এ সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারীদের যারাই বিরোধিতা করত,

তাদেরকে তারা মুরজিয়া উপাধিতে আখ্যায়িত করত। অনুরূপ খারেজি আকিদার ওয়ায়িদিআরাও একই মত পোষণ করত। তাই এই খারিজি ও মুতাজিলারাই সম্ভবত ইমাম আবু হানিফাকে মুরজিয়া হিসেবে ভূষিত করেছে"।

এ মিথ্যা ভ্রান্ত আকিদাকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করা তোহমত এর শামিল। বিনা তাহকিকে এ ধরণের ঘৃণ্য ও ভিত্তিহীন বিষয় গ্রহণ এবং তা প্রচার করা কোন আলেমেরই উচিত নয়। এ ভিত্তিহীন, অহেতুক মত প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আল মক্কি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ "কিতাবু খাইরাতিল হিসান ফি মানাকিবে ইমাম আযম আবু হানিফা আন নুমান" কিতাবের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, قد عد جماعة الإمام أبا حنيفة رحمه الله من المرجئة ، و ليس هذا الكلام على حقيقته :

أما أولا : فقال شارح المواقف كان غسّان المرجئى يحكى ما ذهب إليه من الإرجاء عن أبى حنيفة و يعده من المرجئة و هو إفتراء عليه قصد به غسّان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل الشهير.

وأما ثانيا : فقد قال الأمدى لعل عذر من عده من مرجئة أهل السنة أن المعتزلة كانوا فى الصدر الأول و المعتزلة يلقبون من خالفهم فى القدر مرجئا أو لأنه لما قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمان و ليس كذالك إذ عرف منه المبالغة فى العمل والإجتهاد فيه .

وأما ثالثا : فقد قال إبن عبد البر كان أبو حنيفة يحسد و ينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به و قد أقبل عليه وكيع فرأه مطرقا مفكرا فقال له من أين ؟ فقال من شريك فأنشأ يقول ( شعرا ) :

إن يحسدونى فإنى غير لائمهم قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لى و لهم ، ما بى و بهم و مات أكثرنا غيظا مما يجد.

قال وكيع : وأظنه كان بلغه عنه شيئ .

"কিছু লোক আছে যারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌কে মুরজিয়া মনে করে থাকে, কিন্তু ইহা সঠিক নহে। মুহাক্কিক ইমামগণ এ বিভ্রান্ত তথ্যের তিনটি কারণ

সাব্যস্ত করেছেন।

১। মাওয়াক্বিফ কিতাবের ব্যাখ্যাকার বলেন, গাসসান মুরজি এ সম্মানিত ও বিখ্যাত ইমাম আবু হানিফাকে "ইমান বাড়ে না কমেও না" এ উক্তির কারণে তাদের মতাবলম্বি হিসেবে মনে করেছে, কিন্তু ইহা ইমাম আবু হানিফার প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। ইমাম আমেদি বলেন, প্রথম যুগে মুতাজিলাগণ তাদের আকিদার বিরোধিতাকারীদের মুরজিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করত ইমাম আযমের الإيمان لا يزيد ولا ينقص বলার দ্বারা তারা ধরে নিয়েছে তিনি ইমান থেকে আমলকে বিচ্ছিন্ন মনে করতেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, তিনি এ মত পোষন করতেন না, কেননা শরঈ বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও ইবাদাতে তিনি অনেকের চেয়েই অগ্রগামী ছিলেন (যেমন তিনি ইশার অযু দিয়ে ফযর এর সালাত আদায় করতেন, অর্থাৎ তিনি খুবই ইবাদাত গুজার ছিলেন, এটাই যদি হয় তাহলে তিনি কী করে বলতেন,আমলের প্রয়োজন নেই)।

৩। ইমাম ইবনু আব্দুল বার বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র প্রতি অনেকেই হিংসা পোষণ করত। তার প্রতি এমন সব উক্তি করা হত যাতে তিনি অর্ন্তভূক্ত নন। একবার ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্ ইমাম আবু হানিফার কাছে এসে দেখলেন তিনি কিছুটা বিষন্ন ও চিন্তিত, তিনি তাকে দেখে বললেন, কোথা থেকে আসলে, বললাম শরীক হতে, তিনি মাথা উঠালেন এবং একটি কবিতা পাঠ করলেন, কেহ যদি আমাকে দেখে হিংসা করে তাহলে আমি তার লক্ষ্যস্থল নই, আমার পূর্বেও অনেকেই এ ধরনের হিংসার কবলে আক্রান্ত হয়েছেন। হিংসার তীর তাদের প্রতি যেমন বর্ষিত হয়েছে আমার প্রতিও হচ্ছে, আবার অনেকেই এ হিংসুকদের হিংসা ও গোস্বা বহন করেই মারা গেছে। ইমাম ওয়াকি' বলেন, ইমাম আবু হানিফার মনোভাব হতে বুঝতে পারলাম, শরিক হতে তাঁর প্রতি বিদ্বেষমূলক কিছু পৌঁছেছে"।

প্রিয় পাঠক উক্ত বর্ণনায় দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিপক্ষে করা মিথ্যা তোহমত যারা দিয়েছে ও বিষোদ্গার করেছে তার জওয়াব কোন হানাফি আলেম দেন নাই বরং যারা মিথ্যা অভিযোগের জওয়াব দিয়েছেন,

তারা হলেন, মালেকি মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ও আলেম ইমাম ইবনু আব্দুল বার আল মালিকি, ইমাম আমিদি আশ শাফেঈ, ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ, ইমানের তাগিদেই একজন মজলুম ইমামের প্রতি আরোপ করা মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মন্তব্যের সঠিক ও সত্য জওয়াব ইনারা দিয়েছেন। তাই যারা বলবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ মুরজিয়া ছিলেন, তা হবে সত্য ইতিহাস বিবর্জিত মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য, যা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

# ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত রায় ও হাদিস হতে সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারি তারিখুল কাবির এর অষ্টম খণ্ডের ৮১ পৃষ্ঠায় ২২৫৩ নং তরজমায় ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করার পর বলেন, আব্বাদ বিন আওয়াম, আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, হুশাইম বিন বিশর, ওয়াকি বিন জাররাহ্, মুসলিম বিন খালিদ, আবু মুআবিয়া এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল মুকরি ইনারা সকলেই ইমাম আবু হানিফা থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণ হতে বিরত থাকেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্‌র ভাষায় سكتوا (عنه) عن رأيه و عن حديثه. "(উল্লিখিত ইমামগণের) সকলেই ইমাম আবু হানিফার মাসআলার রায় হতে ও তার বর্ণনাকৃত হাদিস হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে"।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ঃ

১। ইমাম আবু হানিফার ফিকহি রায়

২। ইমাম আবু হানিফার বর্ণনাকৃত হাদিস।

ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র উল্লিখিত ছাত্রগণের কেহই তাঁর ফিকহি রায় হতে মুখ ফিরিয়ে নেননি এবং তাঁর বর্ণনাকৃত হাদিস হতে বিরত থাকেননি। ইহা ইলমুল রিজাল ও ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এখানে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র বিপক্ষে করা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি দু'টি অসত্য ও ভিত্তিহীন। ইতিহাসের নিরীখে তাঁর এ বক্তব্য প্রমাণিত নহে। নিম্নে তার এ অসত্য অভিযোগের দালিলীক জওয়াব দেওয়া হল।

এ ব্যাপারে দু'টি পর্যায়ে ভিন্নভাবে বিষদভাবে আলোচনা করা হল।

**প্রথমত : উক্ত ইমামগণের কেহই ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস গ্রহণে বিরত ছিলেন না।**

**দ্বিতীয়ত : তাঁরা সর্বদাই ইমাম আযম এর রায়কে মেনে নিয়েছেন।**

## উক্ত ইমামগণের কেহই ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস গ্রহণে বিরত ছিলেন না।

ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে "যারা ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন" শিরোনামে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আযম এর উল্লিখিত ছাত্রগণ তাদের মৃত্যু অবধি ইমাম হতে হাদিস বর্ণনায় লেগে ছিলেন। ইমাম বুখারি তাঁর মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি যে, ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম হুশাইম বিন বিশর, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্, ইমাম মুসলিম বিন খালিদ, ইমাম আবু মুআবিয়া এবং ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল মুকরি বলেছেন, আমরা ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস বর্ণনা করেছিলাম এখন ছেড়ে দিয়েছি। দলিল বিহীন কথা, তা যে-ই বলুক গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারির ভিত্তিহীন উক্তির বিপরীতে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হব যে, ইমাম আযম এর উল্লিখিত ছাত্রগণ বলেছেন বা মুহাদ্দিসগণ বলেছেন ইনারা সকলেই তাদের উস্তাদ হতে হাদিস করেছেন এবং তা শেষ অবধি ছিল।

ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন উসমান বিন যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ৬ খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায়, ইমাম জামালুদ্দিন আল মিযযি তাঁর তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবের ২ খন্ডের ৪১৭-৪১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা হতে ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম হুশাইম বিন বশির, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্, ইমাম মুসলিম বিন খালিদ, ইমাম আবু মুআবিয়া এবং ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল মুকরি হাদিস গ্রহণ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ ১৯৪ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ

করেন এবং ২৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বলেছেন, উল্লিখিত ইমামগণের সকলেই ইমাম আবু হানিফা হতে প্রথমে হাদিস বর্ণনা করলেও পরবর্তীতে বিরত থাকেন অর্থাৎ ইনারা ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস বর্ননা করা ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারির উক্তিটি সঠিক হত, যদি তাঁর পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক ও রিজাল শাস্ত্রবিদ বা মুহাদ্দিস ইমাম আযম হতে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন তাদের তালিকায় উল্লিখিত ইমামগণের নামোল্লেখ না করতেন।

ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ বিন উসমান বিন যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্র সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে এবং ইমাম জামালুদ্দিন আল মিযযি রাহিমাহুল্লাহ্র তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল কিতাবে ইমাম আযম এর হাদিসের ছাত্রদের মধ্যে ইনাদের নামও অর্ন্তভূক্তি দ্বারা প্রমাণিত হল যারা ইমাম আযম এর সনদে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের কেহই তা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ইমাম যাহাবি ৭৪৮ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন এবং ইমাম মিযযি ৭৪২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আযম সর্ম্পকে করা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তিটি যে সঠিক নয় তা আবারও প্রমাণিত হল। কেননা ইমাম বুখারির কথা সঠিক হলে তাঁর পরবর্তী পর্যায়ে ঐতিহাসিক তথ্য তদোনুযায়ীই হত। কিন্তু সঠিক তথ্য ইমাম বুখারির মতের বিপরীত লক্ষণীয়।

ইমাম যাহাবির উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় আব্বাদ বিন আওয়াম, ইবনুল মুবারক, হুশাইম বিন বিশর, ওয়াকি বিন জাররাহ্, মুসলিম বিন খালিদ, আবু মুআবিয়া এবং মুকরি ইমাম আবু হানিফা থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। তারা যদি তাদের উস্তাদ ইমাম আযম হতে হাদিস গ্রহণ ছেড়ে দিয়ে থাকবেন তাহলে ইতিহাস হতে তা মুছে যেত। ইতিহাস পরম্পরায় তা চলে আসতো না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তো ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ নিজেই। তিনি তার উস্তাদ ইমাম ইয়াহ্ইয়া আল জুহালি হতে যে সমস্ত হাদিস গ্রহণ করেছিলেন তার সকল বর্ণনা হতে বিরত থেকেছেন, অর্থাৎ তাকে ত্যাগ করেছেন। এটা তো ঐতিহাসিক ধারায় অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। ফলে কেহ ইহা দেখাতে পারবে না যে, ইমাম বুখারি তাঁর সহিহ্ আল বুখারিতে তাঁর উস্তাদ ইমাম ইয়াহ্ইয়া আল জুহালির কোন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন! অন্যদিকে ইমামুল আয়েম্মা, আবুল

ফুকাহা ইমাম আযম নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্ হতে তাঁর উক্ত ছাত্রগণ অসংখ্য হাদিস গ্রহণ ও তা বর্ণনা করেছেন, আর ইহা ঐতিহাসিক ভাবে দালিলীক প্রমাণে প্রমাণিত। এ প্রমাণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরও যদি বলা হয় ইমাম আবু হানিফা হতে হাদিস গ্রহণ হতে সকলে বিরত ছিলেন বা মুহাদ্দিসগণ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে ত্যাগ করেছেন, তা হলে সেটা হবে সত্যকে অস্বীকার ও বিকৃত করা। আর এ অসত্য তথ্যকে গ্রহণকারীগণ কী করে নিজদেরকে হকের উপর স্থির আছে দাবি করতে পারে ?

ইমাম আযম এর বিপক্ষে ইমাম বুখারি উক্তিটি করার পূর্বে একবারও ভেবে দেখেননি তিনি সঠিক কাজ করছেন কী না ? কেননা তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তারাই ইমাম বুখারির মতকে খন্ডণ করে জওয়াব দিয়েছেন। ইমাম খতিব বাগদাদি তাঁর তারিখ বাগদাদের ১৫ খন্ডের ৫০৫ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال : أخبرنا ابو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سَلْم الختُّلي قال : أملى علينا أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الأبَّار في شهر جمادى الآخرة من سنة ثمان و ثمانين و مئتين ، قال : ذكْر القوم الذين ردُّوا على أبي حنيفة : أيوب السَّختياني ، و جرير بن حازم ، همَّام بن يحي ، و حماد بن سلمة ، و حماد بن زيد ، و أبو عوانة ، و عبد الوارث ، و سوَّار العنبري القاضي ، و يزيد بن زريع ، و علي بن عاصم ، ومالك بن أنس ، و جعفربن محمد ، وعمر بن قيس ، و أبو عبد الرحمن المقريئ ، و سعيد بن عبد العزيز، و الأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، و أبو إسحاق الفزاري ، ويوسف بن أسباط ، ومحمد بن جابر ، و سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، و حماد بن أبي سليمان ، و إبن أبي ليلة ، و حفص بن غياث ، و أبو بكر بن عياش ، و شريك بن عبد الله ، و وكيع بن الجرَّاح ، و رقبة بن مصقلة ، و الفضل بن موسى ، و عيسى بن يونس ، والحجاج بن أرطاة ، ومالك بن مغول ، و القاسم بن حبيب ، و إبن شبرمة .

“মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রিযক আমাদেরকে বলেন, আবু বকর বিন আহমাদ বিন জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন সালম আল খুত্তুলি আমাদেরকে বলেন, আবুল

আব্বাস আহমাদ বিন আলি বিন মুসলিম আল আব্বার আমাদেরকে ২৮৮ হিজরি সনের জমাদিউল আখিরাহ্ মাসে বলেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিপক্ষে যারা বিষোদগার করেছে, তাদের হীন কাজের ও মতের যারা খন্ডণ করেছেন তারা হলেন : ইমাম আইউব আস সাখতিয়ানি, ইমাম জরির বিন হাযিম, ইমাম হাম্মাম বিন ইয়াহ্ইয়া, ইমাম হাম্মাদ বিন সালামাহ্, ইমাম হাম্মাদ বিন যায়দ, ইমাম আবু আওয়ানাহ্, ইমাম আব্দুল ওয়ারিস, ইমাম সাওওয়ার আল আনবারি আল কাদ্বি, ইমাম ইয়াজিদ বিন যুরাই, ইমাম আলি বিন আসিম, ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদ (ইমাম জাফর আস সাদিক), ইমাম উমার বিন কাইস, ইমাম আবু আব্দুর রহমান আল মুকরি, ইমাম সাঈদ বিন আব্দুল আযিয, ইমাম আওযায়ী, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম আবু ইসহাক আল ফাযারি, ইমাম ইউসুফ বিন আসবাত, ইমাম মুহাম্মাদ বিন জাবির, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ্, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান, ইমাম ইবনু আবু লাইলাহ্, ইমাম হাফস বিন গিয়াস, ইমাম আবু বকর বিন আয়াশ, ইমাম শরিক বিন আব্দুল্লাহ্, ইমাম ওয়াকি' বিন জাররাহ্, ইমাম রাকাবাহ্ বিন মাসকালাহ্, ইমাম ফদ্বল বিন মুসা, ইমাম ইসা বিন ইউনুস, ইমাম হাজ্জাজ বিন আরতাত, ইমাম মালিক বিন মিগওয়াল, ইমাম কাসিম বিন হাবিব এবং ইমাম ইবনু শুবরুমাহ্"।

ইমাম বুখারি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন উক্ত বর্ণনায় ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম আবু আব্দুর রহমান আল মুকরি, ইমাম ওয়াকি' বিন জাররাহ রাহিমাহুমুল্লাহ্ও রয়েছেন। ইনারা কেহই ইমাম আযমকে ত্যাগ তো করেনই নাই, বরং যারা ইমাম এর বিপক্ষে মত পোষণ করেছেন তাদের মতকে খন্ডণ করেছেন।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আযম প্রসঙ্গে বলেছেন, لو لا أن الله أغاثاني بأبي حنيفة والسفيان ، كنت كسائر الناس . "আল্লাহ্ তায়া'লা যদি আমাকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরির মাধ্যমে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ লোকদের মতই থেকে যেতাম"। ইহা ইমাম বাগদাদি তাঁর তারিখে বাগদাদের ১৫ খন্ডের ৪৬১

পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আযম এর ছাত্র ইমাম ওয়াকি' বিন আল জাররাহ্ তাঁর উস্তাদ সম্পর্কে ষড়যন্ত্রকারীদের যে জওয়াব দিয়েছেন বোদ্ধা ও আকলমান্দদের বোঝার জন্য এর চেয়ে বেশি বয়ানের প্রয়োজন নাই। আল্লামা ওয়াহবি সুলাইমান তার আবু হানিফা আন নুমান ইমামুল আয়িম্মাতিল ফুকাহা কিতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, أكرم الله تعالى الإمام رحمه الله تعالى بتلامذة عظام كانوا في العلوم جبالا ، يقرر معاهم المسائل ، و يقعد القواعد ، و يتجنب بهم الخطاء لو يوشك أن يقع فيه ، ذكر الخطيب في تاريخه بسنده إلى أبي كرامة قال : كنا عند وكيع بن الجراح فقال رجل : أخطأ أبو حنيفة ، فقال وكيع : كيف يقدو أبو حنيفة أن يخطئ و معه مثل أبو يوسف و محمد الحسن و زفر في قياسهم واجتهدهم ، و مثل يحي بن زكريا بن أبي زائدة و حفص بن غياث و حبان و قندل ابنى علي في حفظهم للحديث و معرفتهم ، و مثل القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود في معرفته بالنحو و اللغة ، و داؤد الطائي و الفضيل بن عياض في زهدهما و ورعهما ، و عبد الله بن المبارك في معرفته بالتفسير و الأحاديث و التواريخ ، فمن كان أصحابه و جلساؤه هؤلاء كيف يخطئ و هو بينهم ؟! و كل منهم يثني عليه ، لأنه إن أخطأ ودوه إلى الصواب...... ثم قال : فمن زعم أن الحق مع من خالف أبا حنيفة رحمه الله حيث وضع المذاهب وحده، أقول له ما قال الفرزدق لجرير:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا يا جرير المجامع

"আল্লাহ্ তায়া'লা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্কে তাঁর বিখ্যাত ও বিজ্ঞ ছাত্রদের দ্বারা আরো মর্যাদাবান করেছেন। তাদেরকে সাথে নিয়েই তিনি একাধারে বিভিন্ন মাসআলা আলোচনা করেছেন এবং ফিকহের নীতিমালা সমূহ নির্ণয় করেছেন। কোন বিষয়ে ভূল হওয়ার সংশয় হলে তা ছেড়ে দিতেন। এ ব্যাপারে ইমাম খতিব বাগদাদি আবু কারামাহ্র সনদে তাঁর তারিখে উল্লেখ করেছেন আবু কারামাহ্ বলেন, আমরা ওয়াকি' বিন জাররাহ্ এর নিকট ছিলাম,

এক লোক তাকে বলল ইমাম আবু হানিফা ভূল করেছেন। ইহা শুনে ইমাম ওয়াকি' বললেন, ইমাম আবু হানিফা ভূল করেছেন এ কথা কী করে বলা সম্ভব, যার সহচার্যে ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ হাসান আশ শাইবানি ও ইমাম যুফার বিন হুযাইল এর মত বিখ্যাত কিয়াসবিদ ও মুজতাহিদ। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া বিন আবু যায়িদাহ্, ইমাম হাফস বিন গিয়াস, ইমাম হিব্বান ও ইমাম কিনদিল বিন আলির মত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস। ইমাম কাসিম বিন মা'ন বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এর মত নাহু শাস্ত্র ও ভাষাবিদ। ইমাম দাউদ আত তায়ি ও ইমাম ফুদ্বাইল বিন আয়াদ্ব এর মত সুফি এবং ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক এর মত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস এবং ইতিহাসবিদ যার ছাত্র ও মজলিসের সদস্য, আর ইমাম আবু হানিফা যিনি এ মজলিসের মধ্যমণি তার প্রদেয় মাসআলা কী করে ভূল হতে পারে ? তাছাড়া এ সকল বিজ্ঞ আলেমগণের প্রত্যেকেই তাদের উস্তাদ ইমাম আবু হানিফার (ইলম, আমল ও আখলাক) অনেক সুখ্যাতি করেছেন। কোন ভূল সিদ্ধান্ত নিলে সঠিক পথ বাতলিয়েছেন....... অতঃপর আরো বলেন, অনেকে ফিকহি মাসআলা নির্ণয়ে একাই সমাধান করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিজ্ঞ আলেমগণ দ্বারা গবেষনা মজলিস ছিল না তথাপি তারা মনে করে যারা ইমাম আযম এর বিপক্ষে তারাই হক। তাদেরকে আমি বেশি কিছু না বলে শুধু কবি ফারাযদাক এর কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা তিনি কবি জরিরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে জরির আপনাকে বলছি- যত লোককেই একত্রিত করুন না কেন আমাদের ঐ সকল পূর্বপুরুষগণের মত কাউকে নিয়ে অসতে পারবেন না"।

প্রিয় পাঠক, বিশেষ করে যারা ইমাম আযম এর বিপক্ষে বিষোদ্গার করে নিজেদের মল্যবান সময় বিনষ্ট করে থাকেন আপনারা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র উপরোল্লিখিত উক্তি এবং ইমাম ওয়াকি' বিন জাররাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ এর এ উক্তিকে ইনসাফ এর দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখুন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তির মধ্যে কোন সত্যতা পান কী না ?! ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র হাকিকাত না বুঝে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে কবি ফারাযদাক

এর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা তিনি কবি জরিরকে বলেছেন। হে হানাফি বিদ্বেষীগণ যারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র প্রতি বিষোদ্গার করছেন তারা পারলে ইমাম আযম আবু হানিফার মত আর একজন ইমাম আযম এনে দেখান .....।

## যারা ইমাম আবু হানিফার রায়কে মেনে নিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা হতে বর্ণিত মাসআলা ও আল কুরআন-আল হাদিস হতে গবেষণাকৃত তাঁর রায় তৎকালীন আলেমগণ সাদরে গ্রহণ করেছেন। যারা ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র গবেষণা লব্ধ রায়কে মেনে নিয়েছেন ও গ্রহণ করেছেন তাদের নিজস্ব বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। ইমাম খতিব আল বাগদাদি তার তারিখ আল বাগদাদের ১৫ খণ্ডের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আতিকি আমাদেরকে বলেন, আব্দুর রহমান বিন নছর বিন মুহাম্মাদ আদ দিমাশকি আমাদেরকে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, আহমাদ বিন আলি বিন সাঈদ আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من راى أبى حنيفة و أخذنا بأكثر أقواله. قال : يحي بن معين و كان يحي بن سعيد يذهب فى الفتاوى إلى قول الكوفيين ويختار قوله من أقوالهم و يتبع رأيه من بين أصحابه.

"আমি আল্লাহ্ তায়া'লার নামে বলছি, মিথ্যা বলবো না, আমি বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার রায়ের চেয়ে উত্তম আর কোন রায় শুনি নাই। আমরা তাঁর অধিকাংশ রায়কে গ্রহণ করেছি। ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন আরো বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান কুফাবাসিদের ফাতাওয়া সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফার মতকে গ্রহণ করেছেন, আর তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে তাঁর রায়কে অনুসরণ করেছেন"।

কে এই ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইহা না জানলে উক্ত কথার গুরুত্ব বুঝা যাবে না। ইমাম জামালুদ্দিন মিযযি "তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর

রিজাল” কিতাবের ৩১ খণ্ডের ৩৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন আমর বিন আলি বলেন, سمعت يحي بن سعيد يقول: ولدت سنة عشرين و مئة "আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,আমি ১২০ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেছি।

ইমাম হাফিজ জামালুদ্দিন মিযযি উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ করেছেন

قال محمد بن سعد : كان ثقة مأمونا رفيعا حجة .

وقال العجلي : بصري ثقة نقي الحديث كان لا يحدث إلا عن ثقة

وقال ابو زرعة : يحي القطان من الثقات الحافظ

وقال أبو حاتم : ثقة حافظ

و قال النسائي : ثقة ثبت مرضي

وقال أبو بكر بن منجوية : كان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا عن الثقات وترك الضعفاء

"মুহাম্মদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ, বিশ্বস্ত এবং দলিল স্বরূপ ছিলেন।

ইমাম ইজলি বলেন, তিনি বসরার অধিবাসি সিকাহ ছিলেন, হাদিস বর্ণনায় নির্মল, তিনি সিকাহ্ বর্ণনাকারি ব্যতীত হাদিস গ্রহণ করতেন না।

ইমাম আবু জুরআহ্ আর রাজি বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান সিকাহ্ এবং হাফিজগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

ইমাম আবু হাতিম বলেন, তিনি সিকাহ্ ও হাফিজ ছিলেন। ইমাম নাসাই বলেন তিনি সিকাহ্ দৃঢ় এবং সন্তুষ্টি চিত্ত ছিলেন।

ইমাম আবু বকর মানজুওয়াইহি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, তিনি হিফজ, তাকওয়া, সমঝ মর্যাদায়, ধার্মিকতায়, জ্ঞানে তার জামানায় নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি ইরাক বাসিদের জন্য হাদিসে চাদর বিছিয়ে ছিলেন। এবং সিকাহ্ বর্ণনাকারীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন, আর দ্বঈফ বর্ণনাকে ত্যাগ করেছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান এমন একজন ফক্বিহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন যিনি সিকাহ রাবি ব্যতীত অন্যদের নিকট হতে হাদিস গ্রহণ করতেন না। হাদিস শাস্ত্রে যিনি সকলের নিকট সম্মানের পাত্র তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালার কসম করে বলছি মিথ্যা কথা বলব না, আমি ইমাম আবু হানিফার

রায়ের চাইতে উত্তম কোন রায় শুনি নাই। একটু পূর্বেই বলেছি, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ ১২০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন, এ হিসেবে ইমাম আযমের মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। তা ছাড়া তিনি আরো বলেছেন سمعنا বহু বচন ব্যবহার করেছেন অর্থ্যাৎ ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান একা নন, বরং তার মত আরো অনেকেই ইমাম আযমের মজলিসে বসতেন এবং তার থেকে মাসআলা গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন।

ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদে ১৫ খণ্ডের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন أخبرنا التنوخى قال : حدثنى أبى قال : حدثنا محمد بن حمدان قال : حدثنا محمد بن الصلت الحمانى قال : سمعت أبا عبيد يقول : سمعت الشافعى يقول : من أراد أن يعرف الفقه فليلتزم أبا حنيفة و أصحابه فإن الناس كلهم عيال عليه فى الفقه.

"আত্ তানুখি আমাদেরকে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, মুহাম্মদ বিন হামদান আমাদেরকে বলেছেন, আহ্মাদ বিন সালত হিম্মানি আমাদেরকে বলেন, আবু উবাইদকে বলতে শুনেছি, ইমাম শাফেঈ বলেন, যে ফিক্বহ্ জানতে চায় তার উচিত ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রদেরকে আঁকড়িয়ে থাকা, কেননা সকল আলেমই ফিক্বহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার পরিবার ভূক্ত"।

উক্ত কিতাবে ইমাম বাগদাদি আরো উল্লেখ বলেছেন, أخبرنا الصيمرى قال : أخبرنا عمر بن إبراهيم قال : حدثنا مكرم بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عطية قال : سمعت يحي بن معين يقول : القرأة عندى قرأة حمزة الفقه فقه أبى حنيفة على هذا أدركت الناس.

"সাইমারি আমাদেরকে বলেন, উমার বিন ইব্রাহিম আমাদেরকে বলেন, মুকাররাম বিন আহ্মাদ আমাদেরকে বলেন, আহ্মাদ বিন আত্বিয়া বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি, আমার নিকট হামযার কিরাআত এবং ইমাম আবু হানিফার ফিক্বহ্ গ্রহণীয়। ইহার উপরই আলেমগণকে পেয়েছি"।

অনুরূপভাবে সুফিয়ান বিন উয়ায়না রাহিমাহুল্লাহ্ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, شيئان ما ظننت أنهما يجوزان قنطر الكوفة وقد بلغا الافاق : قرأة

همزة وراي أبي حنيفة.

"দু'টি বিষয় কখনই ভাবি নাই, তা কুফার গণ্ডি পার হয়ে সর্ব দিগন্তে পৌছে যাবে, একটি হল কিরাআতের ক্ষেত্রে হামযার কিরাআত, এবং ফিকহির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মাসআলা বা রায়"।

ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামী আশ শাফেঈ মক্কী রাহিমাহুল্লাহ্ খাইরাতুল হিসান কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قال سفيان ان الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج ان يكون أعلى منه قدرا واوفر علما وبعيد ما يوجد ذلك ولما حجا كان يقدمه ويمشي خلفه ولا يجيب إذا سئل حتي يكون أبي حنيفة هو الذي يجيب.

"ইমাম সুফিয়ান সাওরি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার খিলাফ মত প্রকাশ করতে চায় তাকে অবশ্যই ইলম এবং মর্যাদা উভয় দিক থেকেই ইমাম আবু হানিফা হতে উত্তম হতে হবে, তবে এরকম পাওয়া খুবই দূরূহ ব্যাপার। ইনারা দুজন যখন একত্রে হজ্জ করতেন সর্বদা সুফিয়ান সাওরি ইমাম আবু হানিফাকে অগ্রবর্তী রাখতেন এবং নিজে পিছনে চলতেন, যদি কেহ প্রশ্ন করতো ইমাম আবু হানিফাই প্রথমে উত্তর দিতেন"।

ইমাম আযম আবু হানিফার প্রতি ইমাম সুফিয়ান সাওরির উক্ত সম্মান প্রদর্শনই বলে দিচ্ছে, কুৎসাকারীরা ইমাম আযমের উপর যে দোষারোপ করে থাকে তা সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে খতীব বাগদাদি তারিখ বাগদাদের ১৫ খণ্ডের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- أخبرني عبد الباقي بن عبد الكريم المؤدب، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال : حدثنا جدي قال : حدثني يعقوب بن أحمد قال : سمعت الحسن بن علي قال : سمعت يزيد بن هارون وسأله انسان فقال يا أبا خالد من أفقه من رأيت؟ قال أبو حنيفة، قال الحسن : ولقد قلت لأبي عاصم يعني النبيل : أبو حنيفة أفقه، أو سفيان؟ قال أبو حنيفة أفقه من سفيان.

"লোকেরা ইয়াজিদ বিন হারুনকে জিজ্ঞেস করল হে আবু খালিদ, আপনি যাদের দেখেছেন তাদের মধ্যে কে বেশি ফিকহ তত্ত্ববিদ। তিনি বলেন, আবু হানিফা।

হাসান বললেন, আমি আবু আসিম নাবিলকে জিজ্ঞেস করলাম কে বেশি ফিকহ তত্ত্ববিদ আবু হানিফা নাকি সুফিয়ান সাওরি, তিনি বললেন আবু হানিফা সুফিয়ান সাওরি হতেও বেশি ফিকহ তত্ত্ববিদ"।

অনেকে ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্র মতকে বিকৃত করে ইমাম আযমের বিপক্ষে কাজে লাগিয়েছে। এখানে দেখুন স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ নিজ ওস্তাদ সর্ম্পকে কী বলেন।

ইমাম ইবনু কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ১৩ খণ্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- قال ابو وهب و محمد بن مزاحم : سمعت ابن المبارك يقول : أفقه الناس أبو حنيفة و ما رأيت في الفقه مثله، قال ايضا : لو لا ان الله تعالي أغاثني بأبي حنيفة و سفيان الثوري كنت كسائر الناس.

"আবু ওয়াহাব ও মুহাম্মাদ বিন মুযাহিম বলেন, ইবনুল মুবারাককে বলতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফাই হলেন সবচেয়ে বড় ফিকহ্ তত্ত্ববিদ। তার মত এত বড় ফিকহ্ তত্ত্ববিদ আর কাউকেই দেখি নাই। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তায়া'লা যদি আমাকে ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরি দ্বারা সাহায্য না করতেন তাহলে সাধারণ মানুষই থেকে যেতাম"।

ইমাম মিয্যী তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ীর রিজাল কিতাবের ২৯ খণ্ডের ৪৪০-৪৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সুখ্যাতি প্রশংসা সূচক কবিতা রচনা করে বলেন-

رأيت بأبي حنيفة كل يوم — يزيد نبالة و يزيد خيرا
و ينطق بالصواب و يصطفيه — إذا ما قال اهل الجور جورا
يقايس من يقايس بلب — فمن ذا تجعلون له نظيرا
كفانا فقد حماد و كانت — مصيبتنا به امرا كبيرا
فرد شماتة الأعداء عنا - وأبدي بعده علما كثيرا
رأيت ابا حنيفة حين — يؤتي ويطلب علمه بحرا غريرا
اذا ما المشكلات تدافعتها — رجال العلم كان بها بصيرا

- আমি ইমাম আবু হানিফাকে প্রতিটা দিন দেখেছি, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কথাগুলোই তার মধ্যে পেয়েছি।
- সীমা লঙ্ঘনকারীরা যখন সীমা ছাড়িয়ে যেত তিনি তখন সঠিক বিষয়টি বেছে নিয়ে সঠিক কথাটি বলতেন"।
- কিয়াস তো অনেকেই করেছেন, তবে ইমাম এর কিয়াস ছিল সবার উপরে।
- ইমাম হাম্মাদকে হারানোটা ছিল আমাদের জন্য মসিবত, তবে ইমাম আবু হানিফাই ছিলেন আমাদের জন্য যথেষ্ট।
- তিনি আমাদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষকারীদের বিদ্বেষের জওয়াব দিয়েছেন, আর রেখে গিয়েছেন অনেক ইলম।
- তার কাছে কিছু জানতে চাওয়া হলে ( তিনি যে জওয়াব দিতেন তাতে ) দেখতে পেতাম তিনি ইলমের পরিপূর্ন সমুদ্র।
- আললমগণ অনেক সমস্যাই দূর করেছেন, তবে ইমাম ছিলেন এ ব্যাপারে আরো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাকের উক্ত কবিতার পড়তে পড়তে দেখা যাচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ছাত্রগণ তাকে ছেড়ে যান নাই, তার মজলিস ত্যাগ করেন নাই, তার রায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নাই, বরং প্রতিদিন তার ইলমি মজলিসে বসতেন এবং তার ফায়দা হাসিল করতেন। অথচ ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, سكتوا (عنه) عن رأيه و عن حديثه. "ইমাম আবু হানিফার ছাত্রগণ তার বর্ণিত রায় ও হাদিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে"। যারা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর উক্ত কথাকে ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে দলিল হিসেবে দাঁড় করে থাকেন তাদের বলছি, আপনাদের গৃহিত দলিল সঠিক না ভিত্তিহীন তা চিন্তা করে দেখবেন। আকলমান্দের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

তৎকালীন সময়ে ইমাম আবু হানিফার ইলম ও হাদিসের মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলণীয়। তার এই ইলমি গভীরতাকে অনেকেই সহ্য করতে পারতো না, তাই অর্ন্তজালায় ভূগত। ইহা জানার পর ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্ নিজেই কবিতার ছন্দে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মিয্যি "তাহযিবুল কালাম" কিতাবের ২৯ খন্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, সুফিয়ান বিন ওয়াকি' বলেন, : سمعت ابى يقول : دخلت على ابى حنيفة فرأيته مطرقا مفكرا، فقال لى : من أين أقبلت ؟ من عند شريك و رفع رأسه و أنشأ يقول :

إن يحسدونى فإنى غير لائمهم — قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا
فدام لى و لهم ، ما بى و بهم — و مات أكثرنا غيظا مما يجد.

قال وكيع : وأظنه كان بلغه عنه شيئ .

"আমি আমার পিতা (ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ) হতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি একবার ইমাম আবু হানিফার কাছে গেলাম, দেখি তিনি কিছুটা বিষন্ন ও চিন্তিত, তিনি আমাকে দেখে বললেন, কোথা থেকে আসলে, বললাম শরীক হতে, তিনি মাথা উঠালেন এবং একটি কবিতা পাঠ করলেন, কেহ যদি আমাকে দেখে হিংসা করে তাহলে আমি তার লক্ষ্যস্থল নই, আমার পূর্বেও অনেকেই এধরনের হিংসার কবলে আক্রান্ত হয়েছেন। হিংসার তীর তাদের প্রতি যেমন বর্ষিত হয়েছে আমার প্রতিও হচ্ছে, আবার অনেকেই এ হিংসুকদের হিংসা ও গোস্বা বহন করেই মারা গেছে। ইমাম ওয়াকি' বলেন, ইমাম আবু হানিফার মনোভাব হতে বুঝতে পারলাম, শরিক হতে তাঁর প্রতি বিদ্বেষমূলক কিছু পৌছেছে"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নিজ বক্তব্য হতেও প্রতিয়মান হচ্ছে যে, তার থেকে বয়সে বড় ও ছোট কেহ কেহ হয়তো তার উত্থানকে সহ্য করতে পারতো না, তাই তারা অর্ন্তজালায় ভূগতো এবং কুরআন ও হাদিস থেকে মাসআলা নিরুপন যে পারঙ্গমতা তার মধ্যে ছিল, তা না বোঝার কারণে তিনি নিজের থেকে কথা বলতেন বা সুন্নাহ্‌র বাহিরে কিয়াস করে কথা বলতেন মনে করত। তবে তাদের এ ধারণা ছিল নিতান্তই ভূল। কারণ ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আযমের মেধা এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল যে, অন্যদের তা বুঝে উঠা কঠিন ছিল।

এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবি তার "আল ইবার ফি খবরে মান গুবার" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و كان من اذكياء بنى أدم

جمع الفقه و العبادة و الورع و السخا ، و كان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق و يؤثر من كسبه . له دار كبيرة لعمل الخز و عنده صناع و أجراء.

"আদম সন্তানের মধ্যে তিনি খুবিই মেধাবি ছিলেন (নবীগণ ও সাহাবিগণ এ হুকুমের অর্ন্তভূক্ত নহে) ফিক্বহ্, ইবাদাত, পরহেজগারি, দানশিলতা প্রভৃতি গুনাবলি তার মধ্যে ঘটেছিল। তিনি বাদশাহি কোন তোহফা গ্রহণ করেন নাই, বরং নিজের উপার্জিত আয়ের দ্বারাই জিবিকা নির্বাহ করতেন, কাপর বয়নের তার ছিল বিশাল ইন্ডাষ্ট্রি। সেখানে অনেক শ্রমিক কাজ করত।

ইমাম যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন الضرير قال : حب أبى حنيفة من السنة "আবু মুয়াবিয়া দ্বরির হতে বর্ণিত, ইমাম আযম আবু হানিফাকে মুহাব্বত করা সুন্নাত"

ইমাম যাহাবি আরো উল্লেখ করেছেন و قال : على بن عاصم : لو وزن علم أبى حنيفة بعلم أهل زمنه لرجح عليهم .

"ইমাম আলি বিন আসিম বলেন, তার জামানার সমস্ত আলেমগণের ইলমকে যদি তার ইলমের সাথে ওজন করা হয় তাহলে ইমাম আযমের ইলমের ওজনই বেশি হবে"।

হাফস বিন গিয়াস বলেছেন- كلام أبى حنيفة فى الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل . ,ফিক্বহি বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানিফার রায় সমূহ চুল থেকেও সুক্ষ্ম, জাহিল ব্যতীত অন্য কেহ তার রায়কে দোষ মনে করে না।"

সিয়ারুল আলামিন নুবালা" কিতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি আরো উল্লেখ করেছেন, قال الشافعى : الناس فى الفقه عيال أبى حنيفة ، قلت : الإمامة فى الفقه و دقائقه سلمة إلى هذا الإمام و هذا أمر لا شك فيه .

"ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমগণ ফিক্বহ শাস্ত্রে ইমাম আযম আবু হানিফার সন্তান তুল্য। ইমাম যাহাবি বলেন, ফিক্বহ এবং এর সুক্ষ্ম তত্ত্ব বিষয়ে অগ্রগণ্যতা যে, ইমাম আযম আবু হানিফারই দখলে এটা স্বীকৃত, আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসংঙ্গে কবির একটি পংক্তিও তুলে ধরেন ,

و ليس يصح فى الأذهان شيئ إذا إحتاج النهار إلى دليل

"যে বুদ্ধি দিনের আলোয় কেন আলো হল, এ দলিল খোজে সেটা কোন সুস্থ বুদ্ধি নয়"।

ইমাম যাহাবি কি চমৎকার ভাবে ইমাম আযমের জ্ঞানকে দিনের আলোর সাথে উপমা দিলেন দিনের আলোকে অস্বীকার করা যেমন বোকামি, ইমাম আযমের জ্ঞানকেও বোকা ছাড়া আর কেহ্ অস্বীকার করবে না।

ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন সুলায়মান আল ইয়াফাঈ আলমাক্কি মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৪৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু খালকান, ওয়াফইয়াতুল আইয়ান কিতাবের ৫ খণ্ডের ৪০৮ পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, قال الإمام الشافعى رحمه الله : قيل لمالك هل رأيت ابا حنيفة ؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته . و روى حرملة بن يحي عن الشافعى قال : الناس عيال على هؤلاء الخمسة ، من أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة ، و من أراد أن يتبحر فى التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان ، ومن أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسائ ، و من أراد أن يتبحر فى الشعر فهو عيال على زهير بن أبى سلمى ومن أراد أن يتبحر فى المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق .

"ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি ইমাম আবু হানিফকে দেখেছেন ? তিনি বললেন হ্যাঁ এমন এক ব্যাক্তিকে দেখেছি, সে যদি এ খুঁটিটিকে স্বর্নের বলে তাহলে অবশ্যই দলিল দ্বারা সাবেত করতে পারবে এটা স্বর্নের। (এরপর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না তা কাঠের হিসেবে সাব্যস্ত করার )। এছাড়া হারমালাহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া, ইমাম শাফেঈ হতে বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেঈ বলেন, আলেমগণ নিম্নোক্ত পাঁচ ব্যক্তির সন্তানতুল্য।

১। যে ইলমে ফিকহে দক্ষ হতে চায় সে ইমাম আবু হানিফার পরিবারের অর্ন্তভুক্ত।

২। যে তাফসিরে দক্ষ হতে চায় সে মুকাতিল বিন সুলাইমান এর পরিবারভুক্ত।

৩। যে নাহু শাস্ত্রে পারদর্শি হতে চায় সে কিসাইর পরিবারভুক্ত।

৪। যে আরবি কবিতায় পারদর্শি হতে চায় সে জুহাইর বিন আবু সুলমার পরিবারভুক্ত,

৫। আর যে মাগাজি তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শি হতে চায় সে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের পরিবারভুক্ত।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার "আল ইন্তিকা ফি ফাদ্বাইলে আইম্মাতিল সালাসাহ্" কিতাবের ২১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আব্বাস আদ দুরি বলেন আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ما رأيت مثل وكيع و كان يفتي برأي أبي حنيفة .

"আমি ইমাম ওয়াকি' বিন জাররা এর মত আর কাউকে দেখি নাই, তিনি ইমাম আবু হানিফার রায় অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন"।

ইমাম যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, : روى حيان بن موسى المروزى قال : سئل ابن المبارك : مالك أفقه ، أو أبو حنيفة ؟ قال أبو حنيفة . و قال الخريبى : ما يقع فى أبى حنيفة إلا حاسد أو جاهل .

"হাইয়্যান বিন মুসা আল মারওয়াযি বলেন : ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাককে জিজ্ঞেস করা হল, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মধ্যে কে অধিক ফিক্বহ্ তত্ত্ববিদ ? জওয়াবে তিনি বললেন, ইমাম আবু হানিফা। ইমাম খুরাইবি বলেন, ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে একমাত্র হিংসুক ও তার ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকা ব্যাক্তিরাই কেবল খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে।"

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা হতে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আবু হানিফার প্রসঙ্গে বলেছেন ইমাম ইবনুল মোবারক, ইমাম হুশাইম, ইমাম আবু মুয়াবিয়া প্রমুখ ইমামগণ মূখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ইমাম বুখারির এ মন্তব্য ভূল প্রমাণিত হয়েছে, প্রকৃত সত্য হল ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র কোন ছাত্রই তার বর্ণিত মাসআলা-ই ত্যাগ করেন নাই, বরং প্রত্যেকেই আষ্টেপিষ্টে সর্বদা তার সোহবতে থেকে ফিক্বহি রায় সমূহ গ্রহণ করেছেন, যা ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান আল্লাহ্ তায়ালার কসম দিয়ে বলেছেন।

# ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইমাম নাসাই এর ধারণাকৃত অভিযোগ ও এর জওয়াব

ইমাম নাসাই তার আদ্ব দুআ'ফা ওয়াল মাতরুকিন" কিতাবের প্রথম খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় ৬১৪ নং তরজমায় বলেছেন, نعمان بن ثابت أبو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث. "নুমান বিন সাবিত : আবু হানিফা হাদিসে শক্তিশালী নয়"।

ইমাম আযম সর্ম্পকে করা ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটি গ্রহণ করার পূর্বে এ ব্যাপারে তাঁর অন্য কোন মন্তব্য আছে কী না এর আদ্যোপান্ত না জেনে বা যাচাই-বাছাই না করে মত প্রকাশ করা কারো জন্যই উচিত নয়। বিশেষ করে ইমাম আযম এর মত ব্যক্তিত্ব, যাদের সিকাহ্ হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্ যদিও তার আদ্ব দুআ'ফা ওয়াল মাতরুকিন কিতাবে বলেছেন, أبو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث "আবু হানিফা হাদিসে শক্তিশালী নয়" কিন্তু শেষ অবধি তিনি তাঁর এ মতে স্থির ছিলেন না। কেননা ইমাম নাসাই তাঁর সুনানুল কুবরা কিতাবে ইমাম আযম এর সনদে হাদিস উল্লেখ করে এ সর্ম্পকে কিছুই বলেন নাই। তাই ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তিটির জওয়াব দু'ভাবে দেওয়া হল, আকলি ও নকলি। উভয় ধারাতেই উক্তিটি পরিত্যাজ্য। নিম্নে এর প্রমাণ দেওয়া হল।

## ১। নকলি দলিল।

ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর আস সুনানুল কুবরা কিতাবের কিতাবুর রজম এর আত তা'যিরাত ওয়াশ শুহুদ অধ্যায়ের من وقع على بهيمة শিরোনামে উল্লেখ

أخبرنا علي بن حُجْرٍ، قال : أخبرنا عيسى بن يونسَ ، عن করেছেন, النعمان – يعني أبا حنيفة – عن عاصم- هو ابن بهدلة – عن أبي رزين ، عن عبد الله بن عباس ، قال : ليس على مَن أتىَ بهيمةً حَدٌّ .

"আলি বিন হুযর আমাদেরকে বলেছেন, ইসা বিন ইউনুস আমাদেরকে নুমান অর্থাৎ আবু হানিফা হতে তিনি আসিম বিন বাহদালাহ্ (আসিম বিন আবুন নুযুদ আল বাহ্দালাহ্) হতে, তিনি আবু রযিন হতে তিনি সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে তিনি বলেন, চতুস্পদ জন্তুর সাথে যিনায় শাস্তির কোন বিধান নাই"।

এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসাই বলেন,. هذا غير الصحيح و الاول ضعيف "এ সনদে বর্ণিত হাদিসটি সহিহ নয়, আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিসটি দ্বঈফ"।

এ সনদটি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হতে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আব্দুর রহমান নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে বলেন নাই, ইমাম আবু হানিফা হাদিসে শক্তিশালী নন বা তিনি দ্বঈফ তাই হাদিসটি সহিহ নয়, ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে কিছুই বলেন নাই, বরং বলেছেন ইহা সহিহ নয়। ইহা হতে বুঝা যায় ইমাম নাসাই আদ্ব দুআ'ফা ওয়াল মাতরুকিন কিতাবে যখন এ উক্তিটি উল্লেখ করেন সে সময় তার তাহকিক ছিলনা অথবা হিংসুক ও জাহিলগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি উক্ত মন্তব্য করেছেন, পরে হাকিকাত জানতে পেরে পূর্বের মত হতে ফিরে আসেন বা পরিত্যাগ করেন। সুনানুল কুবরা কিতাবে সনদ সহকারে হাদিস বর্ণনা করার পরও ইমাম আযম সর্ম্পকে বলেন নাই তিনি দ্বঈফ। অথচ ইহাই ছিল তাঁর উক্ত মন্তব্যের উপযুক্ত স্থান। তাই দলিল দ্বারা সাবিত হলো ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর আদ্ব দুআ'ফা ওয়াল মাতরুকিন কিতাবের উক্তি ابو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث "আবু হানিফা হাদিসে শক্তিশালী নয়" শেষ অবধি তিনি তাঁর এ মতে স্থির ছিলেন না, বরং ইহা ভূল ছিল বুঝতে পেরে এ মত তিনি নিজেই পরিত্যাগ করেন। সুনানুল কুবরা কিতাবে ইমাম আযম বর্ণিত হাদিস এবং শেষে ইমাম নাসাই প্রদত্ত মন্তব্য ইহাই প্রমাণ করে।

## ২। আকলি দলিল।

ইমাম আযম আবু হানিফা হাদিসে শক্তিশালি ছিলেন, না কি দুর্বল এ ব্যাপারে মন্তব্য করার অধিকার ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্র নেই বা তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু লোক আছে, যারা ভাসমান মেঘের মত ছড়িয়ে থাকা অনির্ভর কথাকে তাহকিক ছাড়াই গ্রহণ করে থাকে। বিষয়টি এমন এক প্রপৌত্রের মত যে তার পর দাদাকে দেখে নাই, আর তার দাদার বিরুদ্ধে আনিত মিথ্যা অভিযোগ কবুল করে নিয়েছে, অথচ তার পিতা হতে এবং পর দাদার জামানার লোকদের থেকে সত্যবাদিতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন, "হে কিতাবিগণ! তোমরা কীভাবে ইব্রাহিমের ব্যাপারে ঝগড়া করছ ? অথচ তাওরাত ও ইনজিল তো তার পরে নাজিল হয়েছে তোমাদের কী আকল নেই" ? সুরা আল ইমরান, আয়াত-৬৫।

বোদ্ধাদের জন্য এ আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো পূর্ববর্তীদের সর্ম্পকে পরবর্তীদের কথা বলতে হলে বা দলিল দিতে হলে অকাট্য প্রমাণ সাপেক্ষে বলতে হবে, অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আযম সর্ম্পকে করা ইমাম নাসাইর উক্ত উক্তিটি দু'টি কারণে পরিত্যাজ্য :

১। ইমাম আযম আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরি সনে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরি সনে, আর ইমাম নাসাই এর জন্ম ২১৫ হিজরি ও মৃত্যু ৩০৩ হিজরি। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র মৃত্যুরও ৬৫ বছর পর জন্ম হওয়া এবং কারো সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বলার বয়স যদি ধরা হয় তাহলে ১০০ বছর পর এসে এ কথা বলা "আবু হানিফা হাদিসে শক্তিশালী নয়" সঠিক, নাকি তাঁর সমসাময়িক ইমাম আ'মাশ, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম আলি বিন মাদিনি, ইমাম মক্কি বিন ইব্রাহিম, ইমাম মালিক, ইমাম বাকির, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহ্গণের কথা সঠিক! ইনারা সকলেই বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা হাদিসে সিকাহ্ তথা শক্তিশালী

ছিলেন। দু'কারণে ইনাদের মুকাবিলায় ইমাম নাসাইর কথা বাতিল, ক) ইনারা ইমাম আযম এর সমসাময়িক। খ) ইনাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

২। কারো সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে কি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে এ ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বীআল্লাহ্ আনহু নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাহলো, একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহ্ আনহুর সামনে একলোক আর একজন সম্পর্কে কথা বলছিল, তখন আমিরুল মুমিনিন লোকটিকে বললেন, তুমি যার সম্পর্কে কথা বলছ সে কি তোমার প্রতিবেশি ? লোকটি জওয়াবে বলল না। তাহলে তার সাথে কি তুমি কখনও লেনদেন করেছ, সে বলল না, তাহলে তুমি কি তার সাথে কখনোও সফর করেছ ? এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলল না। তখন আমিরুল মুমিনিন বললেন,তাহলে তুমি তার পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলতে পার না।

ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত উক্তি প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাযার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্র মূল্যায়ন যর্থাথ। ইমাম সামসুদ্দিন সাখাবি “আল জাওয়াহিরুল ওয়াদ দুরার ফি তরজমাতে শাইখুল ইসলাম ইবনু হাযার” এর ৯৪৬ পৃষ্ঠায় توثيق الإمام أبي حخيفة “ইমাম আবু হানিফাকে সিকাহ করণ ” অধ্যায়ে বলেন, و منها ما سئل عما ذكره النسائي في " الضعفاء و المتروكين " عن أبي حنيفة رضي الله عنه من أنه ليس يقوى في الحديث ، و هو كثير الغلط و الخطأ على قلة روايته ، هل هو صحيح ، و هل وافقه على هذا أحد من أئمة المحدثين أم لا ؟

فأجاب بما قرأته من خطِّه : النسائي من أئمة الحديث ، والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له و أدّاه إليه اجتهاده ، و ليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله . و قد وافق النسائي على مطلق القول في الإمام جماعة من المحدثين ، واستوعب الخطيب في ترجمته من " تاريخه " اقاويلهم ، و فيها ما يُقبلُ و ما يُرَدُّ .

و قد أعتُذِرَ عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذُ سمعه إلى ان أدّاه ، فلهذا قلّتِ الرواية عنه ، و صارت روايته قليلةً بالنسبة لذلك ، و إلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية .

و في الجملة ، ترك الخوض في مثل هذا اولى ، فإن الإمامَ وأمثالَه ممن قفزوا القنطرة ، فما صاريُؤَثِّرُ في أحد منهم قول أحدٍ ، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم ، فليُعتَمَد هذا ، و الله ولي التوفيق .

"ইমাম নাসাই তার আদ্ব দুআ'ফা ওয়াল মাতরুকিন কিতাবে ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে করা উক্তি " তিনি হাদিসে শক্তিশালী ছিলেন না, তিনি হাদিস বর্ণনায় বেশি ভূল করার কারণে তাঁর থেকে কম হাদিস বর্ণিত হয়েছে" প্রসঙ্গে ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করা হল ইমাম নাসাইর এ কথাটি কী সঠিক, মুহাদ্দিসগণ হতে কোন ইমাম কী তাঁর সহমত প্রকাশ করেছেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম ইবনু হাযার যা বলেছেন তাঁর লিখার মধ্যেও তা পড়েছি, তিনি বলেছেন, ইমাম নাসাই হাদিসের একজন ইমাম। তিনি যা বলেছেন তা তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী বলেছেন। কেহই হাদিস সর্ম্পকে তার সমস্ত কথা মেনে নেননি। তাছাড়া ইমাম নাসাই-র মতেও ইমাম আবু হানিফা মুহাদ্দিসগণের অর্ন্তভূক্ত। ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখে বাগদাদে এ ব্যাপারে আলেমগণের মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেহ কেহ পক্ষে মত দিয়েছেন, আবার কেহ কেহ বিরোধিতা করেছেন।

(তবে ইমাম থেকে কম বর্ণনার কারণ হিসেবে ইমাম নাসাই যা বলেছেন তা ঠিক নয়, তার থেকে কম বর্ণনা হওয়ার কারণ হল) তাঁর (ইমাম আবু হানিফা) মতে কোন হাদিস বর্ণনাকারীর হাদিস বর্ণনার শর্ত হলো "রাবি তার উস্তাদ থেকে হাদিস শোনা হতে শুরু করে ছাত্রদের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত সমভাবে মনে থাকতে হবে" এ কঠিন শর্তের কারণে তার থেকে হাদিস কম বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ইমাম থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

মোট কথা হল, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ব্যাপারে ইমাম নাসাইর মত তরক করাই উত্তম। ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর অনুরুপ যারা আছেন, আল কুরআন ও আল হাদিসে তাদের অবদান এত বেশি যে, ইমাম নাসাইর উক্ত উক্তির মত কোন উক্তিই তাদের ইলমি কার্যাবলিতে কোন আঁচরও

লাগবে না। বরং আল্লাহ্ তায়া'লা তাদের মর্যাদা এত উন্নত শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন যে, সকলেই তাদের প্রচারিত মাসআলা অনুসরণ করছে (এ তুলনায় ইমাম নাসাইকে কেহ অনুসরণ করছে না) কোনটা গ্রহণীয় ও অগ্রহণী এবং কাকে মানা হবে ও কাকে পরিত্যাগ করা হবে তার মানদন্ড এ অনুসরণের মধ্যেই নিহীত। ভাল-মন্দ বুঝার তাওফিক দানকারী আল্লাহ্ তায়া'লাই"।

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্ত ফাতাওয়া হতে ৪ টি বিষয় প্রমাণিত হলো :

১। ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম আযম সর্ম্পকে যা বলেছেন ইহা ছিল তাঁর ইজতিহাদ, আর যে তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এ ইজতিহাদ করেছেন তা সঠিক ছিলনা।

২। ইমাম নাসাই নিজেও ইমাম আযমকে মুহাদ্দিস মনে করতেন।

৩। ইমাম আযম মুজতাহিদ ফিল ফিকহি ও মুজতাহিদ ফিল হাদিস ছিলেন। ইমাম নাসাইর চেয়েও অধিক হাদিস ও ফিকহ জাননেওয়ালা মুহাদ্দিস ইমাম আযম এর অনুসারি ছিলেন, যেমন- ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহ্‌গণ। ইনাদের প্রত্যেকেই ইমাম আযমকে সিকাহ বলেছেন এবং তার গৃহিত হাদিস ও মাসআলাকে গ্রহণ করেছেন। ইনাদের মুকাবিলায় ইমাম নাসাইর মতটি অপরিপক্ক তাই পরিত্যাজ্য।

৪। সর্বশেষ ইমাম হাফিয ইবনু হাযার বলেছেন, هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم ، فليُعتَمَد هذا . "আল্লাহ্ তায়া'লা তাদের মর্যাদা এত উন্নত শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন যে, সকলেই তাদের প্রচারিত মাসআলা অনুসরণ করছে, গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় হওয়ার ইহাই মানদন্ড"। এ কথা দ্বারা ইমাম হাফিয ইবনু হাযার সিল মেরে দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়া'লা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ, ইমাম আহ্‌মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল চার মাযহাবের অনুসরণীয় ইমামগণ এর মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি করেছেন যে, অন্য যে কেহ তাদের সমালোচনা করলে তাতে তাঁদের উপর কোন প্রভাব পরবে না।

প্রিয় পাঠক, কারো সম্পর্কে মন্তব্য করার এ সমস্তই হল মানদণ্ড। উপরোল্লিখিত আল্লাহ্ তায়া'লার হুকুম, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু ও ইমাম ইবনু হাযার রাহিমাহুল্লাহ্-র উক্তি অনুযায়ী ইমাম আযমের ব্যাপারে কার কথা গ্রহণ যোগ্য- ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম সুলাইমান আল আমাশ, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্, ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহিমাহুমুল্লাহ্গণের নাকি ১০০ বছর পরে আসা ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লহ্র চিন্তা করে দেখুন, বিশেষ করে যারা ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে ইমাম নাসাই এর কথাকে দলিল মনে করেন।

# ইমাম উকাইলির প্রতিবেদনের জওয়াব

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আমর বিন মুসা বিন হাম্মাদ আল উকাইলি তার দুআ'ফা আল কাবির এর চতুর্থ খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এবং (এক খণ্ডের সমাপ্ত) এর ১৪০৭ পৃষ্ঠায় "নুমান বিন সাবিত আবু হানিফা অধ্যায়ে" ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এমন ন্যক্কারজনকভাবে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা মিথ্যায় পরিপূর্ণ। একজন আলেম হয়ে তিনি কীভাবে এতটা হীন মনমানসিকতার পরিচয় দিলেন, যার মধ্যে ইনসাফের অনু পরিমানও নেই।

ইমাম খতিব আল বাগদাদিও তার তারিখে বাগদাদ এ ইমাম আযম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, ইমাম আযম সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ কারীগণের বর্ণনা যেমন উল্লেখ করেছেন, অনুরুপ যারা সুখ্যাতি করেছেন তাদের বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু জাফর আল উকাইলি ? তিনি কতিপয় হিংসুকদের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাননি। ফলে উকাইলি ইতিহাস বিকৃতির এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। আর এ বিকৃত ইতিহাস পড়ে একশ্রেণীর লোক তাকে কাফির পর্যন্ত আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু উকাইলির বর্ণনা গুলো যে, কিছু মিথ্যাবাদি ও দ্বঈফ বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত, তা উল্লেখ করে প্রমাণ দেওয়া হল।

১। সুলায়মান বিন দাউদ আল কাত্তান আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন হুসাইন আত তিরমিযি আমাদেরকে বলেন, আবু নাঈম দ্বারার বিন সা'দ আমাদেরকে বলেন, সুলাইম আল মুকরি আমাদেরকে বলেন, সুফিয়ান আস

সাওরিকে বলতে শুনেছি হাম্মাদ আমাদেরকে বলেছেন, أفيكم من يأتى ابا حنيفة ، بلغوا عنى ابا حنيفة أنى برئ منه ، و كان يقول القران مخلوق .

"তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কী যে আবু হানিফার নিকট যায়, আমি তাঁর থেকে মুক্ত, সে বলে আল কুরআন মাখলুক"

২। মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আস সামি আমাদেরকে বলেন, সাঈদ বিন ইয়াকুব আত তালকানি আমাদেরকে বলেন, মুয়াম্মাল আমাদেরকে ইসহাক হতে বলেন, আমি ইবনু আওনকে বলতে শুনেছি : ما ولد فى الإسلام مولود أشأم من ابى حنيفة ، و كيف تأخذون دينكم عن رجل قد خذل فى عظم دينه .

"ইসলামে ইমাম আবু হানিফা হতে খারাপ আর কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। তোমরা তোমাদের দীনকে এমন একজন লোক থেকে কীভাবে গ্রহণ করবে যে তার দীন এর গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষম"।

৩। মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল আনত্বাকি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন কাসির আমাদেরকে আওযায়ি হতে বলেন, যখন ইমাম আবু হানিফা ইন্তেকাল করেন তখন সালামাহ্ বিন হাকিম বলেন, الحمد لله إن كان لينقض الإسلام عروة عروة .

"আল্লাহ্ তায়া'লার প্রশংসা করছি এভাবে যদি ইসলাম এক এক করে নিঃশেষ করে দিত"।

৪। আবব্দুল্লাহ্ বিন লাইস আল মারুজি আমাকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইউনুস জাম্মাল আমারেকে বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি শোবাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, كف من تراب خير من أبى حنيفة
"এক মুঠো মাটিও ইমাম আবু হানিফা হতে উত্তম "

৫। মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আমাদেরকে বলেন, সুলাইমান বিন হারব আমাদেরকে বলেন, আমি হাম্মাদ বিন যায়দকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি হাজ্জাজ বিন আরতাতকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, و من ابو حنيفة و من يأخذ عن أبى حنيفة ؟ " আবু হানিফা কে ? আর কে আবু হানিফা হতে হাদিস গ্রহণ করে থাকে ?

ইমাম উকাইলি কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে উল্লেখিত উদ্ভট ও মিথ্যা উক্তি গুলোকে তার কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন। মিথ্যাবাদী জাল বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই শরিয়াহ্ ভূলে গিয়েছেন, তা না হলে তিনি নিজে যাকে দ্বঈফ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে হওয়ার কারণে এমন দ্বঈফ বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে গ্রহণ করলেন কী করে ? আর্শ্চয! এ সমস্ত আলেমগণ ইলমি আদালত ও ইনসাফ ভূলে গেছেন। উক্ত বর্ণনাগুলো যে মিথ্যা তা দু'ভাবে প্রমাণিত হবে। ১। সনদের ক্ষেত্রে ২। মতনের ক্ষেত্রে

## সনদের ক্ষেত্রে ভূল

যে সমস্ত মিথ্যা বর্ণনাকারীগণ উপরোক্ত উক্তি সমূহের প্রচারকারী তারা মুহাক্কিক আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তার প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক) **সনদের ক্ষেত্রে প্রথম ভূল :**

আবু নঈম দ্বিরার বিন সুরাদ দ্বরার বিন সুরাদ সর্ম্পকে ইমাম উকাইলি নিজেই "কিতবুদ দুআ'ফা আল কাবির" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২২২ পৃষ্ঠার ৭৬৬ নং তরজমায় বলেন, حدثنا أدم بن موسى قال : سمعت البخارى قال : ضرار بن صراد ابو نعيم الطحان متروك الحديث.

"আদম বিন মুসা আমাদেরকে বলেছেন, আমি ইমাম বুখারিকে বলতে শুনেছি দ্বিরার বিন সুরাদ মাতরুকুল হাদিস"।

ইমাম যাহাবি "মিযানুল ই'তিদাল ফি নকদিল রিজাল" কিতাব এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠায় ৩৯৫১ নং তরজমায় বলেন, : قال البخارى و غيره متروك ، و قال يحي بن معين كذاب .

"ইমাম বুখারি ও অন্যান্যগণ বলেছেন, দ্বিরার বিন সুরাদ মাতরুক। ইমাম ইয়াহিয়া বিন মঈন বলেছেন দ্বিরার মিথ্যাবাদী"।

ইমাম মিযযি তাহযিবুল কামাল কিতাব এর ১৩ খণ্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,আলি বিন হাসান আল হাসিনজানি বলেন, ইয়াহিয়া বিন মঈন

বলেছেন, بالكوفة كذابان أبو نعيم النخعي و أبو نعيم ضرار بن صراد. "কুফাতে দু'জন মিথ্যাবাদি আছে, আবু নঈম আন নখঈ ও আবু নঈম দ্বিরার বিন সুরাদ"।

প্রিয় পাঠক দেখুন, এ ধরনের মিথ্যাবাদীরাই ইমাম আযম এর বিরুদ্ধে তাদের জবানকে প্রলম্বিত করেছে। আর ইমাম উকাইলির মত হানাফি বিদ্বেষীগণ তা চোখ বুঝে লুফে নিয়েছে। এটা ইনসাফ নয়, তাই শরঈ বিধান অনুযায়ী পরিত্যাজ্য। উক্ত মিথ্যাবাদী দ্বিরার বিন সুরাদ ইমাম আযম আবু হানিফা সর্ম্পকে বলেছে, و كان يقول القران مخلوق "সে বলে আল কুরআন মাখলুক"। উক্ত মিথ্যাবীদের জওয়াব দেওয়ার পূর্বে আল কুরআন মাখলুক (القران مخلوق) বিষয়টি সর্ম্পকে জানা প্রয়োজন।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা খালিক অর্থাৎ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকারী। আল কুরআন হচ্ছে তাঁরই কথা, আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ও তাঁর কথা একই। যদি আল কুরআনকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলা হয়, তাহলে আল্লাহ্ তায়'লার যাত হতে তাঁর কালামকে বিচ্ছিন্ন করা হল যা অসম্ভব, তাই যারা আল কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলবে তারা কাফির। ইমাম আযম এর ফাতাওয়াও তাই। এখানে এ ব্যাপারে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্‌র বক্তব্য উল্লেখ করা হল।

ইমাম খতিব আল বাগদাদি তার তারিখ আল বাগদাদ এর ১৫ খণ্ডে আল কুরআন মাখলুক এর ব্যাপারে ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ এর মত উল্লেখ করেছেন, "যারা বলবে আল কুরআন মাখলুক তারা কাফির" খতিব আল বাগদাদি তার তারিখ আল বাগদাদ এর উক্ত খণ্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قال النخعي : حدثنا نجيح بن إبراهيم قال :حدثني إبن أبي كرامة وراق أبي بكر بن أبي شيبة قال : قدم إبن المبارك على أبي حنيفة ، فقال له أبو حنيفة : ما الذي دب فيكم ؟ قال له : رجل يقال له جهم ، قال : و ما يقول ؟ قال : يقول القرآن مخلوق ، فقال أبو حنيفة : " كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ج إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا .

"নখঈ বলেন, নাজিহ্ বিন ইব্রাহিম আমাদেরকে বলেছেন, ইবনু আবু কারামাহ্ আমাকে বলেছেন, ইবনুল মুবারাক ইমাম আবু হানিফার নিকট আসলেন, ইমাম

আবু হানিফা তাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যা ঘটছে তা কী ? ইবনুল মুবারাক বললেন, জাহম নামে এক ব্যাক্তির উদ্ভব হয়েছে সে বলছে আল কুরআন মাখলুক,( আল কুরআন আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার সৃষ্টি, কালাম নয়)। তখন ইমাম আবু হানিফা বললেন, এদের সর্ম্পকেই আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু বলেছেন, "তাদের মুখের কথা কী সাংঘাতিক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে"।

যারা বলে আল কুরআন আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার কালাম নয়, বরং তার সৃস্টির মধ্যে এক সৃষ্টি তাদের প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বললেন, তারা মিথ্যাবাদী, তারা আল্লাহ্ তাআ'লার কালামকে তার যাত হতে বিচ্ছিন্ন করে মিথ্যারোপ করছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার আরো স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম খতিব আল বাগদাদি তার তারিখ আল বাগদাদ এর উক্ত পৃষ্ঠায় বলেন, حدثنا القاضى أبو جعفر السمنانى قال : حدثنا الحسن بن أبى عبد الله السمنانى ، قال : حدثنا الحسن بن رحمة الويمى قال : حدثنا محمد بن شجاع الثلجى قال : حدثنا محمد بن سماعة عن أبى يوسف قال : ناظرت حنيفة ستة أشهر، حتى قال : من قال القرأن مخلوق فهو كافر.

"কাদ্বি আবু জাফর সামনানি আমাদেরকে বলেন, হাসান বিন আবু আব্দুল্লাহ্ আস সামনানি আমাদেরকে বলেন, হুসাইন বিন রাহমাহ্ আল ওয়াইমি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন শুজা' আস সালজি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন সিমাআ'হ্ ইমাম আবু ইউসুফ হতে আমাদেরকে বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফার দিকে ছয় মাস নিরিক্ষণ করেছি সর্বদাই তিনি বলেছেন, যে বলবে আল কুরআন অন্যান্য সৃষ্টির মতই সৃষ্ট তাহলে সে কাফির"।

ড. বাশশার আওয়াদ মারুফ তারিখে রাগদাদ এর তাহকিকে বলেন, এ সনদটি হাসান।

ইমাম আবু হাতিম তার আস সুন্নাহ্ কিতাবে উল্লেখ করেছেন, حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم ، حدثنا على بن الحسن الكراعى قال : قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرأن مخلوق فهو كافر.

"আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বলেন, আলি বিন হাসান আল কুরাই' আমাদেরকে বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, আমি ইমাম আবু হানিফার দিকে ছয় মাস নিরিক্ষণ করেছি, তাতে আলোচনায় ঐকমত্যে পৌছেছি, যে বলবে আল কুরআন অন্যান্য সৃষ্টির মতই সৃষ্ট তাহলে সে কাফির"।

শায়খ আমর আব্দুল মুনঈম সালিম তার "ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত ওয়া নিসবাতুহু ইলাল কাওলি বি খালকিল কুরআন" কিতাবের ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন, قلت و هذا إسناد حسن ، أحمد بن محمد بن مسلم هو إبن يزيد بن مسلم الأنصارى ترجمه إبن أبى حاتم فى الجرح و التعديل ، و قال: كتبنا عنه و هو صدوق.

"আমি বলছি এ সনদটি হাসান, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ইনি হলেন ইবনু ইয়াযিদ বিন মুসলিম আল আনসারি। তার ব্যাপারে ইমাম আবু হাতিম তার আল জারহু ওয়াত তা'দিল কিতাবে বলেন, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম হতে আমরা হাদিস গ্রহণ করেছি, তিনি সত্যবাদী"।

অনুরুপ আলি বিন হাসান প্রসঙ্গে বলেন, " لم يكن به بأس " তার থেকে বর্ণনা গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। ইহা হতে প্রমাণিত হল উপরোক্ত দু'টি সূত্রেই ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণনাটি সহিহ। অর্থাৎ ইমাম আযম রাহিমাহুল্লাহ্র ফিকহি মজলিসের সর্বসম্মত ফাতাওয়া ছিল যারা বলবে, আল কুরআন মাখলুক (অন্যান্য সৃষ্টির মতই সৃষ্ট ) তারা কাফির।

ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ তার "আল আসমা ওয়াস সিফাত" কিতাবের ৫৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قرأت فى كتاب أبى عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق بروايته عن القاسم بن أبى صالح الهمدانى عن محمد بن ايوب الرازى قال : سمعت محمد بن سابق يقول : سألت أبا يوسف فقلت : أكان أبو حنيفة يقول : القران مخلوق ؟ قال معاذ الله و لا أنا أقول .

"আমি আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন ইব্রাহিম আদ দাক্কাক এর কিতাব পড়েছি তিনি কাসিম বিন আবু সালিহ আল হামাদানি হতে তিনি মুহাম্মাদ বিন আইউব আর রাযি হতে তিনি বলেন মুহাম্মাদ বিন সাবিককে

বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু ইউসুফকে জিজ্ঞেস করেছি, ইমাম আবু হানিফা কী বলতেন আল কুরআন মাখলুক ? তিনি বললেন, ইমাম তো দুরের কথা আমিও তো এ মত পোষণ করি না"।

উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকি বলেন, رواته ثقات "উল্লিখিত বর্ণনাকারীগণের সকলেই সিকাহ"।

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হতে সহিহ্ বর্ণনা এসেছে ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদের ১৫ খণ্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, أخبرنا خلال قال أخبرنا حريرى أن النخعى حدثهم حدثنا أبو بكر المروذى قال : سمعت أبا عبد الله أحمد ين حنبل يقول : لم يصح عندنا أن أبا حنيفة و كان يقول : القران مخلوق.

"খাল্লাল আমাদেরকে বলেন, হারিরি আমাদেরকে বলেছেন, ইমাম নখঈ বলেন, আবু বকর আল মারুজি আমাদেরকে বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আল কুরআন মাখলুক, এ কথা যারা বলে তা সঠিক নহে"

ড. বাশশার আওয়াদ মারুফ তারিখে বাগদাদ এর টিকায় বলেন, إسناده صحيح এ সনদটি সহিহ্।

ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদের ১৫ খণ্ডের ৫১৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেছেন, و قال النخعى : حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى قال : سمعت أبا سليمان الجوزجانى و معلى بن منصور الرازى يقولان : ما تكلم أبو حنيفة و لا أبو يوسف ولا زفر و لا محمد و لا أحد من أصحابه فى القرأن ، و إنما تكلم فى القرأن بشر المريسي ، و إبن أبى داؤد ، فهؤلاء شانوا أصحاب أبى حنيفة .

"ইমাম নখঈ বলেন, মুহাম্মাদ বিন শাজান আল জাওহারি আমাদেরকে বলেন, আমি আবু সুলাইমান আল জুযযানি ও মুআল্লা বিন মানসুর আর রাযি উভয়কে বলতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু হানিফার কোন ছাত্রকেই আল কুরআন মাখলুক এ কথা বলতে শুনিনি। বরং যারা আল কুরআন মাখলুক বলতো তারা হল, বিশর আল

মারিসি ও ইবনু আবু দাউদ, এরাই ইমাম আবু হানিফার কথাকে বিকৃত করে দূর্নাম রটিয়েছে"।

ড. বাশশার আওয়াদ মারুফ তারিখে বাগদাদ এর টিকায় বলেন, إسناده صحيح এ সনদটি সহিহ্।

উক্ত বর্ণনা দু'টির বর্ণনাকারীগণের সকলেই সিকাহ্। সনদটি একটি উৎকৃষ্ট সনদ। খাল্লাল হলেন ইমাম খতিব বাগদাদির উস্তাদ তার পুরা নাম হাসান বিন আবু তালিব মুহাম্মাদ খাল্লাল। তিনি হাফিজ ও একজন সিকাহ্ বর্ণনাকারী খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদের ৮ খণ্ডের ৪৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন, كتبنا عنه و كان ثقة. " আমরা তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছি, তিনি সিকাহ্ ছিলেন।

অনুরুপ ইমাম যাহাবি তার সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবের ১৭ খণ্ডের ৫৯৩ পৃষ্ঠায় ইমাম খাল্লাল এর সিকাহ হওয়ার মত পোষণ করেছেন। আর হারিরি তিনি হলেন আলি বিন আমর বিন সাহল। খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদের ১৩ খণ্ডের ৪৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আতিকি আমাদেরকে বলেন, و كان ثقة. "তিনি সিকাহ্ ছিলেন"।

অনুরুপ আলি বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান আন নখঈ ও মারুযি ইনারা প্রত্যেকেই সিকাহ। এমন একটি সহিহ সনদ দ্বারা বর্ণিত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর উক্তি গ্রহণযোগ্য নাকি উকাইলি কর্তৃক উল্লেখিত দ্বিরার বিন সুরাদ নামক মিথ্যাবাদির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'হ্ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তি لم يصح عندنا "ইমাম আবু হানিফা বলেছেন আল কুরআন মাখলুক এ কথা আমাদের নিকট সঠিক নয়" ইহা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে আল কুরআন মাখলুক এ কথাটিকে ইমাম আবু হানিফার সাথে যুক্ত করা ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা।

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে আবু নঈম দ্বিরার বিন সুরাদ নামক মিথ্যাবাদির সূত্রে বর্ণিত সনদে ইমাম আযম এর প্রতি উপরোক্ত তোহমত দেওয়া হয়েছে। ইহা যে তোহমত তা সহিহ সূত্রে বর্ণিত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আবু

সুলাইমান আল জুযযানি ও মুআল্লা বিন মানসুর আর রাযি রাহিমাহুমুল্লাহ্ গণের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। কারণ এখানে শুধু ইমাম আবু হানিফা নন তাঁর সকল ছাত্রই এ কদর্য মতটি সমর্থন করতেন না, অথচ উকাইলির মত হানাফি বিদ্বেষীগণ কোন যাচাই-বাছাই ও তাহকিক ছাড়াই ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে উল্লেখিত উদ্ভট ও মিথ্যা উক্তি গুলোকে তার কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন। যাদের আন্তরে রোগ আছে তারাই কেবল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হক্বকে গোপন রাখতে চেষ্টা করে।

**খ) সনদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভূল**

ইমাম উকাইলি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আসসামি আমাদেরকে বলেন, সাঈদ বিন ইয়াকুব আত্তালকানি আমাদেরকে বলেন, মুয়াম্মাল আমাদেরকে ইসহাক হতে বলেন, আমি ইবনু আওনকে বলতে শুনেছি ما ولد فی الإسلام مولود اشئم من أبی حنیفة و کیف تأخذون دینکم عن رجل قد خذل فی عظم دینه .

"ইসলামে ইমাম আবু হানিফা হতে খারাপ আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেনি। তোমরা তোমাদের দ্বিনকে এমন একজন লোক থেকে কীভাবে গ্রহণ করবে, যে তার দীন এর গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ"।

উক্ত সনদে মুয়াম্মাল বিন ইসমাইল দ্বঈফ। ইমাম মিযযি তাহ্যিবুল কামাল কিতাবের ২৯ খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন, قال البخاری منکر الحدیث "ইমাম বুখারি বলেন, মুয়াম্মাল মুনকিরুল হাদিস"।

ইমাম আবু হাতিম আল জারহু ওয়াত তা'দিল কিতাবে বলেছেন, صدوق شدید فی السنة کثیر الخطا .

"তিনি সত্যবাদী কঠোর ভাবে সুন্নাহ পালন করতেন, কিন্তু অনেক ভূল করেছেন।"

ইমাম ইবনু সা'দ তার তাবাকাতের ৫ খণ্ডের ৫০১ পৃষ্ঠায় বলেন, ثقة کثیر الغلط "তিনি সিকাহ কিন্তু প্রচুর ভূলে লিপ্ত"।

ইমাম যাহাবি তার মিযানুল ইতিদাল কিতাবে উল্লেখ করেছেন : وقال أبو زرعة : فی حدیثه خطا کثیر .

"ইমাম আবু যুরআহ্ বলেন, তার বর্ণনায় প্রচুর ভুল পরিলক্ষিত"।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাইন তাকে সিকাহ্ বললেও ইমাম আবু হাতিম, ইমাম আবু যুরআহ্, ইমাম বুখারি, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সা'দ প্রমুখ ইমামগণ তাকে ভূল বর্ণনাকারী রাবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

**গ) সনদের ক্ষেত্রে তৃতীয় ভুল ঃ** ইমাম উকাইলি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আহম্মাদ আল তানতাকি আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসির আমাদেরকে ইমাম আওযায়ী হতে বলেন, যখন ইমাম আবু হানিফা ইন্তেকাল করেন তখন সালামাহ্ বিন হাকিম বলেছেন, الحمد لله إن كان لينقض الإسلام عروة عروة "আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা করছি এভাবে যদি ইসলাম একজন করে নিঃশেষ করে দিতেন।"

উক্ত ইবারাতে মুহাম্মাদ বিন কাসির খুবই দঈফ। ইমাম বুখারি তারিখুল কবীর এর প্রথম খণ্ডের ২১৮ পৃষ্ঠায় ৬৮ নং তরজমায় বলেন, ضعفه أحمد "ইমাম আহ্মাদ তাকে দঈফ বলেছেন,।"

ইমাম আবু হাতিম তার আল জারহু ওয়াত তা'দিল কিতাবের অষ্টম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় ৩০৯ নং তরজমায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল বলেছেন, محمد بن كثير لم يكن عندى ثقة . "মুহাম্মাদ বিন কাসির আমার নিকট সিকাহ্ নয়"।

ইমাম মিযযি তাহযিবুল কামাল এর ২৬ খণ্ডের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "সালিহ্ বিন মুহাম্মদ বলেন, সত্যবাদি কিন্তু অনেক ভূলে আক্রান্ত।"

ইমাম বুখারি বলেছেন لَيِّن جِدا। তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন।

ইমাম ইবনু হিব্বান তার সিকাত কিতাবে বলেন, "তিনি ভূলে আক্রান্ত ছিলেন।"

**ঘ) সনদের ক্ষেত্রে চতুর্থ ভুল ঃ** ইবনু উকাইলি তার কিতাবুল দুআ'ফা আল কাবির কিতাবে বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন লাইস আল মুরুযি আমাকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইউনুস আল জামাল আমাদেরকে বলেন, ইয়াহ্ইহয়া বিন সাঈদকে বলতে শুনেছি, আমি শোবাহ্ হতে শুনেছি তিনি বলেন, كف من تراب خير من أبى حنيفة . "এক মুঠো মাটিও ইমাম আবু হানিফা হতে উত্তম।"

ইমাম মিযযি তাহযিবুল কামাল এর ২৭ খণ্ডের ৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, و
قال أبو أحمد بن عدى : هو ممن يسرق حديث الناس .
"ইবনু আদি বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইউনুস আমাদের বর্ণনা চুরি করে কথা বলত।"

ইমাম হাফিয ইবনু হাযার আল আসকালানি তার তাকরিবুত তাহযিব কিতাব এ বলেন, أن مسلما روى عنه ضعيف ، لم يثبت "সে দ্বঈফ, ইমাম মুসলিম হতে তার বর্ণনার কোন প্রমাণ নেই ।"

**৬) সনদের ক্ষেত্রে পঞ্চম ভূল**

ইমাম উকাইলি তার কিতাব দুআ'ফা আল কাবির এর ৪ খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আমাদেরকে বলেন, সুলাইমান বিন হারব আমাদেরকে বলেন, হাম্মাদ বিন যায়েদ হতে শুনেছি তিনি বলেন, من أبو حنيفة و من يأخذ عن أبى حنيفة "আবু হানিফা কে ? আর কেইবা তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছে।"

হাজ্জাজ বিন আরতাত এর এই বর্ণনাটি গ্রহণ করে ইমাম উকাইলি ইমাম আবু হানিফার প্রতি হিংসার চরম স্তরে পৌঁছে তার বিষোদ্গার উদ্গিরণ করেছেন। সে নিজেই তার "কিতাবুল দুআ'ফা আল কাবির" কিতাবে হাজ্জাজ বিন আরতাতকে দ্বঈফ বলে, আবার তারই বর্ণনা গ্রহণ করেছে অন্ধদের জন্য সাদা-কালো সবই সমান, তাই তারা ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

উল্লিখিত ৫ টি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেহ দ্বঈফ বর্ণনাকারী, কেহ মিথ্যাবাদি, কেহ হাদিস চোর, কেহ ভূল ত্রুটিতে নিমগ্ন। হিমালয়সম ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন, ফকিহ্গণের মাথার রত্ন, শুধু মুহাদ্দিসই নন মুহাদ্দিস বানানেওয়ালা ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র বিপক্ষে কিছু সংখ্যক হিংসুক ও জাহিল তাদের হিংসাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে ইতিহাসের পাতায় এভাবেই মিথ্যাবাদি হিসাবে নিজেদের নাম জিইয়ে রাখার ব্যাবস্থা তারাই করে রেখেছে। আর এ সমস্ত মিথ্যা অভিযোগের জওয়াব দেওয়ার দ্বারা যুগ যুগ ইমাম আযম জিন্দা থাকবেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাস্তায় জীবন দানকারী বান্দাদের

কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে তাদের আলোচনাকে বুলন্দ রাখার ব্যাবস্থা করে দেন।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল তা সনদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বর্ণনাকারীদের প্রসঙ্গে। এ সমস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলো যে মিথ্যার প্রলেপে আবৃত তা বিভিন্ন শরঈ বিধি বিধানে পরিলক্ষিত।

ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম উকাইলি কর্তৃক পরিবেশিত উল্লেখিত ৫ টি মিথ্যা বর্ণনার প্রথমটির আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, এখন পর্যায়ক্রমে বাকিগুলোর আলোচনা করা হলো ঃ

**দ্বিতীয় বর্ণনাটির বক্তব্য ما ولد فى الإسلام مولود اشئم من أبى حنيفة "ইসলামে আবু হানিফার চেয়ে অধিক খারাপ লোক আর জন্ম গ্রহণ করে নাই"।**

**তৃতীয় বক্তব্যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র মৃত্যুর কথা শুনে আল হামদুলিল্লাহ্‌ বলা।**

**চতুর্থ বক্তব্যে এক মুঠো মাটিও ইমাম আবু হানিফা হতে উত্তম।**

**পঞ্চম বক্তব্যে বলা হয়েছে কে আবু হানিফা আর কেইবা তার থেকে হাদিস ও ফিকহ্‌ গ্রহণ করেছে ?**

## উক্ত চারটি বক্তব্যের জওয়াব।

ইমাম উকাইলি তার কিতাবুল দুআ'ফা আল কাবির কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ব্যাপারে যে ধরণের উক্তি তিনি সন্নিবেশ করেছেন তা কোন ধারাতেই শারঈ উসুলের মধ্যে পরে না। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস অনুযায়ী এ সমস্ত লোকগুলোর মুসলমানিত্ব নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন . المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده "মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জবান হতে অন্য মুসলমান রক্ষা পায়।"

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র এর প্রশংসা যেখানে ইমাম আত্বা বিন আবু রাবাহ্‌, ইমাম আবু জাফর বাকির, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল, ইমাম আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুবারাক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম

আমাশ, ইমাম ওয়াকী বিন জাররাহ প্রমুখ বিশ্ব বরেন্য ইমামগণ করেছেন সেখানে গুটি কয়েক নামহীন মিথ্যাবাদি বর্ণনাকারির মিথ্যা বর্ণনা-

১। "ইসলামে আবু হানিফার চেয়ে অধিক খারাপ লোক আর জন্ম গ্রহণ করে নাই।

২। "আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা করছি এভাবে যদি ইসলাম একজন করে নিঃশ্বেষ করে দিতেন।"

৩। "এক মুঠো মাটিও ইমাম আবু হানিফা হতে উত্তম।"

৪। "আবু হানিফা কে ? আর কেইবা তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছে।"

একজন বিখ্যাত ফকিহ্ মুহাদ্দিস ইবাদাত গুজার মুত্তাকি পরহেজগার ব্যাক্তি যিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করলেন, শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন, তবুও অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। তার সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য পেশ করা কতটা দীন হীণতার পরিচয় তা বুঝতে বেশি ইলম হাসিল এর প্রয়োজন নাই। দুই শ্রেণীর হীনম্মন্য লোকদের দ্বারা উক্ত মন্তব্য সমূহের প্রকাশ ঘটতে পারে।

১। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র হক কথা ও ফাতাওয়া তাদের স্বার্থপরতায় আঘাত করেছে।

২। অথবা হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে ইমামের পারঙ্গমতাকে তারা সহ্য করতে পারেনি। যে কথা ইমামুল আয়েম্মা ওয়াল মুসলিমিন, ইমাম আবু জাফর বাকির রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, 'হে নুমান বিন সাবিত হিংসুকেরা দীন সর্ম্পকে তোমার জ্ঞানকে সহ্য করতে পারছে না, তাই তারা তোমার পশ্চাতে তাদের কদর্য ব্যবহার প্রকাশ করছে'।

আর একজন ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান এর নাম ব্যবহার করে মিথ্যার ও নির্লজ্জতার সর্বশেষ ধাপে চড়ে বলল, এক মুঠো মাটিও ইমাম আবু হানিফা হতে ভাল। এগুলো যে মিথ্যাবাদীদের দ্বারা পরিবেশিত তা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইমাম আবু হানিফার সুখ্যাতি করেছেন, এ মিথ্যাবাদীগণ তাদের নাম ব্যবহার করে মিথ্যা ছড়িয়েছে, তার প্রমাণ হলেন ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান। তিনি বলেছেন, "আল্লার নামে বলছি,

মিথ্যা বলব না আমরা ইমাম আবু হানিফার অধিকাংশ ফিকহি মতকে মেনে নিয়েছি"। ইতিপূর্বে দলিলসহ এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকজন বলে কী من أبو حنيفة কে আবু হানিফা ? আর কে আবু হানিফা হতে ইলম শিক্ষা করেছে ? কথায় আছে কেহ যখন অপরাধ করে তখন তার কিছু আলামত রেখে যায়, এ লোকগুলোর অবস্থাও হয়েছে তাই, কে আবু হানিফা ? এ কথা বলে তাদের মূর্খতার সর্ব প্রকার লক্ষণই উন্মোচন করে দিয়েছে। তাই উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল উল্লিখিত বর্ণনার সনদ এর মত মূল বক্তব্য গুলোও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এ ধরনের বানোয়াট ভিত্তিহীন উক্তি দলিল হিসেবে ব্যবহার করে যারা ইমাম আযমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবে, তাতে ইমাম আযম এর কোন ক্ষতিই হবে না, বরং ইমাম আযম এর চর্চা বেড়ে যাবে এবং তোহমত দেওয়ার কারণে তাদের গুণাহের পাল্লা ভারি হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা যার কল্যাণ চান তাকে সহিহ্ বুঝ দান করেন।

# ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে যারা সুখ্যাতি ও প্রশংসা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত নিরুপণ করেছেন তার দ্বিতীয় হল সিকাহ্ রাবি ব্যতীত হাদিস গ্রহণ না করা।

১। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল:
ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার জামেউল বয়ানিল ইলমি এর খণ্ডের --পৃষ্ঠায় বলেন, মাসলামাহ্ বিন শবিব বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, رأى الأوزاعى ، و رأى مالك ، و رأى ابى حنيفة، كله رأى و هو عندى سواء إنما الحجة فى الأثر .
"ইমাম আওযাঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা প্রত্যেকের মতই আমার নিকট সমান। আসার এর মধ্যেই দলিল।"

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্র উক্ত বক্তব্য হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে ইমাম উকাইলি তার কিতাবে ইমাম আযম এর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর নাম ব্যবহার করে যে কদর্য মত সন্নিবেশ করেছেন তা মিথ্যাবাদীদের দ্বারা পরিবেশিত।

ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখ বাগদাদের ১৫ খণ্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায়, এবং ইমাম হুসাইন বিন আস সাইমারি আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু" কিতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ইসমাইল বিন সালিম বলেন, ضرب أبو حنيفة على الدخول فى القضاء فلم يقبل القضاء ، قال : و كان أحمد بن

حمبل إذا ذكر ذلك له بكى و ترصم على أبى حنيفة.

"ইমাম আবু হানিফার নিকট কাজির (বিচারক) পদ গ্রহণের জন্য বলা হয়, কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক না হওয়ার কারণে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এ কারণে তাকে আটক করে বেত্রাঘাত করা হয়, তারপরও তিনি অনৈসলামিক কাজির পথ গ্রহণ করেননি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল যখনই ইহা স্মরণ করতেন তিনি কাঁদতেন এবং ইমাম আবু হানিফার জন্য দোয়া করতেন।

ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ তার আল খাইরাতুল হিসান কিতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় বলেন, و قال أحمد بن حمبل رحمه الله تعالى فى حقه : إنه من العلم و الورع والزهد و إيثار الأخرة بمحل لا يدركه أحد.
"ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্, ইমাম আযম আবু হানিফা সম্পর্কে বলেন, কুরআন-হাদিসের জ্ঞান, তাকওয়া, দুনিয়া বিরাগি এবং আখিরাতের প্রতি ঝোঁক এর সবকিছু সম্মিলন তার মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এতগুলো গুণ অন্য কারো মধ্যে একসাথে দেখা যায় না"।

খাইরাতুল হিসান এর ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ইসা বিন ইউনুস বলেন لا تصدقن أحدا يسئ القول فيه فإني والله ما رأيت أفضل منه و لا أفقه منه.

"ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে যে খারাপ ধারণা করে তা মোটেই আমলে নেওয়া যাবে না, কেননা আমি তার থেকে উত্তম কাউকে দেখি নাই, আর তার থেকে অধিক ফিকহ জ্ঞান সম্পন্ন আলেমও দেখি নাই"।

ইমামুল আওলিয়া ইমাম ফুদ্বাইল বিন আয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, كان فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالأفضال على كل من يطوف به صبورا على تعليم العلم بالليل و النهار قليل الكلام حتى لا يرد مسئلة فى الحلال و الحرام إلا على الحق هاربا من السلطان.

"ইমাম আযম আবু হানিফা ফিকহি ব্যাপারে সর্বজনবিদিত ছিলেন, তাকওয়া-পরহেজগারিতে স্বনামধন্য, তিনি প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন, যারাই তার নিকট গিয়েছেন তাদের সাথে সৌজন্য ব্যাবহার করেছেন এবং তোহফা দিয়েছেন। ধৈর্যের সাথে দিনে-রাতে ইলম শিক্ষা দিতেন, তিনি কম কথা

বলতেন। হালাল-হারামের ব্যাপারে প্রকৃত ও সঠিক বর্ণনা দিতেন আর অত্যাচারী শাসক হতে দূরে থাকতেন।"

ইমাম আমাশ বলেন, إنما يحسن جواب هذا النعمان بن ثابت و أظنه بورك له في علمه . ( ইমাম আমাশকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার পর বললেন) এ ব্যাপারে নুমান বিন সাবিতই ভাল জওয়াব দিতে পারবে। আমি মনে করি ফিকহি মাসআলা বর্ণনায় তার উপর আল্লাহ্ তায়া'লার বিশেষ বরকত রয়েছে ( যার ফলে তিনি যত কঠিন মাসআলাই হোক তার সহজ জওয়াব দিতে পারতেন) "।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আদম বলেন, ما تقولون في هؤلاء الذين يقعون في أبى حنيفة قال أنَّهُ جَاءَهُمْ بِمَا يَعْقِلُوْنَهُ وَمَا لاَ يَعْقِلُوْنَهُ من العِلْمِ فَحَسَدُوْهُ.

"যারা ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী ? তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত মাসআলা কিছু তারা বুঝতে পারে, আর এমন মাসআলা তিনি বলেন যা তাদের আকলে ধরেনা এরপর থেকেই এ লোকগুলো তাঁকে হিংসা করতে শুরু করে।"

ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্ বলেন, ما رأيت أحداً أفقه منه ولا احسن صلاة منه .

"ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্ বলেন, ইমাম আবু হানিফার চেয়ে অধিক ফিকহি জ্ঞান সম্পন্ন কাউকে দেখি নাই, আর সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও তার চেয়ে উত্তম ভাবে সালাত আদায় করতে কাউকে দেখি নাই"।

ইমাম হাফিজ হাদিস সমালোচক ইমাম ইয়াহ ইয়া বিন মাঈন বলেন, (গণ্য করার মত) ফকিহ্ হলেন চারজন ১। আবু হানিফা ২। সুফিয়ান সাওরি, ৩। মালিক বিন আনাস ৪। আওযাঈ। তিনি আরো বলেন, আমি হামযার কিরাআত ও ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ্কে গ্রহণ করেছি। আর লোকদের কেও এর উপর পেয়েছি।"

খাইরাতুল হিসান কিতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি উল্লেখ করে বলেন, কাদ্বী শারিক বলেন, كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير التفكر دقيق النظر في الفقه لطيف الإستخراج في العلم و العمل و البحث.

"ইমাম আবু হানিফা নিরবতা পালন করতেন, সব সময় চিন্তামগ্ন থাকতেন,

ফিকহি বিষয়ে সুক্ষ নজর রাখতেন, গবেষণা, আমল ও ইলমের ক্ষেত্রে সুক্ষ্ম ভাবে আল কুরআন ও হাদিস হতে মাসআলা বের করতেন।"

ইমাম সুয়ূতি তাবঈদুস সহিফা ফি মানাকিবি আবি হানিফা কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ তার খাইরাতুল হিসান কিতাবের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্র অন্যতম উস্তাদ ইমাম মক্কি বিন ইব্রাহিম বলেন (ইনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র) كان أعلم أهل زمانه و ما رأيت في الكفيين الأورع منه.

"ইমাম আবু হানিফা তার সময়কার সবচাইতে জ্ঞানি ছিলেন, কুফাবাসিদের মধ্যে তার চাইতে অধিক পরহেজগার আর কাউকে দেখি নাই"।

ইমাম সুয়ূতি আরো উল্লেখ করেছেন ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক বলেন, دخلت الكوفة فسئلت علماءها و قلت : من أعلم الناس فى بلادكم هذه ؟ فقالوا كلهم : الإمام ابو حنيفة .

"আমি (প্রথম বার ) কুফায় গিয়ে সেখানকার আলেমগণকে জিজ্ঞেস করি আপনাদের শহরের সবচাইতে অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যাক্তি কে ? সকলে একবাক্যে বললেন, ইমাম আবু হানিফা"

ইমাম সুয়ূতি উক্ত কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, وا شتغل أبو حنيفة بطلب العلم و بالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره و دخل يوما على المنصور و عنده عيسى بن موسى ، فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم .

"ইমাম আবু হানিফা ইলম অর্জন শুরু করার পর এমন পর্যায়ে এসে পৌছান, যা অন্য কেহ অর্জন করতে পারেনি, তিনি খলিফা মনসুর দরবারে আসেন, সেখানে ইসা বিন মুসা উপস্থিত ছিলেন তিনি খলিফা মানসুরকে বললেন, ইনি হলেন ইমাম আবু হানিফা বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে বড় আলেম।"

ইমাম সুয়ূতি উক্ত কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেন, قال يزيد بن هارون : أدركت ألف رجل و كتبتُ عن أكثرهم ما رأيت فيهم أفقه و لا أورع و لا أعلم من خمسة أولهم أبو حنيفة . و ذكره ابن عبد البر فى كتاب جامع بيان العلم .

"ইয়াজিদ বিন হারুন বলেন, আমি এক হাজার আলেম এর সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং তাদের অধিকাংশ হতে হাদিস ও ফিকহ লিখেছি, তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে দেখেছি যারা ফিকহ, তাকওয়া এবং জ্ঞান এর ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম ইবনু আব্দুল বার তার জামি' বয়ানুল ইলম কিতাবে ইহা উল্লেখ করেছেন"।

ইমাম সুয়ূতি তাবঈদুস সহিফা কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেছেন, হাফিজ খসরু বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্ বলেন খালফ বিন আইয়ূব বলেছেন, صار العلم من الله إلى محمد صلى الله عليه و سلم ، ثم إلى أصحابه ، ثم إلى التابعين ، ثم صار إلى أبي حنيفة و اصحابه . و اجمعت الأمة على كون أبي حنيفة فقيها مجتهدًا إمامًا كبيرا فى الفقه .

"ইলম আল্লাহ তায়ালার নিকট ছিল, সেখান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসল, তারপর তা সমস্ত সাহাবিগণ পেলেন, তারপর তাবেঈনগণ তা লাভ করলেন, তারপর ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রগণ তা লাভ করলেন (এ পর্যায়ে ইলম বলতে ফিকহ বুঝানো হয়েছে) আলেমগণ তো এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম আবু হানিফা ফক্বিহ্, মুজতাহিদ ও ফিকহ শাস্ত্রে বড় ইমাম ছিলেন।"

ইমাম ইবনু কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়আ কিতাবের ১৩ খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফা সর্ম্পকে বলেন, فقيه العراق وأحد أئمة الاسلام و سادة الاعلام وأحد اركان العلماء واحد الأئمة الاربعة أصحاب المذاهب المتبعة وهوأقدمهم وفاة : لانه ادرك عصر الصحابة وراي أنس بن مالك . قيل وغيره وذكر بعضهم روي عن سبعة من الصحابة.
"ইমাম আবু হানিফা ফক্বিহুল ইরাক, ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্যতম ইমাম আলেমগণের নেতা, আলেম গণের অনুসরণীয় চার মাযহাবের ইমামগণের একজন। মৃত্যু হিসেবে তিনি ইনাদের অগ্রগণ্য, কেননা তিনি সাহাবিগণের যুগ পেয়েছিলেন এবং হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহ আনহুকে দেখেছেন। বলা হয় তিনি সাতজন সাহাবির সাক্ষাত লাভ করেছেন।"

ইমাম ইবনু কাসির তার" আল বিদায়া ওয়ান নিহায়আ কিতাবের ১৩

খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, قال سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك كان ابو حنيفة افقه اهل الارض في زمانه.
وقال ابو نعيم: كان صاحب الغوص في المسائل.
وقال مكر بن إبراهيم: كان اعلم اهل الارض.

"ইমাম সুফিয়ান সাওরি ও আব্দুল্লহ বিন মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, ইমাম আবু হানিফা তার যামানায় সবচাইতে বড় ফক্বিহ্ ছিলেন।

আবু নু'আইম বলেন, ইমাম আবু হানিফা মাসআলা বর্ণনায় মহা সমুদ্রের অতলে যেতে পেরেছিলেন।"

মক্কি বিন ইব্রাহিম বলেন, ইমাম আবু হানিফা জমিনের সবচাইতে বড় জ্ঞানি (তার যামানায়)।"

ইমাম খতিব বাগদাদি তার তারিখে বাগদাদ এর ১৫ খন্ডের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইব্রাহিম বিন মাখমাদ আল মুআদ্দাল আমাকে বলেন, কাদ্বি আবু বকর আহমাদ বিন কামিল আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল সুলামি আমাদেরকে বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর আল হুমাইদি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ান বিন উয়ায়না হতে শুনেছি شيئان ما ظننت انهما يجاوزان قنطرة الكوفة وقد بلغا الافاق ، قراة الحمزة ، ورأي ابي حنيفة.

"ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, দু'টি জিনিস আমি মনে করি নাই তা কুফা অতিক্রম করতে পারবে, অথচ আজ দেখেছি তা সমস্ত দিগন্তে পৌঁছে গেছে। ১। ইমাম হামযার কিরাআত ২। ইমাম আবু হানিফার রায়।

তারিখে বাগদাদের ১৫ খন্ডের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় ইমাম খতিব বাগদাদি উল্লেখ করেছেন ইমাম শাফেঈ বলেছেন -ما رأيت احدا افقه من ابي حنيفة

"ইমাম আবু হানিফা হতে আধিক ফিকহ জ্ঞান সম্পন্ন কাউকে আমি দেখি নাই। ইমাম বাগদাদি বলেন, এখানে ما رأيت এর অর্থ হবে ما علمت আমি জানি না।

ইমাম খতিব বাগদাদি "তারিখ আল বাগদাদ" এর ১৫ খন্ডের ৪৭১ পৃষ্ঠায় বলেন, খাল্লাল আমাদেরকে বলেন ইমাম নাখঈ তাদের নিকট বর্ণনা

করেন, জানদাল বিন ওয়ালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন বিশর আমাকে বলেন, আমি ভিন্নভাবে একবার ইমাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আস সাওরির নিকট যাই আরেকবার ইমাম আবু হানিফার নিকট যাই। যখন ইমাম আবু হানিফার নিকট গেলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোত্থেকে আসলে ? আমি বললাম, ইমাম সুফিয়ান হতে, তিনি বললেন তুমি এমন লোকের নিকট হতে এসেছ যদি ইমাম আলকামাহ ও আসওয়াদ আজ থাকতেন তাহলে উভয়েই ইলম গ্রহণের জন্য তার নিকট জন্য উপস্থিত হতেন। (মুহাম্মাদ বিন বিশর বলেন,) অতঃপর ইমাম সুফিয়ান সাওরির নিকট আসলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আসলে ? আমি বললাম, ইমাম আবু হানিফা হতে, তিনি বললেন তুমি এমন একজনের কাছ থেকে এসেছ যে দুনিয়ার সবচাইতে বড় ফকিহ।”

ইমাম খতিব আল বাগদাদি তারিখ আল বাগদাদ এর ১৫ খন্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, বারকানি আমাদেরকে বলেন, আবুল আব্বাস বিন হামদান আমাদেরকে বলেন মুহাম্মাদ বিন আইয়ূব আমাদেরকে বলেন, আহমাদ বিন শাব্বাহ আমাদেরকে বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ কে বলতে শুনেছি, ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করা হল আপনি কী ইমাম আবু হানিফাকে দেখেছেন ? জওয়াবে ইমাম মালিক বললেন, জ্বি- হ্যাঁ, এমন এক ব্যক্তিকে দেখিছি সে যদি তোমাকে এ কাঠের খুঁটিটাকে বলে ইহা স্বর্ণের, তা হলে অবশ্যই তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন। (কিন্তু তুমি তাকে কাঠের সাব্যস্ত করতে পারবে না)।

ইবনু খালকান (৬০৮-৬৮১) তার “ওয়াফয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউল আবনাইল যামান” কিতাবের ৫ খন্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

وقال أسد بن عمرو: صلي ابو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء اربعين سنة.

“আসাদ বিন আমর বলেন, ইমাম আবু হানিফা চল্লিশ বছর ইশার ওযু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন”।

ইমাম ইবনু কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ১৩

খন্ডের ৪১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন وروي الخطيب البغدادي بسنده عن اسد بن عمرو، أن ابا حنيفة كان يصلي في الليل ويقرأ القرآن في كل ليلة ويبكي حتي يسمعه جيرانه ومكث اربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء وأنه ختم الذي توفي فيه سبعة الاف مرة.

"খতিব বাগদাদি- আসাদ বিন আমর এর সনদে বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানিফা রাত জেগে সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক রাতেই কুরআন পড়তেন এবং কাঁদতেন এমনকি তার প্রতিবেশিগণ শুনতে পেতেন। এবং ৪০ বছর ইশার ওযু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। যে স্থানে ইন্তেকাল করেছেন সেখানে ৭,০০০ (সাত হাজার) বার কুরআন খতম দিয়েছেন।

ইমাম যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা" এর ৬ খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন وقال الشافعى: الناس فى الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت الامامة في الفقه ودقائقه مسلمة الى هذا الامام . وهذا أمر لا شك فيه.

وليس يصح في الاذهان شئ اذا إحتاج النهار الي دليل

"ইমাম শাফেঈ বলেন, ফিক্বহ্ শাস্ত্রে সকলেই ইমাম আবু হানিফার সন্তানতুল্য। (ইমাম যাহাবি বলেন) আমি বলি, ফিক্বহ্ শাস্ত্রে ও এর সুক্ষ্ম তত্ত্বের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার অগ্রবর্তীতা প্রমাণিত। আর ইহা এমন একটি বিষয় যাতে কোন সন্দেহ নাই। কবির ভাষায় বললে বলতে হয়- দিনের বেলায় আলোর প্রয়োজণীয়তা আছে এটা কোন আকলের নিকটে গ্রহণীয় নয়। অর্থ্যাৎ ইমাম আবু হানিফা হলেন দিনের আলোর ন্যায়। দিনের আলোর জন্য যেমন তার আলো আছে কি না এ প্রশ্ন অবান্তর, অনুরুপ ইমাম আবু হানিফার ফিক্বহি জ্ঞান সর্ম্পকে প্রশ্ন করা অবান্তর। কেননা তিনি হলেন যাত ফকিহ, অর্জিত নয়। এ প্রসঙ্গেই ইমাম আমাশ বলেছেন وأظنه بورك له فى علمه. "আমার মনে হয় তার ইলমে বরকত আছে।"

ইমাম যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাব এর ৬ খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و قال على بن عاصم لو وزن علم الإمام أبى حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم.

"আলি বিন আসিম বলেন, যদি ইমাম আবু হানিফার ইলমের সাথে তার যামানার সমস্ত আলেমগণের ইলমকে ওজন করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফার ইলমই ভারি হবে।"

ইমাম যাহাবি উক্ত কিতাবের ৬ খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেছেন, روى حيان بن موسي المروزى قال : سئل إبن المبارك : مالك أفقه ، او أبو حنيفة ؟ قال أبو حنيفة و قال الخزيمى : ما يقع فى أبى حنيفة إلا حاسد أو جاهل .

"হাইয়ান বিন মুসা আল মাররুযি বর্ণনা করেন, ইবনুল মুবারাককে প্রশ্ন করা হল কে অধিক ফিকহ জ্ঞান সম্পন্ন আবু হানিফা নাকি মালিক বিন আনাস ? তিনি বললেন ইমাম আবু হানিফা। খুযাইমি বলেন, দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেহ ইমাম আবু হানিফার প্রতি বিষোদ্‌গার করে নাই। ১। হিংসুক। ২। জাহিল।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রখ্যাত ফকিহ, মুহাদ্দিস ঐতিহাসিকগণের মতে যেমন, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম সুফিয়ান বিন সাঈদ আস সাওরি, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়ায়না, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম আলী বিন মাদীনি, ইমাম আমাশ, ইমাম ওয়কি বিন জাররাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক প্রমুখ ইমামগণ যেখানে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর প্রশংসা করেছেন এর বিপক্ষে আর কে আছে যার বিষোদ্‌গার গ্রহণীয় হবে ? হিদায়াতের পথের পথিকদের জন্য এর চেয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন আছে কী ?

এই হলেন ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা যার প্রশংসা ও সুখ্যাতি করেছেন উল্লিখিত ইমামগণ। আর এমন কোন আলেম পাওয়া যাবেনা যারা উক্ত ইমামগণের সমালোচনা করেছেন। এরপরও যদি কেহ ইমাম আযম এর সমালোচনা করে, তাঁর নামে কুৎসা রটায় তাহলে উল্লিখিত ইমামগণের বিপক্ষে তোহমত দেওয়া হবে, কেননা ইনারা সকলেই ইমামুল আয়িম্মা, সিরাজুল উম্মাহ্, আলিমুদ দুনিয়া ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন

যুত্বা রাহিমাহুমুল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছেন এবং সকলের উপর তাঁর অগ্রবর্তীতা মেনে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আমাদেরকে তাদের সকলকে মহব্বত করার ও আল কুরআন-আস সুন্নাহ অনুযায়ী তাদের সঠিক মত গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

# চতুর্থ অধ্যায়

# হানাফি ফিকহ্

## এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়............

১। হানাফি ফিকহ।

২। হানাফি ফিকহের মূল।

- হানাফি ফিকহ বলতে কী বুঝায় ?
- প্রচলিত মাযহাব বলতে কী বুঝায় ?
- অন্যান্য মাযহাব ও হানাফি মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য।
- হানাফি মাযহাব বলা হয় কেন ?

৩। হানাফি ফিকহের উৎস।

৪। মাসআলা বের করার পদ্ধতি।

# হানাফি ফিকহ্

হানাফি ফিকহ্ সর্ম্পকে অনেকের ভূল ধারনা আছে। তাদের এ ভূল ইচ্ছার নয় আবার অনিচ্ছারও নয়, বরং নির্বুদ্ধিতার। ইতিপূর্বেও বলেছি যারা ইমাম আযম আবু হানিফা ও হানাফি মাযহাব সর্ম্পকে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে তারা হানাফি মাযহাব এর মূলনীতির ব্যাপারে সঠিক ধারণা নাই বিধায় এরুপ করে থাকে। ইমাম আযম এর ব্যাপারে যেমন তাদের ধারণা স্বচ্ছ নয় অনুরুপ হানাফি মাযহাব এর ব্যাপারে তাদের ইলম যথাযথ নয়।

হানাফি মাযহাব, অন্যান্য মাযহাব যেমন- মালেকি মাযহাব, শাফেঈ মাযহাব ও হাম্বলি মাযহাব হতে আলাদা বৈশিষ্ট্যে ও নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত। এ আলাদা বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা সর্ম্পকে বেখবর হওয়ার কারণেই হানাফি বিদ্বেষীগণ ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি মাযহাব সর্ম্পকে প্রপাগান্ডা করে থাকে যে, হানাফি মাযহাব হাদিস অনুসারে নয়, বরং ইমাম আবু হানিফার রায় এর অনুসরণ করে থাকে। এ কথাটি অন্ধের ঢিল ছোঁড়ার মত যা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেনা।

কিছু বিষয় আছে যার বহিরাবরণ চাকচিক্য, আকর্ষণীয় কিন্তু তার অন্তর্নিহীত ততটা নয়। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠায় মদিনাবাসীগণের আমলের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করেছেন। ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র নীতিমালা ছিল সাইয়্যিদুল মরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ আমল কোনটি সে অনুযায়ী ফয়সালা করা। হাদিস বর্ণনাকারী আল মদিনা আল মুনাওওয়ারার

হোক বা মক্কা আল মুকাররামার হোক ও বা কুফার, শেষ আমল যেখানেই পেয়েছেন সেখানকার হাদিস গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, হাদিসের অধিক বর্ণনাকারী সাহাবিগণ মদিনা থেকে কুফা চলে যান এবং সেখানে হাদিসের দরস দেন। ইমাম আযম কুফায় অবস্থানকারী সাহাবিগণের হাদিস যেমন পেয়েছেন অনুরুপ হিজায তথা আল মদিনা আল মুনাওওয়ারা এবং মক্কা আল মুকাররামা অবস্থানকারী সাহাবিগণের হাদিসও সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে ইমাম মালিক কখনই কুফা আসেননি। ফকিহুল উম্মাহ্ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও ইলমের দরজা খ্যাত আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কুফা ও বিখ্যাত সুক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন সাহাবি হযরত আবু মুসা আল আশআরি রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদিনা থেকে কুফা চলে গিয়েছেন। মদিনাবাসী তাবে তাবেঈগণ বিশেষ করে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ তিনি মদিনার বাহিরে না যাওয়ার কারণে কুফায় অবস্থানকারী সাহাবিগণের হাদিসের পুরোটা তাঁর আয়ত্ত্বে আসে নাই। এর প্রমাণ মিলে ফিকাহ তত্ত্ববিদ ও মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানি রাহিমাহুল্লাহ্র আলোচনা হতে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র ইন্তেকালের পর তিনি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্র নিকট যান এবং তাঁর থেকে মুয়াত্তা বর্ণনা করেন যা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ নামে খ্যাত। মদিনাবাসীদের সাথে ফিকহ আহলিল ইরাক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এর বিপক্ষে কিতাব "আল হুজ্জাহ আ'লা আহলিল মদিনাহ্" লিখেন। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ্ ফিকহু আহলিল ইরাক এর দলিল সাবিত করে উক্ত কিতাব লিখার গ্রহণযোগ্যতা যে সঠিক, তা জানতে হলে প্রথমেই আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্ এর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এ কথা এজন্য বলা যে, আল্লাহ তায়া'লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর, আল্লাহ তায়া'লার দিদারে চলে যাওয়ার পূর্বের মদিনা ও পরের মদিনা একই অবস্থানে ছিলনা। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার দিদারে চলে যাওয়ার পর বিরাট সংখ্যক সাহাবি দীন প্রচারে মদিনার বাইরে চলে যান। ইহার ব্যাপকতা শুরু হয় খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে। যারা মদিনায়

থেকে যান, তারা এখানেই তাদের ছাত্রদের নিকট হাদিসের শিক্ষা দেন। আর যারা কুফা চলে যান যাদেন সংখ্যা ঐতিহাসিক মতে ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত)। এ হিসেব অনুযায়ী আ'মালু আহলিল মদিনাহ্ (মদিনাবাসীগণের আ'মল) ইজমা' অনুযায়ী ছিল তা বলা যাবে না।

অন্যদিকে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ আমল সর্ম্পকীত হাদিস সমূহ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী মাসআলা নিরুপণ করা ছিল ইমাম আযম এর লক্ষ্য। তাই তিনি শুধু কুফা নয়, আল হারামাইন আল শরিফাইন এ অবস্থিত তাবেঈনগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছিলেন।

আল ফিকহুল হানাফির তিনটি পর্যায় রয়েছে। এ তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধারা আলোচনা-পর্যালোচনা করা হলে বুঝা যাবে এ মাযহাব আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র অধিক অনুকূলে এবং এর মূল শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মাযহাবের ক্রমবিকাশের পর্যায়ক্রমিক ধারা হলো নিম্নরুপ।

**১। হানাফি ফিকহের মূল।**

**২। হানাফি ফিকহের উৎস সমূহ।**

**৩। আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ হতে মাসআলা বের করার পদ্ধতি**

# হানাফি ফিকহের মূল।

অনেকে বলে থাকেন হানাফি ফিকহ হল ফিকহু আহলিল ইরাক। এ কথাটি কিয়দংশ সঠিক, পুরাপুরি নয়। পূর্বেই বলেছি ইমাম আবু হানিফা হিজায তথা মদিনা আল মুনাওওয়ারা এবং মক্কা আল মুকাররামা কম হলেও ১৬ বছর ছিলেন। ইমাম আযম কখনই বলেন নাই আমি কুফা বা ইরাকের ফিকহ নিয়ে আছি । কুফায় ফিকহ বিস্তারের মূল ছিলেন বুযুর্গ সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ইমাম বলেন নাই আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে ইলম তথা হাদিস ও ফিকহ গ্রহণ করেছি। ইমাম আযম এর ইলমের মূল শুধু কুফা হতে নয়, বরং সমভাবে মদিনা আল মুনাওওয়ারা, মক্কা আল মুকাররামা ও কুফা এ তিন কেন্দ্র হতে। এ'টা না আমার কথা, না অন্য কোন আলিমের কথা। এ'টা হচ্ছে স্বয়ং ইমাম আযম এর

কথা। আব্বাসিয় শাসক আবু জাফর মানসুর এর প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আযম তাঁর হাদিস ও ফিকহ শিক্ষার মূল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনুল আওয়াম (মৃত্যু-৩৩৫) ফাদ্বাইলু আবি হানিফা কিতাবের পৃষ্ঠায়,ইমাম খতিব আল বাগদাদি তার তারিখ আল বাগদাদের ১৫ খন্ডের ৪৫৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ আল খাইরাতুল হিসান কিতাবের ৮১ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম জালালুদ্দিন সুইউতি রাহিমাহুল্লাহ্ তাবঈদুস সহিফা কিতাবের ১১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, و دخل على الخليفة المنصور ، فقال له عيسى بن موسى : يا أمير المؤمنين ، هذا عالم الدنيا اليومَ ، فقال له الخليفة : عمن أخحذت العلمَ ؟ قال : عن أصحاب عمرَ عنه ، و عن أصحب عليّ عنه ، و عن أصحاب ابن مسعود عنه ، فقال الخليفة بخ بخ ! لقد استوثقت لنفسك ما شئتَ .

"একদিন ইমাম আবু হানিফা বাদশা মানসুরের দরবারে গেলেন। সেখানে ইমাম ইসা বিন মুসা ছিলেন। তিনি বাদশা মানসুরকে বললেন, ইনি হলেন বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেম। এ কথা শুনে মানসুর ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার নিকট থেকে ইলম (হাদিস) শিখেছেন ? ইমাম বললেন, হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রদের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, এভাবে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সময় পর্যন্ত চলে আসে, এরপর তাঁর ছাত্রদের নিকট শিক্ষা লাভ করি। ইহা শুনে মানসুর বললেন নিজের জন্য মজবুতটাই গ্রহণ করেছেন"।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু যাহ্রা তার "ইমাম আবু হানিফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ওয়া আরাউহু আল ফিকহিয়্যাহ্" কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন, و أخذ علم ابن عمر و علم عمر عن نافع مولى ابن عمر، و هكذا اجتمع له علم ابن مسعود و علم على عن طريق مدرسة الكوفة ، و علم عمروابن عباس بمن التقى بهم من تابعيهم رضيى الله عنهم أجمعين .

"ইমাম আবু হানিফা-ইমাম নাফে' হতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার ও হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ইলম গ্রহণ করেছেন। একইভাবে কুফার তাবেঈগণের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ও হযরত আলি রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ইলম তাঁর মধ্যে একত্রিত হয়েছে। আর আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস ও হযরত উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার ইলমও যে সকল তাবেঈগণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন"।

ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ যে সকল তাবেঈগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে উক্ত উক্তিটির প্রামাণ্যতা পাওয়া যায় যে, তিনি হাদিস শিক্ষাদানের তিনটি কেন্দ্র আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারাহ্, মক্কা আল মুকাররামাহ্ এবং কুফা হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সনদ পরম্পরায় ইমাম আযম এর উক্ত উক্তিটির প্রমাণ দেওয়া হলো।

১। ক) ইমাম আবু হানিফা- ইমাম মুহাম্মাদ বিন শিহাব আল যুহরি হতে, তিনি ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে, তিনি তার পিতা হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

খ) ইমাম আবু হানিফা- ইমাম নাফি' হতে, তিনি ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে, তিনি তার পিতা হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

গ) ইমাম আবু হানিফা- হাম্মাদ বিন সুলাইমান হতে তিনি ইব্রাহিম নখঈ হতে, তিনি আসওয়াদ বিন কাইস হতে তিনি হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

ঘ) ইমাম আবু হানিফা- মুসা বিন আবু আয়িশা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে, তিনি হযরত হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

২। ক) ইমাম আবু হানিফা- হাম্মাদ বিন সুলাইমান হতে তিনি ইব্রাহিম নখঈ হতে, তিনি আসওয়াদ বিন কাইস হতে তিনি হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

খ) ইমাম আবু হানিফা- ইমাম বাকির হতে, তিনি তার পিতা ইমাম যয়নুল আবেদিন হতে, তিনি তার পিতা ইমাম হুসাইন হতে তিনি তার পিতা হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

গ) ইমাম আবু হানিফা- মুসা বিন আবু আয়িশা হতে তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন শাদ্দাদ হতে, তিনি হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু হতে......

৩। ক) ইমাম আবু হানিফা- ইমাম আতা বিন আবু রাবাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে.....

খ) ইমাম আবু হানিফা- ইমাম ইকরিমা বিন আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হতে.....

৪। ক) ইমাম আবু হানিফা- হাম্মাদ বিন সুলাইমান হতে তিনি ইব্রাহিম নখঈ হতে, তিনি আসওয়াদ বিন কাইস হতে তিনি আলকামাহ্ হতে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু হতে......

উক্ত চারটি বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ আমিরুল মুমিনিন হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু, আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু ,হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছাত্রগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেছেন। আর এ সমস্ত সাহাবিগণ নিম্নোক্ত অবস্থায় তাদের ছাত্র তাবেঈগনকে হাদিস, ফিকহ তথা ইলম শিক্ষা দেন।

১। **আল মদিনা আল মুনাওওয়ারা :** হযরত উমার বিন খাত্তাব, হযরত আলি বিন আবু তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার, হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত আবু হুরাইরা প্রমূখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণ তাদের তাবেঈ ছাত্রদেরকে ইলম তথা হাদিস শিক্ষা দেন।

২। **মক্কা আল মুকাররামাহ্ :** হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা মক্কা আল মুকাররামায় সেখানকার তাবেঈগণকে হাদিস, তাফসির ও ফিকহ শিক্ষা দেন।

৩। **কুফা :** হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু কুফাবাসিদেরকে ইলম শিক্ষা দেন। হযরত আলি বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু ৩৬ হিজরি পর্যন্ত মদিনায় ছিলেন এরপর কুফা আসেন এবং এখানেই তাঁর খিলাফাত এর দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম আলকামাহ্, ইমাম আসওয়াদ বিন কাইস ও ইমাম যির বিন হুশাইম প্রমূখ প্রথম তাবাকার

কুফি তাবেঈগণ মদিনা সফর করেন এবং উল্লিখিত সাহাবিগণ হতে হাদিস গ্রহণ করেন। ইহা হতে প্রমাণিত হলো ইমাম আযম এর ফিকহ শুধু ইরাকে অবস্থিত সাহাবি ও তাবেঈগণের ফিকহ ছিলনা, বরং মক্কা-মদিনারও হাদিস সম্বলিত ফিকহ ছিল। যারা এ কথা বলেন হানাফি মাযহাব হলো ফিকহ আহলিল ইরাক তারা ঐতিহাসিক ভূলে নিপতিত, কেননা ফিকহ আহলিল ইরাক বললে হানাফি ফিকহ্কে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা হয়, অথচ হানাফি ফিকহ তদ্রুপ নয়, বরং হানাফি ফিকহ হলো ফিকহু মক্কা, ফিকহুল মদিনা এবং ফিকহুল ইরাক এর সমন্বিত ফিকহ। আব্বাসীয় শাসক মানসুর এর দরবারে ইমাম আযম এর ঘোষনা হতে ইহাই প্রমাণিত হয়েছে।

## হানাফি ফিকহ্ বলতে কী বুঝায় ?

অনেকে মনে করে হানাফি ফিকহ্ অর্থ হলো ইমাম আবু হানিফার মতাদর্শে পরিচালিত একটি মতাদর্শ, ইহার সাথে আল কুরআন ও সুন্নাহর তেমন সর্ম্পক নাই। তা-না হলে হানাফি বলা হবে কেন ? এ প্রসঙ্গে আমাদের উত্তর হলো তাদের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক ও ইলমি উভয় ধারায়ই ইলমহীনতা প্রকাশ করে এবং প্রশ্নটির উত্তর তিনটি বিষয়কে অর্ন্তভূক্ত করে। হানাফি ফিকহ বুঝতে হলে এ তিনটি বিষয় সর্ম্পকে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। বিষয় তিনটি হলো :

১। প্রচলিত মাযহাব বলতে কী বুঝায় ?

২। অন্যান্য মাযহাব ও হানাফি মাযহাব এর মধ্যে কোন পার্থক্য কি।

৩। হানাফি মাযহাব বলা হয় কেন ?

মাযহাবি হোক আর লা-মাযহাবি হোক অনেকেরই এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর সর্ম্পকে যথাযথ ধারণা নেই। এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে মাযহাবিগণের ইলমের দার উম্মোচিত হবে এবং লা-মাযহাবিগণ বিভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা হতে মুক্তি পাবেন। নিম্নে উক্ত প্রশ্ন তিনটির উত্তর দেওয়া হলো।

### প্রচলিত মাযহাব বলতে কী বুঝায় ?

ইতিহাসের পাতায় অনেক মাযহাব এর অস্তিত্ব থাকলেও চারটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা হতে আজ অবধি টিকে আছে বা বিদ্যমান আছে। হিজরি সনওয়ারি ধারাবাহিক

ভাবে মাযহাব চারটি হলো: ১। হানাফি মাযহাব ২। মালেকি মাযহাব ৩। শাফেঈ মাযহাব ৪। হাম্বলি মাযহাব।

অনেকের ধারণা মাযহাবের অনুসরণকারীগণ আল কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক জীবন-যাপন করছেন না, বরং মাযহাবের ইমামগণের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। যারা এ ধারণা পোষণ করেন মাযহাব সর্ম্পকে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকার কারণেই করে থাকেন। মাযহাব হচ্ছে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী একটি শব্দ। আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'হ্ ও ভ্রান্ত ফিরকার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণকারী একটি সহজ-সরল পথ। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কোন ধর্মের অনুসরণ করেন ? এর উত্তরে সে যদি বলে আমি মুসলমান এবং এখানেই থেমে যায় তাহলে তার হক্বের অনুসারী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়, কেননা কাদিয়ানিদের যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কোন ধর্মের অনুসারী তাহলে তারাও বলবে আমি বা আমরা মুসলমান। তারা ৭২ ফিরকাভূক্ত কোন বাতিল ফিরকা নয়, বরং ইয়াহুদি-খ্রষ্টান-হিন্দু-বৌদ্ধদের মত কাফির। কারণ তারা সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহামামাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম যে শেষ নবি তাতে তারা বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া আমি মুসলমান এ কথা বলে ক্ষান্ত হলে প্রশ্নের উদ্ভব হয়, সে কী মুতাযিলা, কাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া অথবা কাদিয়ানী ? কিন্তু যখনই বলা হবে আমি হানাফি, মালিকি, শাফেঈ, হাম্বলি তাতে সহজেই বুঝা যাবে সে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের অর্ন্তভূক্ত প্রকৃত মুসলমান। তাই হানাফি মাযহাব, মালেকি মাযহাব, শাফেঈ মাযহাব ও হাম্বলি মাযহাব এর অনুসারী বলা ইসলাম হতে খারিজ নয়, বরং ইসলামি শরিয়া'হ্ তথা আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র সহিহ্ আকিদাভূক্ত প্রকৃত মুসলমান বুঝায়।

অন্যদিকে "আহলুল হাদিস" ইহা দ্বারা সর্বদা আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'হ্ বুঝায় না, বরং অনেক মুহাদ্দিস আছে (আহলুল হাদিস) যারা মুতাযিলা, কাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী। ইমাম ইবনু হাযার তার ফাতহুল বারি কিতাবের মুকাদ্দিমাতে উক্ত প্রকারের মুহাদ্দিসগণের তালিকা সংযুক্ত করেছেন। আহলুল হাদিস, আহলুল ফিকহ ইহা কোন মাযহাবি নাম নয়। হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কোন মানদন্ড নয়।

কারণ এ দু'টি সম্প্রদায় আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ আকিদায় বিশ্বাসীগণের মধ্যে যেমন আছে অনুরূপ বাতিল আকিদায় বিশ্বাসীগণের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। যিনি হাদিস বিষয়ে আলোচনা করেন, গবেষণা করেন, হাদিস পড়ান তিনিই আহলুল হাদিসের অর্ন্তভূক্ত। আর যিনি ফিকহ নিয়ে আলোচনা করেন, গবেষনা করেন, ফিকহ্ পড়ান তিনিই ফকিহগণের অর্ন্তভূক্ত। আবার যিনি উভয় বিষয়ে পারদর্শী তিনি উভয় নামেই ভূষিত হবেন। এ আহলুল হাদিস ও আহলুল ফিকহ হানাফি মাযহাবে যেমন আছে, মালিকি, শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবেও আছে, আবার বাতিল ফিরকার মধ্যেও আছে। চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ অর্থ হলো আল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা এবং আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'হ্ এর অর্ন্তভূক্ত হওয়া। অন্যদিকে আহলুল হাদিস দাবি দ্বারা সর্বদা প্রমাণ করেনা যে, প্রত্যেক মুহাদ্দিস আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'হ্ এর অর্ন্তভূক্ত। তাই প্রচলিত চার মাযহাব এর নাম শোনলে যারা দীন হীনতার কোন মতাদর্শের অর্ন্তভূক্ত মনে করে তারা মাযহাব কী তা-ই বোঝে নাই। মাযহাব হলো ফিকহের পরিপূরক যা আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র বিভিন্ন হুকুম আহকাম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো, মাযহাব শরঈ বিধান বর্হিভূত কোন মত ও পথ নয়, বরং মাযহাব হলো ভ্রান্ত ও বাতিল ধর্মিয় মতাদর্শ হতে মুক্ত সঠিক-সহিহ্ মত ও পথ, যা আল কুরআন-আস সুন্নাহ্র সর্ম্পূন অনুকূলে। তাই যারা বলে আমরা ইসলাম মানি মাযহাব মানব কেন বা মাযহাবের প্রয়োজন কী ? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর হলো দু'টি, প্রথমত তারা মাযহাব কি তা বোঝেনি। দ্বিতীয়ত মাযহাব বিহীন ইসলাম বললে বাতিল ফিরকা ও কাদিয়ানীদের হুকুমও বর্তায়। কেননা মুতাযিলা, কাদারিয়া, জাবারিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি বাতিল ফিরকার লোকেরাও নিজেদেরকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী দাবি করে থাকে, আবার কাদিয়ানীরাও। সুতরাং মাযহাবি ইসলামই হলো সত্যিকারের ইসলাম ও মুসলমান, অন্যকোন মতাদর্শ নয়।

## অন্যান্য মাযহাব ও হানাফি মাযহাব এর মধ্যে পার্থক্য।

অন্যান্য মাযহাব যেমন- মালিকি মাযহাব, শাফেঈ মাযহাব, ও হাম্বলি মাযহাব

এর সাথে হানাফি মাযহাবের কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে তা হলো :

১। অন্যান্য মাযহাব সমূহ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণের নামে পরিচিত। যেমন- মালিকি মাযহাব ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ্ এর নামে, শাফেঈ মাযহাব ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্‌র নামে এবং হাম্বলি মাযহাব ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্‌র নামে প্রকাশ লাভ করে। এ সমস্তই তাদের প্রকৃত নাম এবং এ নামেই তাদের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত। আরো অনেক মাযহাব আছে যা অপ্রচলিত, এগুলোও তাদের নামেই পরিচিত। যেমন- মাযহাব সুফিয়ান সাওরি, ফিকহ ইবাদ্বিয়া, ফিকহ যায়দ বিন আলি ইত্যাদি। অন্যদিকে ইমাম আযম এর প্রকৃত নাম হচ্ছে নুমান বিন সাবিত। তাঁর এ নামের সাথে আল ফিকহুল হানাফির কোন সর্ম্পক নেই, আর পরিচিতও নয়। তাই ইহাকে না আল ফিকহুন নুমানি বলা হয়, না আল মাযহাবুন নুমানি বলা হয়, বরং তার প্রতিষ্ঠিত ফিকহ বা মাযহাবের নাম হলো আল ফিকহুল হানাফি বা আল মাযহাবুল হানাফি।

২। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ দিকের আমলকৃত ও নির্দেশিত হাদিসকে মাসআলা প্রণয়নের ভীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ্ হতে এ ধরনের কোন নীতিমালার উল্লেখ নেই।

৩। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ফিকহি মজলিস এর আকৃতি ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য মাযহাবের আকৃতি ও প্রকৃতি এক নয়। ইমাম এর অসংখ্য ছাত্র সমন্বয়ে গঠিত ফিকহি আলোচনার মাধ্যমে মাসআলা নিরুপণ করা হত। এ মজলিস বিভিন্ন ইলমি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মন্ডলিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতেই সমাধান করা হত। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের ছাত্রগণ তাদের উস্তাদ এর সাথে শেষ অবধি ছিলেন না। পরবর্তীতে তাদের ছাত্রগণ স্বতন্ত্র নীতিমালায় মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন-ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ্ ইমাম মালিক এর ছাত্র ছিলেন,

তাকে ত্যাগ করে ইমাম শাফেঈ নিজেই মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ইমাম শাফেঈর ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীতে নিজেই হাম্বলি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এ দু'জন ইমামের কেহই উস্তাদের নামে পরিচিতি লাভ করেন নাই। মৃত্যুর আগে নয় পরেও নয়। কিন্তু ইমাম আযম এর ছাত্রগণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কখনই ইমামকে ছেড়ে নিজেরা মাযহাব তৈরী করেননি। মৃত্যুর আগে নয় পরেও নয়। ইমাম কাদ্বি ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানির প্রকাশ ও বিকাশ কী কম ছিল ? হাদিস ও ফিকহি বিষয়ে এ দু'জন ইমামের মতামত কী ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর চেয়ে কোন অংশে কম বিস্তৃতি ঘটেসে ? ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এর কোন ছাত্র কী তাদের উস্তাদদের মাযহাবি কার্যক্রম পরিচালনায় ইমাম কাদ্বি ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানির মত মশহুর ছিলেন বা তাদের কোন ফিকহি কওল বা মতামত আমভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে ? এরকম আরো অনেক প্রশ্ন করা হলেও তার না বোধক জওয়াব আসবে। এক কথায় হাদিস ও ফিকহি আলোচনায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানি উল্লিখিত মাযহাবের ইমামগণের মতই মশহুর। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা ইমাম আযমকে ছেড়ে স্বতন্ত্র মত সম্বলিত মাযহাব তৈরী করেননি। ইমাম ইবনু হাযার আল হাইতামি আল মক্কি খাইরাতুল হিসান কিতাবের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় বলেন : قال بعض الأئمة لم يظهر لاحد من أئمة الإسلام المشهوزين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب و التلاميذ و لم ينتفع العلماء و جميع الناس بمثل ما انتفعوا به و بأصحابه فى تفسير الأحاديث و المشتبة و المسائل المستنبطة و النوازل و القضاء و الأحكام جزاهم الله خيرًا .

"কোন কোন ইমাম বলেন, ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের দ্বারা ইলমি খিদমাতের যে ফায়েদা ইমাম আযম পেয়েছেন বিখ্যাত কোন ইমামই তাদের ছাত্রদের থেকে তা পাননি বা তাদের থেকে দেখা যায়নি। আলেমগণ তো বটেই সাধারণ জনগণও ইমাম এর ছাত্রদের থেকে জটিল হাদিসের ব্যাখ্যা মাসআলা বের করা এবং নতুন নতুন বিষয়ের সমাধান দিয়ে যে ইলমি উপকার লাভ করেছেন অন্য

কারো থেকে তা লাভ করতে পারেননি। আল্লাহ্ তায়া'লা তাদেরকে উত্তম পুরষ্কার দান করুন"।

উক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হল শুধু ইমাম আযম নন তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তায়া'লা এ উম্মাতকে উপকৃত করেছেন। এটাই হচ্ছে হানাফি মাযহাব এর হাকিকাত যা হানাফুন ও হানিফুন শব্দের সাথে সম্পৃক্ত, নুমানির সাথে নয়।

৫। বিখ্যাত কোন মুহাদ্দিস বা ফকিহ্ বলেন নাই আমি বা আমরা ইমাম মালিক বা ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমাল্লাহ্র ফিকহকে বা ফাতাওয়াকে গ্রহণ করেছি, যেভাবে ইমাম আযম এর ফিকহি মাসআলার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। নকদুর রিজাল ও ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল এর অন্যতম বিশেষজ্ঞ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান ইমাম আযম এর গৃহিত ফাতাওয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন :

لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبى حنيفة و أخذنا بأكثر أقواله. قال : يحي بن معين و كان يحي بن سعيد يذهب فى الفتاوى إلى قول الكوفيين ويختار قوله من أقوالهم و يتبع رأيه من بين أصحابه.

"আমি আল্লাহ্ তায়া'লার নামে বলছি, মিথ্যা বলব না, আমি বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার রায়ের চেয়ে উত্তম আর কোন রায় শুনি নাই। আমরা তাঁর অধিকাংশ রায়কে গ্রহণ করেছি। ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন আরো বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান কুফাবাসিদের ফাতাওয়া সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফার মতকে গ্রহণ করেছেন, আর তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে তাঁর রায়কে অনুসরণ করেছেন "।

অনুরুপ ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ হতেও একই মত পরিলক্ষিত। ইমাম ইবনু আব্দুল বার "আল ইন্তিকা ফি ফাদ্বাইলে আইম্মাতিল সালাসাহ্" কিতাবের ২১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আব্বাস আদ দুরি বলেন আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ما رأيت مثل وكيع و كان يفتي براي أبي حنيفة .

"আমি ইমাম ওয়াকি' বিন জাররা এর মত আর কাউকে দেখি নাই, তিনি ইমাম আবু হানিফার রায় অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতেন"। বিখ্যাত মুহাদ্দিস, নকদুর

রিজাল এর ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন হতেও অনুরূপ মত এসেছে। ইমাম বাগদাদি তারিখুল বাগদাদের ১৫ খন্ডের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ বলেছেন, أخبرنا الصيمرى قال : أخبرنا عمر بن إبراهيم قال : حدثنا مكرم بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عطية قال : سمعت يحي بن معين يقول : القرأة عندى قرأة حمزة الفقه فقه أبى حنيفة على هذا أدركت الناس.

"সাইমারি আমাদেরকে বলেন, উমার বিন ইব্রাহিম আমাদেরকে বলেন, মুকাররাম বিন আহ্মাদ আমাদেরকে বলেন, আহ্মাদ বিন আত্বিয়া বলেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি, আমার নিকট হামযার কিরাআত এবং ইমাম আবু হানিফার ফিক্বহ্ গ্রহণীয়। ইহার উপরই আলেমগণকে পেয়েছি"।

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তিটি প্রমাণ করে দিচ্ছে শুধু ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম ওয়াকি বিন জাররাহ্ ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহিমাহুল্লাহ্গণই ইমাম আযম এর মাসআলা অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন তা-ই নয়, বরং অনেকেই ইমাম আযম এর গৃহিত মাসআলাকে মেনে নিয়ে সে অনুসারে ফাতাওয়া দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু মাঈন স্পষ্ট বলেছেন .على هذا أدركت الناس "এর উপরই আলেমগণকে পেয়েছি"।

প্রিয় পাঠক, উল্লিখিত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হল মাযহাব সমূহ প্রতিষ্ঠার যামানায় মুহাদ্দিসগণ ইমাম আযম এর ফিকহি রায় অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন। হানাফি মাযহাবের ফিকহি রায় আল কুরআন ও আল সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী বিধায় উল্লিখিত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র গৃহিত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন।

উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহই হানাফি মাযহাবকে অন্যান্য মাযহাব হতে অনন্য উচ্চতায় আসিন করেছে। আল্লাহ্ তায়া'লাই অধিক জানেন।

## হানাফি মাযহাব বলা হয় কেন?

ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, আবু হানিফা কুনিয়াতটি হাকিকি নয়, বরং ওসফি (গুণবাচক) ও মাযাযি (রুপকার্থ বোধক)। ইমাম

আযম নুমান বিন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ্র ইলমি কার্যক্রমে যে দৃঢ় প্রত্যয় ও একনিষ্ঠতা ছিল তা-ই হানিফা নামে ভূষিত হয়েছে। আল কুরআনে উল্লেখিত হানিফ যে অর্থে প্রকাশিত একই মর্ম ইমামের ইলমি ও পুরো জিন্দেগিতে উদ্ভাসিত। এর সত্যতা পাওয়া যায় নিম্নের বর্ণনায়।

ইমাম ইবনু আতিয়া আল আন্দালুসি " আল মুহাররার আল ওয়াজিয ফি তাফসিরিল কিতাবিল আযিয" এর প্রথম খন্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, و يجئ الحنيف في الدين المستقيم على جميع طاعات الله عز و جل .

"সরল সঠিক দীনে আল্লাহ্ তয়া'লার সমস্ত হুকুম-আহকাম পালনের নামই হচ্ছে হানিফ"।

ইমাম আবু যাহ্রা তার যাহ্রাতুত তাফসিরে حنيف শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, و الحنيف المائل نحو الحق ، والحنف يطلق على الإستقامة و الحنيف معناه المستقيم الذى لا عوج و لا انحراف .

"হানিফ অর্থ হক্বের দিকে ঝুঁকা আর হানাফ শব্দটি দৃঢ়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হানিফ এর অর্থ হল সহজ সরল পথ যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই, আর যা বিকৃতও নয়"।

ইমাম আযম যেহেতু দৃঢ়তার সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ আমল সর্ম্পকীত হাদিস দিয়ে নাসিখ মানসুখ যাচাই-বাছাই করে সহজ-সরল পন্থায় আল কুরআন-আস সুন্নাহ্ হতে ফিকহি মাসআলা নিরুপণ করেছেন, এ কারণে আমাদের আমলকৃত মাযহাবের নাম বা ফিকহের নাম আল মাযহাবুল হানাফি বা আল ফিকহুল হানাফি অর্থাৎ সহজ-সরল ও কুরআন-হাদিস অনুসারে প্রতিষ্ঠিত মাযহাব বা ফিকহ্। যারা বলে হানাফি ফিকহ হল আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ বর্হিভূত ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে আমল, তারা ইমামের ইলম ও ইতিহাস সর্ম্পকে শুধু অজ্ঞ-ই নয় নির্বোধিও বটে। ফলে প্রকৃত বিষয়ে তাদের কোন বোধদয় হয় না।

## হানাফি ফিকহের উৎস সমূহ।

ইসলামি শরিয়া'হ্র মূল হল আল কুরআন ও আস সুন্নাহ। আর আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্র নিগুঢ়তত্ত্ব হল ফিকহ। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্র সময়ের পর হতে ফিকহি বিষয়ে যে চিন্তার বিকাশ ঘটেসে, তার পথ প্রদর্শক ছিলেন তিনি। অনেকে জ্ঞানের স্বল্পতা এবং আকলের স্থূলতার কারণে ইমামের দেখানো পথে চলা সত্ত্বেও তাঁকেই বলছে হাদিস জানেন না এবং তিনি নিজ হতে রায় দিয়ে মাসআলা বলেছেন। আর এ'টা যে ইমাম আযম এর পরবর্তীতে আর্বিভূত হয়েছে তা নয়, বরং তার সময় হতেই এ স্থুল মগজের লোকদের আর্বিভাব। ইহা জানতে পেরেই তিনি এর জওয়াব দিয়েছেন। ইমাম সুইউতি রাহিমাহুল্লাহ্ তারিখুল বুখারা হতে নাঈম বিন উমার এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন, سمعت أبا حنيفة يقول : عجبًا للناس يقولون : إني أفتي بالرأي ، ما أفتي إلا بالأثر .

"ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, লোকদের কথা শুনে আমি আর্শ্চয হই, তারা বলে আমি ( নিজ হতে রায় দিয়ে) ফাতাওয়া দিয়ে থাকি, হাকিকাত হল আমি হাদিস দিয়েই ফাতাওয়া দিয়ে থাকি"।

বিখ্যাত ফকিহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন বিন আলি আস সাইমারি তার "আখবারু আবু হানিফা ওয়া আসহাবুহু" কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠায়, ইবনু আব্দুল বার আল আন্দালুসি তাঁর আল ইন্তেকা ফি ফাদ্বাইলে আয়িম্মাতিল সালাসা" কিতাবে,খতিব বাগদাদি তাঁর তারিখ আল বাগদাদে এবং ইবনুল আওয়াম "ফাদ্বাইলু আবি হানিফা" কিতাবের ৯৮পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

حدثنا أبو الحسن على بن الحسن الرازي قال ثنا أبو عبد الله الزعفراني قال ثنا أحمد بن أبي خيثمة قال سمعت يحي بن معين يقول : عبيد بن أبي قرة قال سمعت يحي بن الضريس قال شهدت سفيان الثوري و أتاه رجل له مقدار في العلم و العبادة ، فقال له يا أبا عبد الله ! ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : و ما له ؟ قال : سمعته يقول قولا فيه إنصاف و حجة : أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله و الآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات .

"আবুল হাসান আলি বিন আল হাসান আর রাযি আমাদেরকে বলেন, আবু

আব্দুল্লাহ্ আল জা'ফারানি আমাদেরকে বলেছেন, আহমাদ বিন আবু খাইসামাহ্ আমাদেরকে বলেছেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, উবাইদ বিন আবু কুররা বলেছেন আমি ইয়াহ্ইয়া বিন দারিসকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান আস সাওরির নিকট ছিলাম, এমন সময় সেখানে একজন লোক আসলেন যিনি ইলম ও ইবাদাতে পরিপূর্ন ছিলেন। তিনি সুফিয়ান সাওরিকে বললেন হে আবু আব্দুল্লাহ্ ! আপনি কী ইমাম আবু হানিফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন ? তিনি বললেন, ইহা কেমন কথা ? আগন্তুক ব্যাক্তি বললেন,আমি তাঁকে এমন কথা বলতে শুনেছি যা ইনসাফপূর্ন এবং দলিলযোগ্য। তিনি বলেছেন, মাসআলা প্রণয়নে আমাদের প্রথম দৃষ্টি কিতাবুল্লাহ্র দিকে, এখানে পেলে ইহা দিয়েই সমাধান করব। আল কুরআনে যদি সমাধান না পাই তাহলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্ এবং সহিহ হাদিস দ্বারা সমাধান করব যা সিকাহ হতে সিকাহ রাবিদের মাধ্যমে পরম্পরা বাহিত হয়ে আমাদের নিকট চলে এসেছে"।

ইমাম আযম এর উক্ত উক্তি দু'টি হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হল হানাফি ফিকহ আল কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক ফিকহ্ যা হানাফি মাযহাব হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে ইমাম দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন :

১। হানাফি ফিক্হ এর ভিত হচ্ছে আল কুরআন ও আল সুন্নাহ্।

২। و الأثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات .

"সহিহ হাদিস যা সিকাহ হতে সিকাহ রাবিদের মাধ্যমে পরম্পরা বাহিত হয়ে আমাদের নিকট চলে এসেছে"।

এ বিষয় দু'টি ইমাম আযম এর প্রথম উক্তিরই পরিপূরক। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আযম যে শর্তারোপ করেছেন তার সাথে উক্ত বর্ণনাটির মিল রয়েছে। তিনি বলেছেন :

১। হাদিস বর্ণনার সময় রাবি যদি মুখস্ত বলতে না পারে তাহলে ঐ রাবির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

২। সিকাহ রাবি ব্যতীত হাদিস গ্রহণ জায়েয নেই।

৩। অপরিচিত কোন রাবির বর্ণনা গ্রহণীয় নয়।

এরপরও যদি কেহ বলে হানাফি ফিকহ হাদিস অনুযায়ী নয় বা দ্বঈফ হাদিস অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত তাহলে তাদের এ রোগের শেফা দেওয়ার ঔষধ আমাদের নিকট নাই। কেননা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি মৃত্যুকে জীবিত করতে পেরেছি কিন্তু নির্বোধকে বোধ দিতে পারি নাই।

## আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ হতে মাসআলা বের করার পদ্ধতি

আল কুরআন ও আস সুন্নাহ্ হতে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রেও ইমাম আযম এর নীতিমালা ছিল অদ্বিতীয়। অন্যদের মত এককভাবে তিনি তাঁর ফিকহি মত প্রকাশ করেননি। বিষয় নির্ধারণের পর তাঁর ছাত্রদের সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করতেন, এ বিষয়ে কেহ হাদিস জানে কী না জিজ্ঞেস করতেন এবং নিজের জানা হাদিসও বলতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাফিজ ইবনু আব্দুল হাদি আল মাকদিসি আল হাম্বলি তাঁর "মানাকিবু আয়িম্মাতিল আরবা" কিতাবের ৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, عن أبي يوسف قال : كان ابو حنيفة إذا وردت عليه مسئلة قال : ما عندكم فيهم من الآثار، فنذكر ما عندنا ، ويذكر ما عنده ثم ينظر فإن كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر ، و إن تكافأت أو تقاربت نظر فاختار.

"ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণিত তিনি বলেন : ইমাম আবু হানিফা যখন কোন মাসআলার সম্মুখিন হতেন আমাদের সকলকেই জিজ্ঞেস করতেন উক্ত বিষয়ে কি কি হাদিস আছে। আমাদের জানা কোন হাদিস থাকলে উল্লেখ করতাম, আর তিনি যে হাদিস জানতেন তা উল্লেখ করতেন। অতঃপর উল্লেখিত হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করে যে মতে বেশি হাদিস পাওয়া যেত সে মতটিই গ্রহণ করতেন, অন্য মতটি পরিত্যাগ করতেন। আর যদি দেখতেন উভয় দিকেই সমান তাহলে তাহকিক করে দেখতেন কোন মতটি সঠিকতার নিকটবর্তী সেটিই গ্রহণ করতেন"।

ইমাম আযম এর হাদিস ও ফিকহি মজলিসের পরিধি ছিল ব্যাপক। বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ ও ইতিহাসবিদ সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে মাসআলা নিরুপণ করতেন। তৎকালীন সময়ে এ

ধরনের গবেষণার মাধ্যমে মসআলা বের করার নজির তিনিই স্থাপন করেছিলেন। তার ফিকহি মজলিসের পরিধি কিরুপ ছিল তা নিম্নের বর্ণনা হতে বোঝা যাবে। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্‌র ফিকহি মজলিসে উল্লিখিত ইলমি গুণসম্পন্ন আলেমের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। এ সমস্ত বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের উস্তাদ বা শায়খ ছিলেন ইমাম আযম।

ইমাম আব্দুল কাদির আল কারাশি আল জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়্যা ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যা" কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ৫৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

قال الطحاوىّ : كتب إليّ ابنُ أبى ثور يحدثونى عن سليمان بن عمران ، حدثنى أسد بن الفرات ، قال : كان أصحاب أبى حنيفة الذين دوَّنوا الكتبَ أربعون رجلا ، فكان فى العشرة المتقدمين أبو يوسف ، و زفر، و داؤد الطائيّ ، و أسد بن عمرو، و يوسف بن خالد السمتى ، و يحي بن زكريا ابن أبى زائدة ، و هو الذى كان يكتبها لهم ثلاثين سنة .

"ইমাম তাহাবি বলেন : আমার নিকট ইবনু আবু সাওর লিখেন তিনি সুলাইমান বিন ইমরান হতে বর্ণনা করেন, তিনি আসাদ বিন ফুরাত হতে বর্ণনা করেন আসাদ বিন ফুরাত বলেন : ইমাম আবু হানিফার ফিকহি মজলিসে যারা মাসআলাহ্ সমূহ নিরুপণ করতেন তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। ইনাদের মধ্যে দশজন বিশেষ ছাত্র ছিলেন যারা মাসআলা নিরুপণে যাচাই-বাছাই করতেন এবং চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। দশজন বিশেষ ছাত্র হলেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার, ইমাম দাউদ আততায়ি, ইমাম আসাদ বিন আমর, ইমাম ইউসুফ বিন খালিদ আল সামতি, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া বিন আবু যায়িদা, (ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানি), ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আবু যাকারিয়া ত্রিশ বছর মাসআলা সমূহ লিখার দায়িত্বে ছিলেন"।

প্রিয় পাঠক, এই হলেন নুমান বিন সাবিত যিনি "আবু হানিফা" হিসেবে মশহুর এবং দীনে হানিফের আমলকৃত মাসআলা "আল মাযহাবুল হানাফি বা আল ফিকহুল হানাফি" নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হল সাহাবিগণের পর আল কুরআন ও আল হাদিসের পরিপূর্ণ গবেষণা মজলিসের নাম হল "হানাফি মাযহাব" ইমাম আযম এর নামে নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লাই অধিক জানেন এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।

লিখক কর্তৃক প্রণিত ও প্রকাশিত অন্যান্য বই :

# হানাফি ফিকহ বিশ্বকোষ

প্রথম খন্ড

## ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়ার হুকুম

এ বইয়ে উল্লেখিত বিষয় সমূহ :

**প্রথম অধ্যায়: সাহাবিগণ ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন**

**দ্বিতীয় অধ্যায়: ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত**

**তৃতীয় অধ্যায়: ইমাম যখন ক্বিরাআত পড়বে তোমরা তখন চুপ থাকবে**

**চতুর্থ অধ্যায়: ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী এর অভিযোগের জওয়াব**

**পঞ্চম অধ্যায়: ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেলে ঐ রাকাআত পাওয়া হবে**

**ষষ্ঠ অধ্যায়: ইমাম বুখারীর নীতি ও মত খণ্ডণ** (ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়লে মুক্তাদির সালাত বাতিল হয়ে যাবে সহিহ হাদিস দিয়ে এ মত খন্ডণ)

**সপ্তম অধ্যায়: একটি ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডা ও তার জওয়াব**

**অষ্টম অধ্যায়: একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর**

# হানাফি ফিকহ বিশ্বকোষ

দ্বিতীয় খন্ড

## সুরা ফাতিহা শেষে ইমাম ও মুক্তাদির আমিন বলার বিধান

১। আওয়াজ করে আমিন বলার হাদিস এবং এর আলোচনা

২। মুক্তাদি কখন আমিন বলবে

- উঁচু আওয়াজ আমিন বলা নিষিদ্ধ
- নীরবে আমিন বলা নিষিদ্ধ
- ক্ষীণ আওয়াজে আমিন বলার হুকুম

৩। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পরিমান আওয়াজে আমিন বলেছেন এবং এর হাকিকাত

৪। ইমাম শুরাহ্ বিন হাজ্জাজ এর ভূল ও এর জওয়াব

৫। ইমাম ইবনু কাইয়্যেম এর বক্তব্যের জওয়াব

## তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত উভয় হাত না উঠানোর হুকুম

১। রুকুতে যেতে ও রুকু হতে উঠতে রফউল ইয়াদাইন বা উভয় হাত উঠানোর হুকুম রহিত (মানসুখ)

২। হাদিস বিকৃত করে দলিল পেশ, লা-মাযহাবিগণের ঘৃণ প্রয়াশ

৩। বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীদের হাদিস বিকৃতির নমুনা

## নাভির নিচে হাত বাধার বিধান

১। নাভির নিচে হাত বাধার সহিহ হাদিস

- হাদিসের রাবি পরিচিতি
- ফিকহুল হাদিস

২। নাভির নিচে হাত বাধার সময় কব্জি ধরে রাখার হাদিস

৩। বুকের উপর হাত বাধার হাদিসের সনদ দ্বঈফ

৪। আল্লামা শাওকানির ভূল বক্তব্যের জওয়াব

৫। আহলুল হাদিসগণের বুকের উপর হাত বাধার বিভিন্নতা।

**এ বইয়ের বৈশিষ্ট্য :**

১। প্রতিটি দলিল মূল ইবারাত সহ

২। প্রতিটি হাদিসের রিজাল বর্ণনা

৩। প্রতিটি হাদিসই সহিহ প্রমাণিত

৪। ইলমুল জারহি ওয়াল তা'দিল অনুসারে রাবির সিকাহ ও দ্বঈফ নির্ণয়।

৫। ভিত্তিহীন মত খন্ডন এবং হাদিস ভিত্তিক এর জওয়াব।

৬। হানাফিগণই হাদিসের প্রকৃত অনুসারী তার প্রমাণ।

**প্রকাশের পথে :**

# হানাফি ফিকহ বিশ্বকোষ

## তৃতীয় খন্ড

## বিতিরের সালাত

১। বিতিরের সালাতের হুকুম।

২। বিতিরের সালাত কত রাকাআত।

৩। বিতিরের সালাত তিন রাকাআত হওয়ার সহিহ হাদিস।

৪। দোয়া কুনুত হানাফিগণের আমলকৃত সহিহ হাদিস।

## তারাবির সালাত

১। তারাবির সালাতের হুকুম।

২। সাহাবিগণের ইজমা উম্মাহ্র জন্য ওয়াজিব।

৩। তারাবির সালাতের সংখ্যা।

৪। তারাবিহ্ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে পার্থক্য।

## জুমআর সালাত

১। জুমআর আযান।

২। জুমআর খুতবাহ।

৩। আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া শরঈ বিধানের খিলাফ।

৪। মহিলাদের জুমআর সালাত, শরঈ বিধান।

# সারা পৃথিবীতে একই দিনে রোযা রাখা ও ঈদ উদযাপন : বৈজ্ঞানিক ও শরঈ বিধানে পরিত্যাজ্য চিন্তার উন্মেষ

১। দীন বোঝার ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানশূন্যতা।

২। দীনকে বিকৃতকারী ও জাহিল উভয় দীন বোঝার জন্য ক্ষতিকর।

৩। শরঈ বিধানের খিলাফ দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তি ফিতনার মূল কারণ।

৪। ইবাদাতের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শ পরিত্যাজ্য।

৫। চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে ইফতার কর, আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ পূর্ণ কর এ হাদিসের শিক্ষা ও বাস্তবতা।

৬। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই সালাত ও সিয়ামের সময় নির্ধারণের জন্য অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৭। ইমাম আবু হানিফা ও ইখতিলাফুল মাতালি'।

৮। সাহাবিগণের আমলই অধিক গ্রহণযোগ্য।